

দু আদারআইড অফ মিডনাইট

সিডনি সেলডন



সূচিপত্র

ভূমিকা.....	2
জার্মান পঞ্চম আর্মি	92
ক্যাথারিন আলেকজান্ডারের জীবন.....	183
জার্মানির আত্মসমর্পণ	276
ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েলে পেজ	371
গুটিসুটি মেরে	459

ভূমিকা

এথেন্স, ১৯৪৭।

ঘষা জানালা দিয়ে পুলিশ চিফ জর্জিয়াস তাকিয়ে ছিলেন অফিস বাড়িগুলির দিকে।
এথেন্সের ডাউন টাউন, চারপাশ কেমন যেন শান্ত সমাহিত।

তিনি ভাবলেন, আগস্টের এই তপ্ত দহন জ্বালা, তাই বোধহয় পথঘাটে লোকজন কম।

বারোটা বেজে দশ মিনিট, রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। দু-একজন ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে
চলেছে। তার গন্তব্য এথেন্স শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত এয়ারপোর্ট। অন্য সময় হলে তিনি
হয়তো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিসে বসে থাকতেন। এই দগ্ধ দাবদাহে কাজ করত তার
অধীনস্থ কর্মচারীরা। এখন কিন্তু অবস্থাটা একেবারে অন্যরকম। তাই জর্জিয়াস
সকোরিকে বেরোতে হয়েছে।

কেন? পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে অনেক বিখ্যাত মানুষ উড়ানপাখির সওয়ার হয়ে এথেন্স
এয়ারপোর্টে নামছেন। কাস্টমস বিভাগের ঝামেলা আছে। যথাসম্ভব সহজে তা পালন
করতে হবে।

আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে। এয়ারপোর্টে এখন বিশ্বের নানা প্রান্তের সাংবাদিক
এবং আলোকচিত্রীদের সমারোহ। সকোরি বোকা নন, তিনি জানেন এখন তাকে সব
দিক ঠান্ডা মাথায় সামলাতে হবে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনি দুজন মহিলার সঙ্গে কথা বলেছেন-একজন তার স্ত্রী, অন্যজন তার রক্ষিতা। তার স্ত্রী অ্যানা, মধ্যবয়সিনী, সুরুপা, চেহারায় গ্রাম্যতার ছাপ, অশিক্ষিত, বলেছেন, এয়ারপোর্টে তাকে সম্মানজনক দূরত্বে থাকতে। তা হলে কোনো ঝামেলার দায় পেপাহাতে হবে না।

কিন্তু ওই অসামান্য রূপসী রক্ষিতা মেলিনা, বলেছে, তাকে এয়ারপোর্টে গিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে। এই ব্যাপারটা সকোরিকে আন্তর্জাতিক পরিচিত এনে দেবে।

ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে সকোরি শেষ পর্যন্ত হাজির হতে চলেছেন এয়ারপোর্টে বলা যায় না, এই ঘটনাই হয়তো হয়তো তার ভাগ্যোন্নতির সহায়ক হবে।

আসল ব্যাপারটা কী? এটাই বোধহয় ভাগ্যের চরম পরিহাস, মেলিনা তার স্ত্রী এবং অ্যানা তাঁর উপপত্নী? ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সকোরির মাথায় অনেক চিন্তা। বারোজন সশস্ত্র সঙ্গীকে নেওয়া হয়েছে। চারদিকে এখন সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। সকোরিকে ছ-ছবার ইন্টারভিউ করা হয়েছে। ছটি বিভিন্ন ভাষায়- জার্মান, ইংরাজি, জাপানি, ফরাসি, ইতালিয় এবং রাশিয়ান ভাষায় কথা অনুবাদ করা হয়েছে। আহা, এই নতুন জীবন, এই উন্মাদনা, এর কোনো তুলনা আছে কি?

গাড়ি এগিয়ে চলেছে এভিনিউ দিয়ে, দূরে সমুদ্র দেখা গেল। হঠাৎ সকোরির মনে হল পেটের ভেতর কেমন গোলমাল। মাত্র পাঁচ মিনিট, তার পরেই এয়ারপোর্ট, তিনি

শেষবারের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিলেন। আজ রাতেই তাদের এথেন্সে শুভ পদার্পণ পড়বে।

আরমান্দ গটিয়ার বিমানে উঠলে শরীর খারাপ লাগে তার। মনে হয় তিনি বোধহয় বিমান থেকে পড়ে যাবেন। কিন্তু কেন? বাইশ বছর বয়সে তিনি ফরাসি জগতের মুভি ইনডাসট্রিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। তারপর থিয়েটারের অঙ্গনে প্রবেশ করেন। এখন তাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা পরিচালকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কুড়ি মিনিট আগে পর্যন্ত এটা ছিল এক আরামদায়ক উড়ান। অনেকেই তাকে চিনতে পেরেছেন। এয়ার হোস্টেসরা সাধ্য মতো যত্নের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সহযাত্রীদের অনেকে গায়ে পড়ে আলাপ করেছেন। ওই বিখ্যাত ডিরেক্টরের মনে একটি মুখ আঁকা হয়েছে। সে হল এক রূপসী ব্রিটিশ তনয়া, অক্সফোর্ডের সেন্ট অ্যাংনে কলেজের ছাত্রী। সে থিয়েটারের ওপর একটা থিসিস লিখছে। কী আশ্চর্য, আরমান্দ গটিয়ারকে নিয়ে দুজনের কথাবার্তার মধ্যে নোয়েলে পেজের নাম উঠেছিল।

মেয়েটি বলল আপনিই তো নোয়েলের পরিচালক? ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বলবেন? ট্রায়ালটা কেন হচ্ছে?

গটিয়ারের মনে হল, তিনি বোধহয় সিট থেকে পড়ে যাবেন। নোয়েলের কথা মনে, পড়লেই কেমন একটা যন্ত্রণা। গটিয়ার নোয়েলের থ্রেপ্তার হওয়ার খবরটা শুনেছিলেন তিনমাস আগে। তারপর এ ব্যাপারটা ভুলে গেছেন। তখন চিঠি লিখেছিলেন। সাহায্যের

প্রতিশ্রুতি। উত্তর আসেনি। ট্রায়ালে যোগ দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। কিন্তু তিনি জানেন, সংবাদমাধ্যম তাকে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়াবার চেষ্টা করবে।

পাইলটের ধাতব কণ্ঠস্বর ইন্টারকম মারফত শোনা গেল। তিন মিনিটের মধ্যে বিমানটি এথেন্স এয়ারপোর্টে অবতরণ করবে। আহা, নোয়েলের সঙ্গে আবার দেখা হবে কি? আরমান্দ গটিয়ার তার শারীরিক অসুস্থতার কথা ভুলে গেলেন।

কেপটাউন থেকে এথেন্সে উড়ে আসছেন ডঃ ইসরায়েল কাটজ। তিনি এক বিশিষ্ট নিওরো সার্জেন। বিরাট হাসপাতালের একচ্ছত্র অধিপতি। তাকে এই ব্যাপারে অন্যতম সেরা গবেষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিনি একটি বি. ও এ সি বিমানে বসে আছেন। মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ। মুখের মধ্যে সাহস এবং বুদ্ধির ছাপ। চোখের তারা গভীর বাদামি। হাত দুটো উত্তেজনায় কাঁপছে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, তিনি বেশ ক্লান্ত। ডান পায়ে একটু একটু ব্যথা হচ্ছে। ছ-বছর আগে তাঁর একটি পা বাদ দিতে হয়েছিল। তাই বোধহয় যন্ত্রণা!

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর মিটিং আছে। তাই তাকে এখানে আসতে হয়েছে।

এর পাশাপাশি আর একটি বিষয়— নোয়েলে পেজের ঘটনা। বউ এসথার বারণ করেছিলেন। ইসরায়েল শোনেননি। এক কথার মানুষ।

প্লেনটা কি দুলতে শুরু করেছে? ভালো লাগছে না। কে এই হত্যার অন্তরালে? উড়ান পাখি এবার এগিয়ে চলেছে তার নির্দিষ্ট গন্তব্য পথের দিকে। তখনই ডাক্তারের মনে পড়ল প্যারিসের একটি মারাত্মক হত্যার ঘটনা।

ফিলিপ্পে সোরেল তার ইয়াটের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখছেন পাইরেসের বন্দর ধীরে ধীরে কাছে আসছে। আহা, এই অসাধারণ সমুদ্র অভিযান, ফ্যানেদের কাছ থেকে কিছুদিন দূরে থাকার প্রয়াস। সোরেলকে এক বিখ্যাত অভিনেতা বলা হয়। জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গেছেন। বক্সারের মতো মুখ। যে বক্সার অন্তত ছটা খেলায় হেরে গেছেন। নাকটা কয়েকবার ভেঙে গেছে। চুল পাতলা, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। এসব কিছুই মনে হয় না। কারণ ফিলিপ্পে সোরেলের আছে অসম্ভব যৌন আবেদন। শিক্ষিত, স্বল্পভাষী, সুভদ্র এবং সুপরিচিত।

নোয়েলের বিচার, তাকেও আসতে হবে। তিনি জানেন, নোয়েলের সঙ্গে আবার দেখা হবে। কী হয়েছে? কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে প্রমোদ তরুণী গ্রিসের উপকূলের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্যান আমেরিকান ক্লিপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী বসে আছেন। বিমান এখন এথেন্স এয়ারপোর্টের ১৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থান করছে। উনি উইলিয়াম ফ্রেসার, বছর পঞ্চাশ বয়স। মাথার চুল ধূসর, মুখটা অদ্ভুত। বোঝা যায় ব্যক্তিত্বের প্রতীক। হাতে

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি জেলডন

একটা ব্রিফ, এখনও পর্যন্ত একটি পাতাও ওলটান নি। উনি জানেন, আগামী কয়েক সপ্তাহ দারুণ পরিশ্রমের মধ্যে কাটবে। দূরে গ্রিসের উপকূল দেখা যাচ্ছে কি?

অগসটে ল্যান্ডন- তিনদিন ধরে দারুণ অসুস্থ। নৌকো ভ্রমণ, ভালো লাগে না। মারসেইল-এর দিকে যাত্রা, তারপর ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া। অগসটে ল্যান্ডন, বছর ষাট বয়স, মাথায় টাক পড়তে শুরু হয়েছে। চোখ দুটো কুতকুতে, ঠোঁট পাতলা, সব সময় সস্তার সিগার বুলছে। মারসেইলে একটা ড্রেসশপের মালিক। আরও কত কী? কিন্তু এত খরচ? না, এটা কি শুধু ছুটি কাটাতে যাওয়া?

তা কেমন করে হবে? কতদিন বাদে প্রিয়বান্ধবী নোয়েলেকে দেখতে পাবেন। ছাড়াছাড়ির পর কত বছর কেটে গেল।

নোয়েলে যখন প্রথম অভিনয়ে এসেছিল, তখন কী ঘটেছিল? উনি পাগলের মতো নোয়েলের চলচ্চিত্র দেখতেন, বারবার। এভাবেই ভালোবাসা, হ্যাঁ, এই ভ্রমণটা যথেষ্ট খরচের। অগসটে ল্যান্ডন জানেন, তাকে খরচটা করতেই হবে। পুরোনো দিনের স্মৃতি এত সহজে কি ভোলা যায়?

শুধু একটা চিন্তা, স্ত্রী কি আমার এই গোপন অভিসারের খবর জানতে পারবে?

এথেন্স শহর, ফ্রেডরিক স্ট্যাভরস কাজ করছেন তার ল অফিসে। পুরোনো দিনের বাড়ি, শহরের প্রাণকেন্দ্রে। একা তাকে অনেক কাজ করতে হয়। তিনি সহকারী রাখতে পারেন নি। ভদ্রলোক শান্ত স্বভাবের। জয়কে ছিনিয়ে নেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন? এলেনাকে বিয়ে করা সম্ভব কি? পারিবারিক জীবন? ভালো অফিস, বিখ্যাত ক্লাবের সদস্যপদ। না, ঘটনা কি ঘটতে শুরু করেছে? এখন তাকে অনেকে কি চিনতে পারে?

তিনি হলেন ল্যারি ডগলাসের বিপক্ষের এক আইনবিদ। এভাবেই হয়তো জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁয়েছে। নোয়েলে পেজের পক্ষ সমর্থন করতে পারলেই খুশি হতেন। তার বদলে ল্যারি ডগলাস? কখন যে কী হয়ে যায়। যদি নোয়েলে পেজকে নিরপরাধী হিসেবে ঘোষণা করা হয়? ল্যারি ডগলাসকে শাস্তি দেওয়া হয়? তাহলে কী হবে? স্ট্যাভরস কেঁপে উঠলেন। তা হলে? না, বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

নেপোলিয়ান ছোটাস, নোয়েলের হয়ে মামলা লড়ছেন। পৃথিবীতে তার মতো চতুর ক্রিমিন্যাল লইয়ার আর একজনও নেই। ছোটাস আজ পর্যন্ত কোনো লড়াইতে হারেন নি। তার কথা মনে হল, ফ্রেডরিক স্ট্যাভরসের মুখে হাসি। যাক, নেপোলিয়ান ছোটাসকে হারাতে হবে, দাঁতে দাঁত চেপে ছোট একটি প্রতিজ্ঞা।

ফ্রেডরিক স্ট্যাভরস তার ছোট ল অফিসে বসে আছেন। নেপোলিয়ান ছোটাস তখন একটা ডিনার পার্টিতে উপস্থিত হয়েছেন। এথেন্সের কোনো এক অভিজাত অঞ্চলে।

ছোটাস, নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে ভালোবাসেন। তবে এখন আসন্ন বিচার সম্পর্কেই বেশি চিন্তিত। এই নিয়ে অনেকের সঙ্গে আলোচনা চলেছে।

কেউ জানতে চাইলেন- নোয়েলে পেজ সম্পর্কে আপনার অভিমত?

ছোটাস বললেন- ভদ্রমহিলা সত্যিই অসাধারণ রূপসী এবং বুদ্ধিমতী।

না, আর কোনো কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নোয়েলে পেজের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, কোনো মক্কেলের সাথে আমি কখনও আবেগের সম্পর্ক স্থাপন করব না। দেখা যাক, কী হয়!

মনে পড়ল, একটি নাম, কার ফোন? বাটলারের হাতে রিসিভার কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস!

হেলিকপ্টার অথবা প্রমোদ তরণী, এছাড়া ওই দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করা অসুবিধা। এয়ারফিল্ড আছে, আছে ব্যক্তিগত বন্দর, সারাদিন সশস্ত্র প্রহরীরা পাহারা দেয়। সঙ্গে থাকে জার্মান দেশের কুখ্যাত শেফার্ড কুকুরের দল। এটা হল কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য। আমন্ত্রণ ছাড়া কেউ এখানে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় না। অনেক দিন ধরেই তিনি এটি বানিয়েছেন। বিশ্বের নানা দেশের রাজা এবং রানিরা এসেছেন, মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিরা, চলচ্চিত্রের অভিনেতা, অপেরার গায়ক-গায়িকা, বিখ্যাত লেখক এবং শিল্পীরা, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে তারা এসেছেন। কনস্ট্যানটিন

ডেমিরিসকে পৃথিবীর দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি বলা হয়। তিনি হলেন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মানুষ। তিনি জানেন, কীভাবে অর্থ খরচ করতে হয়, জীবনকে উপভোগ করতে হয়।

তিনি তার সুন্দর সাজানো লাইব্রেরিতে বসে আছেন, আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন।

ঠোঁটে ঝুলছে মিশরের সিগারেট, তার জন্যই বিশেষভাবে তৈরি করা। প্রেস অনেকদিন ধরে তার সঙ্গে কথা বলতে উদগ্রীব। তিনি নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখেছেন।

নোয়েলের সম্পর্কে চিন্তা? বন্দীশালায় কেমন আছে মেয়েটি, ঘুমিয়ে, নাকি জেগে? ক্লান্ত, নাকি পরিশ্রান্ত?

নেপোলিয়ান ছোটাসের সঙ্গে শেষ আলোচনা, মনে পড়ে গেল। ছোটাসের ওপর নির্ভর করা যায় কি? না, ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। দেখাই যাক কী লেখা আছে।

প্রথম পর্ব

ক্যাথারিন, শিকাগো, ১৯১৯-১৯৩৯

০১.

প্রত্যেক বড়ো শহরের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এমন এক ব্যক্তিত্ব যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়। বিশ শতকের শিকাগো, এক বিশাল ঘুমন্ত দৈত্য। অশিক্ষিত,

বর্বর। এই শহর থেকে কত, মানুষের জন্ম হয়েছে, বিশিষ্ট ব্যক্তির। আবার এই শহরই মস্তানদের জন্মদাতা। কত নাম করা যায়?

ক্যাথারিন আলেকজান্ডারের অনেক স্মৃতি। বাবা তাকে নিয়ে একটা বারে ঢুকছেন। হালকা আলো জ্বলছে, উঁচু, উঁচু টুল। বাবা বিয়ারের অর্ডার দিলেন। আর মেয়েটির জন্য গ্রিনরিভার, বয়স তখন পাঁচ, বাবার গর্বিত মুখ। অনেকেই তার রূপের প্রশংসা করছেন। তারপর, ছোটো ছোটো স্মৃতির উৎসার।

বাবাকে নানা কাজে বাইরে থাকতে হয়। তিনি একজন সেলসম্যান। কাজের চাপ বড্ড বেশি।

ক্যাথারিনের যখন সাত বছর বয়স, বাবাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। জীবনটা পাল্টে গেল। শিকাগো থেকে ইন্ডিয়ানার গ্যারিতে চলে আসা। জুয়েলারির দোকানে বাবা তখন যোগ দিয়েছেন। ক্যাথারিন প্রথম স্কুলে ভরতি হল। অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে আলাপ পরিচয় হল। তখন থেকেই ক্যাথারিন নিজস্ব জগতের বাসিন্দা।

কয়েক বছর ধরে ক্যাথারিন উদাসীনতার মধ্যে সময় কাটিয়েছিল। অদ্ভুত একটা জীবন। কোনো কিছুই ভালো লাগছে না।

বই পড়াকে সে মোটেই পছন্দ করত না। বয়স হল চোদ্দো, শরীরটা তখন পরিপূর্ণ যুবতীর মতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নাতে নগ্ন দেহের প্রতিফলন দেখত সে। আহা, গোলাপ কুঁড়ি বুঝি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। অনেকেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অনেক পুরুষ গায়ে পড়ে ভাব করতে চাইছে। কিন্তু ক্যাথারিন? নিজের সম্বন্ধে সচেতন।

আগামী গ্রীষ্ম, ক্যাথারিন পঞ্চদশী, অনেক কথাই জেনে গেছে সে। আয়নার সামনে।
দাঁড়িয়ে শরীরের দিকে তাকাচ্ছে।

শিকাগো থেকে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট, রজারস পার্কে, সস্তার ভাড়া। দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক
সংকট, দিন চালানো মুশকিল। ক্যাথারিন আরও রূপসী, আরও বুদ্ধিমতী।

একদিন সে আবিষ্কার করল টমাস উলফেকে, তার বই? আনন্দিত? জীবনের প্রতি
ভালোবাসা।

ক্যাথারিন এল নতুন হাই স্কুলে। আয়নার সাথে কথা বলল। চুল এখন দাঁড়কাকের মতো
কালো, গায়ের চামড়া কোমল, মনে হয় কেউ যেন ক্রিম মাখিয়ে দিয়েছে। চেহারাটা
চমৎকার, মুখখানা আবেদনি। চোখের তারা কিছু বলতে চাইছে।

এল মন্দা, জীবন আরও দুর্বিসহ, বাবাকে নানা কাজে যোগ দিতে হচ্ছে। কোনো কাজেই
তিনি সফল হতে পারছেন না। এখন কী করা যায়?

ছোটো ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন। র‍্যালফ, বলা হল, যথাসময়ে টাকা
ফেরত দিতে হবে।

শুরু হল বিপর্যয়। এখন কী হবে?

ইতিমধ্যে ক্যাথারিন এক পরিপূর্ণা তরুণী। টনি কোরম্যান যোগ দিল ল ফার্মে। ক্যাথারিনের থেকে লম্বায় অন্তত এক ফুট ছোটো। ভালোবাসার বিনিময়। চোখের তারায় সজল অভিব্যক্তি।

আর একজন ডিন ম্যাকডরমট। মোটা এবং বোকা। দাঁতের ডাক্তার হতে চেয়েছিল। এবার রন পিটারসন। না, তাকে কোন্ দলভুক্ত করা যেতে পারে। রন ভালো ফুটবল খেলত। অনেকে ভেবেছিল ভবিষ্যতে সে খেলোয়াড় হবে। লম্বা, চওড়া কাঁধ। ম্যাটিনি আইডলের মতো চেহারা। স্কুলে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ক্যাথারিন হয়তো রনকেই ভালোবাসত, কিন্তু এর মাঝে কিছু ঘটে গেল কি? না, ক্যাথারিন ভাবতে থাকে, অসহায়ভাবে।

আর্থিক সমস্যা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। তিনমাসের বাড়ি ভাড়া বাকি আছে। কেন তাড়িয়ে, দেওয়া হচ্ছে না? বাড়িউলিকে ক্যাথারিনের বাবা খুবই ভালোবাসেন। মাঝে মধ্যে গোপন সম্পর্ক। ক্যাথারিনের মনে উদাসি ভাবনা- আহা, কী করে এই সমস্যার সমাধান হবে।

শেষ পর্যন্ত ক্যাথারিন ভেবেছিল, স্বপ্ন দেখে লাভ কি? যে স্বপ্ন সফল হবে না।

এপ্রিল, ক্যাথারিনের মা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। মৃত্যুর সাথে ক্যাথারিনের প্রথম মোলাকাত। বন্ধুরা এল, আত্মীয় স্বজনেরা, ছোট অ্যাপার্টমেন্টে, শোক জ্ঞাপন করল। তারপর? চোখের জল।

এবার কী হবে? ক্যাথারিনের মনে চিন্তা। কিছু একটা করতে হবে। কী করা যায়? কত কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। জীবিকা উপার্জন?

সব কাজ হয়ে গেল। কাকা র্যালফ এলেন, ক্যাথারিনের সঙ্গে কথা বলতে চান।

-আমি জানি, তোমাদের আর্থিক অবস্থা কী শোচনীয়। র্যালফ দাদাকে বললেন, তুমি স্বপ্ন দেখেই দিন কাটালে। আমি তো তোমাকে ডুবতে দিতে পারছি না। পউলিন আর

আমি এ নিয়ে কথা বলেছি। তুমি কি আমার হয়ে কাজ করবে?

-ওমাহাতে?

-হ্যাঁ, থাকা পরার অভাব হবে না। ক্যাথারিনকেও আনতে পারো আমাদের একটা বড়ো বাড়ি আছে।

ওমাহা! ক্যাথারিন ভাবল, সব স্বপ্নের অবশেষ।

বাবা বলেছিলেন- একটু ভেবে দেখি।

কাকা র্যালফ বললেন- ছটার ট্রেন ধরব, যাবার আগে জানতে হবে তো?

ক্যাথারিন এবং বাবা, একা। বাবার আর্তনাদ- ওমাহা? না, ওখানে একটা সুন্দর সেলুন পর্যন্ত নেই।

কিন্তু ক্যাথারিন? বিকল্প কোনো কিছু হাতে আছে কি? ক্যাথারিন ভাবল, জীবন আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখন আমাকে ডানা ভাঙা পাখি হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

পরদিন সকালবেলা ক্যাথারিন তার প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করল। বলল, আমি ওমাহাতে চলে যাচ্ছি। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লাগবে।

ভদ্রমহিলা বলেছিলেন- ক্যাথারিন, তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা। তুমি নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভারসিটির ফুল স্কলারশিপ পেয়েছ।

সমস্ত রাত ধরে আলোচনা। ঠিক করা হল, বাবা চলে যাবেন ওমাহাতে, ক্যাথারিন নর্থওয়েস্টার্নে। ডরমিটরিতে থাকবে, ক্যাম্পাসে, দশদিন কেটে গেছে, লাস্টট্যালেস স্ট্রিট স্টেশন, সিঅফের ঘটনা। ক্যাথারিন এখন একেবারে একা। চারপাশে বিপদের পরিমণ্ডল। পাশাপাশি উত্তেজনা। নিজস্ব জীবন। জীবনে এই প্রথম। ক্যাথারিন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার শরীরটা ক্রমশ দূরে হারিয়ে যাচ্ছে। শেষবারের মতো তাকাল সে। আহা, এক সুন্দর সুপুরুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন, একদিন তিনি বিশ্বের সম্রাট হবেন।

স্টেশন থেকে ক্যাথারিন একা ফিরছে। ওমাহা, না, জীবনটা কি একেবারে শেষ হয়ে গেল?

.

নর্থ ওয়েস্টার্ন, অসামান্য উত্তেজনা। ক্যাথারিনের কাছে এই স্কলারশিপের মূল্য অপরিসীম। সে ভাবতেই পারেনি, জীবনটা তার এভাবে পাল্টে যাবে।

সেখানে কতজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব। ক্যাথারিন ঠিক করল, সকলের সাথেই ভালোভাবে মিশবে সে। কাজ নিল, এক স্যান্ডউইচের দোকানে ক্যাটসা পদে। প্রতি সপ্তাহে পনেরো ডলার। আহা, খুব একটা খরচ হয়তো করতে পারবে না। কিন্তু বই? আরও অন্যান্য জিনিস? সবই পারে সে?

কিছুদিন কেটে গেছে, ক্যাথারিন বুঝতে পারল, ক্যাম্পাসে সে-ই একমাত্র অস্পর্শিতা কুমারি। এভাবেই সে বড়ো হয়েছে। গুরুজনরা যৌন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। দু-একটা শব্দ তার কানে গেছে। আর এখানে? পরিস্থিতিটা একেবারে অন্যরকম। যারা পড়াশুনা করে, তারা শুধু যৌনতা নিয়ে আলোচনা করে। ডরমিটরিতে, ক্লাসঘরে, ওয়াশরুমে। সর্বত্র, এত সহজে তারা এটা বলে, ক্যাথারিনের গা ঘিন ঘিন করে। সে ভাবতেই পারে না, কত সাহসী এরা।

ক্যাথারিন ভাবল, এইসব শব্দগুলো অশ্লীল। প্রত্যেক শব্দকে না শোনার ভান করত সে। এটা কি এক ধরনের আত্মাভিমান? মেয়েরা অনায়াসে তাদের যৌন বিপর্যয়ের কথা বলছে। ক্যাথারিন স্বপ্ন দেখত— একটি ছেলের সাথে শুয়ে আছে। বুনো প্রেমে মাতোয়ারা। ক্রমশ একটা অনুভূতি। নিজের হাতে নিজেকে সুখ দেবার চেষ্টা, আঘাত

করার পরিকল্পনা। হায় ঈশ্বর, আমি কি কুমারী অবস্থাতেই মারা যাব নাকি? এই নরকের
অন্ধকারে?

যে নামটা মেয়েদের কথাবার্তার মধ্যে বারবার ঘুরত— সে হল রন পিটারসন।
অ্যাথলেটিক স্কলারশিপ নিয়ে এখানে এসেছে। এর মধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়, তাকে ক্লাস
প্রেসিডেন্ট করা হল। ল্যাটিন ক্লাসে তার সঙ্গে ক্যাথারিনের দেখা হল। হ্যাঁ, দেখার মতো
চেহারা।

দুজনে কথা, এইভাবে? নাকি সবটাই কল্পনা।

ক্যাথারিন আলেকজান্ডার?

—হ্যালো রন।

তুমি কি এই ক্লাসের ছাত্রী?

—ইয়েস।

আমার সাথে ব্রেকে আসবে?

—কেন?

—কেন? আমি ল্যাটিনের কিছুই জানি না। তুমি তো এই ব্যাপারে জিনিয়াস। আমরা ভারী
সুন্দর গান বাজাব। আজ রাতে কী করছ?

কিছুই না, আমরা কি একসঙ্গে পড়ব?

-বিচের ধারে চলে এসো, আমরা একা থাকব। পড়াশোনা যখন খুশি হতে পারে।

এসবই ক্যাথারিনের ভাবনা, রন ক্যাথারিনের দিকে তাকাল। নাম জানার চেষ্টা করল। ক্যাথারিন নামটা বোধহয় ভুলে গেছে- কাঁপতে কাঁপতে বলল- ক্যাথারিন, ক্যাথারিন আলেকজান্ডার।

জায়গাটা কেমন? ফ্যানটাসটিক, তাই তো?

ক্যাথারিনের উন্মাদনা, কিছু বলার চেষ্টা।

সোনালি চুলের এক ছাত্রী। ছেলেটির জন্য অপেক্ষা করছে। এক মুখ হাসি। তারপর? রন হারিয়ে গেল।

সিন্ডেরালার গল্প এখানেই শেষ। ক্যাথারিন ভাবল, এরপর? তারা সুখে শান্তিতে সংসার জীবন যাপন করল। সেই বোকা কথা, তাই তো?

তখন থেকে মাঝে মাঝেই ক্যাথারিন রনকে দেখতে পেত। নানা মেয়েকে নিয়ে অহংকারের ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে। একজন-দুজন-তিনজন। হায় ঈশ্বর, ছেলেটা কি কোনো ব্যাপারে ক্লান্ত হয় না? একদিন ক্যাথারিন স্বপ্ন দেখল, রন এসে তার কাছে ল্যাটিনের ব্যাপারে জানতে চাইছে। কিন্তু রন কোনোদিন তার সঙ্গে কথা বলেনি। অর্থাৎ স্বপ্নটা সত্যি হয়নি।

রাতের বেলা, ক্যাথারিন একাকিনী শয্যায় শুয়ে আছে। অন্য মেয়েদের কথা ভাবছে। তারা চিৎকার করে বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে আলোচনা করছে। কেউ তো আমার সঙ্গে দেখা করছে না। মনে মনে সে নিজেকে নগ্নিকা করল। আহা, রনের শরীর থেকে একটি একটি করে পোশাক খুলে নিচ্ছে। যেমনটি সে পড়েছে রোমান্টিক উপন্যাসে। প্রথমে শার্ট, তার হাত খেলা করছে বুকের ওপর। এবার ট্রাউজার্সের জিপে হাত রেখেছে। শার্টসটাও খুলে দিল। আহা, দুজনে দুজনকে আদর করছে। এই সময় ক্যাথারিনের ভাবনা ভেঙে যেত। সে আবার ছটফট করত। মুখ দিয়ে আত্ননাদ আমি বোকা, আমি কি ফ্যানটাসি নিয়ে বেঁচে থাকব? না, আমাকে বোধহয় এক কনভেন্টে চলে যেতে হবে। ওই যাজিকারা কি এমন যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে? তারা কি আত্মরতিতে মেতে ওঠে? নাকি এটা মহাপাপ। হঠাৎ ক্যাথারিন ভাবল, ধর্মযাজকরা? তারা কি কখনও সঙ্গমে অংশ নিয়েছেন?

আহা, এই সুন্দর শহর, রোমের পাশের ছোট একটি অঞ্চল। সূর্যদীপ্ত জল, কবেকার পুকুর, কে জানে? একজন যাজক প্রবেশ করলেন। তার পরনে আলখাল্লা। তিনি রনের মতো দেখতে। তিনি বললেন- কে তুমি?

ক্যাথারিন কিছু বলার চেষ্টা করেছিল।

উনি বললেন- তোমাকে আমি স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

বাকিটুকু? বাকিটুকু কি লেখা আছে?

ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন, তার চোখে একটা অদ্ভুত দ্যুতি।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে। ক্যাথারিন বলল-এ কী? আপনি আমাকে আলিঙ্গন করছেন কেন? আপনি তো একজন ধর্মযাজক?

উনি হাসলেন, উনি আরও বেশি চাপ দিলেন ক্যাথারিনের শরীরে। বললেন- আমি প্রথমে একজন মানুষ, তারপর একজন যাজক। তাই তো?

সিট ছোট্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এল সদ্য জাগরিতা ক্যাথারিনের মুখ থেকে।

রন পিটারসন রুসটে প্রত্যেকদিন খেতে আসে। এক কোণে একটি চেয়ারে বসে থাকে। তার বন্ধুরা হৈ-হৈ করে ঢুকে পড়ে। হৈ-হুল্লোড়। ক্যাথারিন কাউন্টারের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন পল ঢোকে, সে মাথা নাড়ে। সামনে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। কী আশ্চর্য, ছেলেটা কি আমায় ভুলে গেল নাকি? ক্যাথারিন ভাবে।

মুখের হাসি চওড়া, ছেলেটি কি হ্যালো বলবে না? ডেটের জন্য আবদার? এক গ্লাস জল? আমার কুমারিত্ব? না, আমি কি তার কাছে একটুকরো ফার্নিচার?

এখানে অন্য যেসব মেয়েরা আসে, তাদের থেকে আমি অনেক সুন্দরী, তা হলে? অবশ্য জ্যানের কথা আলাদা, অথবা দক্ষিণ দেশের সেই সোনালি চুলের মেয়েটি, অথবা নাম না-জানা সেই বাদামি কেশের কন্যাটি।

ওদের মধ্যে কী কথা হচ্ছে? ক্যাথারিন বোঝার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারছে না। এমন কিছু আলোচনা, যা ক্যাথারিনের মুখকে লজ্জায় লাল করেছে।

কী বিষয়ে? হ্যাঁ, সমকামিতা! পারস্পরিক আলাপন! আরও কত কী!

ক্যাথারিন ভাবতে পারছে না, কত সহজে?

কেউ একজন বলেছিল, কে? জ্যান অ্যানে ক্যাথেরিন তুই আমাদের মতো নোস। তুই একেবারে শান্ত শিষ্ট। সতীত্বের ঢাকনা পরা।

ওরা হৈ-হৈ করতে করতে চলে গেল। ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে।

সে রাত, ক্যাথারিন বিছানাতে শুয়ে আছে, ঘুমোতে পারছে না। ছটফট করছে।

কে যেন বলল- মিস আলেকজান্ডার? তোমার বয়স হল কত?

-উনিশ।

-তুমি কি কোনো পুরুষের সাথে যৌন সংসর্গ করেছ?

না।

-পুরুষদের তোমার কেমন লাগে?

ভালো লাগে কি?

—এক মেয়ের প্রেমে পড়বে?

ক্যাথারিন ব্যাপারটা আবার চিন্তা করল। অনেকগুলো বান্ধবীর মুখ তখন তার মনের সরণি দিয়ে মিছিল করে এগিয়ে চলেছে। অথবা কোনো অধ্যাপিকা? না, কোনো কিছুই তার ভালো লাগছে না। সে মনে মনে স্বপ্নের জগতে ভেসে গেছে। আহা, একটি কোমল হাত, তার শরীরের সবখানে হাত রেখেছে। সে চিৎকার করছে। শেষ পর্যন্ত সে বলল—না, আমি এক সাধারণ মেয়ে, আমি সমকামী হব না।

— তাহলে? এভাবেই আমার দিন কেটে যাবে?

আকাশ এবার একটু ফরসা হতে শুরু করেছে? পুবাকাশে সূর্য আসবে। ক্যাথারিনের চোখ দুটো তখনও খোলা। সে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার আমাকে কুমারিত্ব হারাতেই হবে। কে? রন পিটারসন ছাড়া আর কে হতে পারে?

.

০২.

নোয়েলে, মারসেইল, প্যারিস ১৯১৯-১৯৩৯

সে ছিল এক রাজকন্যা।

তার গল্পটা এভাবেই শুরু হতে পারে। ছোটবেলার স্মৃতি? কত কিছুই মনে পড়ে যায় তার। লেস বসানো ক্যানোপি, গোলাপি রিবন দিয়ে বাঁধা, আরও কত কী? সে জানত তার জন্যে থরে থরে সাজানো আছে কত উপহার। যখন তার ছমাস বয়স, বাবা তাকে নিয়ে প্যারাম্বুলেটারে বেড়াচ্ছিল। ফুলের জলসাঘর। বাবা বলেছিলেন- রাজকন্যা, এগুলো কত সুন্দর। কিন্তু তুমি বোধহয় এদের থেকেও সুন্দরী।

বাড়িতে সে তার বাবার সান্নিধ্য অনুভব করত। বাবা মাঝে মাঝেই মেয়েকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিতেন। আবার লুফে নিতেন। জানলা দিয়ে সে তাকিয়ে থাকত বিরাট বাড়ির ছাদের দিকে। কিছু বলার চেষ্টা করত। বাবা বলতেন, এটা তোমার সাম্রাজ্য যুবরানি। দেখছ, এই সব বিরাট জাহাজগুলো, একদিন তুমি এই সব জাহাজের অধীশ্বরী হবে।

ওই দুর্গে অনেক অতিথি আসতেন, তার সঙ্গে দেখা করতে। তবে সবাইকে অনুমতি দেওয়া হত না। বিশেষ জনেরা তার গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারত। অন্যরা অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। এমন কিছু কথা বলত, যা তাকে আরও আনন্দে ভরিয়ে তুলত।

হ্যাঁ, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, এ হল সত্যিকারের রাজকুমারী।

বাবা কানে কানে বলতেন- একদিন এক রাজার কুমার এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে।

তখন তার বয়স একটু একটু করে বাড়ছে। এটাই ছিল নোয়েলে পেজের নিজস্ব সাম্রাজ্য।

বাবার বন্ধুরা বলতেন না, মেয়েটির মাথায় এমন কল্পনা ঢুকিয়ে দিও না। জ্যাকুইস, এখন থেকে সামলাবার চেষ্টা করো। ওকেও তো এই পৃথিবীর বাসিন্দা হতে হবে।

মারসেইল, এক বিচ্ছিন্ন শহর। এখানেও এখন প্রাচীন বর্বরতা বজায় আছে। এখানকার নিজস্ব আইন আছে। আছে নিজস্ব নীতি।

জ্যাকুইস পেজের প্রতিবেশীরা হিংসা প্রকাশ করতেন। এমন এক সুন্দরী কন্যা। সত্যিই রাজার দুলালী।

নোয়েলের বাবা-মা জানতেন এই মেয়ে একদিন মর্ত্যের সেরা সুন্দরী হয়ে উঠবে। নোয়েলের মাকে দেখতে মোটেই ভালো ছিল না। পৃথুলা শরীর। বুলে আছে, এমন দুটি বুক। মোটা উরুদেশ এবং নিতম্ব।

বাবার চেহারা মোটামুটি খারাপ নয়। চোখের মধ্যে সন্দেহের আকুল দৃষ্টি। চুলের রং দেখলে মনে হয়, বৃষ্টি স্নাত বালুকবেলা। নরমান্ডিতে যেমনটি দেখা যায়।

এমন মেয়ে কী করে হল? অনেকে কানাকানি করত।

সত্যিই তো, কখন যে কী হয়ে যায়?

এভাবেই নোয়েলে বড়ো হয়ে উঠল। বাবাকে সে ভীষণ ভালোবাসত। বাবাই ছিল তার খেলার সাথী। বাবার সাথে কত গল্প।

মাঝে মধ্যে নিজেকে মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করত সে। মা না থাকলে বাবা বোধহয় সবটুকু ভালোবাসা আমাকেই দিত উজার করে- এমন কথাও ভাবত সে।

বাবা সবসময় নোয়েলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। নোয়েলকে নিয়ে ডকে ঘুরে বেড়াতেন। কীভাবে মানুষজন কাজ করছেন, সব দেখতেন। তখন থেকেই নোয়েলে ডক সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছিল। জানত সে একদিন ওই বিশাল জাহাজের অধীশ্বরী হবে।

বাবাকে খুশি করার চেষ্টা করত। বলা যেতে পারে, বাবার সাথেই তার সুন্দর সম্পর্ক।

সপ্তদশী নোয়েলে, সৌন্দর্যের রাজরানি। আহা, তাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। অসামান্য রূপবতী, লাবণ্যের আধার তার তনুবাহার, চোখের রং বাদামি, চুল ঈষৎ সোনালি। গায়ের চামড়ায় সূর্যের আভা। মনে হয়, সে যেন মধু আর দুধ মেশানো জলে স্নান করেছে।

আরও কত কী? তার কিশোরী স্তন, সরু কোমর, গোলাকৃতি বতুল নিতম্ব, লম্বা দুটি পা- সব মিলিয়ে সে বুঝি স্বপ্নসুন্দরী। কথা বলত মধুর স্বরে, কোমল এবং অসাধারণ শব্দচয়নে। ছিল তার আবেদন। সকলকেই তখন সে এক অদ্ভুত আকর্ষণে কাছে ডাকছে।

নোয়েলের বাবা মেয়ের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। জ্যাকুইস পেজ ভেবেছিলেন, নোয়েলেকে এবার বিশ্বে পা দিতে হবে। কিন্তু? যৌনতা নিয়ে আলোচনা? মেয়ের

সামনে? না, বাবা-মা জানতেন, নোয়েলে এখনও পুরোপুরি কুমারী। যে সতীত্ব হল একজন মেয়ের সব থেকে বড়ো সম্পদ। কিন্তু ভবিষ্যতে?

শেষ পর্যন্ত বাবা ঠিক করলেন, মেয়েকে ভালোভাবে শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা যা তাকে জগতের বুকে দাঁড় করাবে।

তখন এক রাজনৈতিক সংকট, যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে। নাজিরা অস্ট্রিয়ার ওপর তাদের অধিকার কায়েম করেছে। ইওরোপ স্তব্ধ হয়ে গেছে। কয়েক মাস কেটে গেল। নাজিরা শ্লোভাকিয়াকে আক্রমণ করেছে। হিটলার বলেছিলেন, তিনি আক্রমণ করবেন না। কিন্তু কথা রাখেন নি।

ফরাসি দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি তখন ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছে। কোনো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। জ্যাকুইস ভাবলেন, এখন কী করা যায়? তার আসল সমস্যা হল, রূপবতী কন্যার জন্য এক প্রেমিকের সন্ধান করা। তার দুর্ভাগ্য, শহরের কোনো বিত্তবান পুরুষের সাথে তার পরিচয় ছিল না। বন্ধু-বান্ধব সকলেই ছিলেন তার সমগোত্রীয়। জীবনে হেরে যাওয়া মানুষ।

গত কয়েক মাসে নোয়েলে অশান্ত হয়ে উঠেছে। ক্লাসে পড়াশুনা সে ভালোই করে। কিন্তু স্কুলের পাঠ্যবইতে সে মন বসাতে পারে না। অবশেষে নোয়েলে ঠিক করল, সে চাকরি করবে। বাবার কাছে গিয়ে শান্তভাবে তার মনের কথা জানাল।

বাবা জানতে চেয়েছিলেন- কী ধরনের চাকরি?

নোয়েলে জবাব দিয়েছিল কেন? আমি কি এক মডেল হতে পারি না?

প্রস্তাবটা বাবার মনে ধরে ছিল। জ্যাকুইস পেজ এবার শুরু করলেন তাঁর অভিযান, শেষ পর্যন্ত তিনি পরিচিত ল্যাঙ্কনের কাছে পৌঁছে গেলেন। ল্যাঙ্কন, বছর পঞ্চাশ বয়স, মুখটা কুৎসিত। মাথায় টাক, পা দুটো খরখর কাঁপছে। স্ত্রী এক ছোটোখাটো চেহারার রমণী। ফিটিংরুমে কাজ করেন। দরজিদের সঙ্গেই সময় কাটাতে ভালোবাসেন।

জ্যাকুইস বুঝতে পারলেন, সমস্যা হয়তো সমাধান হবে।

তিনি ল্যাঙ্কনকে সোজাসুজি বলেছিলেন আমার মেয়েকে একটা চাকরি দিতে হবে। আমি কি কাল আসব?

পরের দিন সকাল নটা। অগসটে দেখলেন জ্যাকুইসকে প্রবেশ করতে। মুখখানা রাগে থমথম হয়ে উঠল তার। মন্দাগুয়ার বাজারে কে চাকরি দেবে? ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করতে চাইছিলেন, কিন্তু অসামান্য রূপবতী নোয়েলেকে দেখে তার মন একেবারে পাণ্টে গেল।

অগসটে নোয়েলেকে দেখে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে শুরু করলেন। লোভী নেকডের মতো।

নোয়েলের মুখে আমন্ত্রণী হাসি গুডমর্নিং সিয়ে, আমি শুনেছি, এখানে নাকি চাকরি খালি আছে?

অগসটে ল্যান্সন কী বলবেন, বুঝতে পারছেন না, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন।

তোতলাতে তোতলাতে উনি বললেন- মনে হচ্ছে, তোমার জন্য একটা জায়গা আমি বার করতে পারব।

এবার জরিপ করা শুরু হল। মুখ থেকে বুক পর্যন্ত সব কিছু। পাছা অথবা অন্য কোনো কিছুই বাদ গেল না।

জ্যাকুইস পেজ বললেন আমি যাচ্ছি, আপনারা দুজনে পরিচিত হোন, কেমন?

প্রথম কয়েক সপ্তাহ নোয়েলের মনে হয়েছিল, সে বুঝি অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে গেছে। এই দোকানে যারা আসে, তারা সুন্দর পোশাক পরা মহিলার দল। কী সুন্দর তাদের কথাবার্তা। তাদের সঙ্গে যেসব ভদ্রলোকেরা আসে, তাদের দেখে মনে হয়, তারা বুঝি এই পৃথিবীর বাসিন্দা নয়। তাদের জীবনটা অন্য ছন্দে এগিয়ে চলেছে।

মাঝে মধ্যেই বাবা এখানে আসতেন, মঁসিয়ে ল্যান্সনের সঙ্গে ভারী বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তারা দুজনে বসে কগনাক খান, অথবা বিয়ার।

প্রথম দিকে নোয়েলে কিন্তু মঁসিয়ে ল্যান্সনকে মোটেই পছন্দ করত না। এই লোকটা কেমন যেন লোভী, ডাবডাব করে তাকিয়ে থাকে। এখানে যেসব মেয়েরা কাজ করে, তাদের কাছ থেকে ল্যান্সন চরিত্রের অনেক কেছাই শুনেছে নোয়েলে। একবার নাকি স্টকরুমে ল্যান্সনের সঙ্গে এক মডেলকে দেখা গিয়েছিল। জড়াজড়ি অবস্থায়। মেয়েটি খেপে গিয়েছিল। শেষ অব্দি অনেক কষ্টে ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়া হয়।

নোয়েলে বেশ বুঝতে পারে, ল্যান্সনের লোভী দুটো চোখ তার সর্বাপেক্ষা লেহন করছে। কিন্তু মুখে সে তার রাগ প্রকাশ করে না। সে ভাবে, চাকরিটা হারিয়ে গেলে কী হবে?

বাড়ির পরিস্থিতি এখন অনেকটা পাল্টে গেছে। এখন শুয়োরের মাংস হচ্ছে। আরও কত কিছু। ডিনারের পর নোয়েলের বাবা নতুন পাইপে অগ্নি সংযোগ করতে পারেন। আহা, কী সুন্দর তামাকের গন্ধ। চামড়ার পাউচ থেকে বের করেন। রোববার নতুন পোশাক পরেন।

বিশ্বের পরিস্থিতি ক্রমশ আরও খারাপ হচ্ছে। বাবার বন্ধু-বান্ধবেরা গল্প করেন।

১৯১৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর। হিটলারের সেনাবাহিনী পোল্যান্ড অভিযান করল। দুদিন বাদে গ্রেট ব্রিটেনও ফ্রান্স ও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

রাস্তাঘাটে তখন শুধুই ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদের আনাগোনা। সবকিছুতেই রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ফরাসিদের সঙ্গে জার্মানদের মুখোমুখি যুদ্ধ লেগে গেছে বোধহয়। আবার হাজার বছরের যুদ্ধ?

একদিন নোয়েলে একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলল। যে ছেলেটিকে সে অসম্ভব ভালোবাসত, অন্ধকার রান্নাঘরে তাকে জাপটে চুমু খেল। তখনই লাইট জ্বলে উঠল। জ্যাকুইস দাঁড়িয়ে আছেন, রাগে কাঁপছেন।

তিনি চিৎকার করে বললেন- দূর হও হতভাগা, তুই আর কখনও আমার মেয়ের দিকে লোভীদৃষ্টি দিবি না, কেমন? রাস্তার শূয়ের কোথাকার?

ছেলেটা ভয়ে পালিয়ে গেল। মেয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, তারা অন্যায় কিছু করেনি। কিন্তু রাগী বাবাকে দেখে বোঝাতে সাহস পেল না।

বাবা চিৎকার করে বললেন- এমন করলে তোকে আমি বাড়ি ছাড়া করব। ওই ছেলেটা তোর যুগ্মি? তুই আমার রাজকন্যা, আর ও পথের ভিখারি।

সমস্ত রাত নোয়েলের চোখের তারায় ঘুম আসেনি। সে শুধু বাবার কথাই ভেবেছে। হায়, বাবা আমাকে এত ভালোবাসে? না, আমি কখনও বাবার মনে দুঃখ দেব না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, একজন কাস্টমার দোকানে এসেছেন। ল্যান্সন নোয়েলেকে বললেন, কয়েকটা পোশাক বের করতে। নোয়েলের কাজ শেষ হয়ে গেছে। ল্যান্সন এবং তার বউ ছাড়া দোকানে আর কেউ ছিল না।

নোয়েলে ফাঁকা ড্রেসিং রুমে চলে গেল। পোশাক পাল্টাতে হবে। ব্রা আর প্যান্টি পরে। দাঁড়িয়ে আছে। তখনই ল্যান্সন সেই ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। নোয়েলেকে এই অবস্থায় দেখে লোভী নেকড়ের মতো জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। নোয়েলে পোশাক পরার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু পোশাকে হাত দেবার আগেই ল্যান্সন তাকে ধরে ফেললেন। তার শরীরটাকে জাপটে ধরার চেষ্টা করলেন। নোয়েলে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। হাত ছাড়িয়ে দেবার প্রচণ্ড প্রয়াস। কিন্তু সে পারল না।

ল্যান্সন হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন-তুমি কতো সুন্দরী, আমি তোমাকে অনেক কিছু দেব।

ঠিক সেই সময় ল্যান্সনের বউ চিৎকার করে ডেকে উঠলেন। ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।
নোয়েলে জামাকাপড় পরার সুযোগ পেল।

বাড়ি ফিরে নোয়েলে ভেবেছিল, বাবাকে এই ঘটনাটা বলবে কিনা। বাবা জানতে পারলে
হয়তো ল্যান্সনকে মেরেই ফেলবেন। না, ব্যাপারটা চেপে রাখতে হবে। চাকরিটা আমার
ভীষণ দরকার।

পরের শুক্রবার, ম্যাডাম ল্যান্সন একটা খবর পেয়েছেন, ভিসিতে যেতে হবে, মা অসুস্থ।
ল্যান্সন গাড়ি করে বউকে রেলরোড স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। দোকানে ফিরে এলেন।
নোয়েলকে অফিসে ডাকলেন। বললেন, তাকে নিয়ে উইকএন্ডে বেড়াতে যাবেন। এই
কথা শুনে নোয়েলে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ল্যান্সনের মুখের দিকে। ভেবেছিল, এসব
বোধহয় মিথ্যে পরিকল্পনা।

ভদ্রলোক বললেন- আমরা ভিয়েনাতে যাব। ভিয়েনাতে এমন রেস্টুরেন্ট আছে, বিশ্বে
তার তুলনাই নেই। সেটি হল লে পিরামিড, খরচ খুব বেশি, কিন্তু এতে কিছুই আসবে
যাবে না। তুমি কি তৈরি আছো?

নোয়েলে এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারবে কি? মঁসিয়ে ল্যান্সন তার
মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এক ঘণ্টা বাদে নোয়েলের বাবা দোকানে এলেন। তাকে দেখে নোয়েলের মুখে নিরাপত্তার অঙ্গীকার।

নোয়েলে বলল- বাবা, তুমি আসাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

-মঁসিয়ে ল্যাঙ্কন, আমাকে সবকিছু বলেছেন। উনি একটা ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন। তুই সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করছিস?

নোয়েলে অবাক হয়ে গেছে কী বলছ? উনি আমাকে নিয়ে ছুটিতে বেড়াতে যেতে চাইছেন।

-আর তুই কিনা না বলেছিস?

নোয়েলে জবাব দিতে পারছে না। তার বাবা গালে থাপ্পড় মারতে শুরু করেছেন। সে অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করছে। এ কী? বাবা কি আমাকে বেচতে চাইছে?

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়িটা ধীরে ধীরে চোখের বাইরে চলে যাচ্ছে, নোয়েলে আর মঁসিয়ে ল্যাঙ্কন চলেছেন ভিয়েনার উদ্দেশ্যে।

হোটেলটা ভারী সুন্দর, বিরাট একটা ডবল বেড। বেসিন আছে এককোণে। মঁসিয়ে অবশ্য বাজে কাজে খরচ করতে চান না। ছোটো অবস্থা থেকেই তিনি আজ এত বড়ো হয়েছেন।

তিনি নোয়েলের বুকের দিকে তাকালেন। নিজের হাতে বৃত্ত মুচড়ে দিলেন।

বললেন- হায় ঈশ্বর, তুমি দেখছি খুব রূপসী। তিনি স্কাট খুলে দিলেন। প্যান্ট খুঁড়ে ফেলে দিলেন। বিছানার ওপর। নোয়েলে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তার মনে হল, সে বুঝি অসুস্থ। কিন্তু? বাধা দেবে কী করে?

-তোমার বাবা সবকিছু বলেছে, এখনও তুমি তোমার কুমারিত্ব হারাওনি, তাই তো? আমি তোমাকে সব কিছু শেখাব।

ভদ্রলোক নোয়েলের ওপর চেপে বসলেন। পুংদণ্ডটা দুপায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিলেন। আরও-আরও শক্ত, নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিতে হবে। নোয়েলের কোনো অনুভূতি নেই। বাবার কথাই মনে হচ্ছে। মঁসিয়ে ল্যান্সনের মতো এক ভদ্রলোক, তার সাথে এমন খারাপ ব্যবহার? ওনাকে খুশি রাখার চেষ্টা করবি। আমার জন্য।

অন্য মেয়েরা এমন সুযোগ পেলে হয়তো বর্তে যেত? আর আমার সুযোগ এসেছে। নোয়েলে ল্যান্সনের দিকে তাকাল। শুয়োরের মতো চেহারা, কুতকুতে দুটি চোখ। এই হল রাজকুমার? বাবা এর কাছে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। হু-হু করা একটা কান্না। কিন্তু কিছুই করার নেই।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। নোয়েলের মনে হল, তার বুঝি নবজন্ম হল। রাজকুমারী মরে গেছে, এক হতভাগিনী কন্যার জীবন। সেসব কিছু বুঝতে পারল। তার মনে তীব্রতম ঘৃণা। না, সে শুধুমাত্র ল্যাঙ্কনকে ঘৃণা করছে না। পৃথিবীর সব পুরুষের প্রতি তার উদাসীনতা। নোয়েলে ঠিক করল, এবার তাকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে। ঈশ্বর যখন এমন শরীর দিয়েছে, এই শরীরটাকে ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ, বাবা তো ঠিক কথাই বলেছেন। সে হল এই পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী। না, আজ থেকে তাকে নতুন পথের পথিক হতেই হবে।

সে মঁসিয়ে ল্যাঙ্কনের দিকে তাকাল। পুংদণ্ডটি কেমন করে ব্যবহার করতে হয়, সেটা তাকে যত্নে শিখতে হবে।

আহা, ওই নগ্ন শরীর তাকে অধিকার করতে হবে। মধ্যবয়স, স্ত্রীর কাছ থেকে শুধুই উপেক্ষা আর অবহেলা। কিন্তু আমি? শেষ পর্যন্ত বাজারের বেশ্যা হয়ে যাব? না, আমি তা কখনওই হতে দেব না।

ভালোবাসার মিথ্যে অভিনয়। নোয়েলের সাথে আবার শরীর সংসর্গ।

নোয়েলে ঠান্ডা মাথায় বলল- আপনি চুপটি করে শুয়ে থাকুন। আমি দেখছি, কী করে আপনাকে উত্তেজিত করতে পারি।

এবার জিভের খেলা শুরু হল। আহা, বোধহয় নতুন একটা খেলনা। সে ধীরে ধীরে মঁসিয়ের দেহের স্পর্শকাতর অংশে জিভের পরশ রাখল। ল্যাঙ্কন চিৎকার করছেন আনন্দে এবং উত্তেজনায়। আহা, এতগুলো বোতাম? খুলে দেওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে।

চরম সময়ে পৌঁছে গেছেন ল্যান্সন। এত সহজ নয়, এটা বোধহয় একটা স্কুল। ছাত্রকে সবকিছু শেখাতে হবে। এভাবেই নোয়েলে প্রথম কামনার স্বাদ পেল।

তিনটি দিন কেটে গেল। তারা কেউই লে পিরামিড হোটেলে খেতে যায়নি। দিন আর রাত্রি, শুধুই যৌন বিষয়ে আলোচনা। নোয়েলে ইতিমধ্যে আরও অভিজ্ঞ।

তারা মারসেইলে ফিরে এলেন। ল্যান্সন তখন ফরাসি দেশের সব থেকে সুখী মানুষ। আহা, কী ভাবেই না দিন কেটে গেছে? আর এখন? সবকিছু নতুন ভাবে শুরু করতে ইচ্ছে করছে।

উনি বললেন- আমি তোমাকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট দেব নোয়েলে, তুমি কি রান্না করতে পারো?

নোয়েলের জবাব- হ্যাঁ, পারি।

-আমি প্রত্যেক দিন সেখানে লাঞ্চ খেতে আসব। তোমাকে ভালোবাসব, সপ্তাহে দু দিন-রাত তোমার সঙ্গে থাকব।

নোয়েলের মুখে হাত দিয়ে ভদ্রলোক বললেন- কেমন শোনাচ্ছে আমার প্রস্তাব?

নোয়েলে বলল- ভারী ভালো শোনাচ্ছে।

-তোমাকে আমি আরও বেশি টাকা দেব। কিন্তু যা দেব, তা দিয়ে তুমি অনেক কিছু কিনতে পাবে। তুমি সম্পূর্ণ আমার তাই তো?

নোয়েলের মুখে দুই হাসি তুমি যা বলবে অগসটে, আমি তো তোমার কেনা বাঁদি হয়ে গেছি।

ল্যান্ডন হাসলেন। শান্তস্বরে বললেন- আহা, কেউ এভাবে আমাকে ভালোবাসেনি। তোমাকে আমার এত ভালো লাগে কেন? তুমি কি তা জানো?

-কেন অগসটে?

-তুমি আমার জীবনটা অনেক বছর কমিয়ে দিয়েছ। আমরা দুজনে একটা সুখী সম্পৃক্ত জীবন খুঁজে পাব কেমন?

মারসেইলে তারা পৌঁছে গেলেন সন্ধ্যাবেলা। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি এগিয়ে গেছে। ল্যান্ডন তার নিজস্ব স্বপ্নে বিভোর।

কাল সকাল নটায় দোকানে দেখা হবে কেমন, যদি খুব ক্লান্তি বোধ করো, তাহলে সাড়ে নটার সময় এসো, কেমন?

-তোমাকে অনেক ধন্যবাদ অগসটে।

অগসটে একমুঠো ফ্রাঙ্ক নোয়েলের হাতে তুলে দিলেন।

কাল বিকেলে আমি অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে বেরোব। ঠিক আছে।

নোয়েলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার হাতের ফ্রাঙ্কের দিকে ।

ল্যান্সন বললেন কিছু ভুল কি?

নোয়েলে বলেছিল- একটা সুন্দর জায়গা দিও কিন্তু, যেখানে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারব ।

ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে বলেছিলেন- আমি কিন্তু খুব বড়োলোক নই ।

তারপর? আর একটু বেশি ফ্রাঙ্ক । শেষ পর্যন্ত নোয়েলের ঠোঁটে সন্তুষ্টির হাসি ।

নোয়েলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল । এক নতুন পৃথিবীর নতুন জগত, এই জগতে সে এক উজ্জ্বল বাসিন্দা ।

এবার তাকে নতুন ফ্ল্যাটে আসতে হবে । আহা, সূর্য সম্পৃক্ত দিন । গাড়ি এগিয়ে চলেছে । কোথায় আমি যাব? অনেকগুলো ট্যাক্সি সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছে । .

কোথায় যাবেন?

একজন ড্রাইভার জানতে চাইল ।

নোয়েলে বলল- একটা কম দামী হোটেল ।

আপনি কি এই শহরে নতুন এসেছেন?

হ্যাঁ।

-আপনি কি চাকরি করবেন?

হ্যাঁ।

-আপনি কখনও মডেলিং করেছেন?

হ্যাঁ, আমি দুই একবার মডেলিং-এর কাজ করেছি।

নোয়েলের বুকটা তখন লাফাচ্ছে। ছোট্ট একটা মিথ্যে কথা বলল সে।

-আমার বোন একটা ফ্যাশান হাউসে চাকরি করে। ড্রাইভার বলছে, এই সকালে সে আমার সাথে কথা বলছিল। একটা মেয়ে নাকি কাজ ছেড়ে চলে গেছে। আমি দেখব, চাকরিটা খালি আছে কিনা।

নোয়েলে বলল- আপনার প্রস্তাবটা খুব সুন্দর।

যদি আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই, দশ ফ্রাঙ্ক খরচ হবে কিন্তু।

— নোয়েলে ব্যাকসিটে বসে পড়ল। ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে। ড্রাইভার নানা গল্প করছে। নোয়েলে কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে শহরের দৃশ্য দেখছে। আহা এখন কি ব্ল্যাক

আউট শুরু হবে? এই শহরের সবকিছু পাল্টে গেছে? তারা নোতরদামকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। বুলেভার্ডের পাশ দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

একটু দূরে নোয়েলে আইফেল টাওয়ার দেখতে পেল। এই মিনারটা বোধহয় গোটা শহরটাকে শাসন করছে। রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে ড্রাইভার দেখল নোয়েলের মুখের অভিব্যক্তি।

-অসাধারণ তাই না?

-হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, নোয়েলে শান্তভাবে জবাব দিল। সে ভাবতেই পারছে না। সে এখানে এসেছে। এটা হল এমন একটা রাজ্য যেখানে রাজকন্যারাই ঘুরে বেড়াবে।

ট্যাক্সি একটা ধূসর পাথরের বাড়ির সামনে এসে থামল।

ড্রাইভার বলল- আমরা এসে গেছি। মিটারে দু ফ্রাঙ্ক। আমার জন্য দশ ফ্রাঙ্ক, কি তাই তো?

-আমি কী করে জানব, চাকরিটা এখনও খালি আছে?

ড্রাইভারের কাঁধ ঝাঁকানি। আমি তো আগেই বলেছি, মেয়েটি আজ সকালে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। যদি আপনি যেতে না চান, তাহলে আপনাকে আমি স্টেশনে পৌঁছে দেব।

নোয়েলে শান্তভাবে বলল- না, সে পার্স খুলল, বারো ফ্রাঙ্ক বের করে ড্রাইভারের হাতে তুলে দিল।

ড্রাইভার একবার টাকার দিকে, তারপর নোয়েলের দিকে তাকাল। সে বোধহয় কিছু বলছে।

নোয়েলে তার হাতে আর একটা ফ্রাঙ্ক দিল।

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, মুখে হাসি নেই, দেখল, মেয়েটি ট্যাক্সি থেকে তার সুটকেস বের করছে।

নোয়েলে প্রশ্ন করল- আপনার দিদির নাম কী?

জেনেটে।

ট্যাক্সিটা চোখের সামনে থেকে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। নোয়েলে বাড়িটার দিকে তাকাল, সামনে কোনো চিহ্ন নেই। সে বুঝতে পারল, এমন ঘটনা অনেক সময় ঘটে। ফ্যাশানেবল ড্রেস হাউসের কোনো চিহ্ন থাকে না। সকলেই সেটাকে চেনে এবং সেখানে চলে আসে। নোয়েলে সুটকেস হাতে নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল। কলিংবেলে হাত দিল।

একটু বাদে এক পরিচারিকা দরজাটা খুলে দিল। শূন্য চোখে সে তাকাল নোয়েলের দিকে।

নোয়েলে বলল- আমি শুনেছি, এখানে নাকি মডেলের জন্য চাকরি খালি আছে?

মেয়েটি ভালোভাবে নোয়েলেকে দেখে বলল- কে আপনাকে পাঠিয়েছে?

-জেনেটের ভাই।

-ভেতরে আসুন। সে দরজাটা ভালো করে খুলে দিল। নোয়েলে রিসেপশন হলে ঢুকে পড়ল। উনিশ শতকের আদলে গড়া। একটা বিরাট ঝাড়বাতি সিলিং থেকে ঝুলছে। কয়েকটা এপাশে ওপাশে ছড়ানো ছোটানো। ফাঁকা দরজা দিয়ে নোয়েলে দেখতে পেল, সিটিং রুমে অ্যান্টিক ফার্নিচারে ভরা। সিঁড়ি ওপরতলায় উঠে গেছে।

পরিচারিকা বলল- একটু বসুন। আমি দেখি মাদাম ডিলাইসের সময় আছে কিনা?

নোয়েলে বলল- ধন্যবাদ। সুটকেস নামিয়ে রাখল। দেওয়ালে আটকানো আয়নার দিকে এগিয়ে গেল। ট্রেনে চড়ে এসেছে। জামাকাপড়ের অবস্থা শোচনীয়। নাঃ, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এলে ভালো হত। মডেলিং-এর ক্ষেত্রে দেখার ব্যাপারটাই প্রধান। যাক, এখনও আমি যথেষ্ট সুন্দরী, সে ভাবল। সে জানে, এই সৌন্দর্য তার অন্যতম সম্পদ। অন্য যে কোনো সম্পদের মতো বুঝে সমঝে খরচ করতে হবে। নোয়েলে আবার তাকাল। এক রূপবতী মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। হ্যাঁ, শরীরটা লোভনীয়, সে একটা লম্বা বাদামি স্কার্ট পরেছে। হাইনেক ব্লাউজ। নোয়েলে বুঝতে পারল। এখানকার মডেলদের চালচলন একেবারেই আলাদা। সে নোয়েলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি উপহার দিল। তারপর ড্রয়িং রুমের দিকে হেঁটে গেল।

একটু বাদে মাদাম ডিলাইস ঘরে প্রবেশ করলেন। বছর চল্লিশ বয়স হয়েছে, শরীরটা খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। চোখের তারায় শৈত্যতার আভাস। আছে অনুভবী চিন্তা।

তিনি এমন একটা গাউন পরেছেন, নোয়েলের মনে হল, তার দাম অন্তত দু হাজার ফ্রাঙ্ক হবে।

-রেজিনা বলল, তুমি নাকি চাকরি চাইছ? ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

-হ্যাঁ, ম্যাডাম। নোয়েলের উত্তর।

তুমি কোথা থেকে আসছ।

-মারসেইলে।

মাদাম ডিলাইস নাকে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করলেন। মাতাল নাবিকদের আস্তানা।

নোয়েলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। মাদাম ডিলাইস নোয়েলের কাঁধে হাত রেখে বললেন এতে কিছুই হয় না ডারলিং। তোমার বয়স কত?

আঠারো।

মাদাম ডিলাইস মাথা নেড়ে বললেন- ঠিক আছে, মনে হয়, আমার কাস্টমাররা তোমাকে পছন্দ করবে। প্যারিসে তোমার পরিবারের কেউ আছে?

না।

বাঃ, চমৎকার। তুমি কি এখন থেকেই কাজটা শুরু করতে চাও?

-হ্যাঁ, এখন থেকেই। নোয়েলে আগ্রহের সঙ্গে বলল।

ওপরতলা থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। একটু বাদে এক লাল চুলের মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তার হাতে এক মোটা মাঝবয়সী পুরুষের হাত। মেয়েটার পরনে ফিনফিনে রাত পোশাক।

মাদাম ডিলাইস জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপারটা হয়ে গেছে? লোকটা চিৎকার করে বলল- আমি অ্যাঞ্জেলাকে কেটে টুকরো টুকরো করেছি। হঠাৎ নোয়েলের দিকে নজর পড়ল তার। সে বলল- এই রূপকথার রানিটা কে?

মাদাম ডিলাইস বললেন- ও হল ইভেট্রি, আমাদের নতুন আমদানি। তারপর বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বললেন, ও এসেছে অ্যান্টিকেস থেকে, এক যুবরাজের কন্যা।

লোটার সমস্ত শরীরে বিস্ময় আমি কখনও যুবরানির সঙ্গে সঙ্গম করিনি। কত পড়বে?

-পঞ্চাশ ফ্রাঁ।

-তুমি বোধহয় আমার সাথে মজা করছ, তাই না? তিরিশ।

চল্লিশ। বিশ্বাস করো যা দেবে তার দ্বিগুন পাবে।

-আচ্ছা তাই দেব আমি।

তারা নোয়েলের দিকে তাকাল। নাঃ, নোয়েলের চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না।

প্যারিসের রাজপথে নোয়েলে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কোথায় যাবে, কিছুই ঠিক করতে পারছে না। জুয়েলারি আর পোশাকের দোকান। চামড়ার জিনিস এবং পারফিউম। প্যারিস এত স্বাস্থ্যবতী শহর? চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। শেষ অব্দি সে ভিক্টর হুগো এভিনিউতে এসে পৌঁছোল। হ্যাঁ, ভীষণ খিদে পাচ্ছে। তেষ্টাও পেয়েছে। পার্স খুলল। সে কী? এটা তো নেই? স্যুটকেস, পার্স সবকিছু মাদাম ডিলাইসের ওই ঘরে পড়ে আছে। না, সেখানে যাবার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। তবে জিনিসগুলো?

যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য নোয়েলে বিস্মিত হয়নি, মন খারাপও করেনি। সে জানে এক মহিলা মডেল কন্যা এবং বাজারের বেশ্যার সঙ্গে কী তফাত? বেশ্যারা ইতিহাসের ধারাকে পাল্টাতে পারে না, রূপসী সুন্দরীরা তা পারে।

এখন তার হাতে কোনো পয়সা নেই। বেঁচে থাকার একটা উপায় বের করতেই হবে। পরের দিন অব্দি অপেক্ষা করতে হবে। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনায়মান হতে শুরু করেছে। দোকানে দোকানে ব্ল্যাকআউটের প্রস্তুতি। কালো পর্দা দিয়ে সব ঢেকে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু, কাউকে তো দরকার, যে খাবারের ব্যবস্থা করে দেবে। কোথায় যাওয়া যায়? চারপাশে কেমন যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিবেশ। নোয়েলে শান্তভাবে পথ দিয়ে হাঁটছে। সে একটা শপিংমলের ভেতর ঢুকে গেল। এলিভেটরের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল। নাঃ, অগসটে ল্যান্সনের মতো এক ভদ্রলোকের সাথে লড়াই করেছি। মানুষের মন অত্যন্ত সরল,

পুরুষদের ক্ষেত্রে? কাউকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যার কাছে সাহচর্য দিলে রাতের ডিনারটা জমে উঠবে?

সে লবির চারপাশে তাকাল, যে কোনো এক যুবা পুরুষ অথবা বৃদ্ধ, যার পিছুটান নেই। আসছে সে?

আমায় ক্ষমা করবেন মামজেল।

নোয়েলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। বিরাট আকৃতির একটি মানুষ। কালো স্যুট পরা। নোয়েলে জীবনে কোনোদিন ডিটেকটিভ দেখেনি। কিন্তু এই ভদ্রলোক যে গোযোন্দো এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

-মামজেল কি কারও জন্য অপেক্ষা করছেন?

-হ্যাঁ, নোয়েলে জবাব দিল। গলা ঠিক রাখার চেষ্টা করল, আমি এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি।

তার মুখে চিন্তার ছাপ। তার হাতে কোনো পার্স নেই!

আপনার বন্ধু কি এই হোটেলের গেস্ট?

এবার নোয়েলের সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। না, ঠিক তা নয়।

ভদ্রলোক নোয়েলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারপর বলল আমি কি আপনার পরিচয়পত্র দেখতে পারি?

নোয়েলে তোতলাতে থাকে সেটা আমার সঙ্গে নেই, ওটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

ভদ্রলোক বলল- মামজেল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

ভদ্রলোক নোয়েলের হাতে হাত দিল। নোয়েলে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হল।

একটু বাদে অন্য কেউ একজন তার অন্য হাতটি ধরে ফেলেছিল।

-আমার দেরি হয়ে গেল, আমি জানি এই ককটেল পার্টিতে কী ঝামেলা হয়। এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করছ।

নোয়েলে অবাক হয়ে গেল, বক্তার দিকে তাকিয়ে। লম্বা, শরীরটা রোগা, অদ্ভুত একটা ইউনিফর্ম পরেছে। তার নীল কালো চুল, ধরাচূড়া পরা, চোখের রং কালো। কে? মনে হয় সে বোধহয় এক পুরোনা ফ্লোরেনটাইন মুদ্রা। এমন চেহারা নোয়েলে খুব একটা দেখেনি। পাশাপাশি দুজন মানুষ, কথা বলছে, গল্প করছে, নোয়েলের কেবলই মনে হল, ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাবে না তো?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল- এই লোকটা আপাকে জ্বালায়নি তো?

কণ্ঠস্বরে গাঙ্গীর্ঘ আছে, অদ্ভুত কিছু শব্দের বিচ্ছুরণ।

নোয়েলে বলল না।

-স্যার, প্রথম মানুষটি বলল, আমি বুঝতে পারিনি। এখানে নানা সমস্যা হচ্ছে। মামজেল, আমাকে ক্ষমা করবেন, কেমন?

দ্বিতীয় আগন্তুক নোয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল- ঠিক আছে, এবার যাওয়া যাক।

নোয়েলে কীভাবে ওই মঁসিয়েকে ধন্যবাদ জানাবে বুঝতে পারল না। সে বলল আপনি কে, আমি জানি না। তবুও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আগন্তুক বলল- পুলিশদের আমি মোটেও পছন্দ করি না। আমি কি আপনাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?

নোয়েলে তার দিকে তাকাল। সে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করে বলল- না।

লোকটা বলল- ঠিক আছে। তা হলে শুভরাত। ভদ্রলোক স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল। ট্যাক্সিতে ওঠার চেষ্টা করল। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল, নোয়েলে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের ডোরওয়ায়েতে ওই ডিটেকটিভভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। আগন্তুক চিন্তা করল। নোয়েলের কাছে এগিয়ে এল। বলল, এখান থেকে এখনই চলে যান। আমার বন্ধু কিন্তু আপনার ওপর নজর রেখেছে।

-আমার যাবার কোনো জায়গা নেই।

লোকটা পকেটে হাত দিল। ব্যাগটা বের করার চেষ্টা করল।

টাকার দরকার নেই। নোয়েলে শান্তভাবে বলল।

আগন্তুক অবাক হয়েছে- আপনি কী চাইছেন?

-আমি আপনার সঙ্গে ডিনার খেতে চাইছি।

লোকটির মুখে হাসি দুঃখিত, একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এখনই দেরি হয়ে গেছে।

-তাহলে আপনি চলে যান, আমাকে বিরক্ত করবেন না।

লোকটা পকেটে ব্যাগটা পুরে রাখল হানি, ধন্যবাদ, জানি না, দেখা হবে কিনা।

সে আবার ট্যাক্সির দিকে হেঁটে গেল। নোয়েলে তাকাল। বুঝতে পারছে না। কেন লোকটা তাকে সাহায্য করল না। লোকটার দিকে তাকিয়ে নোয়েলের মনে একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এমন একটা আবেগ যা সে কখনও পায়নি। এই ভদ্রলোকের নাম জানে না। হয়তো এর সঙ্গে আর কখনও তার দেখা হবে না। নোয়েলে হোটেলটার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ওই ডিটেকটিভ পা ফেলে ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এটা তারই ভুল, তার উচিত ছিল এখান থেকে চলে যাওয়া। পিঠে কার হাত? হ্যাঁ, ওই লোকটা আবার ফিরে এসেছে। তাকে ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ট্যাক্সির দরজাটা খুলে গেল। নোয়েলে ভেতরে বসল। সে একটা ঠিকানা দিয়েছিল। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। ডিটেকটিভ বুঝতে পারছে না, কী করবে এখন।

নোয়েলে জানতে চাইল আপনার পরিকল্পনা ভেঙে গেল?

-এটা একটা পার্টি, না এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি ল্যারি ডগলাস, তোমার নাম কী?

নোয়েলে পেজ।

-নোয়েলে, তুমি কোথা থেকে আসছ?

নোয়েলে ডগলাসের চোখের দিকে তাকাল। সে বলল- অ্যান্টিবেস, আমি এক রাজকুমারের কন্যা।

লোকটা হেসে উঠল। তার সাদা দাঁত ঝিকিয়ে উঠেছে।

-তাহলে তোমাকে আমি রাজকুমারী বলব?

আপনি কি ব্রিটিশ?

-আমেরিকান।

-আমেরিকা কি যুদ্ধে যোগ দিয়েছে?

লোকটা বুঝিয়ে বলল- আমি ব্রিটিশ র‍্যাফের সঙ্গে কাজ করছি। তারা আমেরিকান ফায়ারসের একটা দল তৈরি করেছে। নাম দেওয়া হয়েছে ঈগল স্কোয়াড্রন।

-আপনারা কেন ইংল্যান্ডের হয়ে লড়াই করছেন?

কারণ ইংল্যান্ড আমাদের হয়ে লড়ছে। তাই, আর কিছু আমি জানি না। নোয়েলে মাথা ঝাঁকাল হিটলার সম্বন্ধে আপনি কী ভাবেন? কৌতুকের মতো তার ভূমিকা।

-হতেই পারে। জার্মানদের ছাড়া আর কাউকে তিনি ভালোবাসেন না। উনি চাইছেন : পৃথিবীর রাজা হতে।

নোয়েলে শুনছিল, অবাক চোখে। ল্যারি অবলীলায় হিটলারের কথা বলছিল। তারপর লীগ অফ নেশনস-এর কথাও বলল। হ্যাঁ, ইতিহাস সম্পর্কে ল্যারির অগাধ জ্ঞান।

এই রকম কোনো পুরুষের সাথে নোয়েলের এ পর্যন্ত দেখা হয়নি। হ্যাঁ, এই জাতীয় মানুষকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। অসম্ভব এক শক্তি লুকিয়ে আছে তার অনন্ত পৌরুষের মধ্যে। কাছে যে আসবে, সে তার কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করবে।

ওরা পার্টিতে এসে পৌঁছে গেল। একটা ছোট ফ্ল্যাট। অ্যাপার্টমেন্টে মানুষের চিৎকার। লোক হৈ-হৈ করছে। বেশির ভাগই অল্পবয়সী তরুণ-তরুণী। ল্যারি নোয়েলের সাথে পার্টি অধিকন্তুর পরিচয় করিয়ে দিল। যৌনবতী এক রমণী, তারপর? তারপর আর কী? নোয়েলের মনে হল, পার্টির সবাই তাকে চাখতে শুরু করেছে, অনেক তরুণী, তার সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করছে। এমন কী যেসব ছেলেরা মেয়েদের হাত ধরে কথা বলছিল, তাদের চোখ এখন নোয়েলের দিকে নিবদ্ধ।

নোয়েলে বুঝতে পারল, আমার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমাকে সকলের কাছে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তাহলে? আমি কেন এই লুকোনো শক্তিটা ব্যবহার করব না।

কিছুক্ষণ বাদে একটা কণ্ঠ- এবার আমাদের যেতে হবে।

আহা, শান্ত সুন্দর বাতাস বইছে। শহরটা অন্ধকারের ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকেছে। আকাশে অদৃশ্য জার্মান বিমানের হানা। মাঝে মধ্যে বাড়ির আলো জ্বলছে। মনে হচ্ছে, কালো সমুদ্রে আলোকিত মাছের সমাহার।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল না, এখন হাঁটতে হবে। তারা হেঁটে চলেছে। কত প্রশ্ন। নোয়েলে সংক্ষেপে তার ফেলে আসা জীবনকথা বলেছে। সদ্য পরিচিত যুবাপুরুষ জানিয়েছে, তারা দক্ষিণ বোস্টন থেকে এসেছে। তার মা কেরি কাউন্টিতে জন্মেছিল।

নোয়েলে জানতে চাইল আপনি এত সুন্দর ফরাসি বলছেন কী করে?

-আমি আমার হোটোবেলা কাটিয়েছি এই দেশে। তাই এই ভাষাটি রপ্ত করেছি।

এবার অন্য আলোচনা, আমেরিকার স্টক মার্কেট। নোয়েলে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। সে শুধু শ্রোতার ভূমিকায়।

তুমি কোথায় থাকো?

কোথাও না, নোয়েলে সত্যি কথাটা বলে দিল।

সব গল্প, কীভাবে ট্যাক্সিটা তাকে বোকা বানিয়ে মাদাম ডিলাইসের কাছে নিয়ে গেছে, বোকা লোকটা ভেবেছে, সে বোধহয় সত্যি এক রাজকুমারী। তাকে ভোগ করার জন্য চল্লিশ ফ্রাঙ্ক অনায়াসে তুলে দিয়েছে।

সব শুনে ল্যারি হেসে উঠল। তারপর বলল দেখা যাক রাজকুমারী, এই সমস্যার সমাধান তো আমাকেই করতে হবে।

আবার সেই পুরোনো বাড়ি। একই পরিচারিকা দরজা খুলে দিল। আমেরিকান যুবা পুরুষকে দেখে তার চোখের তারায় দ্যুতি। কিন্তু নোয়েলেকে দেখে মুখ চুপসে গেল।

আমরা মাদাম ডিলাইসের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। ল্যারি বলল, নোয়েলেকে নিয়ে সে রিসেপশন হলের দিকে হেঁটে গেল। ড্রয়িংরুমে কয়েক জন মেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে।

কয়েক মিনিট বাদে মাদাম ডিলাইস প্রবেশ করলেন।

-শুভ সন্ধ্যা মঁসিয়ে, তারপর নোয়েলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন- কী, মত পাঁটেছো?

ল্যারি বলল, না, তার কোনো প্রশ্ন নেই।

-তাহলে?

-এই মেয়েটির পার্স আর স্যুটকেস ফেরত নিতে এসেছি।

মাদাম ডিলাইস এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, ঘর থেকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদে ওই পরিচারিকা ঢুকে পড়ল, নোয়েলের পার্স আর স্যুটকেস।

ল্যারি নোয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল— এবার যাওয়া যাক রাজকুমারী।

সেই রাতে নোয়েল ল্যারির সাথে একটা ছোট্ট পরিষ্কার হোটেলে গিয়েছিল। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আলোচনা করার কিছুই নেই। ভালোবাসা, শরীর সংযোগ সবকিছুই ঘটে গেল। নোয়েলে সমস্ত রাত ল্যারির বুকে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল। তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। আহা, একটা স্বপ্ন সফল হয়েছে। অথচ, কী আশ্চর্য কয়েক ঘণ্টা আগে তারা কেউ, কাউকে চিনত না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল, ভালোবাসার অবাধ উচ্চারণ, এবার শহরটা আবিষ্কার করতে হবে। ল্যারি এক অসাধারণ গাইড। তারা দামী হোটেলে লাঞ্চ খেল। সন্ধ্যোটা কাটাল ম্যালমেশনে। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াল কিশোর-কিশোরীর মতো। সবশেষে নোতরদাম। প্যারিসের সবথেকে পুরোনো অঞ্চল, চতুর্দশ লুইস তৈরি করেছিলেন। আজও ভ্রমণার্থীদের কাছে সেরা আকর্ষণ।

প্যারিসে এত কিছু দেখার আছে? ভাবতেই পারা যায় না। ল্যারিকে ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ।

ল্যারি বলল- প্যারিসকে আমি ভালোবাসি। আমার কাছে এটা এক মন্দিরের মতো। এখানে এত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। এই শহরটাকে রূপ, খাদ্য আর ভালোবাসার তীর্থ বলা যায়। তারপর নোয়েলের দিকে তাকিয়ে সে বলল- আমি যেভাবে বললাম, ঘটনাগুলো কিন্তু সেভাবে পরপর ঘটে না।

এবার আবার সেই হোটেল ঘর। ভালোবাসার অবাধ উচ্চারণ। হ্যাঁ, সব কথাই নোয়েলের মনে পড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাবার কথা। বাবা কী ধরনের ব্যবহার করল।

অগসটে ল্যাকন না, সব পুরুষ একই ধাঁচের নয়। ল্যারি ডগলাস, এই যুবাপুরুষকে তার, মনে ধরেছে।

কথায় কথায় ল্যারি বলল- রাজকুমারী, বলো তো পৃথিবীতে মানুষের সেরা আবিষ্কার কী?
নোয়েল জানতে চাইল কী?

এরোপ্লেন। উড়ান পাখি না হলে আমরা এত সহজে ভ্রমণ করতে পারতাম কি? তুমি কখনও প্লেনে চড়েছ?

নোয়েল মাথা নাড়ল।

-আমি তোমাকে প্লেনে চড়াব। মনটেকে আমাদের একটা ছোটো জায়গা আছে। লঙ আইল্যান্ডের একেবারে শেষে। যখন আমি ছোটো ছিলাম, তখন সেখানে বেড়াতে যেতাম, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম সিগালের দিকে। আহা, এখনও মনে পড়ে। হাঁটতে আমার

মোটাই ভালো লাগে না। আমার উড়তে ভালো লাগে। ন বছর বয়সে আমি উড়ান পাখির সওয়ার হই। চোদো বছরে শিখেছিলাম, কীভাবে প্লেন চালাতে হয়। এখনও আমি বেঁচে আছি। আহা, ভোরের বাতাস আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

শিগগিরই একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে। জার্মানিরাই এটা বাঁধাবে।

ল্যারি, ফ্রান্স কিছুতেই আক্রান্ত হবে না। ম্যাগিনট লাইন পার হওয়া কি অত সহজ?

-তুমি একটা বোকা মেয়ে, আমি অন্তত একশোবার ওই লাইনটা পার হয়েছি। রানিসাহেবা, অবশ্যই উড়ান পাখির সওয়ার হয়ে। মনে রেখো, এটা হবে আকাশ যুদ্ধ।

একটু বাদে ল্যারি বলল- তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

এভাবেই নোয়েলের জীবনে সুখীতম প্রহর নেমে এসেছিল।

রোববার। আলসেমো ভরা দিন। তারা মনতি মারতে আউটডোর কাফেতে ব্রেকফাস্ট সারল। ঘরে ফিরে গেল। সারাদিন বিছানাতে খুনসুটি করে কাটাল। নোয়েলে ভাবতেই পারছে না, কেউ এত উত্তেজক এবং আবেদনি হতে পারে। ল্যারি অশান্ত হয়ে ঘরময় পায়চারি করছে। কত গল্প বলার আছে। ফেলে আসা জীবনের গল্প। আহা, প্রতিটি শব্দ নোয়েলেকে আঘাত করছে। ভালোবাসার মৃদু শিহরণ।

ল্যারি বলল- যুদ্ধ শেষ হবার আগে আমি কিন্তু বিয়ে করতে পারব না। রানিসাহেবা, তোমার মত আছে তো?

নোয়েলে অবাক কেন? এখন বিয়ে করলে কী দোষ?

না, বিয়ে নিয়ে আমার নানা পরিকল্পনা আছে। জাঁকজমক হবে, লোকজন আসবে।

দুজনের হাতে হাত। ল্যারি বলল- তুমি কি সত্যি আমায় ভালোবাসো?

নোয়েলে জবাব দিল আমার জীবনের থেকেও বেশি।

দু-ঘণ্টা কেটে গেছে, ল্যারি এবার ইংল্যান্ডে যাবে। এয়ারপোর্ট অর্দি নোয়েলেকে সে নিতে চাইছে না।

সে বলল- আমি চোখের জল পছন্দ করি না।

অনেকগুলো ফ্রাঙ্ক নোয়েলের হাতে তুলে দেওয়া হল। বলা হল- রানিসাহেবা, আমার ছোট রাজকুমারী, তুমি একটা সুন্দর বিয়ের গাউন কিননা, কেমন? আসছে সপ্তাহে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

সাতটা দিন কেটে গেল এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে। যেখানে ল্যারিকে নিয়ে নোয়েলে ঘুরেছিল, সেখানে আবার গেল। ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে, তা নিয়ে সুন্দর স্বপ্ন দেখল। দিনগুলো বুঝি আর কাটতে চাইছে না।

অনেক দোকানে গেল সে, বিয়ের পোশাক দেখল। শেষ পর্যন্ত একটা পেয়ে গেল। অসাধারণ সাদা অরগ্যাঞ্জা, উঁচু গলা বডিস, হাত অর্ধ স্পিড, ছটা মুক্তোর বোম। তিনটে ক্রাওল ক্রিনোলাইন পেটিকোট। নোয়েলে যা ভেবেছিল, তার থেকে বেশি খরচ হয়ে গেল। ল্যারির দেওয়া টাকা প্রায় ফুরিয়ে গেছে। নিজের টাকাও শেষ হবার মুখে। আহা, এখন তার সব কিছুই ল্যারিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। মনে হচ্ছে সে বুঝি আবার স্কুল জীবনে ফিরে গেছে।

শেষ অর্ধ শুক্রবার এল। মনের ভেতর আশঙ্কা, আহা, দু ঘন্টা ধরে সে চান করল, পোশাক পরল, পাল্টাল, আবার পাল্টাল। কোন্ পোশাকে তাকে সবথেকে সুন্দরী দেখাবে, সে বুঝতেই পারছে না।

সকাল দশটা, নোয়েলে তার বেডরুমের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আহা, আজ আমাকে সত্যি স্বর্গের অঙ্গরা বলে মনে হচ্ছে। ল্যারি আমায় দেখে নিশ্চয়ই ভালোবাসবে। কিন্তু সময় এগিয়ে যাচ্ছে। বারবার ফোনের দিকে সে তাকিয়ে আছে। সন্ধ্যা ছটা বেজে গেল। এখনও ল্যারির কাছ থেকে কোনো খবর আসছে না কেন? মধ্যরাত, নোয়েলে চুপ করে চেয়ারে বসে আছে। ফোনের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, যে কোনো সময় ফোনটা আর্তনাদ করে উঠবে। ভাবতে ভাবতে চেয়ারে সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে পোশাকটা কুঁকড়ে গেল। আহা, সে বুঝতেও পারল না।

সারাদিন সে ঘরে বসে রইল। মাঝে মধ্যে ভোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। ল্যারি নিশ্চয়ই আসবে। তাকে ফেলে কোথায় যাবে? ল্যারির প্লেন কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

ল্যারি কি হাসপাতালে শুয়ে আছে? আহত রক্তাক্ত? অথবা মারা গেছে? নোয়েলের মনে নানা দুঃস্বপ্নের আক্রমণ। সে শনিবার সমস্ত রাত জেগে কাটাল। অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘরটা ছাড়তে ভয় পাচ্ছে। কীভাবে ল্যারির কাছে পৌঁছাবে বুঝতে পারছে না।

রোববার দুপুরবেলা, ল্যারির কোনো খবর নেই। কোনো টেলিফোন নম্বর নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে খবর পাঠানো কি সহজ? সে জানে, ল্যারি আর এ এফ-এর সঙ্গে গেছে, আমেরিকান স্কোয়াড্রনে। সে টেলিফোনটা নিয়ে সুইচবোর্ড অপারেটরের সাহায্য চাইল।

অপারেটর বলল- অসম্ভব, এভাবে কারও সন্ধান করা যায় না।

নোয়েলে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করল। কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেছে। দু ঘণ্টা বাদে সে লন্ডনের যুদ্ধমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলল। সেখান থেকেও সাহায্যের কোনো আশ্বাস নেই। একে একে অনেকের সাথে কথা বলল। শেষ অব্দি সে বোধহয় হিস্টিরিয়াতে আক্রান্ত হল।

কী করা যাবে? নোয়েলে রিসিভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো এক ল্যারি মারা গেছে, কিন্তু কে? আমার প্রিয়তম কি?

একজন জানতে চাইল-আপনি কোন ল্যারির খোঁজ করছেন? ঈগল স্কোয়াড্রনের? তারা তো ইয়র্কশায়ারে লড়াই করছিল। আমি.ঠিক বুঝতে পারছি না।

ফোনটা স্তব্ধ হয়ে গেল, রাত এগারোটা। নোয়েলে আর ফোন করতে পারছে না।

তবুও শেষ পর্যন্ত ফোন করল। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর।

কে?

অবশেষে নোয়েলে তার পরিচয় দিল।

অনেক দূর থেকে আবছা একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

নোয়েলের মনে হল, কেউ বোধহয় একটা সত্যি গোপন করার চেষ্টা করছে।

কে? কে কথা বলছে? লেফটেন্যান্ট ল্যারি ডগলাসের কোনো খবর আছে?

-হ্যাঁ, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।

নোয়েলের মনে হল, সময় বুঝি অনন্ত।

কে যেন বলল- লেফটেন্যান্ট ডগলাস সপ্তাহ শেষে ছুটিতে গেছেন। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি দরকার হয় তা হলে হোটেল স্যাভয় বলরুমে যোগাযোগ করুন। লন্ডনে, জেনারেল ডেভিসের পার্টিতে।

ফোনটা কে যেন কেটে দিল।

পরের দিন সকালবেলা পরিচারিকা এসেছে ঘর পরিষ্কার করার জন্য। দেখা গেল নোয়েলে মেঝের ওপর শুয়ে আছে, অচেতন অবস্থায়। কাজের মেয়ে তার দিকে তাকাল।

নিজের কাজে মন দিল। ঘর থেকে চলে গেল। সে নোয়েলের মাথায় হাত দিল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

কাজের মেয়েটি নীচে নেমে গেল। ম্যানেজারকে ডেকে আনল। নোয়েলে তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা করলেন। বললেন- নিউমোনিয়া হয়েছে। মেয়েটিকে এখান থেকে সরাতে হবে।

তারা নোয়েলকে স্ট্রেচারে তুলল। অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তাকে একটা অক্সিজেন টেন্টে নিয়ে যাওয়া হল। চারদিন বাদে নোয়েলের জ্ঞান এল। তখনও নোয়েলে জানে না, সে কোথায় আছে। তার মনে হল, সে বোধহয় আর কখনও জীবন্ত পৃথিবীতে ফিরতে পারবে না। নোয়েলে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। অবচেতনের অবস্থায় পৌঁছে গেল। তার মনে হল, ল্যারি বোধহয় তার কাঁধে হাত রেখেছে। নোয়েলে চোখ খুলল। সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন তার পালস্ দেখছে- ঠিক আছে, শেষ পর্যন্ত আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

আমি কোথায়?

-সিটি হাসপাতালে।

-আমি এখানে কী করছি?

-আপনার ডবল নিউমোনিয়া হয়েছিল। আমি ইসরায়েল কাটজ।

ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়। মুখে বুদ্ধির ছাপ। চোখের রং ঘন বাদামী।

-আপনি কি আমার ডাক্তার?

না, আমি ইনটার্ন। আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আপনি সেরে উঠেছেন।

-আমি কদিন এখানে আছি?

চারদিন।

-আপনি কি অনুগ্রহ করে একটা কাজ করবেন?

-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

হোটেল লাফাইয়েতে ফোন করবেন, আমার জন্য কোনো খবর আছে কি?

দেখছি, আমি কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত।

নোয়েলে কাটজের হাত ধরল, মিনতি করল ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রেমিক আমার সঙ্গে যোগযোগ করতে পারছে না।

-ঠিক আছে, আমি তাকে দোষ দিচ্ছি না। এখন আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন।

-না, আপনার কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারব না।

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি স্কেলডন

কাটজ চলে গেল, নোয়েলে দাঁড়িয়ে থাকল। সে ভাবল, ল্যারি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে।

দু ঘন্টা কেটে গেল। ইসরায়েল কাটজ এলেন। তিনি বললেন- আপনার জামাকাপড় নিয়ে এসেছি। আমি নিজে হোটেলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো খবর নেই।

নোয়েলে অবাক চোখে তাকাল, তার চোখের জল সব তখন শুকিয়ে গেছে।

দুদিন বাদে হাসপাতাল থেকে নোয়েলেকে ছেড়ে দেওয়া হল। ইসরায়েল কাটজ বললেন- কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন? হাতে কোনো চাকরি আছে কি?

নোয়েলে অসহায়ের মতো মাথা নাড়ল।

কী ধরনের কাজ আপনি পছন্দ করেন?

আমি একজন মডেল।

-আমি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথা মনে পড়ে গেল। মাদাম ডিলাইস, নোয়েলে বলল না, কারও সাহায্য আমার দরকার নেই।

ইসরায়েল কাটজ এক টুকরো কাগজে কী যেন লিখলেন-যদি মন পরিবর্তন হয়, এখানে যাবেন। একটা ছোট ফ্যাশান হাউস, আমার এক কাকিমা এর মালিক। আমি আপনার ব্যাপারে আলোচনা করব। সঙ্গে টাকা আছে কি?

নোয়েলে কথা বলল না।

-এই নিন, ভদ্রলোক কিছু ফ্রাঙ্ক নোয়েলের হাতে তুলে দিলেন। আমার কাছে এখন আর নেই, জানেন তো? ইনটানদের বেশি টাকা দেওয়া হয় না।

-অনেক ধন্যবাদ।

নোয়েলে একটা ছোটো স্ট্রিট কাফেতে বসল। কফিতে চুমুক দিল। কী করবে ভাবতে থাকে। কীভাবে বাঁচবে? না, বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য আছে কি?

ল্যারি ডগলাসের ব্যাপারটা তার কাছে অদ্ভুত লাগছে। ল্যারিকে শেষ করতেই হবে, কিন্তু ল্যারি কেন এমন ব্যবহার করল।

এখন তাকে একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে। রাতে মাথা গোঁজার আস্তানা। নোয়েলে তার পার্স খুলল। কাগজের টুকরোটোর দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবল, দেখাই যাক না।

দেখা হল কাকিমার সঙ্গে, মধ্যবয়স, মাথার চুল ধূসর। মুখের ভাব তীক্ষ্ণ। মনটা বোধহয় দেবদূতীর মতো। তার নাম মাদার রোজ। তিনি কিছু টাকা নোয়েলের হাতে তুলে

দিলেন। অগ্রিম বাবদ। একটা ছোটো অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করলেন। নোয়েলে তার বিয়ের পোশাকটা ক্লোসেটের সামনে টাঙিয়ে রাখল, যাতে সবসময় এটা চোখে পড়ে।

নোয়েলে বুঝতে পারল, সে গর্ভবতী, পরীক্ষার দরকার নেই, তার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে। একটা নতুন জীবন তার পেটের ভেতর ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। রাতের অন্ধকার, বুনো জন্তুর মতো চোখ জ্বলতে থাকে।

ইসরায়েল কাটজকে ফোন করল, লাঞ্চে যাবার আমন্ত্রণ।

সে বলল- আমি গর্ভবতী।

-কোনো পরীক্ষা করেছেন?

-পরীক্ষার দরকার নেই।

-নোয়েলে, অনেকে এই ধরনের মিথ্যে ধারণা করে থাকে। কটা পিরিয়ড হয়নি?

-আমি আপনার সাহায্য চাইছি।

-গর্ভপাত করাবেন তো? ছেলের বাবার সাথে কথা হয়েছে?

-না, বাবা এখানে নেই।

-আপনি কি জানেন গর্ভপাত বেআইনি? আমাকে গভীর সমস্যায় পড়তে হবে।

নোয়েলে এক মুহূর্ত তাকাল আপনার মূল্য কত?

রাগত কণ্ঠস্বর- আপনি কি টাকা দিয়ে সব কিছু কিনতে চাইছেন নোয়েলে?

-অবশ্যই, যে কোনো জিনিসই কেনাবেচা করা যায়।

তার মানে আপনি নিজেও?

হ্যাঁ, আমার দাম অনেক, আপনি দিতে পারবেন না। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?

-হা, করব। কিন্তু কয়েকটা পরীক্ষা করতে হবে।

-ঠিক আছে, শুরু করুন।

পরের সপ্তাহে ইসরায়েল কাটজের পরীক্ষা শুরু হল। হাসপাতালের ল্যাবোরেটরিতে নোয়েলেকে আনা হল। দুদিন বাদে এই সব পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেল।

কাটজ বললেন- আপনার অনুমান সঠিক, আপনি গর্ভবতী। আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আমি বলেছি, আপনার স্বামী মারা গেছে, একটা অ্যাকসিডেন্টে। আপনি ছেলেটিকে আর রাখতে চাইছেন না। আগামী শনিবার অপারেশন হবে।

-না, শনিবার নয়। আমি এখনও ভাবতে পারছি না, অ্যাবরসন করব কিনা, কদিন বাদে আমার মতামত জানাব।

মাদাম রোজ নোয়েলের ব্যবহারে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। শুধু শারীরিক পরিবর্তন নয়, নোয়েলের শরীর থেকে একটা আলোর দীপ্তি ক্রমশ বিকিরিত হচ্ছে। নোয়েলের মুখে লেগে আছে আত্মবিশ্বাসের হাসি। সে যেন একটা মহান সত্যকে গোপন করার আশ্রয় চেষ্টা করছে।

মাদাম রোজ জানতে চাইলেন- তুমি কি তোমার প্রেমিককে খুঁজে পেয়েছ? তোমার চোখ কিন্তু তাই বলছে?

-হ্যাঁ, ম্যাডাম।

-সে কি তোমার উপযুক্ত?

-হ্যাঁ, যতদিন আমি তাকে সহ্য করতে পারব।

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। ইসরায়েল কাটজ ফোন করলেন আপনার কাছ থেকে কোনো খবর পাচ্ছি না কেন? আপনি কি আমাকে ভুলে গেছেন?

না, নোয়েলের সংক্ষিপ্ত জবাব। আপনার কথা সব সময় মনে পড়ে।

-আপনি কেমন আছেন?

খুব ভালো।

-আমি ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে আছি, কবে অপারেশনটা হবে?

-আমি এখনও তৈরি হয়নি।

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, ইসরায়েল কাটজের আবার ফোন।

-আপনি কি আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন?

-আমি আসছি।

একটা সম্ভার কাফে। নোয়েলে ভালো রেস্টুরেন্টের কথা বলেছিল। কিন্তু ইসরায়েলের আর্থিক অবস্থার কথা শুনে চুপসে গেল।

ইসরায়েল অপেক্ষা করছিলেন। তারা অনেক বিষয়ে আলাপ করল। ডিনার শেষ হয়ে গেছে।

ইসরায়েল জানতে চাইলেন- আপনি কি অ্যারবশন করাবেন না?

-হ্যাঁ, করাব।

-তাহলে? এখনই করুন। দুমাস কেটে গেছে। কিন্তু...

না, এখন নয় ইসরায়েল।

-এটা কি আপনার প্রথম গর্ভ?

-হ্যাঁ।

-তাহলে আমার কাছে কিছু উপদেশ শুনে রাখুন। তিনমাস পর্যন্ত আপনি সহজেই এটা করতে পারবেন। তারপর কিন্তু অসুবিধা হবে।

এসব কথা শুনে নোয়েলের কোনো ভাবান্তর হল না। শেষ পর্যন্ত কাটজ বললেন- নোয়েলে, আপনি কি ছেলেটাকে মানুষ করতে চাইছেন? এর কোনো পিতৃপরিচয় থাকবে না। যদি আপনি চান, তাহলে, আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারি, তাহলে ছেলেটি অন্তত একটা সামাজিক স্বীকৃতি পাবে। . নোয়েলে অবাক আমি তো আপনাকে বলেছি, আমি এই ছেলেটিকে চাইছি না। আমি অ্যাবরশন করাব।

-তাহলে? যিশুখ্রিস্টের দোহাই, এটা এখনই করুন।

ইসরায়েল চিৎকার করলেন। বুঝলেন, অন্য খদ্দেররা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

-যদি আর একটু অপেক্ষা করেন তা হলে ফরাসি দেশের কোনো ডাক্তার কিন্তু রাজি হবেন না। আশা করি আমার কথার আসল অর্থ আপনি বুঝতে পেরেছেন।

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি জেলডন

-হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি। যদি আমি এই বেবিটিকে রাখতে চাই তাহলে, আমায় কী ধরনের খাবার খেতে হবে?

ডাক্তার অবাক- অনেক দুধ আর ফল। কিছু মাংস।

সেই রাতে নোয়েলে মার্কেটে গিয়ে থামল। দুধ কিনল, ফলের ঝুড়ি।

দশদিন কেটে গেছে। নোয়েলে মাদাম রোজের অফিসে গেল। বলল, সে গর্ভবতী, তাকে কদিনের ছুটি দিতে হবে।

মাদাম রোজ জানতে চাইলেন- কত দিন?

ছ থেকে সাত সপ্তাহ।

মাদাম রোজ বললেন- ঠিক আছে, ছুটি নাও, তোমার হাতে কিছু অগ্রিম দেব কি?

-মাদাম, অনেক ধন্যবাদ।

পরবর্তী চার সপ্তাহ ধরে নোয়েলে কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টেই ছিল। মাঝে মধ্যে মুদিখানায় যেত। খিদে তেষ্ঠা সব কমে গেছে। তবুও সে জোর করে অনেকটা দুধ খাচ্ছে। ওই বেবিটার জন্য। সে এই অ্যাপার্টমেন্টে এখন আর একা নয়। মাঝে মধ্যে বেবিটার সাথে কথা বলে। নোয়েলে জানে, এটা একটা ছেলে। তার নাম দিয়েছে ল্যারি।

সে বলল- তুমি অনেক বড়ো হয়ে উঠবে, অনেক শক্তিশালী। দুধ খেতে খেতে, তুমি স্বাস্থ্যের ঝলক দেখাবে।

সে বিছানাতে শুয়ে রইল। ল্যারির বিরুদ্ধে কী করে প্রতিশোধ নেবে? এই ছেলেটা তো তার একার নয়। এই ছেলেটা ল্যারিরও অংশ, ছেলেটাকে হত্যা করতে হবে। এই স্মৃতিটা নিয়ে নোয়েল বাঁচতে চায় না। নাঃ, কোনো কিছু আর ভাবতে পারছে না।

হায়, ইসরায়েল কাটজ, আমার মনের অবস্থা কী করে বুঝবেন।

প্রথমে ল্যারির ছেলেকে মারতে হবে। তারপর ল্যারিকে।

ফোনটা বেজে উঠল। নোয়েলে বিছানাতে শুয়ে আছে। স্বপ্ন হারিয়ে গেল। সে জানে, ইসরায়েল কাটজ।

এক সন্ধ্যাবেলা দরজাতে কার হাতের আওয়াজ। নোয়েলে বিছানাতে শুয়ে আছে। শব্দটা সে শুনতেই পাচ্ছে না।

ইসরায়েল কাটজ দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে গম্ভীরভাব। নোয়েলে, কখন থেকে তোমাকে ডাকছি।

দরজা খুলে গেছে। নোয়েলে উঠে এসেছে।

একী? নোয়েলের দিকে তাকালেন ইসরায়েল। বুঝতে পারলেন, এখনও বাচ্চাটা হয়নি।

-আমি ভেবেছিলাম, কোথাও কাজটা হয়ে গেছে।

না, এটা আপনাকেই করতে হবে।

-আমি বলিনি এখন এটা কেউ করতে পারবে না।

ডাক্তার অবাক হয়ে দেখলেন, চারপাশে দুধের শূন্য বোতল। টেবিলের ওপর পরিষ্কার ফল।

তার মানে? আপনি কি বেবিটাকে চাইছেন? তাহলে সেটা স্বীকার করছেন না কেন?

ডাক্তার বলুন তো, এখন বেবিটার কী অবস্থা? তার কি চোখ হয়েছে? কান হয়েছে? আঙুল? সে কি যন্ত্রণা অনুভব করে?

-নোয়েলে, কী বলতে চাইছেন?

-কিছুই না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কী বলব।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার অবাক হলেন। তিনি বললেন- সত্যিই কি অ্যাবরসন চাইছেন না? আমার একজন বন্ধু আছে, তার পরামর্শ নিতে পারেন।

নোয়েলে বলল- না, এখনও সময় হয়নি। সময় হলে আমি বলব।

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। ভোর চারটে। ইসরায়েল ঘুমিয়ে ছিলেন। কাজের লোকটি বলল- মঁসিয়ে, আপনার টেলিফোন। রাতের পেঁচা বোধহয়।

ইসরায়েল উঠলেন, হল পার হয়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন, কোনো একটা সমস্যা হয়েছে।

-আমি ইসরায়েল।

অন্যপ্রান্তের কণ্ঠস্বর তিনি বুঝতে পারছেন না।

-কে বলছেন?

ইসরায়েল, আপনি এখনই আসুন। আমি নোয়েলে, আসুন, এটা এখনই করতে হবে। আমি আর থাকতে পারছি না।

ইসরায়েল অবাক হলেন। ফোনটা ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রিসিভারটা রাখলেন। মনে নানা ভাবনা। তিনি জানেন, এখন কিছু করা সম্ভব নয়। সাড়ে পাঁচ মাস কেটে গেছে। উনি কতবার বলেছেন। মেয়েটি কথা শোনেনি। এটা এখন তার দায়িত্ব, তিনি এই ঝামেলার জড়াতে চাইলেন না।

অতি দ্রুত পোশাক পরে নিলেন। তার মনের ভেতর ভীতির সঞ্চারণ।

ইসরায়েল কাটজ অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে পৌঁছে গেলেন। রক্তের স্রোতে নোয়েল ভাসছে। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সে বুঝি খুব ক্লান্ত। সে বিয়ের পোশাকটা পরেছে।

ইসরায়েল পাশে বসলেন- কী হয়েছে? কীভাবে?

-যিশু। রক্ত আরও গড়িয়ে আসছে।

-আমি কি অ্যাম্বুলেন্স ডাকব?

নোয়েলে উঠে দাঁড়াল। অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সে।

সে বলল- ল্যারির বাচ্চাটা মরে গেছে তার সমস্ত মুখে প্রতিশোধের আগুন।

ছজন ডাক্তার পাঁচ ঘণ্টা ধরে চেঞ্জ করলেন, নোয়েলেকে বাঁচাতে। তার সমস্ত শরীরটা সেপটিক হয়ে গিয়েছিল। আরও অনেক কিছুর। না, নোয়েলে বোধহয় বাঁচবে না। পরের দিন সকাল ছটা। নোয়েলের বিপদ কেটে গেল। দুদিন বাদে সে কথা বলল। ইসরায়েল দেখতে এসেছেন।

-নোয়েলে, ডাক্তাররা বলছেন, এটা এক অলৌকিক ঘটনা।

নোয়েলে জানে, এখনও তার মরার সময় হয়নি। প্রথম প্রতিশোধের পালা শেষ হল। এটাই এক শুভ সূচনা। আরও অনেক-আরও অনেক প্রতিশোধ তাকে নিতে হবে।

০৩.

ক্যাথারিন, শিকাগো ১৯৩৯-১৯৪০।

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ইওরোপের সর্বত্র এখন হিংসার বাতাবরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে উন্মাদনা আছড়ে পড়ছে।

নর্থ ওয়েস্টার্ন ক্যাম্পাস, আরও কয়েকজন ছেলে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

অক্টোবরের এক বিকেলবেলা। ক্যাথারিন আলেকজান্ডার ভাবল, যুদ্ধ আমাদের জীবন কতখানি পাল্টে দেয়। সব কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে। কিন্তু কত তাড়াতাড়ি?

ক্যাথারিন রুস্টের দিকে তাকাল। যাকে চাইছে, তাকে দেখতে পারছে না। রন এল, জিয়ান এল, ক্যাথারিনের মনে হল, আনন্দের ফানুস আকাশে উড়েছে। এখন অনেক কাজ করতে হবে। রনের পাশে সে বসল। খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব।

ক্যাথারিন বুথের দিকে হেঁটে গেল। রন মেনুর দিকে তাকাল। রন বলল-কী খাব বুঝতে পারছি না।

জিয়ান জানতে চাইল- তুই কি খুব ক্ষুধার্ত

-হ্যাঁ, কদিন ধরে উপোস চলছে।

-তাহলে ওকে খা।

সকলে অবাক হয়ে গেল। ক্যাথারিন বুথে দাঁড়িয়ে আছে। সে রনের হাতে একটা চিরকুট তুলে দিল। ক্যাশ রেজিস্টারে চলে গেল।

রন কাগজটা খুলল, হাসিতে ফেটে পড়ল। জিয়ান তাকাল।

-এটা একান্ত ব্যক্তিগত কি?

-হ্যাঁ, যা বলেছি।

রন এবং জিয়ান বেরিয়ে গেল। রন কোনো কথা বলেনি। ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়েছে। সন্দেহ আকুল দৃষ্টিতে। হেসেছে। জিয়ানকে কাছে টেনে নিয়েছে। ক্যাথারিন তাকিয়েছে। নিজেকে বোকা বলে ভেবেছে।

ক্যাথারিন ভাবল, এবার আসল খেলা খেলতে হবে। কবোষ শরত সন্ধ্যা। সুন্দর বাতাস। লেক থেকে উঠে আসছে ভালোবাসা। আকাশ, লাল আর বাদামির সংমিশ্রণ। ভারী সুন্দর, কোমল মেঘেদের সঞ্চালন। নক্ষত্রেরা হাতের বাইরে। এমন সুন্দর এক সন্ধ্যা। ক্যাথারিন ঘটনাগুলোকে সাজাল

আমি বাড়ি ফিরে যাব, চুল ধোব।

লাইব্রেরিতে যাব। কাল আমার ল্যাটিন পরীক্ষা।

মুভি দেখতে যাব।

আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকব, প্রথম যে নাবিক আসবে, তাকে ধর্ষণ করব।

আমি নিজের কাজ নিজে করব- এটাই আমার শপথ।

সে ক্যাম্পাসের দিকে এগিয়ে গেল। ল্যাম্পপোস্টের পাশ থেকে কে যেন এল।

ক্যাথি, তুই চললি কোথায়?

রন পিটারসন, মুখে হাসি। ক্যাথারিনের মনে আনন্দ। সে কাছে এগিয়ে এল। রন তাকে দেখছে- হ্যাঁ, দেখারই কথা।

কোথায়?

রন ভাবল।

একে কি এখনই নিতে হবে?

ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

রন জানতে চাইল তুই কি কিছু একটা করতে চাইছিস?

ক্যাথারিন বলল- এখন আমি তোমার, তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো।

উপন্যাসে পড়া শব্দ।

রন বলল- চল্ আমরা এগিয়ে যাই।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। অনেক কথা বলার আছে। কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না।

রন জিজ্ঞাসা করল ডিনার খেয়েছিস?

ডিনার? না।

-তাহলে? চাইনিজ ফুড খাবি?

-এটা আমার হট ফেভ। চাইনিজ সে ভালোবাসে না। কিন্তু এখন সব ব্যাপারে ঘাড় নাড়তে হবে।

চল আমরা চাইনিজ রেস্টোরাঁতে যাই। তুই নাম শুনেছিস?

না, এ কথাটা সে বলতে পারল না। রনকে আটকে রাখতে হবে।

তারা রনের গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। রিও কনভারটেবল। রন দরজাটা খুলে দিল।
ক্যাথারিন ভেতরে বসল। সে জানে, এই সিটে বসার জন্য মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি
পড়ে যায়। রনের স্বাস্থ্য চমৎকার। এক বিখ্যাত অ্যাথলেট। যৌনতার সার্থক প্রতিমূর্তি।
আহা, এই মুভিটার কী নাম দেওয়া যেতে পারে? যৌনকাতর পুরুষ এবং কুমারী কন্যা।
আমি হয়তো ওই কুমারী কন্যার ভূমিকায় অভিনয় করব।

-আমরা এখন এগিয়ে চলেছি।

ক্যাথি, তুই কিন্তু আমাকে বোকা বানিয়েছিস।

-সত্যি?

আমরা তোকে হাঁদাগঙ্গা ভাবতাম। আমরা ভাবতাম, কোনো ছেলের প্রতি তোর বিন্দুমাত্র
আকর্ষণ নেই।

কথাটা অপমানজনক। ক্যাথি ভাবল। তার মানে বন্ধু-বান্ধবীরা তাকে লেসবিয়ান অর্থাৎ
সমকামী বলে ভেবেছে।

তোকে পেয়ে আমার ভালো লাগছে।

-আমিও, ক্যাথি সংক্ষেপে জবাব দিল। সে জানে, রন ভালোভাবেই প্রেম দিতে পারবে।
রনের কাছে শরীর দিলে অনন্ত সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। শেষ অর্ধি? নাটকের ঘটনা প্রবাহ
কোন দিকে এগিয়ে যাবে?

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, এবার কি সময় হয়েছে?

শেষ অদি ক্যাথি হলুদ বইয়ের কথা ভাবল। সেখানে সঙ্গমের কত রগরগে বর্ণনা থাকে। বাস্তব জীবনে তা ঘটে কি?

হ্যাঁ, এবার বোধহয় সেটা শুরু হয়েছে। কোথায়? কিছু বোঝা যাচ্ছে না। স্বপ্ন, না সত্যি? রন সেই বস্তুটা শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। শিকারের শব্দ। কেউ কোনো কথা বলছে না।

রন তার দিকে তাকাল, কী করবে, বুঝতে পারছে না। হ্যাঁ, এসব বোধহয় স্বপ্ন। চাইনিজ রেস্তোরাঁ। ডিনারের সুস্বাদু আহবান। আহা, এত সুন্দর জীবন।

এক ওয়েটার এগিয়ে এল। ওরা মদ খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করল। এর আগে ক্যাথারিন বেশ কয়েকবার হুইস্কি খেয়েছে। এখন, নতুন বছর শুরু হতে চলেছে, চতুর্থ তারিখ, জুলাই মাস। কুমারী জীবনের অবসান, উৎসবের পরিবেশ, এখনই তো মদ খেতে হয়।

শেরি? কে যেন অর্ডার দিল। রন বলল- স্কচ আর সোডা।

ওয়েটার চলে গেল। ক্যাথারিন তাকাল, ওই প্রাচ্যদেশীয় রমণীর দিকে।

-তুই কি আর কারও সাথে কোথাও গেছিস? আমি বলতে চাইছি পুরুষবন্ধু? তোকে তো সবথেকে সুন্দরী মেয়ে বলা হয় এই ইউনিভারসিটিতে।

-না, এসব আমার সম্পর্কে বানিয়ে বলা হয়।

-না, ভ্যানভারা করিস না। তুই কিন্তু সত্যিই সুন্দরী।

-তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

গলাটা কেমন? অ্যালিস আদমে ক্যাথারিন হেপবান যেমন বলেছিল? না, এখন আমি আর ক্যাথারিন আলেকজান্ডার নই। আমি একটা সেক্স মেশিন। আমি ক্লিওপেট্রা, আমি যৌন

ওয়েটার মদের গ্লাস নিয়ে এসেছে। ক্যাথি সেটা শেষ করল। রন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। রন বলল- আস্তে, আস্তে।

ক্যাথি বলল- না, আমি সহ্য করতে পারব। আমার অভ্যেস আছে।

-আর এক রাউন্ড হবে কি? রন জানতে চাইল।

রন এগিয়ে গেল। আঃ, সত্যি ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছে।

খুব চালাকি দেখালে চলবে না। যে করেই হোক রনকে অধিকার করতে হবে।

সে বলল- তোমার কথা আমি অনেক দিন ধরে ভেবেছি।

-তাহলে এতদিন চেপে রেখেছিস কেন?

হাসছে, রন। তার নেশা হয়েছে।

ক্যাথি জোরে জোরে কথা বলছে। সে আরও সাহসী হবার চেষ্টা করল। সে বলল আঃ, পৃথিবীর যত কুমারী কন্যা, তাদের অবস্থা ভেবে আমার কষ্ট হয়। রন বলল, তাদের স্বাস্থ্য পান করা যাক। সে গ্লাসটা ওপর দিকে তুলল। দুজনে আনন্দসাগরে ভাসছে। ক্যাথারিনের মনে অনেক চিন্তা। রনকে কবজা করতে হবে। কিন্তু কী করে? নিরাপত্তা নেব কি? যা হবার তাই হবে?

ছ কোর্সের ডিনার, ক্যাথারিন সবকিছু খাবার চেষ্টা করল। চাইনিজ কাপবোর্ডে যা কিছু আছে। ধীরে ধীরে সে খাচ্ছে, বিন্দুমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন আঁকছে না তার চোখের তারায়।

রন জিজ্ঞাসা করল- কী হয়েছে? তোকে এমন বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন?

ক্যাথারিন জবাব দিল না, এই প্রথম তোমার সঙ্গে এলাম তো, তাই।

রন আবার তাকাল। বলল- হ্যাঁ, আমার মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

ওয়েটার এসে ডিশগুলো নিয়ে গেল। রন চেকে টাকা মিটিয়ে দিল। রন ক্যাথারিনের দিকে তাকাল। ক্যাথারিন উঠতে পারছে না।

রন জানতে চাইল- তুই কি আর কিছু খাবি?

-নাহ, আর কিছু না। একটা সাম্পান হলে ভালো হত। আমরা ভেসে যেতাম। ক্যাথারিন বলার চেষ্টা করেছিল। তারপর সে বলল, না, আর কিছু খাব না।

কোনোরকমে একটা শব্দ উচ্চারণ করল রন। তারা উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, মদ শরীরে কাজ করতে শুরু করেছে। ক্যাথারিনের পা দুটো থরথর করে কাঁপছে।

তারা বাইরে এল। এক সুন্দর রাত। বাতাস বইছে। ক্যাথারিনের মনে হল, মাথার ওপর থেকে একটা মস্ত বড় বোঝা নেমে গেছে। আজ কি ও আমাকে বিছানাতে আমন্ত্রণ জানাবে? প্রথম দেখা হলে কি কেউ ধর্ষণের কথা বলে? ওর সঙ্গে আবার ডিনারে আসতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ওর শরীর আর মন দখল করতে হবে। এটা আমার জীবনের মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ।

—মোটেলের যাবি? রন জানতে চাইল।

ক্যাথারিন তাকাল, কোনো কথা বলতে পারছে না। তার মানে? আজই আমার স্বপ্ন সফল হবে?

মোটেলের? সেখানকার ঘরে? হ্যাঁ, এটাই আমি চাইছি এবং ভীষণভাবে।

রন এবার ক্যাথারিনের কাঁধে হাত দিয়েছে, ধীরে ধীরে হাতে চাপ দিচ্ছে। ক্যাথারিন বুঝতে পারছে, তার ভেতর একটা অসম্ভব যৌনযাতনা।

সে বলল- হা, সত্যি, আমি যাব।

রন বলল তাহলে যাওয়া যাক।

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি স্কেলডন

তারা রনের গাড়িতে গিয়ে উঠল। ক্যাথারিনের শরীটা কাঁপছে। মনে হচ্ছে সে যেন বরফ সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গেছে। তার মনটা ছুটে চলেছে। পক্ষিরাজের সওয়ার হয়ে।

রন ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেল। সে বলল- তোর হাত দুটো ঠান্ডা।

ক্যাথি মুখে হাসল। বলল- ঠান্ডা হাত, আর গরম পা।

আমাকে আরও সাহসী হতে হবে। সিনেমার কথা মনে পড়ল।

তারা ক্লার্ক স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে চলেছে। বড়ো বড়ো চোখ জ্বলছে, মানুষ নয়, বিপদ চিহ্নের।

অনেকগুলো হোটেলের বিজ্ঞাপন। কোনোটায় লেখা আছে-কাম ইন। কোথাও ওভার নাইট মোটেল। কোথাও ডাভলেস নেস্ট। স্বপ্ন ক্রমশ বাস্তব হচ্ছে।

রন একটা মোটেলের সামনে গেল। বলল- এটাই হল সবার সেরা।

সাইনবোর্ডে লেখা আছে- প্যারাডাইস ইন। জায়গা আছে।

আহা, স্বর্গে সবসময় জায়গা থাকে। ক্যাথারিন আলেকজান্ডার সেই জায়গাটা পূর্ণ করবে।

রন গাড়ির কাছে চলে গেল। তারপর আরো কাছে এল।

অনেকগুলো বাংলো।

রন একটা বাংলোর কাছে গেল- এটা কেমন?

দান্তের ইন ফারনোর মতো? রোমের কলোসিয়াম? সেখানে খ্রিস্টানদের ছুঁড়ে ফেলা হত সিংহের মুখে? বেলসির মন্দির? না, ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

ক্যাথারিন বলল- অসাধারণ, ভাষায় বর্ণনা করা যাচ্ছে না।

রন হাসল- আমি এক্ষুনি আসছি। সে ক্যাথারিনের গালে হাত রেখেছে। তারপর? ধীরে ধীরে সেই হাত এগিয়ে যাচ্ছে তার উরু সন্ধির দিকে। চুমুচুমু ধেয়ে আসছে। গাড়ির ভেতর এসব হচ্ছে কী?

সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। আঃ, আবার বিমান আক্রমণ শুরু হবে যখন-তখন।

ম্যানেজারের অফিস খুলে গেল। রন বেরিয়ে এসেছে। তার হাতে একটা চাবি। সে যেন। সাইরেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। সে আরও কাছে এসেছে। সে গাড়িটা খুলল।

সে বলল- সব কিছুই ব্যবস্থা হল।

তখনও সাইরেন শোনা যাচ্ছে। এখানে থাকার জন্য পুলিশ আমাদের থ্রেগতার করতে পারে কি?

ক্যাথি ভাবল।

রন বলল চলে আয়।

-তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছেছা?

কীসের শব্দ?

সাইরেন গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে গেল। অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে তার শব্দ।

ক্যাথি বলল- পাখির আত্ননাদ? রাত জাগা পাখি।

রনের মুখে অধৈর্যের ছাপ কিছু হয়েছে কি? কোনো সমস্যা?

ক্যাথারিন বলল না, আমি এম্ফুনি আসছি?

সে গাড়ি থেকে নামল। বাংলোর দিকে এগিয়ে চলেছে।

-আশা করি, তুমি আমার লাকি নাম্বারটা চিনতে পেরেছ।

কী নাম্বার?

ক্যাথারিন বুঝতে পারল, এখন এমনই আবোল তাবোল কথা তাকে বলতে হবে। তার সমস্ত ঠোঁট শুকিয়ে গেছে।

সে বলল- না, এমনি বললাম।

তারা একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তেরো নম্বর লেখা আছে। এই নাম্বারটাই ক্যাথারিনের পছন্দ। সে যদি গর্ভবতী হয়ে যায়, তা হলে ভগবান হয়তো সেন্ট ক্যাথারিনকে দোষ দেবে।

রন দরজাটা খুলে ফেলল। সে আলো জ্বালল। ক্যাথারিন বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশাল একটা বিছানা, আর একটা ইজিচেয়ার, এককোণে। ছোট্ট একটা ড্রেসিংটেবিল, আয়না ঝুলছে দেওয়ালে, রেডিও রয়েছে, আরও কত কী?

এটাই সত্যিকারের স্বর্গ? ক্যাথারিন ভাবল। রন কী করে তা দেখতে হবে। হ্যাঁ, এবারই আসল খেলা শুরু হবে।

রন বলল- কীরে তোর ভয় করছে?

ক্যাথারিন হাসার চেষ্টা করল। এটা একটা আরোপিত হাসি।

না, আমাকে অত বোকা ভাবছ কেন?

-তুই কি এটা আগে করেছিস ক্যাথি? সত্যি করে বল?

-তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?

-তোর আচরণের মধ্যে কী এক রহস্য আছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। এবার আস্তে আস্তে নিজেকে ভাঙতে হবে। আজই কি আমি আমার সবকিছু দেব? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

-মাঝে মধ্যে মনে হয়, তুই ভীষণ সেক্সি। আবার মনে হয়, তুই বোধহয় বরফের মতো শীতল। তোর মধ্যে দুটো সত্তা কাজ করে। তুই কি সত্যি ক্যাথারিন আলেকজান্ডার?

বরফের মতো শীতল, ক্যাথি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল। সে বলল-আমি তোমাকে আসল খেলা দেখাব।

সে এগিয়ে এল। শক্ত করে হাতে হাত রাখল। ঠোঁটের ওপর চুমু দিল।

এবার রনের উত্তর দেবার পালা, দুটো শরীর এক হয়ে গেছে। রনের হাত আনমনে খেলা করছে ক্যাথির জাগতে থাকা বুকের ওপর। খুনসুটি আর আদর। এবার বুকডগাতে জিভের ছোঁয়া, ক্যাথারিনের মনে হল, তার ভেতরে বোধহয় ক্ষরণ শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, প্যান্টি ভিজে গেছে। এবার? এবার আমি কি আমার আসল মুখটা দেখাব নাকি? একটা উত্তেজনা। অসম্ভব। দমন করা যাচ্ছে না।

রন ভাঙা গলায় বলল- আয় জামাকাপড় খোলা যাক।

সে তার জ্যাকেট খোলার চেষ্টা করল।

ক্যাথি বাধা দিল না, এমনটি করো না, তুমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তোমায় ল্যাংটো করব।

কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত আভিজাত্য। অনেক রাতের স্বপ্ন। আজ সফল হতে চলেছে।

রন বোধহয় স্কুলের ছাত্র। ক্যাথারিন যৌনবিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী। অনেক কিছু শিখতে।
হবে।

এবার জ্যাকেট খুলে গেল। বিছানাতে ছুঁড়ে দিল। তারপর টাইয়ের দিকে হাত বাড়াল।

হ্যাঁ, এটা থাক। এবার তোকে আমি ল্যাংটো অবস্থায় দেখব। ক্যাথারিন তাকাল।
জিলারের দিকে এগিয়ে গেল। এখন তার পরনে ব্রা, প্যান্টি, জুতো আর মোজা।

খেলাটা কি এখানেই শেষ করবে? নাকি আর একটু বাড়াবে?

আনমনে বিছানার ওপর বসে পড়ল। মোজা খুলল, জুতোটাও ছুঁড়ে দিল।

রন এসে তার ব্রা-র হুকে হাত রেখেছে। দাঁত দিয়ে হুকটা খোলার চেষ্টা করছে। একটু
বাদে ব্রা-টা টান মেরে সে খুলে দিল। হ্যাঁ, এখন ক্যাথি একেবারে নগ্না। তার নগ্ন
সৌন্দর্যে ঔদ্ধত্যের প্রতিফলন। সে বুঝতে পারছে, এবার তাকে আসল খেলাটা খেলতে
হবে। এই খেলায় সে একেবারে অনভিজ্ঞ। কিন্তু সেটা ভাবলে চলবে কেমন করে।

রন তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে ফুটেছে বিস্ময়। ক্যাথি তুই এতসুন্দর? সত্যি তোর
মতো রূপ আমি কখনও দেখিনি রে?

সে নীচু হয়ে বুকের ওপর চুমু খেল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাতে ছবিটা দেখল ক্যাথি।
মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটি বোধহয় ফরাসি দেশের এক যোদ্ধা। শৌর্যের প্রতিমূর্তি।

ক্যাথি, রন কথা বলতে পারছে না, তোর মতো এত সুন্দরী একটি মেয়ে, হায় ঈশ্বর, আমি যে কেন এতদিন তাকে আবিষ্কার করিনি।

ক্যাথারিনের ভয় ক্রমশ বাড়ছে। রন দাঁড়াল। তার মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি। তার পুংদন্ডটা শক্ত হয়ে গেছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে, এখন সে বোধহয় আর ঠিক থাকতে পারবে না। এত বড়ো? ক্যাথারিন তার জীবনে এত বড়ো দেখেনি। অবশ্য দেখার সুযোগ কোথায় পেয়েছে?

কী দেখছিস অমন করে?

ক্যাথারিন বলল- তোমার ওটার দিকে তাকিয়ে আছি।

তারপর? একটা সুন্দর হাত নেমে এল। আদর, শুধু আদর আর সোহাগ।

তখন সমস্ত ইওরোপ জুড়ে যুদ্ধের কালো ছায়া। আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। হিটলারের হাজার বছরের কর্তৃত্ব করার স্বপ্ন হয়তো সফল হতে চলেছে। তৃতীয় রাইখ বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে। নাজিরা ডেনমার্ক দখল করল। নরওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করল।

গত ছমাস ধরে ক্যাম্পাসে আর কোনো গল্প নেই। যৌনতা এবং জামাকাপড় এখন গৌণ বিষয়। এখন শুধুই যুদ্ধের আলোচনা। কলেজের আরও অনেক ছেলে এখন আর্মিতে নাম

লেখাচ্ছে। একদিন এক ক্লাসমেট ক্যাথারিনের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল-ক্যাথি, আমি চলে যাচ্ছি।

-কোথায়?

ওয়াশিংটন ডিসিতে।

-কেন? অবাক হয়ে ক্যাথি জানতে চেয়েছিল।

-আমি সোনার খনির সন্ধানে যাচ্ছি। ওখানে একজন মেয়ের জন্য একশো জন পুরুষ অপেক্ষা করছে।

সে ক্যাথির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আকাল- তুই এখনও এখানে বসে থাকবি? আমার সঙ্গে চল। দেখবি পৃথিবীটা কত বড়ো।

না, আমি এখন যাব না, ক্যাথারিন বলল। কেন, সে জানে না। শিকাগো শহরের প্রতি তার আলাদা কোনো আকর্ষণ আছে কি? বাবা এখন কোমাহাতে, কেমন আছে? টেলিফোনে মাসে একবার-দুবার কথা হয়। মনে হয়, বাবা বোধহয় বন্দী জীবন যাপন করছে।

ক্যাথারিনের নিজস্ব জগৎ এখন মুঠোবন্দি হয়েছে। সে ওয়াশিংটনের কথা ভাবল। ওয়াশিংটনে কতো উত্তেজনা আছে। সন্ধ্যাবেলা বাবাকে ফোন করল, স্কুল ছেড়ে দিয়ে সে

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি স্কেলডন

ওয়াশিংটনে কাজ করতে যাবে। বাবা বিশ্বাস করতে পারেনি। বাবা বলেছিলেন কোমাহাতে চলে আসতে। ক্যাথারিনের কণ্ঠস্বরে উদাসীনতা।

পরের দিন সকালবেলা, ক্যাথারিনের উপযুক্ত জায়গাতে পৌঁছে গেল। সে স্কুলটা ছেড়ে দেবে এমন কথা বলল। টেলিগ্রাম পাঠানো হল বন্ধু সুসি রবার্টসের কাছে। পরের দিন সে ওয়াশিংটন ডিসির দিকে যাত্রা করল, ট্রেনে চড়ে!

জার্মান পঞ্চম আর্মি

নোয়েলে, প্যারিস ১৯৪০

০৪.

১৪ জুন, ১৯৪০, শনিবার। জার্মান পঞ্চম আর্মি প্যারিসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ম্যাগিনেট লাইন তখনই হয়ে গেছে।

দিনটা শুরু হয়েছে অঘটনের মধ্যে দিয়ে। শহরবাসীরা ভাবতেই পারেনি, এমন একটা অভাবিত ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটে যাবে। প্যারিসের রাস্তায় এখন আতঁনাদ। মানুষজন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বাতাসের মধ্যে গুজব ভাসছে। রেডিওর খবর, খবরের কাগজ, লোকের মুখ। জার্মান বাহিনী ফরাসি উপকূল দখল করেছে। লন্ডন শহরটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হিটলার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধ ঘোষণা করতে চলেছেন। জার্মানরা প্যারিসকে বোমাবর্ষণে ধ্বংস করে দেবে। প্রতি মুহূর্তে একটা নতুন গুজবের জন্ম হচ্ছে। মানুষজনের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

তারপর? কী ঘটবে কেউ বলতে পারছে না।

প্যারিসে এখন বিদেশী মানুষদের আনাগোনা। ইউনিফর্ম পরা অদ্ভুত ভাষায় তারা কথা বলছে। সর্বত্র ছেয়ে গেছে মার্সিডিজ আর লিমুজিন গাড়িতে। নাজি পতাকা উড়ছে। তারা বোধহয় এই শহরের দখলদারি নিয়েছে।

দু-সপ্তাহের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেল। জার্মানদের পদচিহ্ন সর্বত্র আঁকা হল। ফরাসি বিদ্বেষ স্ট্যাচু ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। জার্মানরা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে।

পথেঘাটে শুধু সৈন্যদের আনাগোনা। খাবার সরবরাহ কমে গেছে। বড়োলোকরাই শুধু দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা চেয়ে দেখা যাচ্ছে না। জার্মান সৈন্যদের যৌনক্ষুধা মেটানোর জন্য মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেয়নেটের ভয় দেখানো হচ্ছে। এমন কী জার্মান নেতারাও সাধারণ মেয়েদের ধর্ষণ করতে দ্বিধা বোধ করছে না।

ফরাসি জনগণের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। এই নরকের অন্ধকার থেকে তারা কি কখনও আলোকিত সূর্যের সকালে পা রাখতে পারবে?

জার্মানরা অনেকগুলো বড়ো বাড়ি দখল করল। সেখানে গেস্টাপোর অফিস স্থাপিত হল। অনেকগুলো মন্ত্রকের অফিস হল।

জার্মানরা রাস্তাঘাটে উৎপাত করছে। যখন-তখন বাজারে ঢুকে পড়ছে। খাবার দাবি করছে। এখন এখানে গেস্টাপোরই অস্তিত্ব।

খাবার থেকে সাবান সবকিছু পাওয়া যাচ্ছে না। ড্যাসোলিন নেই, মাংস নেই, দুগ্ধজাত জিনিসগুলো বাজার থেকে হারিয়ে গেছে। জার্মানরা সব কিছু নিয়ে নিয়েছে। যে সমস্ত দোকানে ডাক্তারি জিনিসপত্র বিক্রি হয়, সেগুলোকে জোর করে খুলে রাখা হয়েছে। সৈন্যরা এসে চটপট জিনিস তুলে নিচ্ছে। পয়সা দিচ্ছে না।

ফরাসি ব্যবসায়ীদের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। কে পয়সা দেবে?

জার্মানরা হেসে বলছে— ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আসবে।

এই দুঃখ দুর্দশা চোখে দেখা যাচ্ছে না। চোরাবাজারিতে দেশ ছেয়ে গেছে।

নোয়েলে পেজের জীবন পাণ্টে গেছে। সে এখন একটা সংস্থার মডেল হিসেবে কাজ করছে। মোটামুটি ভালোই পয়সা পাচ্ছে। নতুন নতুন প্রস্তাব আসছে তার কাছে। তাদের সাথে তার দেখা হচ্ছে, তারা জার্মান দেশের বাসিন্দা। যখন কাজ থাকে না, সে কাফেতে বসে একা একা কফি খায়। মাঝে মধ্যে কোথাও বেড়াতে যায়। হ্যাঁ, জার্মান ইউনিফর্ম পরা লোকগুলো ফরাসি সুন্দরী কিশোরীর সাথে ঘোরাফেরা করছে। সাধারণ মানুষ মুখে কলুপ এটেছে। নোয়েলের মনে হচ্ছে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই বোধহয়। মাঝে মধ্যে আড়চোখে জার্মান সৈন্যদের দিকে সে তাকায়। আহা, ঔদ্ধত্য আর পৌরুষের প্রতিমূর্তি। আলেকজান্ডারের কথা মনে হয়। নোয়েলে তাদের ঘৃণা করতে পারে না। তবে ভালোবাসতেও পারে না। লোকগুলো এখনও নোয়েলেকে বিরক্ত করেনি।

জীবনটা আরও বেশি কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে। প্রত্যেকটা পা ফেলার আগে নোয়েলে ভালোভাবে চিন্তা করছে। নোয়েলে জানে তার আসল লক্ষ্যটা কোথায় লুকিয়ে আছে। সেই লক্ষ্যে তাকে পৌঁছাতেই হবে। সে বোধহয় প্রাইভেট ডিটেকটিভকে নিযুক্ত করতে পারবে। তার হাতেই সব কাজ দিয়ে দেওয়া হবে।

শেষ অব্দি এমন একটা জায়গাতে সে পৌঁছে গেল।

সাইনবোর্ডে নাম লেখা ছিল ক্রিস্টিয়ান বারবেড। শরীরটা খুব একটা পাকাপোক্ত নয়। মাথায় টাক পড়তে শুরু হয়েছে। দাঁত ভাঙা। চোখগুলো ছোটো। ঠোঁটের ডগায় নিকোটিনের কলঙ্ক।

উনি প্রশ্ন করলেন- আপনার জন্য কী করতে পারি?

-ইংল্যান্ডে একজন আছেন, তার সম্বন্ধে খবর চাই।

কী ধরনের খবর?

সব খবর, তার বিয়ে হয়েছে কিনা, সে কী করছে? মনে সুখ আছে, নাকি দুঃখ?

বারবেড অবাক চোখে তাকালেন উনি কি ব্রিটিশ?

-না, আমেরিকান। আর এ এফ-এর ঈগল স্কোয়াড্রনের একজন পাইলট।

বারবেড টাকে হাত বোলালেন- আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন যুদ্ধ চলছে। আমি কী করে ইংল্যান্ডে গিয়ে এই খবর আনব?

অসহায়তার ছাপ। জার্মানরা আমাকে দেখলেই গুলি করবে।

-আমি যুদ্ধের কোনো খবর আনতে বলছি না। নোয়েলে পার্স বের করল, কিছু ফ্রাঙ্ক নিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে দিল।

-হ্যাঁ, ইংল্যান্ডে আমার কিছু পরিচিতি আছে। তবে অনেক খরচ হবে।

তিন মাস কেটে গেল, একদিন লোকটার টেলিফোন। ছুটতে ছুটতে নোয়েলে তার অফিসে গেল। প্রথমেই জানতে চাইল- লোকটা বেঁচে আছে?

বারবেড ঘাড় কাত করল।

আপনার বয়ফ্রেন্ডকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

-কোথায়?

উনি এখন ৬০৯ নম্বর স্কোয়াড্রনের সঙ্গে আছেন। তাঁকে ইস্ট অ্যাংলিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

-আর কিছু?

-হ্যাঁ, আমি অনেক খবর এনেছি। উনি এখন হ্যারিকেনের হয়ে আকাশে উড়ছেন। এর আগে উনি ছিলেন আমেরিকান বাফেলোতে।...এখানে কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে।

নোয়েলে বলল- বলে যান।

বারবেড বলতে থাকেন যেসব মেয়ের সাথে উনি রাত কাটান তাদের তালিকা। এটা কি আপনার কাজে লাগবে?

-আমি তো বলেছিলাম সবকিছু।

নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল নোয়েলে। না, এখানে সবকিছুর মধ্যে কেমন একটা সন্দেহের আবরণ, ক্রিস্টিয়ান বারবেডের ওপর নির্ভর করা যায় কি? তৃতীয় শ্রেণীর গোয়েন্দা। মিথ্যে কথা বলছেন বোধহয়। নোয়েলের তাই মনে হল। না, প্রথমদিকে বারবেড ভেবেছিলেন, এই খবদের বোধহয় তাকে একটা বাজে ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে দেবে। তারপর? ভাবা হয়েছিল, বিবাহ বিচ্ছিন্ন এক নারী অসহায় হয়ে তার স্বামীর খোঁজ করছেন। সব কিছু ভুল। এখন বোঝা গেল, এই ক্লায়েন্ট কেন সংবাদ চাইছেন। তিনি নোয়েলের হাতে ল্যারি ডগলাসের গার্লফ্রেন্ডদের নাম তুলে দিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। না, মনে হল, নোয়েলে যেন ধোপাবাড়ির খাতা দেখছে।

পড়া শেষ হয়ে গেল। ক্রিস্টিয়ান বারবেড নোয়েলের পরবর্তী শব্দ শুনে অবাক হয়ে গেলেন। আমি খুব খুশি হয়েছি।

-আর কোনো কিছু নতুন খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন কিন্তু?

নোয়েলে বেরিয়ে গেল। বারবেড তখনও অফিসে বসে আছেন। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারছেন না, এই ক্লায়েন্টের আসল দরকার কী?

থিয়েটারে আবার লোক সমাগম শুরু হয়েছে। জার্মানরা বিদায় উৎসব পালন করছে। ফরাসি মেয়েদের আরও বেশি ভালোবাসছে। ফরাসিরা অনেক কিছু ভুলে গেছে। তারা মনেই রাখেনি, তারা হল পরাজিত জাতি।

নোয়েলে মারসেইলেতে একটা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। এইসব অ্যামেচার থিয়েটার দেখতে তার মোটেই ভালো লাগে না। তবু মাঝে মধ্যে যায়, কী আর করবে? তবে এখন দু-একটা বই দেখতে তার বেশ ভালোই লাগে। অনেকের অভিনয় তাকে আকর্ষণ করে।

বিশেষ করে জাঁ পলসাত্রেঁর একটা লেখা তাকে প্রভাবিত করেছে। এমন কিছু অভিনেতা সেখানে আছেন। সমস্ত ইওরোপ যাঁদের নামে জয়ধ্বনি করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা নোয়েলের হাতে কে যেন একটা চিরকুট তুলে দিল।

লেখা আছে— রাতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি? ব্যাপারটা খুব জরুরি।

নোয়েলে চিরকুটটা বারবার পড়ল। ঠিক বুঝতে পারল না, কে হতে পারে? হয়তো ফিলিপ্পে সোরেল।

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি স্কেলডন

অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। সোরেলের ড্রেসিংরুমের দিকে নোয়েলে এগিয়ে গেল। মেকাপ মিররের সামনে সোরেল বসে আছে। ছোট্ট প্যান্ট পরে। মেকাপ তুলছেন।

আয়নাতে নোয়েলের মুখচ্ছবি

উনি বললেন- আঃ, তুমি এত সুন্দরী?

ধন্যবাদ, মঁসিয়ে সোরেল।

তুমি কোথা থেকে আসছ?

মারসেইল থেকে।

সোরেল ভালোভাবে তাকালেন। পা থেকে মাথা অন্ধি। তারপর বললেন- তুমি তো চাকরি খুঁজছ?

না।

-ঠিক করে বলল, তুমি কি আমার বই দেখবে? যদি চাকরি দরকার থাকে, তাহলে তোমাকে একটু খারাপ কাজ করতে হবে।

নোয়েলে তাকাল- আপনি কী জন্য চিন্তিত?

-তোমার জন্য।

রাতের খাবারটা এক সঙ্গেই খাওয়া হল। নোয়েলে সোরেলের অ্যাপার্টমেন্টে গেল। ভারী সুন্দর সাজানো। ফিলিপ্সে সোরেলকে এক বুদ্ধিমান প্রেমিক বলা যেতে পারে। নিজের সম্বন্ধে খুব একটা চিন্তা করতে পারেন না। নোয়েলের সৌন্দর্য দেখে মজে গেছেন। বিছানাতে তার ছলাকলা সোরেলকে অবাক করেছে।

—হায় ক্রাইস্ট! তুমি তো অসাধারণ, এসব কোথা থেকে শিখলে।

নোয়েলে কী যেন ভাবল, হ্যাঁ, এসব কি শিখতে হয়? অনুভূতির বিষয়। সে জানে, পুরুষের দেহ হল এমন একটি যন্ত্র, সাবধানে বাজাতে হয়। সব কিছু আবিষ্কার করতে হয়। ভিত্তির ওপরে বাড়ি স্থাপন করতে হয়।

জন্ম থেকেই আমি অভিজ্ঞ, হেসে নোয়েলে জবাব দিয়েছিল।

এবার নোয়েলের আঙুলডগা ওই পুরুষের ঠোঁটের ওপর খেলা করছে। মনে হচ্ছে, এবার বুঝি তার বুকে আঁকিবুকি কাটবে। তারপর নেমে আসবে পেটের দিকে।

জিনিসটা শক্ত হচ্ছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোয়েলে উঠল। বাথরুমে গেল। একটু বাদে এগিয়ে এল। শক্ত পুংদণ্ডটা মুখের ভেতর ভরে নিল। মুখটা এখন গরম, গরম জলে ভরতি।

লোকটা চিৎকার করছেন— হায় ঈশ্বর।

সমস্ত রাত তারা এইভাবে বুনো আদর বিনিময় করেছিল। সকালবেলা সোরেল বললেন
তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি?

ফিলিপ্সে সোরেলের সাথে নোয়েলে ছমাস কাটিয়ে ছিল। সুখ অথবা অসুখ, কোনো
কিছুই ছিল না তার মনের মধ্যে। সে জানে, যে করেই হোক সোরেলকে আরও আনন্দ
দিতে হবে। নিজে আনন্দ পাব কিনা, সে বিষয়ে ভেবে কী লাভ? সে যেন একজন ছাত্রী।
রোজ নতুন নতুন কিছু-না-কিছু শিখছে। অনেক বড় পরিকল্পনা আছে তার। এটা তো
একটা ছোট পদক্ষেপ।

একজনের কথা সে ভুলতে পারছে না। সে হল ল্যারি ডগলাস। তাকে হারাতেই হবে।
জীবনের লড়াইতে।

দু-মাস কেটে গেছে। খ্রিস্টিয়ান বারবেডের কাছ থেকে একটা খবর।

-আপনার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট আছে।

-লোকটা বেঁচে আছে?

বারবেড বললেন- হা, এখনও।

নোয়েলের কণ্ঠস্বরে নির্ভরতা- ঠিক আছে, অন্য কোনো খবর?

রিপোর্টটাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটায় ল্যারি ডগলাসের পেশার কথা বলা হয়েছে। তাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে, সেই কাজ সে সফলতার সঙ্গে করেছে। পাঁচটা জার্মান প্লেনকে গুলি করে নামিয়েছে। সে হল প্রথম আমেরিকান, যাকে বিশেষ পদক দেওয়া হয়েছে। তাকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে।

এই রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশটাই নোয়েলেকে আরও বেশি আকর্ষণ করেছে। লন্ডনে সে এখন এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। সে নাকি এক ব্রিটিশ অ্যাডমিরালের কন্যার প্রতি অনুরক্ত। আরও কিছু মেয়ের তালিকা। ল্যারির সম্ভাব্য শয্যাসঙ্গিনী, সে নাকি মন্ত্রীসভার এক আন্ডার সেক্রেটারির স্ত্রীকেও কবজা করেছে।

বারবেড জানতে চাইলেন- আর কিছু?

-অনেক হয়েছে। নোয়েলে জবাব দিল। সে একটা এনভেলোপ বারবেডের হাতে তুলে দিল। বলল, নতুন কোনো খবর থাকলে অবশ্যই জানাবেন।

বারবেড তাকালেন সিলিং-এর দিকে। এখনও বুঝতে পারছেন না, এই ক্লায়েন্টের আসল উদ্দেশ্য কী?

ফিলিপ্পে সোরেল, নোয়েলের মনের ভেতর গভীর ছাপ ফেলেছেন। কেন এই ধরনের আচরণ? নোয়েলে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না।

একরাত্রি, ডিনার হয়ে গেছে, নোয়েলে বলল- আমি একজন অভিনেত্রী হতে চাই ফিলিপ্পে।

তুমি যথেষ্ট সুন্দরী, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তোমাকে অভিনেত্রী হতে দেব কেন? তোমার একটা মন আছে, এই মন তুমি অন্য কারও সাথে ভাগ করবে, তা আমি সহিব না। তোমাকে আমি সব দেব, যা চাও তুমি।

তারা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছেন। সোরেল বলতে চেয়েছিলেন, ভালোবাসার খেলা ফুরিয়ে গেল। নোয়েলে খুব উত্তেজিত। সসারেল এখন নতুন রূপে দেখা দিয়েছে।

পরের রোববার নোয়েলের জন্মদিন। ফিলিপ্পে ডিনার পার্টির আয়োজন করলেন, ম্যাকসিমে। প্রাইভেট ডাইনিং রুম। সুন্দর করে সাজানো। নোয়েলে অতিথিদের তালিকার দিকে তাকাল। একটা নাম সেখানে দিতেই হবে। মোট চল্লিশ জন আসছে। তারা অনেক উপহার নিয়ে এসেছে। ডিনার শেষ হয়ে গেল। সোরেল বেশ কিছুটা মদ খেয়েছেন। এখনও ব্রান্ডি পান করছেন। শ্যাম্পেনও খাচ্ছেন। কথাটা জড়িয়ে গেছে।

উনি বললেন- প্রিয় বন্ধুরা, বিশ্বের সব সেরা সুন্দরীদের সম্মানে পান করা যাক। আমরা ওই সুন্দরীর হাতে জন্মদিনের উপহার তুলে দিয়েছি। আমি তাকে এমন একটা উপহার দেব, যা শুনলে সে অবাক হয়ে যাবে।

সোরেল নোয়েলের দিকে তাকালেন। তারপর অতিথিদের দিকে তাকিয়ে বললেন আমরা বিয়ে করতে চলেছি।

হাততালির শব্দ। শুধুই শব্দের ঝড়। আহা, আশীবাদ, ঝরে পড়ছে বৃষ্টি হয়ে। নোয়েলে বসে আছে, হাসি হাসি মুখ করে।

একজন উঠে দাঁড়ায়নি। সে এককোণের টেবিলে বসে আছে। কেন? লম্বা চেহারা, একটা অদ্ভুত ভাব আছে। সে বোধহয় সবকিছু দেখছে কৌতুকের ভঙ্গিতে।

নোয়েলের দিকে তার চোখ পড়ল।

তিনি কে? আরমান্দ গটিয়ার, যাঁকে ফরাসি দেশের অন্যতম সেরা পরিচালক বলা হয়। তিনি ফরাসি রিপারটরি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। তার নাটকগুলো সারা পৃথিবীর মননশীল দর্শকদের মনকে জয় করেছে। গটিয়ার কেন দাঁড়ান?

ডারলিং, তুমি খুশিতো? আমি তোমাকে এখনই বিয়ে করতে চাই। বিয়ের অনুষ্ঠানটা আমার ভিলাতে হবে। নোয়েলে আরমান্দ গটিয়ারকে দেখতে পাচ্ছে। মুখে হাসি। বন্ধুরা আসছে, ফিলিপ্পের সঙ্গে কথা বলছে। এবার নোয়েলের পালা। গটিয়ার দাঁড়িয়ে আছেন।

কী বলতে চাইছেন?

-ফিলিপ্পে সোরেল একটা দামী মাছ। কী করে পাকড়াও করলে?

-আমার বুদ্ধির প্রশংসা করবেন না?

-আমি কিন্তু তোমার প্রতি একদম আকর্ষিত নই।

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি স্কেলডন

-আপনার কথার মানে কী?

-শুভ রাত ।

-মঁসিয়ে গটিয়ার?-আজ রাতে আপনার সঙ্গে দেখা হবে? আমি একলা কথা বলতে চাই ।

আরমান্দ গটিয়ার তাকালেন, বললেন- যদি তুমি আসো?

-আপনার বাড়িতে আসব । সেটাই বোধহয় ভালো হবে ।

-ঠিকানাটা হল ।

-আমি জানি । রাত বারোটায় ।

.

আরমান্দ গটিয়ার একটা পুরোনো অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেন । নোয়েলে লবির দিকে চলে গেল । এলিভেটরে পা রাখল । পাঁচতলায় পৌঁছে গেল । এটাই গটিয়ারের অ্যাপার্টমেন্ট । কলিং বেলে হাত দিল । দরজা খুলে গেল ।

গটিয়ার একটা সুন্দর ড্রেসিং গাউন পরেছেন । উনি বললেন- ভেতরে এসো ।

নোয়েলে অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকে গেল । তার চোখ বিস্ফারিত হয়েছে । এত সুন্দর সাজানো ।

-আমি পোশাকটা পরে আসি। গটিয়ার বললেন- আমি টেলিফোনে ছিলাম।

নোয়েলের চোখ- না, আর কিছু পরতে হবে না।

নোয়েলে কৌচের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে বসল।

গটিয়ার হাসছেন-অদ্ভুত অনুভূতি। মিস পেজ, কোনো একটা ব্যাপারে আমি খুব আগ্রহী। অনেকেই তো ছিল, কিন্তু আমি কেন? আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি ভালো একটা মক্কেল পাকড়াও করতে পেরেছ। আমাকে কি মনে ধরেছে? তুমি আমার কাছ থেকে কী চাইছ?

নোয়েলের জবাব- আপনি আমাকে অভিনয় শেখাবেন?

আরমন্দ গটিয়ার দাঁড়ালেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তুমি আমাকে নিরাশ করলে। আমি অন্য কিছু ভেবেছিলাম।

আপনি তো অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করেন, তাই না?

-হ্যাঁ, অভিনেতা, তারা কিন্তু অ্যামেচার নয়। তুমি কখনও অভিনয় করেছো?

না। কিন্তু আপনি আমাকে শেখাবেন। আপনার বেডরুমটা কোথায়?

গটিয়ার একটু ইতস্তত করছেন। তার জীবনে অনেক সুন্দরী মহিলা এসেছে। থিয়েটারের বিশিষ্ট অভিনেত্রীরা নতুন পার্ট নেবার আশায়। অনেক ড্রেসিংরুম। ওই মেয়েটিকে আনন্দ দিয়ে কী লাভ?

এ মেয়েটি সুন্দরী, সন্দেহ নেই। গটিয়ার বললেন- ওদিকে।

নোয়েলে বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেল। গটিয়ার তখনও তাকিয়ে আছেন। না, ওরা ছিল বাজারের বেশ্যা। এই মেয়েটা হয়তো অন্যরকম। অন্যরকমভাবে শরীরকে আনন্দ দেবে।

গটিয়ার ব্রান্ডি ঢাললেন। কয়েকটা ফোন করলেন। শেষ পর্যন্ত বেডরুমে পৌঁছে গেলেন।

নোয়েলে বিছানাতে শুয়ে আছে, একেবারে ল্যাংটো হয়ে। গটিয়ার স্বীকার করলেন, ঈশ্বরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তার মুখে কিশোরী সুলভ সারল্য। শরীরের কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। দেহের রং টাটকা মধুর মতো। শুধু একটি সোনালি ত্রিভুজ, দুটি পায়ের ফাঁকে।

গটিয়ার কীভাবে শুরু করবেন, ভাবছেন, অনেক সুন্দরী রমণীর সাথে তার সঙ্গম হয়েছে। কিন্তু এমন কেউ? না, মনে করতে পারছেন না।

গটিয়ার ছোটো প্যান্ট খুললেন, মেঝের ওপর রেখে দিলেন। তারপর বললেন-আমি তোমাকে নতুন খেলা শেখাব। মনে হচ্ছে এই খেলাটার কথা তুমি শুনেছ।

নোয়েলে বলল- হ্যাঁ, আনন্দের খেলা, তাই তো?

গটিয়ার তাকালেন- হ্যাঁ, এসো, আমরা শরীর বিনিময় করি।

আরমান্দ গটিয়ার, এক চালাক প্রেমিক। জার্মানি এবং আমেরিকানদের সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছেন। তারা নাকি চট করে একটা মেয়ের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে যায়। হ্যাটটা খুলে রাখে। ওটা হয়ে গেলেই চলে যায়।

কিন্তু আরমান্দ গটিয়ার? উনি জানেন, সঙ্গমকে আরও সুন্দর করতে গেলে অনুভূতির দরকার। অনেক যন্ত্র আছে ওনার কাছে। এভাবেই উনি উত্তেজনাটাকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেন। তবেই তো আসল আনন্দ আসবে।

এবং নোয়েলে। নোয়েলে জানে, যে করেই হোক এই মানুষটির মন জয় করতে হবে।

এবার আরমান্দ ওপরে নোয়েলে নীচে। নোয়েলে বলল- না, আমি চেষ্টা করব।

নোয়েলে এগিয়ে গেল, দুটো ছোটো টিউব নিয়ে এল। সে একটা টিউব হাতে ধরল। তারপর অন্য এক হাতে গটিয়ারের পুংদণ্ডে চাপ দিল।

-এট কী?

নোয়েলের মুখে হাসি দেখুন না, কী হবে।

নোয়েলে পাগলের মতো ঠোঁটে চুমু দিল। জিভে জিভ ঠেকে গেল। মনে হল দুটি পাখি বুঝি জাপটা জাপটি করছে। এবার সে জিভ নামিয়ে আনল পেটের দিকে। তার আচরণটা এখন বুনো বাঘিনীর মতো। হ্যাঁ, ওটা আবার দাঁড়াতে শুরু করেছে। সে জিভের পরশ দিল। জিনিসটা শক্ত হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, এবার ওটা ঢুকে পড়েছে। ভালো লাগছে, এই উষ্ণতা। এই আন্দোলন উত্তেজনা। একজন অন্যজনের ওপর চড়ার চেষ্টা করছে। এবার অণুকোশে নোয়েলে হাত রাখল, সেটাও গরম হয়ে গেছে। পেনিসের মধ্যে ক্রিম মাখানো হয়েছে। একটা শীতল অনুভূতি। গরম আর ঠান্ডার সহাবস্থান।

সারারাত ধরে প্রেমের খেলা। নোয়েলে নানাভাবে উত্তেজনার চেষ্টা করেছে।

সকাল হয়েছে। আরমান্দ গটিয়ার বললেন-আমার চলার শক্তি নেই। তুমি কি ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাবে।

নোয়েলে বলল- চুপটি করে শুয়ে থাকো। আমি আসছি।

— পঁয়ত্রিশ মিনিট কেটে গেছে। নোয়েলের হাতে ব্রেকফাস্টের ট্রে। এত সুন্দর করে সাজিয়েছে।

তুমি কীভাবে?

না, ইজিচেয়ারের ওপর নোয়েলে বসে আছে। তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। অসামান্য রূপবতী। ড্রেসিং গাউন পরেছে। বুকের খাঁজ দেখা যাচ্ছে। চুলগুলো এলোমেলো ছড়ানো।

আরমান্দ পটিয়ার তাকিয়ে আছেন। নোয়েলেকে অভিনেত্রী করলে কেমন হয়? এক অসাধারণ সম্পদ হতে পারবে কি? না, ব্যাপারটা ভাবতে হবে।

সন্ধ্যাবেলা, আরমান্দ ভাবলেন নোয়েলের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে। তারপর অন্য কিছু ভাবা যাবে।

হ্যাঁ, অনেক কিছু ভাবার আছে।

নোয়েলে জানতে চেয়েছিল— আরমান্দ গটিয়ার সত্যি বলো তো, তুমি কী ভাবছ?

—তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে চাইছ?

—না, আমার মনে এখন সে চিন্তা আসেনি। আমি চাইছি, একজন অভিনেত্রী হতে।

গটিয়ার আবার ভাবলেন।

—হ্যাঁ, তুমি সত্যি অভিনয় করবে?

নোয়েলে চারদিকে তাকাল, গটিয়ারের হাতে পড়লে তার নাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কী করে গটিয়ারকে রাজী করানো যায়?

গটিয়ার বললেন দেখি, তোমাকে একটা সংলাপ দেব, তুমি সেটা ভালোভাবে পড়বে। তোমাকে মনে রাখতে হবে। আমি দেখব, তোমার মধ্যে কতটা লুকোনো ট্যালেন্ট আছে। তারপর ভাবব, তোমাকে আমি আমার দলে নেব কিনা?

তোমাকে ধন্যবাদ আরমান্দ। নোয়েলে জবাব দিল, কথার মধ্যে উত্তেজনা নেই। কিন্তু মনটা ছটফট করছে। এই প্রথম তার মনে হল, গটিয়ার এক সৎ স্বভাবের মানুষ।

নোয়েলে পোশাক পরল। আরমান্দ গটিয়ার স্টাডিতে চলে গেলেন। শেলফ থেকে বই বার করলেন। শেষ অব্দি একটা ভালো বই পেলেন তিনি। বেডরুমে ফিরে এলেন। একটা নাটকের বই নোয়েলের হাতে দিলেন।

উনি বললেন- এই অংশটা মনে রাখতে হবে। এসো, আমরা একসঙ্গে পড়ি।

-তোমাকে ধন্যবাদ আরমান্দ। আমি নিজেই পড়তে পারব।

নতুন স্বপ্ন, নতুন জীবন। এক সপ্তাহ অথবা দু-সপ্তাহ লাগবে, পুরো সংলাপ মুখস্থ করতে। তারপর? নোয়েলে না হয় গটিয়ারের কাছে ফিরে আসবে। দেখাই যাক না, কী হয়?

নোয়েলে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল। ফিলিপ্পে সোরেলের পাশে বসল। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তার মনটা একদম ভালো নেই।

কুকুরির বাচ্চা, এ কদিন কোথায় ছিলে?

ফিলিপ্পে কী বলছে, সেদিকে মন দিতে নেই।

নোয়েলে পরিষ্কার বলল- ফিলিপ্পে আমি আর একজনের সঙ্গে এখন আছি। আমার জিনিসগুলো নিতে এসেছি।

সোরেল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না।

নোয়েলে বেডরুমে চলে গেল। জিনিসপত্র গোছাতে।

উনি বললেন- ঈশ্বরের দোহাই নোয়েলে, এমন করো না। আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি। আমরা আজ বাদে কাল বিয়ে করব।

আধঘণ্টা ধরে বোঝানো হল, ভয় দেখানো হল। কিন্তু নোয়েলের প্যাকিং শেষ হয়ে গেছে। সোরেল বুঝতেই পারলেন না, কেন এই শাস্তি?

আরমান্দ গটিয়ার একটা নতুন নাটক শুরু করতে চলেছেন। সারাদিন রিহাসালাে কেটে যায়। গটিয়ার যখন কোনো প্রয়োজনা় হাত দেন, অন্য কিছু ভাবতে পারেন না। সব সময় কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকেন। তিনি জানেন, থিয়েটারের চার দেওয়ালের মধ্যেই তার অস্তিত্ব। তবে এই দিনটা একেবারে অন্যরকম। উনি নোয়েলের কথা চিন্তা করছেন। নোয়েলের সঙ্গে কাটানো সুন্দর স্মৃতিঘন মুহূর্তগুলো।

নোয়েলে কি সত্যি এক অভিনেত্রী হতে পারবে? দেখাই যাক।

গটিয়ার এই ব্যাপারে যথেষ্ট বিশ্লেষণী। তিনি জানেন, নোয়েলের মধ্যে সহজাত রূপ আছে। গটিয়ার পৃথিবীর কয়েকজন সেরা সুন্দরীর সাথে রাতে শুয়েছেন। কেউ কেউ শরীরের ছলাকলায় ওস্তাদ। কিন্তু নোয়েলের মতো এত সুন্দর মন কারও নয়।

গটিয়ার কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হল, আবার রিহার্সাল।

নোয়েলে ফিরে এসেছে। সারারাত ধরে ভালোবাসার খেলা। আরমান্দ গটিয়ার দু-একটা ছলাকলা বোঝালেন। নোয়েলে বোঝার চেষ্টা করল।

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট, নোয়েলে নিজের হাতে বানিয়েছে।

গটিয়ার বললেন-হ্যাঁ, তুমি সুন্দরী, তুমি ভালোবাসতে পারো আর রান্না করতে পারো। ব্রেভো, একজন বুদ্ধিমান মানুষ এমন জীবনসঙ্গিনীকেই পছন্দ করে। তুমি খেতে খেতে ভালোবাসতে পারবে? কী বিষয়? হ্যাঁ, আমি বলে দিচ্ছি।

আরও কিছু বলার ছিল, নতুন নাটক। নোয়েলেকে বোঝাতে হবে।

গটিয়ার জানতে চাইলেন- তুমি কি ফিলিপ্পের কাছ থেকে চলে এসেছ?

নোয়েলে জবাব দিল- হ্যাঁ, আমি আর সেখানে ফিরব না।

গটিয়ার নোয়েলের দিকে তাকালেন। বললেন- ঠিক আছে, দেখছি কী করা যায়।

সমস্ত রাত তারা একসঙ্গে কাটিয়ে ছিল। যখন তারা আদর করেনি, গল্প করছিল। ওফ, গটিয়ার বলছিলেন, নোয়েলে তন্ময় হয়ে শুনছিল। গটিয়ারের অতীত জীবন সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। নেহাত এই পুরুষ মানুষটাকে খুশি রাখতে হয়, তাই।

পরেরদিন রাত, ডিনার শেষ হয়ে গেছে। এবার ঘুমের জগতে পা দিতে হবে। গটিয়ার বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন।

নোয়েলে বলল না, এখন ভালো লাগছে না।

-তুমি কি বলেছিলে? আমার কাছে নাটক শিখবে, তাইতো?

-হ্যাঁ, নোয়েলে বলল।

-আমি তৈরি আছি।

-এখন। ঠিক আছে তা হলে শুরু হোক।

গটিয়ার জানতে চাইলেন- সংলাপ মুখস্থ হয়েছে?

নোয়েলে বলল- হ্যাঁ, আমি সবটা মুখস্থ করছি।

গটিয়ারের আচরণে অবিশ্বাস। সম্ভব নয়। তিনদিনে একটা পুরো পার্ট মুখস্থ করা কি সম্ভব?

নোয়েলে বলল- তুমি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চাও?

আরমান্দ গটিয়ারের হাতে এখন আর কোনো বিকল্প নেই। তিনি বললেন- ঠিক আছে শোনাও দেখি।

নোয়েলে ঘরের মধ্যে চলে এল।

তিনি যেন এক কল্পিত নাটকে অভিনয় করছেন।

নোয়েলে নাটকটা দেখাতে শুরু করল। গটিয়ার বুঝতে পারলেন, এর মধ্যে একটা সহজাত প্রতিভা আছে। অনভিজ্ঞ, তাই হয়তো ঠিক মতো ফুটিয়ে তুলতে পারছে না, চেষ্টা করছে, এই চেষ্টাটা আন্তরিক।

একক অভিনয়টা শেষ হয়ে গেল। গটিয়ার বললেন- একদিন তুমি এক নামজাদা অভিনেত্রী হবে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে ফেব্রারের কাছে পাঠাব। সে হল ফরাসি দেশের এক বিখ্যাত নাট্যপ্রশিক্ষক। তার সঙ্গে কাজ করলে তুমি

-না।

গটিয়ার অবাক হয়ে নোয়েলের দিকে তাকালেন।

না কেন? গটিয়ার জানতে চাইলেন, ফেব্রার বড়ো বড়ো অভিনেতার সন্ধান করে। আমি বললে, উনি রাজী হবেন।

না, আমি তোমার সঙ্গে কাজ করব।

গটিয়ারের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। আমি তো কাউকে শেখাই না। আমি নাট্যপ্রশিক্ষক নই। আমি পেশাদার মানুষদের নিয়ে নাটক প্রযোজনা করি। যখন তুমি এমন পেশাদার অভিনেত্রী হবে, আমি তোমায় নির্দেশনা দেব।

রাগের অনুভূতি। গটিয়ার বললেন- তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

-হ্যাঁ, আরমান্দ, আমি বুঝতে পারছি।

-তা হলে?

একটু বাদে উনি নোয়েলেকে জড়িয়ে ধরলেন-আহা, উষ্ণ চুমুর বর্ষণ। গটিয়ার জানেন, এখন আর কোনো ওজোর আপত্তি থাকবে না।

না, এই মেয়েটি অন্য আর পাঁচজন নারীর মতো নয়। তাকে অধিকার করতে হবে।

ভালোবাসার খেলা আবার শুরু হল। এই রাত তোমার আমার গটিয়ার ভাবলেন, না, ঝগড়া করে এই সুন্দর প্রহরকে হত্যা করে কী লাভ?

মাঝরাতে উনি বলেছিলেন- তুমি একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী হবে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমি তোমার জন্য গর্ব অনুভব করব।

–তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, আরমান্দ ।

নোয়েলে ব্রেকফাস্টের টেবিল সাজাল । গটিয়ার থিয়েটারে বেরিয়ে গেলেন । তিনি নোয়েলেকে ফোন করলেন, দুপুরবেলা, কোনো উত্তর নেই । গটিয়ার বাড়িতে ফিরলেন । নোয়েলে কোথায়? সে কি বাতাসে হারিয়ে গেল? গটিয়ার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন । নোয়েলে এল না । সারারাত গটিয়ারের চোখে ঘুম ছিল না । তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, নোয়েলের বোধহয় কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে । তিনি নোয়েলেকে ফোন করলেন, অ্যাপার্টমেন্টে । কোনো উত্তর নেই । টেলিগ্রাম পাঠালেন । ফেরত চলে এল । না, রিহর্সাল থেকে ফেরার পথে মাঝে মধ্যে ওই অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়ান, কলিংবেলে হাত রাখেন । শব্দ শুনে কেউ বেরিয়ে আসে না ।

আর একটা সপ্তাহ কেটে গেল । গটিয়ার পাগলের মতো হয়ে গেছেন । রিহর্সালে মন বসছে না । অভিনেতারা রেগে যাচ্ছেন । কেন এইভাবে ডেকে এনে অপমান? তারা সকলেই দল থেকে চলে গেলেন । অন্ধকার সেটেজে গটিয়ার একা বসে আছেন । কী ঘটেছে, তা ভাববার চেষ্টা করছেন ।

নোয়েলে একজন সাধারণ রমণী । একটা সস্তাদরের উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী । তাকে নিয়ে এত চিন্তা করে কী লাভ? এই প্রতিভা নিয়ে সে কিনা বিখ্যাত অভিনেত্রী হবে । না, জীবনটা একেবারে আমার ব্যর্থ হয়ে গেল ।

সেই রাতে প্যারিসের অনেক মানুষ ছোটো ছোটো বারে গিয়ে নাচানাচি করছে ।

নোয়েলে এর মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে? ফিলিপ্পে সোরেল, সে বোধহয় নোয়েলের শুভাকাজ্খী নয়। এছাড়া নোয়েল যত জনের সঙ্গে মিশেছে, সকলের সাথেই ভালো সম্পর্ক।

নোয়েলে চলে যাবার পর এক সপ্তাহ কেটে গেল। আরমান্দ গটিয়ার সকাল চারটের সময় বাড়ি ফিরেছেন। প্রচুর মদ গিলেছেন। হাঁটতে পারছেন না। কোনোরকমে দরজাটা খুললেন। লিভিংরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। লাইটগুলো জ্বলছে। নোয়েলেকে ইজিচেয়ারে পাওয়া গেল। কুঁকড়ে শুয়ে আছে। পুরুষের পোশাক পরে।

-হ্যালো আরমান্দ?

গটিয়ার অবাক হয়ে তাকালেন। রক্ত মুখে এসে জমেছে। হ্যাঁ, একটা নিরাপত্তা, প্রশান্তি এবং আনন্দ।

তিনি বললেন- কাল থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করব।

.

ক্যাথারিন, ওয়াশিংটন, ১৯৪০

০৫.

ওয়াশিংটন ডিসি, ক্যাথারিন আলেকজান্ডার এমন সুন্দর শহর কখনও দেখেনি। সে ভেবেছিল, চিকাগো হল আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র। ওয়াশিংটন তার ছায়ামাত্র। এখানে এসে

সে আসল আমেরিকাকে দেখতে পেল। ক্ষমতার কেন্দ্র। প্রথমেই ক্যাথারিন এই শহরের সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ইউনিফর্ম পরা মানুষরা দৃষ্ট ভঙ্গিতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। স্থলবাহিনী, জলবাহিনী, বিমানবাহিনী, আরও কত কী। এই প্রথম ক্যাথারিন বুঝতে পারল, যুদ্ধ তো একটা ভয়ঙ্কর সত্য ঘটনা। নেহাত অন্য কোথাও থাকলে যুদ্ধের আগুন আঁচের পরশ পাওয়া যায় না, তাই রক্ষে।

ওয়াশিংটনের সর্বত্র যুদ্ধের বাতাবরণ, এটা হল এমন একটা মহানগর, যেখানে সত্যি সত্যি যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু কোথায়? এবং ক্যাথারিন আলেকজান্ডার। এই পরিবেশের একজন হয়ে গেল।

সে সুসি রবার্টসের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। একটা সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টে সুসির বসবাস।

তাড়াতাড়ি করো, সবথেকে ভালো পোশাকটা পরে নাও। আজ রাতে তোমাকে একটা ডিনারে যেতে হবে।

সুসির এই কথা শুনে ক্যাথারিন অবাক— কোথায়?

ক্যাথি, এটা ওয়াশিংটন, এখানে মেয়েদের অনেক বেশি স্বাধীনতা মনে রেখো। এই শহরটা নিঃসঙ্গ পুরুষে পরিপূর্ণ। ব্যাপারটা দুঃখজনক, তাই নয় কি?

সে রাতে তারা উইলার্ড হোটেলে রাতের খাবার খেয়েছিল। সুসি ইনডিয়ানার এক কংগ্রেস প্রতিনিধির সাথে ভালোবাসার খেলা খেলল। ক্যাথারিনের ভাগ্যে এসেছিল, অরিগনের এক রাজনীতিবিদ। তারা স্ত্রীদের ছাড়াই এই শহরে এসেছেন। ডিনারের পর নাচের আসর শুরু হল। ওয়াশিংটন কাউন্টি ক্লাবে। ক্যাথারিনের মনে হয়েছিল ওই রাজনীতিবিদ বোধহয় চাকরির সন্ধান দিতে পারবেন। না, এটা সফল হল না। সে তার নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেল। ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেল।

ওই কংগ্রেস প্রতিনিধিকে সে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এটা সুসির গল্প। ক্যাথারিন বিছানাতে শুতে গেছে। একটু বাদে সুসির বেডরুম থেকে আওয়াজ ভেসে এল। মনে হল, ধরফড় করে বিছানাটা বুঝি ভেঙে যাবে।

না, শোওয়া যাচ্ছে না, নানাভাবে ঘুম আনবার চেষ্টা করল ক্যাথারিন। সে বুঝতে পারল, সুসি এখন বিছানাতে শুয়ে আছে। উন্মত্তের মতো আদর খাচ্ছে। কামনা ঘন ভালোবাসা।

সকাল হল। ক্যাথারিন উঠেছে। ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে হবে। সুসির ঘুম ভেঙে গেছে। সে বোধহয় দৈনন্দিন কাজ শুরু করবে।

ক্যাথারিন সুসির শরীরে কোনো কিছু চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল। না, কোনো চিহ্ন নেই, সুখ অথবা বিভ্রান্তির। একটু অবাক হল সে। সুসিকে কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তার চামড়া আরও চকচকে হয়ে গেছে।

হায় ঈশ্বর, ক্যাথারিন ভাবল, এ বোধহয় ডোরিয়ান গ্রে। একদিন সে আরও মহান হয়ে উঠবে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, একশো দশ বছর আয়ু হবে তার।

কয়েকদিন কেটে গেছে। ব্রেকফাস্টের আসরে সুসি বলল- বেশ কয়েকটা চাকরির খবর আমার কাছে আছে। আশা করি, চাকরিগুলো তুই করতে পারবি। গত রাতে একটা মেয়ে মদ খেয়ে বলেছিল, চাকরি ছেড়ে সে টেকসাসে চলে যাচ্ছে। সে কোথায় চাকরি করত, সে খবরটাও আমাকে কানে কানে বলে গেছে। দেখা যাক, তোর জন্য কতটা কী করা যায়।

-এই মেয়েটি কোথায় কাজ করে?

-কোন্ মেয়েটির কথা বলছিস?

ক্যাথারিন শান্তভাবে বলল- এই মেয়েটি?

-ও বিল ফেসারের অধীনে কাজ করে। বিল ফেসার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত। গতমাসে নিউজ উইকে বিল ফেসার সম্পর্কে একটা প্রচ্ছদ কাহিনী বেরিয়েছিল।

ওনার হাতে অনেকগুলো চাকরির চাবিকাঠি আছে। তুই এখনই যোগাযোগ করার চেষ্টা কর।

ক্যাথারিন শান্তভাবে বলেছিল- উইলিয়াম ফেসার, এই তো আমি এসে গেছি।

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। ক্যাথারিনকে একটা গাড়িতে বসে থাকা অবস্থায় দেখা গেল। সে এখন স্টেট ডিপার্টমেন্টে যাবে। সে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে নামল। ফেসারের অফিস

কোথায়, তা জানতে পারল। এলিভেটরে পা রাখল। এখন তাকে ওপরতলায় যেতে হবে।

মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা। এই ধরনের চাকরিটা বোধহয় ক্যাথারিন চাইছে।

হ্যান্ড মিররে মুখখানা দেখে নিল। নটা তিরিশ এখনও বাজেনি। এবার আস্তে আস্তে ঢুকতে হবে। ক্যাথারিন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বাইরে অফিসে অনেক মেয়ের ছড়াছড়ি। কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউবা দেওয়ালে ঠেস দিয়েছে।

রিসেপশনিস্ট বলল- এখন মিঃ ফ্রেসার খুবই ব্যস্ত। আমি জানি না, দেখা করার সময় হবে কিনা।

একজন মেয়ে বলল- উনি কি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন?

-হ্যাঁ, রিসেপশনিস্টের চোখে অসহায়তা। আর পারা যাচ্ছে না।

আরও তিনজন মেয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে। ক্যাথারিনকে তারা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

একজন বলল- চাকরিটা হয়ে গেছে?

-আহা, উনি একটা হারেম তৈরি করলেই তো পারেন, একটা মেয়ে খিকখিক করে হাসছে। তাহলে আমরা সবাই থাকতে পারি।

ভেতরের অফিসের দরজা খুলে গেল। একজন বেরিয়ে এলেন। ছ-ফুটের মতো উচ্চতা। চেহারাটা খুব একটা সুদৃঢ় নয়। তার কোঁচকানো সোনালি চুল। নীল উজ্জ্বল চোখ। তিনি বললেন- এখানে কী হচ্ছে শ্যালি?

কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্ব এবং গাম্ভীর্য।

-মিঃ ফ্রেসার, ওই ভেকেসি সম্বন্ধে শুনে চাকরির জন্য এসেছে।

-ওঃ, এক ঘন্টা আগেও আমি এটা জানতাম না।

তিনি চারদিকে তাকালেন। মনে হচ্ছে, জঙ্গলে বুঝি বাজনা বাজছে।

তার চোখ ক্যাথারিনের দিকে পড়ল। হ্যাঁ, এই মেয়েটিকেই আমি আমার সেক্রেটারি করতে পারি। এবার রিসেপশনিস্টের দিকে লাইফ পত্রিকার একটা কপি দাওতো। চার সপ্তাহ আগে যেটা বেরিয়েছে। তার প্রচ্ছদে স্ট্যালিনের ছবি ছিল।

রিসেপশনিস্ট বলল- আমি এটা আনিয়ে দেব মিঃ ফ্রেসার?

-না, এটা এখনই চাই।

-আমি কি পত্রিকা অফিসে ফোন করব?

ফ্রেসার তাকালেন- শ্যালি, ফোনে সেনেটর বরো আছেন। একটা নিবন্ধ পড়ে শোনাতে হবে। দু-মিনিট সময় দেব। কপিটা আমার চাই।

তিনি ভেতরের ঘরে গেলেন। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

মেয়েরা পরস্পরের চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ক্যাথারিন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। কিছু একটা চিন্তা করল। চট করে সে অফিসের বাইরে চলে এল।

একটা মেয়ে বলল- হায় ভগবান, একজন কমে গেল, তাই না?

রিসেপশনিস্ট টেলিফোনটা তুললেন। টাইমলাইফ ব্যুরোতে ফোন করতে হবে।

ঘরটা এখন শান্ত হয়ে গেছে। ফোন করা হল। রিসেপশনিস্ট রিসিভার নামিয়ে রাখল। আবার ফোন করল, হ্যালো মিঃ উইলিয়াম ফ্রেসারের অফিস থেকে বলছি। স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এন্ফুনি লাইফ পত্রিকার একটি পুরোনো সংখ্যা চাই। ওখানে কি সংখ্যাগুলো রাখা হয়? আমি কার সঙ্গে কথা বলব?

একটা মেয়ে বলল- না, হনি, মনে হচ্ছে চাকরিটা আমাদের হবে না।

-কেন বলছিস বলতো? আমাকে যেতেই হবে। ইন্টারকমের শব্দ হচ্ছে।

ফ্রেসারের কণ্ঠস্বর- দু মিনিট হয়ে গেছে। পত্রিকাটা কোথায়?

রিসেপশনিস্টের গলায় অসহায়তা- আমি এক্ষুনি কথা বললাম। কিন্তু সংখ্যাটা পাওয়া যাবে না।

দরজাটা খুলে গেল। ক্যাথারিন ঢুকে পড়েছে। তার হাতে লাইফ পত্রিকার একটা কপি। কভারে স্ট্যালিনের ছবি। সে ডেস্কের কাছে চলে এল। রিসেপশনিস্টের হাতে পত্রিকাটা তুলে দিল।

রিসেপশনিস্টের চোখে অবিশ্বাস। সে ক্যাথারিনের দিকে তাকাল। মিষ্টি হেসে ভেতরে চলে গেল।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, ফ্রেসার বেরিয়ে এসেছেন। রিসেপশনিস্ট বলল- স্যার, এই মেয়েটির জন্যই পত্রিকাটি পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ফ্রেসার বললেন- তুমি কি একবার ভেতরে আসবে?

-ইয়েস স্যার, আমি এক্ষুনি আসছি।

ফ্রেসার দরজা বন্ধ করে দিলেন। ওয়াশিংটনের অফিস যেমন হয়ে থাকে, উনি কিন্তু তেমন সুন্দর সাজিয়েছেন। ফার্নিচারের ভেতর ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার ছাপ আছে।

বসো, মিস...।

-আলেকজান্ডার, ক্যাথারিন আলেকজান্ডার।

শ্যালি আমাকে জানিয়েছে, তুমি লাইফ পত্রিকাটা নিয়ে এসেছ। তোমার পার্সের ভেতর কি তিন সপ্তাহ আগের কাগজটা ছিল?

-নো, স্যার।

-তাহলে এত চট করে কোথায় পেলে?

আমি একটা সেলুনে গিয়েছিলাম। সেলুনের দোকানে পুরোনো কাগজ থাকে।

ফ্রেসারের মুখে হাসি হ্যাঁ, তুমি কাজটা করতে পারবে? সেক্রেটারির দায়িত্ব নিতে পারবে?

ক্যাথারিন বলল- হ্যাঁ, আপনার সহকারী হতে পারলে আমার ভালোই লাগবে।

-আজ থেকেই কাজটা শুরু করলে কেমন হয়? আজ তুমি সেক্রেটারি হও, কাল আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবে, কেমন?

ক্যাথারিন তাকাল তার মানে আমি একটা চাকরি পাচ্ছি।

-হ্যাঁ, কিন্তু ট্রায়ালে। উনি ইন্টারকমে কথা বললেন। বললেন শ্যালি, ওই সব মেয়েদের ধন্যবাদ দাও, বলো চাকরিটা হয়ে গেছে।

-ঠিক আছে, মিঃ ফ্রেসার।

উনি বোম টিপলেন- প্রত্যেক সপ্তাহে তিরিশ ডলার। আশা করি তোমার চলে যাবে।

-আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আগামীকাল সকাল নটায় এসো। শ্যালির কাছে যাও। ও তোমাকে একটা ফর্ম দেবে, কেমন?

.

ক্যাথারিন অফিস থেকে চলে গেল। ওয়াশিংটন পোস্টে যেতে হবে। ডেস্কে যে পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, সে ক্যাথারিনকে থামিয়ে দিল।

ক্যাথারিন বলল-আমি উইলিয়াম ফেসারের পার্সোনাল সেক্রেটারির ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি। আপনার কাছ থেকে কিছু গোপন খবর জানতে চাইছি।

-কী ধরনের খবর?

-উইলিয়াম ফেসার সম্পর্কে।

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত দেখল, তারপর বলল- কেন বলুন তো?

-আমি ওনার ওপর একটা প্রতিবেদন লিখব।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। উইলিয়াম ফেসারের ফাইল এখন ক্যাথারিনের হাতে।

এক ঘণ্টা পর ক্যাথারিন উইলিয়াম ফ্রেসার সম্পর্কে অনেক কথাই জেনে ফেলল। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স, গ্রাজুয়েট, বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করতেন। তারপর সরকারের হয়ে কাজ করছেন, লাদিয়া ক্যাম্পিয়ান তার স্ত্রী, সমাজ সেবিকা, চার বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে, সন্তান হয়নি। ফ্রেসার অনেক অর্থের মালিক। জর্জটাউনে বাড়ি আছে। বারহারবারে সামার প্লেস। টেনিস খেলতে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন নৌকো চালাতে এবং পোলো খেলায় অংশ নিতে। তাকে আমেরিকার অন্যতম ব্যাচিলার বলা হয়।

ক্যাথারিন বাড়িতে এল। সুসির কানে তার খবরটা জানিয়ে দিল। আহা, এই শুভ মুহূর্তটাকে উদযাপন করতে হবে।

দুজন অ্যানাপোলিশ ক্যারেট শহরে এসেছে। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে কেমন হয়?

ক্যাথারিনের ভাগ্যে একটা ছটফটে স্বভাবের ছেলে পড়েছে। সেই সন্কেটা ক্যাথারিন তারই সঙ্গে কাটাল। সব সময় উইলিয়াম ফ্রেসারের সাথে সেই ছেলেটির তুলনা করল। ভাবল, আমি কি আমার নতুন বসের প্রেমে পড়ে গেলাম নাকি?

ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে ডিনারের আসর। ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে। তারপর হৈ-হুল্লোড়।

সুসি ইতিমধ্যেই ছেলেটার সাথে জমিয়ে বসেছে। হাতে হাত রেখে ফেলছে। ক্যাথারিনের ভালো লাগছে না। এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই বোধহয় ভালো হয়।

পরের দিন সকাল সাড়ে আটটা। ক্যাথারিন নতুন অফিসে চলে এসেছে। এখনও দরজা . খোলা হয়নি। কিন্তু রিসেপশন কাউন্টারে আলো জ্বলছে। ভেতরের ঘর থেকে এক পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ক্যাথারিন ভেতরে ঢুকে পড়ল।

উইলিয়াম ফ্রেসার ডেস্কে বসে আছেন। মেশিনে কিছু বলছেন। তিনি ক্যাথারিনকে দেখে মেশিন বন্ধ করে বললেন- এত তাড়াতাড়ি?

-আমি চারপাশটা দেখতে চাইছি। তারপর কাজ শুরু করব।

বসো। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। আমি চাই না, কেউ আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করুক।

-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ওয়াশিংটন একটা ছোটো শহর। এটাকে একটা গ্রাম বলতে পারো। পোস্ট পত্রিকার প্রকাশক দু-মিনিট আগে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি জানালেন, তুমি নাকি আমার ওপর রিসার্চ করছ?

এই অভিযোগের জবাব ক্যাথারিন কী দেবে বুঝতে পারছে না।

-তুমি কি কোনো গোপন খবর পেয়েছ?

-না, স্যার। সেভাবে ব্যাপারটা নেবেন না। আমি আপনার সম্পর্কে জানতে চাইছি, আমাকে দেখতে হবে, কী ধরনের মানুষের সহকারী হিসেবে আমি কাজ করব।

ক্যাথারিনের কণ্ঠে জেগেছে উত্তেজনা আমি বিশ্বাস করি, একজন সেক্রেটারির সঙ্গে তার বসের সুসম্পর্ক থাকা দরকার।

ফ্রেসার বসে আছেন, চোখে মুখে বৈরিতার ছাপ।

ক্যাথারিন ফ্রেসারের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে জল এসে গেছে।

-মিঃ ফ্রেসার, আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। আমি এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। চাকরি আমার দরকার নেই।

বসো, এরকম আচরণ করছ কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, যা বলেছি, তার জন্য দুঃখ পেয়েছ কি?

ভদ্রলোক একটা পাইপ বের করলেন, আগুন ধরালেন।

ক্যাথারিন কিছু বলার চেষ্টা করছে। ভীষণ অপমান হয়েছে তার। সে বলল- না, এখানে কাজ করা আমার উচিত হবে না।

-কেন? ক্যাথারিন, তুমি এখনই ছেড়ে যেও না। ভেবে দেখো, নতুন একজন কাউকে নিতে গেলে কত সমস্যায় পড়তে হয়।

ক্যাথারিন তাকাল, নীল চোখের তারায় কৌতুক চিহ্ন। ফ্রেসার হাসছেন। ক্যাথারিনের চোখে হাসি, ক্যাথারিন চেয়ারে বসে পড়ল।

-কেউ তোমায় কিছু বলেছে? হ্যাঁ, আমাকে আমেরিকার সবথেকে এলিজেব ব্যাচিলার বলা হয়। তাই তো?

ক্যাথারিন কোনো কথা বলতে পারছে না। সে কিছু বলার চেষ্টা করল।

ফ্রেসার বললেন- বোকা অবিবাহিতা মেয়েরা আমাকে শিকার ভাবে, আমি কিন্তু এমন স্বভাবের নই। ফ্রেসার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর জানতে চাইলেন, তোমার ব্যক্তিগত জীবন? বয়ফ্রেন্ড?

-না, তেমন কেউ নেই।

তুমি কোথায় থাকো?

-আমি আমার এক বান্ধবীর সাথে অ্যাপার্টমেন্টে আছি। সে কলেজে আমার ক্লাসমেট ছিল।

নর্থ ওয়েস্টার্ন?

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে, তার মানে? আমার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খবর চলে এসেছে।

-আমি অন্য সূত্র থেকে খবর সংগ্রহ করি। তুমি কি জানো আমি এ ব্যাপারে আপোস করি না।

এবার বোধহয় কাজ শুরু হবে। ফ্রেসার কিছু উপদেশ দেবেন।

তিনি বললেন আজ রাতে যখন বাড়ি ফিরবে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কিছু বলবে, কী করে আরও-আরও উপযুক্ত হতে হবে।

ভদ্রলোক ঝুঁকলেন।

ক্যাথারিন বলল- হ্যাঁ, মিঃ ফ্রেসার আমি তাই করব।

মিটিংটা অনেকক্ষণ ধরে চলেছিল। ক্যাথারিন ভাবতেই পারেনি। কাজটা খুব একটা ভাল লাগছে না। তবুও এটা করতে হবে। ক্যাথারিন ভাবল, আমার সম্পর্কে এত খবর নেওয়ার কী দরকার ছিল? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আমাকে এক সেরা সেক্রেটারি হতে হবে।

তা কি সম্ভব? ধীরে ধীরে কাজটা ক্যাথারিনের ভালো লাগছে। ঘন ঘন টেলিফোনের আর্তনাদ। যে সব নামগুলো শুনতে পাচ্ছে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। প্রথম সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামান্য ভাইস প্রেসিডেন্ট দুবার ফোন করেছিলেন। অন্তত ছজন সেনেটর। সেক্রেটারি অফ স্টেট। এক বিখ্যাত অভিনেত্রী, যিনি গত সিনেমাতে ফাটাফাটি অভিনয় করেছেন। শেষ অব্দি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছ থেকে একটা ফোন এল। ক্যাথারিন এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, সে রিসিভারটা হাত থেকে ফেলে

দেয়। এছাড়া আরও গণ্যমান্য মানুষ আসেন। কোনো কোনো সময় ক্যাথারিনকে ফ্রেসারের কাউন্টি ক্লাবে যেতে হয়। নামকরা রেস্টুরেন্টেও যেতে হয়। কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। এবার ফ্রেসার আরও সহজ হয়ে উঠেছেন। ক্যাথারিনের ওপর তিনি নির্ভর করছেন। ক্যাথারিন ফ্রেসারের মনটা বুঝতে পারে। ক্যাথারিন জানে, কোন ব্যাপারটা ফ্রেসার ভালোবাসে। কোনটা তিনি অপছন্দ করেন।

ফ্রেসারের সাথে সম্পর্কটা আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। ফ্রেসার মাঝে মধ্যে ব্যক্তিগত কথা ক্যাথারিনকে বলেন। ক্যাথারিন অবাক হয়ে শুনতে থাকে। উইলিয়াম ফ্রেসার, আপাত দৃষ্টিতে এক অত্যন্ত দাম্পনিক এবং রুচিবান পুরুষ, অন্তরে ভালোবাসার ভিখারি।

সুসি ক্যাথারিনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। সুসি কিন্তু এখনও তার পুরোনো খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক বয়ফ্রেন্ড বাতিল করছে। ক্যাথারিনের এ ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না। ক্যাথারিন ভাবছে, কী লাভ? এইভাবে জীবনটাকে নষ্ট করে।

একদিন রাতে ক্যাথারিন অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছে।

সুসি বলল, তোর জন্য একজন এসেছিল, সুসির মুখে হাসি।

ক্যাথারিন অবাক, এখানে কাউকে তো সে চেনে না। দু-একজনকে চেনে বটে। কিন্তু তারা কেউ অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা জানে না।

সে অবাক হবার ভান করে বলল- কে?

-এফ বি আই থেকে একজন গোয়েন্দা। তোর ওপর অনুসন্ধান করছে।

ক্যাথারিন ভাবল, আমার ওপর অনুসন্ধান কেন?

তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে সুসি বলল, তুই তো এখন সরকার পক্ষের হয়ে কাজ করছিস। সেইজন্য, হারে, তোর বসের খবর কী?

-হ্যাঁ, বস ভালোই আছেন। সম্পর্কটা অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে। ক্যাথারিন অন্যান্য সেক্রেটারিদের সাথে পরিচিত হল। কয়েকটা মেয়ে তাদের বসেদের সাথে জমিয়ে নিয়েছে। বস বিবাহিত কিনা, এ ব্যাপারটা মোটেই দেখছে না। ক্যাথারিন যে উইলিয়াম ফ্রেসারের অধীনে কাজ করছে, ব্যাপারটা তাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ আগেই বলা হয়েছে, উইলিয়াম হলেন মার্কিন দেশের সব থেকে গ্রহণযোগ্য অবিবাহিত পুরুষ।

একজন জিজ্ঞাসা করেছিল লাঞ্চার আসরে, সোনালি ছেলেটি কী ধরনের কথা বলেন? তোমার সঙ্গে কতটা অন্তরঙ্গ হয়েছেন?

ক্যাথারিন হাসতে হাসতে বলল-না, আমি অতটা ভেতরে ঢুকতে পারিনি। সকাল নটায় অফিসে আসি, সারাদিন কেটে যায়, আমরা লাঞ্চার সময় একসঙ্গে লাঞ্চ করি।

সত্যি বলছ? আরও কিছু বলো।

ক্যাথারিন মিথ্যে কথা বলল না, ওনার তেমন কোনো আকর্ষণ নেই।

ক্যাথারিন বুঝতে পারছে, উইলিয়াম ফ্রেসারের প্রতি তার তীব্র টান ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছে। সত্যিটা সে কাকে বলবে? ভালো লাগে উইলিয়াম ফ্রেসারের সান্নিধ্য। তিনি যে কোন ব্যাপারে একশো শতাংশ নির্ভুল বিষয়ে অবতারণা করতে চান।

কাজের চাপ ক্রমশ বাড়ছে। একদিন ফ্রেসার বললেন, একসঙ্গে ডিনার খেতে হবে। অনেক রাত অন্ধি কাজ আছে। ফ্রেসারের ড্রাইভার লিমুজিন নিয়ে বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিল। কয়েকজন সেক্রেটারি এল। ফ্রেসারের দিকে তাকিয়ে থাকল। ক্যাথারিন ব্যাকসিটে বসে আছে। লিমুজিন রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে।

ক্যাথারিন বলল- আমি কি আপনার গৌরব বিঘ্নিত করছি?

ফ্রেসার হাসলেন- তোমায় কিছু উপদেশ দেব। তুমি যদি কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল, সকলের চোখের সামনে বুক ফুলিয়ে তাই করবে। লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করবে না। তুমি বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে যাবে, থিয়েটারে যাবে।

ক্যাথারিন জানতে চেয়েছিল- কী ধরনের থিয়েটার? শেক্সপীয়ারের নাটক?

ফ্রেসার বললেন- হ্যাঁ, লোকে যাতে তোমায় সন্দেহ করতে না পারে।

এ ব্যাপারে আপনার কোনো তথ্য আছে কি?

-তুমি এডগার অ্যালান পো-র নাম শুনেছ কি? ভদ্রলোক অসাধারণ রহস্য গল্প লিখতেন। তার গল্প পড়ে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

-আর্থার কোনান ডয়েল, তিনিও তো এক মস্ত বড় সাহিত্যিক।

ক্যাথারিন বলার চেষ্টা করে। বাকি রাস্তা তারা কেউ কোনো কথা বলেনি।

ফ্রেসারের বাড়ি হল জর্জটাউনে। ছবিতে দেখা যায় যেমন শহর তেমনই সুন্দর সাজানো এই বাড়িটি। দুশো বছরের পুরোনো। সাদা জ্যাকেট পরা এক বাটলার দরজাটা খুলে দিল। বলল- আসুন স্যার।

ফ্রেসার পরিচয় করিয়ে দিলেন ফ্রাঙ্ক, এ হল মিস আলেকজান্ডার।

-হ্যাঁ, টেলিফোনে আমাদের কথা হয়েছে, ক্যাথারিন জানাল।

মিস আলেকজান্ডার, আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

ক্যাথারিন রিসেপশন হলের দিকে তাকাল। পুরোনো একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। ওক কাঠ দিয়ে তৈরি করা, চকচক করছে। মেঝেতে মার্বেল পাতা। ঝাড়বাতি ঝুলছে।

ফ্রেসার ক্যাথারিনের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললেন- এটা ভালো লাগছে?

-অসাধারণ, ক্যাথারিন এখন কিশোরী হয়ে গেছে বুঝি।

ভদ্রলোক হাসলেন। ক্যাথারিন আর একটু কাছে এগিয়ে এল। ফ্রেসার জানেন, ক্যাথারিন হয়তো তার ঐশ্বর্যকে ভালোবাসে। যেমন করে থাকে আশ্রাসী মেয়েরা। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, এই মেয়েটি বোধহয় একেবারে অন্যরকম।

-এসো, আমার স্টাডিতে, ফ্রেসার বললেন।

ক্যাথারিন ওনাকে অনুসরণ করে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। চারদিকে শুধু বই আর বই।

ফ্রেসার বললেন- কেমন লাগছে?

ক্যাথারিন বলল- এত বই আপনি পড়েন?

ফ্রেসার হাসলেন, তাঁর হাতে আইস প্যাকেট। তিনি বারের এক কোণে বসলেন।

কখন তুমি ডিনার খাবে?

-সাড়ে সাতটার সময়।

-আমি রান্নার লোককে বলে আসছি।

-আমি কি ড্রিস্কটা তৈরি করব?

না, তোমাকে ধন্যবাদ।

ফেসার বললেন, তুমি একটু ড্রিঙ্ক নেবে কি?

না, আমি কাজ করার সময় নিই না। পিকিউ গোলমাল হয়ে যায়।

তার মানে?

—সব কেমন এলোমেলো।

হো হো করে হেসে উঠলেন ফেসার। অনেকদিন বাদে এমন একটা সুন্দর পরিবেশ এসেছে।

ফেসার একটা মারটিনি তৈরি করলেন। ক্যাথারিন শুধু বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্ববিখ্যাত ক্লাসিক বই। এছাড়া ইতালিয় সাহিত্যিকদের সেরা রচনা সম্ভার। একটা অংশে শুধু আরবি লেখকদের সৃজনশীলতা।

ফেসার বললেন- কী দেখছ অমন করে? ভাবছ, আমি আরবি কোথায় শিখলাম? হ্যাঁ, কয়েক বছর মধ্যপ্রাচ্যে ছিলাম। যত্ন করে আরবি ভাষাটা শিখেছি। আর ইতালিয়ান? এক ইতালিয়ান অভিনেত্রীর সাথে আমার একটা ছোটো সম্পর্ক হয়েছিল। সে-ই আমাকে ইতালিয় ভাষা শিখিয়েছে।

ফেসার ক্যাথারিনের চোখের দিকে তাকালেন। ক্যাথারিনের চোখে এখন শুধু আগ্রহ এবং উৎসাহ। ক্যাথারিনকে মনে হচ্ছে বুঝি একজন স্কুল ছাত্রী। উইলিয়াম ফেসারের প্রতি তার ভালোবাসা অথবা ঘৃণা- কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ডিনারটা দারুণ হয়েছিল। ফরাসি দেশের রান্না। স্বর্গীয় সসে চোবানো, ডেজার্টটাও ভারী চমৎকার।

ফ্রেসার জানতে চাইলেন- কেমন লাগল?

ক্যাথারিন বলল- অসাধারণ।

ফ্রেসার এবার দোলচেয়ারে বসেছেন। ব্রান্ডির গ্লাস হাতে তুমি গল্প শুনবে? কী ধরনের গল্প তুমি ভালোবাসো?

-যে গল্পের মধ্যে জীবনের সত্যি ঘটনাগুলোকে বলা হয়।

-সত্যি? জীবনে সত্যি বলতে কিছু আছে কি?

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। তারপর ফ্রেসার অনেক কথা বললেন। কথা কলার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে তাঁর নীল চোখের তারায় ঈষৎ দ্যুতি দেখা যাচ্ছিল।

ক্যাথারিনের মনে হল, কোথায় যেন বিপর্যয় ঘটে গেছে। ভাঙনের গান সে শুনতে পাচ্ছেন। নতুন একটা অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

.

মধ্যরাত অব্দি তারা কাজ করেছিল। তারপর ড্রাইভার এসে গেল। মেয়েটিকে তার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিতে হবে।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ক্যাথারিন শুধু ফ্রেসারের কথাই ভেবেছে। তার সাহস, তাঁর শক্তি, তার প্রবল অনুভব- সবকিছু মিলেমিশে একাকার। হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, উইলিয়াম ফ্রেসার এক শক্তিশালী পুরুষ। ওই রাতটার কথা ক্যাথারিন কখনও ভুলতে পারবে না। ভাবল, সকলের কানে এই সুখবরটা পৌঁছে দেবে। কিন্তু এখনই বলা উচিত নয়। ক্যাথারিন জানে, ওয়াশিংটনের যে কোনো কুমারি কন্যা ফ্রেসারকে শয্যাসঙ্গী করার জন্য উন্মাদ আচরণ করবে। না, আমি সেই জনতার দলে কখনও যোগ দেব না।

সুসি ক্যাথারিনের জন্য অপেক্ষা করছিল। ক্যাথারিন আসার সঙ্গে সঙ্গে সুসি চিৎকার করে বলল- কী হয়েছে বল? তোকে দেখেই বুঝতে পারছি, দারুণ কিছু একটা ঘটে গেছে।

ক্যাথারিন ঠোঁট উল্টে বলল না, বলার মতো কিছুই ঘটেনি। আমরা একসঙ্গে ডিনার খেলাম।

সুসি হাসল- কী বলিস? তোর গায়ে কোথাও টুসকি মারে নি? আমি বিশ্বাস করব?

-সুইটি, সব ছেলেই কি হ্যাংলা হয় নাকি? আমি এখন ভার্জিন মেরিই থেকে গেলাম।

ক্যাথারিনের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। অনেক কথাই বলার ছিল কিন্তু সে বলতে পারছে না।

চোখ বন্ধ করল। সে ভাবল, আমি কী এখন আর ভার্জিন ক্যাথারিন আছি? অথবা সেন্ট ক্যাথারিন? না, এই মুখোশটা আমাকে খুলে ফেলতেই হবে। সব কিছু যখন পাল্টে যাচ্ছে, আমি কেন নিজেকে পালটে ফেলব না?

পরবর্তী ছমাসের মধ্যে ফ্রেসারের কাজের চাপ আরও বেড়ে গেল। মাঝে মধ্যে তাকে শিকাগো এবং সানফ্রানসিসকো যেতে হচ্ছে। কখনও যাচ্ছেন ইওরোপে। ক্যাথারিন কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে গেছে। ফাঁকা সময় একদম পাচ্ছে না।

অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বেশির ভাগই পুরুষ। প্রত্যেকের মধ্যে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। ক্যাথারিনকে লাঞ্ছনের আসরে যোগ দিতে হয়। ডিনার পার্টিতে যেতে হয়। কত কী কাজ তাকে করতে হয়। জীবনটা আরও দ্রুত ছন্দে এগিয়ে চলেছে।

ফ্রেসারের সম্মতি আছে। ফ্রেসার জানেন, এইসব মানুষদের সঙ্গে আরও ভালো ব্যবহার করতে হবে ক্যাথারিনকে। ক্যাথারিনের সৌন্দর্য আছে। ক্যাথারিন বুদ্ধিমতী, ইচ্ছে করলে ক্যাথারিন একটা বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করতে পারে। মাঝে মধ্যেই ফ্রেসারের সাথে ক্যাথারিন ডিনারের আসরে বসে। তার মাইনে এখন বেড়ে গেছে। সপ্তাহে আরও দশ ডলার বেশি পাচ্ছে ক্যাথারিন।

শহরের মধ্যে হঠাৎ কীসের উন্মাদনা? মানুষজন আরও দ্রুত ছুটে চলেছে। মন চঞ্চল। খবরের কাগজের পাতায় একটার পর একটা শিরোনাম, ইওরোপের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। ফরাসি দেশের পতন। আমেরিকানদের মনে দুঃখের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, এটা তাদের ব্যক্তিগত পরাজয়। স্বাধীনতার মৃত্যু।

নরওয়ে হেরে গেল, ইংল্যান্ড জীবন যুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করছে। ইতিমধ্যে জার্মানি, ইতালি এবং জাপানের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আমেরিকাকে বোধহয় যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। একদিন ক্যাথারিন এ ব্যাপারে ফ্রেসারের মতামত জানতে চাইছিল।

ফ্রেসার বললেন- হ্যাঁ, অনেক চিন্তা করে যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত। যদি ইংল্যান্ড হিটলারকে থামাতে না পারে, আমাদের সে দায়িত্ব নিতেই হবে।

সেনেটর বরো বলেছেন- আমেরিকা তো আর উটপাখি হয়ে বালির মধ্যে মুখ খুঁজে বসে থাকতে পারে না।

ফ্রেসার রেগে গিয়ে মন্তব্য করলেন।

-যদি যুদ্ধ বাধে তা হলে আপনি কী করেন?

-অবশ্যই একজন মহান নেতা, তুমি হিরো বলতে পারো।

ক্যাথারিন ভাবল, এই মানুষটি সৈনিকের ইউনিফর্ম পরেছেন। না, ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।

ফ্রেসার বললেন- ভয় নেই ক্যাথারিন, যুদ্ধ এক্ষুনি হবে না। হলেও আমি সে যুদ্ধে হয়তো যোগ দেব না। তবে সব ব্যাপারে নজর রাখতে হবে।

অনেকক্ষণ কথা হল। এই ব্যাপারে আলোচনা করতে ফ্রেসারের আর ভালো লাগছে না। তিনি অন্য বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। রুজভেন্ট আরও কঠিন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন।

দিনগুলো হু-হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্যাথারিন মাঝে মধ্যে একটু ছুটি পাচ্ছে। কিন্তু তেমন বয়ফ্রেন্ড তার কোথায়? বরং উইলিয়াম ফ্রেসারের সাহচর্য তাকে অনেক আনন্দ দিচ্ছে। যে কোনো ছেলের সাথে সে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ক্যাথারিন কাজ করছিল। ফ্রেসার এলেন। একটা নাটক দেখে এসেছেন। ফ্রেসারের দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেল।

ফ্রেসার বললেন-এ কী? এখনও কাজ করছ কেন? তুমি কি কেনা বাঁদি নাকি?

ক্যাথারিন বলল- না স্যার, এই রিপোর্টটা শেষ করতে হবে। আপনি কালকে তো সানফ্রানসিসকোতে যাবেন, এই রিপোর্টটা সঙ্গে নিতে হবে।

ফ্রেসার বললেন- তুমি তো এটা আমাকে মেল করতে পারতে।

তিনি ক্যাথারিনের উল্টেদিকের একটা চেয়ারে বসলেন। ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

-সন্ধ্যাবেলা আর কিছু করার থাকে না তোমার? তুমি বসে বসে এই রিপোর্টগুলো তৈরি করছ!

-না, স্যার। এই কাজ করতে আমার ভালো লাগে।

ফ্রেসার ঝুঁকলেন। আবার তাকালেন ক্যাথারিনের চোখের দিকে।

মনে আছে, অফিসে প্রথম দিন তুমি আমাকে কী বলেছিলে?

-হ্যাঁ, আমি অনেক কিছু বলে ফেলেছিলাম। এখন ভাবলে কেমন লাগে।

-তুমি বলেছিলে, তুমি আমার সেক্রেটারি হিসেবেই থাকবে না, একদিন আমার সহকারিণী হবে।

ক্যাথারিনের মুখে হাসি কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তুমি কি বুঝতে পারছ, আমি কী বলছি?

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে না স্যার, বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা খুবই সোজা ক্যাথারিন। ফ্রেসার শান্তভাবে বললেন, গত তিনমাস ধরে তুমি সত্যি আমার সহকারিণীর কাজ করেছ। এখন আমি এটার ওপর একটা সরকারী শীলমোহর দিতে চাইছি।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে সবকিছু আপনি সত্যি বলছেন?

-আমি সব কিছু তোমার সাথে ভাগ করব।

-আমি বুঝতে পারছি না স্যার, আপনি কী বলছেন?

-আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা আমাকে বিল নামে ডেকে থাকে।

-বিল?

রাত্রি গম্ভীর হয়েছে, ক্যাথারিন একা শয়্যায় শুয়ে আছে। ভাবছে, কীভাবে ফ্রেসার তার দিকে তাকিয়েছিলেন। ক্যাথারিনের অন্তরাঝা কেঁপে উঠেছিল। অনেকক্ষণ বাদে ক্যাথারিন ঘুমের জগতে প্রবেশ করল।

বাবাকে বেশ কয়েকবার ক্যাথারিন চিঠি লিখেছে। একবার বাবা যেন ওয়াশিংটনে আসে, এমন আবদার করেছে। ক্যাথারিন চাইছে, বাবাকে এই সুন্দর শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবে। বন্ধুদের সাথে বাবাকে আলাপ করাবে। বিল ফ্রেসারের কাছেও নিয়ে যাবে। গত দুটো চিঠির কোনো উত্তর ক্যাথারিন পায়নি। চিন্তিত হয়েছে। কাকার বাড়িতে ফোন করেছে। কাকা বলেছেন ক্যাথি, এম্মুনি তোকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।

ক্যাথারিনের হৃৎস্পন্দ স্তব্ধ হয়েছে।

-কেন? কী হয়েছে? বাবা কেমন আছে?

একটুখানি নীরবতা। দাদার স্ট্রোক হয়েছে। তুই কি একবার আসতে পারবি? এখন অবশ্য দাদা একটু ভালো আছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, দাদার একদিকটা বোধহয় প্যারালাইসড হয়ে যাবে।

ক্যাথারিন চিৎকার করেছে- এ কী?

ক্যাথারিন বিল ফ্রেসারের কাছে পৌঁছে গেল। খবরটা তাঁকে শোনাল।

ফ্রেসার বললেন শুনে খুব খারাপ লাগছে, আমার কোনো সাহায্য?

-বিল, আমি এম্বুলি বাবাকে দেখতে যাব।

-নিশ্চয়ই যাবে। বিল পকেট থেকে একটা ডাইরি বের করলেন। কয়েকটা টেলিফোন করলেন। ড্রাইভার এসে ক্যাথারিনকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিল। ক্যাথারিন কোনো রকমে কয়েকটা জামাকাপড় স্যুটকেসে ছুঁড়ে দিল। ড্রাইভার তাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ফ্রেসার উড়ান পাখিতে একটা সিট বুক করেছেন।

প্লেনটা কোমাহা এয়ারপোর্টে নামল। ক্যাথারিনের কাকা আর কাকিমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেশ বোঝা গেল, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। নীরবতার মধ্যে দিয়ে তারা গাড়িতে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুশয্যায় বাবার সাথে দেখা হল। এখানে শুধুই নীরবতা। এখানে সব কিছু হারানোর বেদনা। কফিনের ওপর বাবার শরীরটা শোয়ানো আছে। সবথেকে সুন্দর পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সময় তাকে আক্রমণ করেছে। এইভাবে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে? শরীরটা ছোটো হয়ে গেছে।

কাকা ক্যাথারিনের হাতে সামান্য সম্পদ তুলে দিলেন। সারাজীবন ধরে তিল তিল করে তিনি যা সংগ্রহ করেছেন-পঞ্চাশ ডলার, কয়েকটা পুরোনো ছবি, কয়েকটা বিল, একটা রিস্টওয়াচ, একটা পুরোনো রূপোর কলম, ক্যাথারিন যেসব চিঠি দিয়েছিল, সেগুলো।

ক্যাথারিনের চোখে জল। ভালো লাগছে না, এভাবেই কি মানুষ চলে যায়। বাবার সাথে শেষ দেখাটা হল না। বাবার স্বপ্ন ছিল মস্ত বড়ো। স্বপ্ন সফল করতে পারেনি। মনে পড়ল, কী জীবন্ত ছিল তার বাবা। যখন ক্যাথারিন এক ছোটো মেয়ে, বাবার হাতেই হাত রেখে সে পৃথিবী জয় করতে শিখেছিল। আঃ, সেই আবিষ্কার, সেই রহস্য, সেই রোমাঞ্চ, নাঃ, জীবনে আর কখনও ফিরে আসবে না।

বাবাকে শুইয়ে দেওয়া হল ছোট্ট একটা সমাধিক্ষেত্রে। চার্চের পাশে। ক্যাথারিন ভেবেছিল, সে রাতটা কাকা-কাকিমার সঙ্গে কাটাবে। পরের দিন সকালে ট্রেনে করে চলে যাবে। কিন্তু, সেখানে সে আর থাকতে পারছে না। সে এয়ারপোর্টে চলে গেল। ওয়াশিংটনে চলে আসতে হবে। বিল ফ্রেসার এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন। ক্যাথারিনের সঙ্গে

দেখা করতে। এই জগতটাতেই এখন ক্যাথারিনকে থাকতে হবে। বাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

বিল ক্যাথারিনকে একটা ছোটো সরাইখানায় নিয়ে গেলেন। ভার্জিনিয়াতে। এখানে ডিনার খেতে হবে। ক্যাথারিন অনেক কথা বলে গেল। বিল শান্তভাবে শুনলেন। ক্যাথারিন কাঁদছে। বিল কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

বিল বলেছিলেন, ছুটি নিতে। ক্যাথারিন রাজি হয়নি। কাজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখতে হবে। এখন সপ্তাহে একবার দুবার ফ্রেসারের সঙ্গে ডিনার খেতে যায় ক্যাথারিন। ক্যাথারিন আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আগে কোনো প্রস্তুতি ছিল না। ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল। বিল কাজ করছিলেন, ক্যাথারিন কতগুলো কাগজ পরীক্ষা করছিল। বুঝতে পারল, বিল পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটু বাদে ক্যাথারিন বুঝতে পারল, তার ঘাড়ে বিলের আঙুল।

ক্যাথারিন?

কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন।

একটু বাদে ক্যাথারিন দেখল, সে বিলের বাহু বন্ধনে ধরা পড়েছে। মনে হচ্ছে, এর আগে তারা বোধহয় হাজার বার চুমু খেয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অনেকবার পরস্পরকে আদর দেবে।

ক্যাথারিন ভাবল, এটা তো এক সফল সহজ পরিণতি। এতদিন কেন ঘটেনি তাই ভাবছি।

বিল ফ্রেসার বললেন- চলো ডার্লিং, আমরা বাড়িতে যাব।

গাড়িটা জর্জটাউনে পৌঁছে গেল। ফ্রেসার ক্যাথারিনের হাতে হাত রেখে বসে আছেন। এই হাতে আছে নির্ভরতা, আছে নিরাপত্তা। এত আনন্দ? এত সুখ? ভালোবাসার এটাই কি আসল মানে?

রন পিটারসনের কথা মনে পড়ল। ক্যাথারিন হঠাৎ কেঁপে উঠল।

ফ্রেসার শান্তভাবে জানতে চাইলেন- ক্যাথি, শরীর খারাপ লাগছে?

ক্যাথারিন তাকাল, মুখে বুদ্ধির আভাস।

ক্যাথারিন বলার চেষ্টা করল বিল, সত্যি বলব, আমি কিন্তু একেবারে কুমারী।

ফ্রেসার হাসলেন, অবিশ্বাস্য! ওয়াশিংটনে তুমিই একমাত্র কুমারি কন্যা? ভাবতে অবাক লাগছে। আমার কি সৌভাগ্য বলো।

ক্যাথারিন বলার চেষ্টা করেছিল- হ্যাঁ, আমি সত্যিই বলছি।

তারপর? শান্ত কিছু কথাবার্তা। ভবিষ্যতের চিন্তাধারা।

আধঘণ্টা কেটে গেছে। গাড়িটা বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছে। ফ্রেসার আর ক্যাথারিন লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়েছে।

-একটু ড্রিঙ্ক দেবে?

ক্যাথারিন বলল- ওপরতলায় যাব।

হাতে হাত, একে অন্যকে পাগলের মতো চুমু দিচ্ছে। ক্যাথারিন বুঝতে পারছে, আগুন এবার জ্বলবে।

-ভেতরে এসো, ক্যাথারিনের হাতে হাত রেখে ফ্রেসার বললেন।

বিল ফ্রেসারের বেডরুম। ভারী সুন্দর সাজানো। ঘরের একটা কোণে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ব্রেকফাস্ট টেবিল, ডাবল বেড, বাঁদিকে ড্রেসিং রুম তার পাশে বাথরুম।

সত্যি তুমি ড্রিঙ্ক নেবে না?

না, আমার দরকার পড়বে না।

ফ্রেসার আবার আলিঙ্গন করলেন। শরীরের সবখানে চুমুর চিহ্ন আঁকলেন। ক্যাথারিন বুঝতে পারছে, এই পৌরুষ এখন তার দরকার। আঃ, আনন্দ, এত শিহরণ?

ফ্রেসার বললেন আমি এম্ফুনি আসছি।

ফ্রেসার চলে গেলেন ড্রেসিংরুমের মধ্যে। এমন সুন্দর মানুষের সাক্ষাৎ আগে পাইনি কেন? ক্যাথারিনের হঠাৎ মনে হল, ফ্রেসার বোধহয় পোশাক ছাড়ছেন। ক্যাথারিন ধীরে ধীরে তার পোশাক খুলতে শুরু করল। সম্পূর্ণ নগ্না হয়ে সে একমিনিট দাঁড়িয়ে থাকল। নিজের শরীরের দিকে তাকাল। গুডবাই সেন্ট ক্যাথারিন, সে ওই অবস্থায় বিছানাতে চলে গেল। হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকল।

ফ্রেসার ফিরে এসেছেন, সিক্রেট ড্রেসিং গাউন পরে। তিনি নগ্নিকা ক্যাথারিনের দিকে তাকালেন। আঃ! কালো চুলগুলো সাদা ওয়াডের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। অসাধারণ সুন্দর এক মুখচ্ছবি।

ফ্রেসার তাকিয়ে থাকলেন। বললেন আমি কিন্তু এবার সবটুকু করতে চাইছি।

ক্যাথারিনের আর্তনাদ আমি কোনো কিছু আনিনি। আমি কি গর্ভবতী হয়ে যাব?

ফ্রেসার হাসলেন- মনে হচ্ছে অতটা অঘটন হবে না।

ক্যাথারিন তাকাল। এবার ঠোঁট আরও চেপে বসেছে। এত আনন্দ, চেষ্টা করছে। কিছুই হচ্ছে না। শেষ অব্দি কিছু একটা ঢোকার চেষ্টা করল। অসাধারণ ছন্দ।

আঃ, ক্যাথি। এটাই বোধহয় শেষতম আঘাত। তখনও পুংদণ্ডটা ক্যাথারিনের যোনির মধ্যে ঢুকে আছে। নিঃসরণ হয়ে গেছে।

ফ্রেসার জানতে চাইলেন ক্যাথি, ভালো লেগেছে? ক্যা

থারিন বলল- হ্যাঁ, অসাধারণ। আবার কখন হবে?

স্বর্গীয় সুখ, সন্তুষ্টি এবং আনন্দ।

অনেক কথাই ক্যাথারিনের মনে পড়ে গেল। রগরগে উপন্যাসের পাতায় সে পড়েছে, ভালোবাসা মানে কী? শরীরের শিহরণ? কাছে আসার তীব্র আকুতি? না, আরও কিছু বোধহয় আছে, যা ওই উপন্যাসে লেখা থাকে না।

ফ্রেসার বললেন- ডার্লিং, সোনামনি, ভয় পেও না, প্রথমবার এমনই হয়ে থাকে। আস্তে আস্তে দেখবে, সবকিছু সয়ে যাবে।

ক্যাথারিন উত্তর দিতে পারছে না। ফ্রেসার জিজ্ঞাসা করলেন কেমন লাগল?

-কী করে বলব বলো? এভাবে ভালোবাসলে তুমি আমাকে? আমি কীভাবে প্রতিদান দেব?

তারা পরস্পরকে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। ক্যাথারিন সত্যি সুখী হয়েছে।

-তুমি একটুব্যান্ডি খাবে?

না, লাগবে না।

-আজ প্রথম আমি এক কুমারি কন্যার সাথে শুলাম।

তুমি কি কিছু মনে করলে?

ফ্রেসার তাকালেন। কিছু বলার চেষ্টা করলেন।

-তুমি ভারী সুন্দর।

সত্যি বলছ?

-হ্যাঁ, আমি সত্যি বলছি।

-তুমি কি আমার থাকবে সারাজীবন? ক্যাথির প্রশ্ন।

-কেন একথা বলছ?

মনে হচ্ছে তুমি হয়তো আমার মুখ আর দেখতে চাইবে না।

-না-না, এটা তোমার ভুল ধারণা। তোমাকে আমি ভালোবাসি। প্রথম যেদিন তুমি।
অফিসে এসেছিলে, সেদিন থেকে।

বোকা মেয়েটা হয়তো সব কিছু সত্যি বলে ভাবল। চোখ বন্ধ করল সে। অন্য এক
মহিলা এসে তার জায়গাটা দখল করেছে? না, কোনো কিছুই ভালো লাগছে না। এখন
শুধু ঘুম, একটুকরো ঘুম চাই!

.

নোয়েলে, প্যারিস, ১৯৪১

০৬.

১৯৪১ সালের প্যারিস। দুর্নীতিতে চারপাশ ছেয়ে গেছে। জীবন্ত নরক বুঝি। গেস্টাপো শব্দটা সকলের মনে শঙ্কা আর শিহরণের সৃষ্টি করেছে। তারা যা খুশি তাই করেছে।

২৯ মে, নতুন একটা নির্দেশনামা জারি করা হল। বলা হল, এখন থেকে কেউ আর দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারবে না।

ফরাসিরা জার্মানদের অধীনস্থ হয়ে থাকতে ভালোবাসছে না। গোপন সন্ত্রাসবাদী দল চোরাগোষ্ঠী আক্রমণ চালাচ্ছে।

একটির পর একটি অঘটন ঘটে চলেছে। মাঝে মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যাচ্ছে।

জার্মানরা এখনও বিজয়ীর মতো আচরণ করছে। সাধারণ ফরাসিদের তারা পাত্তাই দিচ্ছে না।

সবকিছুই এখন বাড়ন্ত। সিগারেট থেকে কফি, চামড়ার ব্যাগ সবকিছু। ফরাসিরা নানা ধরনের অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। রাস্তাঘাট প্রায় কঁকা।

এমন কী চার্চগুলোকেও আক্রমণ করা হল। ধর্মের নামে অধর্মের অনুশাসন।

থিয়েটার হল বন্ধ হয়ে গেছে। পাব অথবা বারে আর লোক যাচ্ছে না।

নোয়েলে পেজ এক নামকরা অভিনেত্রীতে পরিণত হয়েছে। আরমান্দ গটিয়ারকে ধন্যবাদ। গটিয়ার এভাবেই তাকে পাদপ্রদীপের নীচে নিয়ে এসেছেন।

নোয়েলের মধ্যে অভিনয়ের ক্ষমতা আছে। অসামান্য শরীর সৌন্দর্য আছে। নোয়েলে জানে, আগামীকাল সে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করবে।

প্রথমদিকে গটিয়ার এটা বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি ভাবতেন, ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে উঠতে হয়। কিন্তু নোয়েলে সবকিছু মিথ্যে বলে প্রমাণ করেছে। প্রথম থেকে সে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আরমান্দ অবাক হয়ে গেছেন। বুঝতে পেরেছেন, জিনিয়াস শব্দটার আসল মানে কী?

একদিন বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন- তোরা নোয়েলের দিকে নজর রাখিস। না হলে পরে পস্তাতে হবে।

-হ্যাঁ, বন্ধুরা জবাব দিয়েছে, সত্যিই তো, নোয়েলের উত্থান অবিশ্বাস্য।

.

প্রথম রজনীর কথা গটিয়ারের মনে পড়ে গেল। অনেকবার সংলাপ লিখে কাটতে হয়েছিল। এমন এক রমণীর গল্প, যার স্বামী যুদ্ধে গেছে। একদিন বন্ধু বলে পরিচয় দিল। তারা রাশিয়ার রণক্ষেত্রে একসঙ্গে লড়াই করেছে। ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে চলল।

মহিলা সৈনিকের প্রেমে পড়ল। জানত না, সে একটা মানসিক রোগী। মানুষকে হত্যা করাটাই তার একমাত্র নেশা।

অসামান্য এক চরিত্র। গটিয়ার পরিচালনা করতে রাজী হলেন। একটাই শর্ত দেওয়া হল। ওই রমণীর চরিত্রে নোয়েলে পেজকে অভিনয় করার সুযোগ দিতে হবে। প্রযোজকরা প্রথমে রাজী হননি। তা সম্ভব নয়, নোয়েলে এখনও পর্যন্ত এক অপরিচিতা। শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল তাদের। গটিয়ার বাড়িতে এলেন। নোয়েলেকে খবরটা শোনালেন। এই ব্যাপারটা সফল হলে নোয়েলে স্টার-এ পরিণত হবে। নোয়েলে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল।

-আরমান্দ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ব্যাপারটা আমি ভাবতেই পারছি না।

শুরু হল গটিয়ারের প্রশিক্ষণ, নোয়েলে আবেগগুলো প্রকাশ করতে পারছে কি? না, ঠিক মতো হচ্ছে না। কিন্তু কেন? এমন সুন্দরী এক রমণী। পৃথিবীর কাছ থেকে অনেক কিছু পেতে চাইছে। গটিয়ার আবার নতুন করে চেষ্টা করতে শুরু করলেন।

অডিসনের আসর, নোয়েলে অসাধারণ অভিনয় করেছিল। দু মাস পরে প্যারিসে থিয়েটারটা শুরু হল। রাতারাতি নোয়েলে ফরাসি দেশের সবথেকে বড়ো অভিনেত্রীতে পরিণত হল। সমালোচকরা অভিনয়ের সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাদের কানে এই খবর পৌঁছে গেল, গটিয়ার তার রক্ষিতা নোয়েলেকে মূল ভূমিকায় নামিয়েছেন, সব স্তব্ধ হয়ে গেল। নোয়েলে কিন্তু অভিনয়ের মাধ্যমে সকলের মন জয়

করেছিল। সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য বাছা বাছা বিশেষণ ব্যবহার করা হতে থাকে। নাটকটা অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

প্রত্যেক রাতে নোয়েলের ড্রেসিংরুমে অনেক ভিজিটর আসত। সে সকলের সঙ্গে কথা বলত। সৈনিক থেকে শুরু করে কোটিপতি, দোকানের সেলসগার্ল, সকলের সাথে। গটিয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হচ্ছে, এক রাজকুমারি বোধহয় তার প্রজাদের সঙ্গে কথা বলছেন।

একবছরের মধ্যে নোয়েলে মারসেইল থেকে তিনখানা চিঠি পেয়েছিল। চিঠিগুলো সে ছিঁড়ে ফেলে, তুলে রাখেনি। এরপর আর চিঠি এল না।

বসন্তকাল, নোয়েলে এবার একটা মশাল দীপ জ্বালিয়ে অভিনয় করতে চলেছে। আরমান্দ গটিয়ার তার পরিচালক। ছবিটা শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেল। নাম চারদিকে আরও ছড়িয়ে পরল। দিকে দিকে নোয়েলের ছবি ছাপা হচ্ছে। ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। সে জানে, তার বক্স অফিস মূল্য এখন কতখানি।

মাঝে মধ্যে সে দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে যাচ্ছে। ছুটি কাটাতে বলে। গটিয়ার তার জীবনে একটা মস্ত বড়ো পরিবর্তন এনে দিয়েছেন।

এত কিছু করার অন্তরালে কী আছে? ল্যারি ডগলাসকে শান্তি দিতে হবে।

মাঝে মধ্যে নোয়েলে ফটো সেশনে যোগ দেয়। তাকিয়ে থাকে পত্রিকার পাতার দিকে। যখন ছবিতে অভিনয় করে, তখন মনে হয়, এই বুঝি ল্যারি এসে গেছে।

একদিন সত্যি তেমন কিছু ঘটল হয়তো।

ল্যারিকে দেখা যাচ্ছে, দর্শক আসনে বসে আছে।

ল্যারি নিশ্চয়ই নোয়েলের নাম শুনেছে। সেই ডিটেকটিভের সাথে যোগাযোগ করার কী দরকার? ক্রিস্টিয়ার বারবেড। নতুন কোনো খবর আছে কি?

নোয়েলে জানতে চেয়েছিল।

বারবেডের মুখে হাসি হা, ইংল্যান্ড থেকে খবর আনা সম্ভব হচ্ছে না। নাজিরা সবদিকে সতর্ক নজর রেখেছে।

কিন্তু বারবেডের নিজস্ব পস্থা আছে। সে জাহাজের নাবিকদের সাথে ভাব করে। চিঠি চুরি করে নিয়ে আসে। এটাই হল একমাত্র উৎস। এখন হয়তো এই উৎসটা আর কাজে লাগবে না।

তাহলে? কী করা যায়?

একদিন একটা রিপোর্ট পাওয়া গেল। ইংলিশ চ্যানেলে মৃত্যু ঘটেছে, সত্যি কি?

নোয়েলের মুখের ছবি? না, শেষ অব্দি জীবিত অবস্থায় তাকে বাঁচিয়ে তোলা গেছে। ব্রিটিশ রেসকিউ বোটটাকে তুলে নিয়েছে।

সবকিছু ঠিক মতো এগিয়ে চলেছে। নোয়েলের কাজকর্ম আরও বেড়ে গেছে। এখন সে আর অন্য কোনো কিছুতে মন দিতে পারছে না।

নোয়েলে অফিসে দাঁড়িয়ে আছে। বারবেড তার হাতে আর একটা রিপোর্ট তুলে দিল।

নোয়েলে পড়ল তার স্কোয়াড্রন কিরটনে চলে গেছে। লিঙ্কনসায়ারে।

এসব ব্যাপারে নোয়েলের কোনো আগ্রহ নেই।

নোয়েলে জানতে চাইল- অ্যাডমিরালের মেয়ের সাথে এনগেজমেন্ট হয়েছে, কি হয়নি?

বারবেড অবাক হয়ে তাকালেন। বললেন- না, এখন উনি বোধহয় অন্য কোনো মেয়েতে মজেছেন।

নোয়েলে রিপোর্টটা ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছে। ডগলাস সম্পর্কে তাজা খবর চাই।

শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা। অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। নোয়েলে তার ড্রেসিং রুমে বসে আছে। মেকাপ তুলে ফেলছে। দরজায় শব্দ হল। একজন বলল, মিস পেজ, একজন ভদ্রলোক। এগুলো আপনাকে দিতে বলেছেন।

নোয়েলে কাঁচের আয়না দিয়ে তাকাল। দেখল লাল গোলাপের গোছা। সুন্দর সাজানো ফুলদানিতে।

নোয়েলে বলল- এখানে রাখুন।

নভেম্বর শেষ হয়ে গেছে। প্যারিসের কেউ গত তিনমাসে গোলাপ ফুল দেখেনি। এত সুন্দর গোলাপ? শিশির সিঙ। নোয়েলে কার্ডটা পড়ল। কী লেখা আছে?— প্রিয়তমা, অভিনেত্রী, আমার সাথে রাতের ডিনার সারবেন কি? জেনারেল হানস।

নোয়েলে অবাক হয়ে গেল। কী হয়েছে? কেন এভাবে আমাকে ফুল দেওয়া হল?

যিনি ফুল নিয়ে এসেছিলেন, মাথা নাড়লেন। ফুলদানিটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। নোয়েলে এখনও জানে না, কী হবে। এক জার্মান জেনারেলের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। অন্য কেউ হলে হয়তো সহজে পার পেত, এখন পাবে কি? নাজিরা সাংঘাতিক হয়ে থাকে, নোয়েলে শুনেছিল। কিন্তু আমন্ত্রণ যখন এসেছে, তাকে সাড়া তো দিতেই হবে। তা না হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। হাজার বছর ধরে তৃতীয় রাইক বিশ্ব শাসন করবে। এমন একটা কথা শোনা যাচ্ছে।

আরমন্দ গটিয়ার জানতে চাইলেন কী হয়েছে?

নোয়েলে থরথর করে কাঁপছে— নাজিদের সম্ভাব্য আক্রমণ, সে কোনো কথা বলতে পারছে না।

গটিয়ার বললেন— হ্যাঁ, নাজিদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

নোয়েলে বলল- আপনি কি মনে করেন? ভগবান আমাদের সাহায্য করবেন? সত্যি কি ভগবান আছেন? তা হলে? উনি তো সমস্ত মানুষকে তৈরি করেছেন। তার মানে? নিঃশর্ত জার্মানদেরও সাহায্য করবেন।

অক্টোবর, নোয়েলের নাটকের প্রথম বার্ষিকী পূর্ণ হল। পার্টির অনুষ্ঠান। সুন্দরী ফরাসি মেয়েরা ঘোরাঘুরি করছে। এক জার্মান অফিসারকে দেখা গেল। বছর চল্লিশ বয়স। মুখে বুদ্ধির ছাপ। সবুজ চোখের তারা। অ্যাথলেটিক চেহারা।

নোয়েলে জানতে চাইল- এই মানুষটি কে?

এক ভদ্রলোক ওই মানুষটির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, ইনি হলেন জেনারেল হানস।

নোয়েলের মনে পড়ে গেল, ওই গোলাপগুচ্ছের কথা। সে বলল- মানুষ হিসেবে আপনি কেমন?

পাশে বসে থাকা পুরুষটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

আরমান্দ পটিয়ার কাউকে সঙ্গে এনেছেন। কথাবার্তা পাটে গেল। নোয়েলে এর পর আর জেনারেলের দিকে তাকায়নি।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা।

নোয়েলে ড্রেসিংরুমে পৌঁছে গেছে। আবার একটা ছোটো ফুলদানি, ছোট কার্ড। লেখা আছে- এবার থেকে শুরু হোক, আমি কি তোমাকে দেখতে পাব?

তলায় লেখা আছে, হানস।

নোয়েলে চিরকুটটা ছিঁড়ে দিল। প্রস্ফুটিত গোলাপ ছুঁড়ে ফেলে দিল বাজে কাগজের বাক্সে।

সেই রাতের পর নোয়েলে প্রত্যেক পার্টিতে সাবধানে যায়। আরমান্দ গটিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জেনারেল থাকেন। নোয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকেন অবাক দৃষ্টিতে।

নোয়েলে বুঝতে পারছে না, জেনারেল তার প্রতি এত আকর্ষিত কেন? মাঝে মধ্যে নোয়েলের মনে হয়, আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে কী বা ক্ষতি হবে?

নাজিরা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। প্যারিসের অবস্থা শোচনীয়। স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটে গেছে। চোরাগোপ্তা হত্যা করা হচ্ছে। ট্রাকের ওপর বোমা ফেলা হচ্ছে। ব্রিজ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের চক্রান্ত। এর অন্তরালে কে আছে? একজনের নাম জানা গেছে, সত্যি নামটা কেউ জানে না। তিনি হলেন লে কাফার্ড। সবাই তাকে আদর করে আরশোলা বলে ডাকে। গেস্টগোরা তাকে ধরতে পারছে না। কোথায় তিনি থাকেন কেউ জানে না। অনেকে বলছেন, তিনি একজন ইংরাজ, প্যারিসের বাসিন্দা, আবার কেউ

বলছেন, তিনি জেনারেল দগলের এজেন্ট। দগল হলেন ফরাসি জাতীয়তাবাদী সংগঠনের প্রধান অধিনায়ক।

পরিচয় অজানা, পরিচিতি গোপন। কিন্তু, সর্বত্র তার উপস্থিতি। গেস্টাপোরা আশ্রয় চেষ্টা করছে, কিন্তু লে কাফার্ড ইতিমধ্যেই এক মহানায়কে পরিণত হয়েছেন।

ডিসেম্বরের সন্ধ্যাবেলা, টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। নোয়েলে একটা আর্ট এগজিবিশন দেখতে গিয়েছিল।

অনেক মানুষের ভিড়। বিশিষ্ট ব্যক্তির আসেছেন। নোয়েলে এগিয়ে চলেছে। একটার পর একটা ছবি দেখছে। হঠাৎ ঘাড়ে কার হাতের পরশ। সে পেছনে ফিরল। মাদাম রোজ, নোয়েলে মুখটা ভুলেই গেছে। সেই একই কুৎসিত মুখ। নোয়েলের মনে হল, সে বোধহয় এবার অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

মাদাম বললেন- তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করবে?

নোয়েলে জবাব দিতে পারল না, মাদাম রোজ ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। ফটো গ্রাফাররা নোয়েলের চারপাশে ভিড় করেছে। নোয়েলে হাসল। মাদাম রোজের কথা মনে পড়ে গেল। ইসরায়েল কাটজকেও মনে পড়ে গেল। একসময় ওঁরা দুজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইসরায়েল দু-দুবার নোয়েলের জীবন বাঁচিয়েছেন। মাদাম রোজ কী চাইছেন? সম্ভবত টাকা, নোয়েলে ভাবল।

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। নোয়েলে একটা ট্যাক্সি নিল। বৃষ্টি পড়ছে, কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে। নোয়েলে বাইরে বেরিয়ে এল। রেইনকোট পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে নোয়েলে চিনতে পেরেছে। হ্যাঁ, বয়স তাকে অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে। তিনি হলেন ইসরায়েল কাটজ।

ইসরায়েল বললেন- এই বৃষ্টিতে কোথায় যাব?

তিনি নোয়েলের হাতে হাত দিলেন। কাফেতে ঢুকে গেলেন। কিছু মানুষের ভিড়। নোয়েলে এবং ইসরায়েল কোণের টেবিলে বসলেন।

কী খাবে?

না, কিছু নিতে হবে না।

ইসরায়েল বৃষ্টিতে ভেজা টুপিটা খুলে রাখলেন। নোয়েলে মুখের দিকে তাকালো। কিছু পরিবর্তন হয়েছে কি?

উনি বললেন- নোয়েলে, তুমি এখনও সুন্দরী, আমি তোমার সবকটা মুভি দেখেছি। তুমি তো এক মহান অভিনেত্রী।

ব্যাকস্টেজে আসো না কেন?

ইসরায়েল হাসলেন। বললেন আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না।

নোয়েলে তাকিয়ে আছে। অনেক কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।

নোয়েলে বলল- আমার এখন অনেক বন্ধু হয়েছে। জীবনটা ভালোই কাটছে।

ইসরায়েলের মুখে হাসি তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়।

-তোমার কথা বলো।

কাঁধে ঝাঁকানি আমার জীবনটা একঘেয়েমিতে কেটে যাচ্ছে, আমি একজন সার্জেন হয়েছি। এক বিখ্যাত হার্ট সার্জেনের অধীনে কাজ করছি। নাজিরা আমার লাইসেন্স নিয়ে গেছে। আমি আর কোনোদিন মেডিসিন নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারব না।

কাটজের দিকে নোয়েলে তাকাল- সত্যি?

তার মানে?

ভদ্রলোকের মুখে বিষণ্ণতার ছাপ।

সময় এগিয়ে চলেছে। চারজন জার্মান সৈন্য ঢুকে পড়ল। সবুজ ইউনিফর্ম পরা। সামনে একজন করপোরাল।

করলোরাল চিৎকার করে বলল- আপনাদের পরিচিতি পত্রগুলো দেখাবেন।

ইসরায়েল কাটজের মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেছে। নোয়েলে দেখল, উনি কেমন আচরণ করছেন। পাশের অলিন্দের দিকে তাকালেন।

উনি বললেন- এখনই আমার কাছ থেকে চলে যাও। সামনের দরজা দিয়ে।

নোয়েলে বলল- কেন?

জার্মানরা কোনো কোনো খদ্দেরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কাটজ বললেন- চলে-যাও, কোনো প্রশ্ন করো না।

নোয়েলে কী যেন ভাবল, তারপর দরজা দিয়ে চলে গেল।

এবার বোধহয় ইসরায়েলের পালা। ইসরায়েল এখন অসহায়। নোয়েলে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। সৈন্যরা তার দিকে তাকিয়েছে। নোয়েলে ফিরে আসছে কি?

এক করপোরালকে দেখা গেল তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে। তিনি বললেন ফয়লিন, আপনি কি এই মানুষটির সাথে এসেছেন?

-হ্যাঁ, আমরা শান্ত-শিষ্ট সাধারণ ফরাসি নাগরিক। আমাদের ওপর এই অত্যাচার কেন করা হচ্ছে?

-আমি দুঃখিত, ফয়লিন।

নোয়েলে চিৎকার করে কিছু বলার চেষ্টা করল। সে বলল আমি নোয়েলে পেজ। আমি থিয়েটারের অভিনেত্রী। এই ভদ্রলোক আমার সাথে অভিনয় করেন। আজ রাতে আমি আমার বন্ধু জেনারেল হানসের সাথে ডিনার খাব। আমি তাকে সব কথা বলব। দেখুন, কী পরিণতি হয়।

নোয়েলে দেখল, করপোরালের চোখে মুখে ভয়ের ছায়া, জেনারেল হানসের নামটাতে কাজ দিয়েছে।

-আমি দুঃখিত ফয়লিন, উনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।

ইসরায়েল কাটজের দিকে তাকালেন বললেন, আমি তো ওনাকে চিনতে পারছি না।

কোথা থেকে পারবেন? অসভ্য শয়তানরা কেন যে থিয়েটার দেখতে যায়। তারপর নোয়েলে বললেন আমাকে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে? নাকি আমরা এখান থেকে যেতে পারব?

করপোরাল অবাক হয়েছেন, তিনি বললেন- না, আমাকে ক্ষমা করবেন।

ইসরায়েল কাটজ ওই সৈনিকের দিকে তাকালেন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে করলোরাল। কেউ কি একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে?

-হ্যাঁ, এখনই ব্যবস্থা করছি।

ইসরায়েল ট্যাক্সিতে বসলেন নোয়েলের সঙ্গে। জার্মান করপোরাল দাঁড়িয়ে ছিল। ট্যাক্সিটা এগিয়ে গেল। তিনটে ব্লক পার হয়ে একটা ট্রাফিক রাইটের সামনে ট্যাক্সিটা থেমে গেল। ইসরায়েল দরজা খুললেন। নোয়েলের হাতে হাত রাখলেন। কোনো কথা না বলে অন্ধকার রাতে মিলিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যে সাতটা। নোয়েলে থিয়েটার ড্রেসিং রুমের দিকে চলে গেল। দুজন অপেক্ষা করছে। একজন জার্মান করলোরাল, অন্যজন কে? মাথায় চুল নেই, গোলাপি চোখ, ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বছর তিরিশ বয়স হয়েছে।

মিস নোয়েলে পেজ?

-হ্যাঁ, বলুন?

-আমি কর্নেল গেস্টাপো বলছি। আপনি জেনারেল হানসের সঙ্গে দেখা করেছেন?

-হ্যাঁ, কেন কী হয়েছে বলুন তো?

-আজ তো দেখা হবার কথা ছিল, তাই না?

-হ্যাঁ, আমার সঙ্গে অনেকের দেখা হয়।

কর্নেল মাথা নাড়লেন- সকলের কথা মনে থাকে না, তাই তো? ঠিকই বলেছেন।

-এই বন্ধুটি, সে নাকি আপনার সঙ্গে অভিনয় করে?

নোয়েলে গেস্টাপোর দিকে তাকাল। আর বলল- কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে।

না, ফয়লিন, করপোরাল বললেন, আপনি বলেছিলেন।

কর্নেল কঠিন চোখে সবকিছু দেখলেন।

কুটমুলার বললেন-এই ঘটনাটা বারবার ঘটতে পারে। বিদেশী ভাষা তো, আদান-প্রদানে অসুবিধা হচ্ছে।

নোয়েলে বলল- আপনারা ঠিকই বলেছেন।

করপোরালের মুখে রাগের প্রতিচ্ছবি।

-আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য খারাপ লাগছে। কুটমুলার বললেন।

নোয়েলের মনে হল, ব্যাপারটার এখানেই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।

নোয়েলে বলল- ঠিকই বলেছেন। টিকিট দেব কি? নাটকটা দেখবেন?

গেস্টাপো বললেন আমি দেখেছি। করপোরাল হানসও দেখেছেন। ধন্যবাদ।

তিনি দরজার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন- করপোরালকে অসভ্য বদমাইস বললেন? সঙ্গে সঙ্গে উনি টিকিট কেটেছেন। লবিতে অ্যাক্টরদের ছবি ঝোলানো ছিল। কিন্তু আপনার বন্ধুর ছবি কোথাও নেই। সে কথাই আমরা আলোচনা করছিলাম।

নোয়েলের বুক ধড়পড় শুরু হয়েছে।

-মোয়াজেল, বলুন তো? লোকটা কি আপনার খদ্দের?

না, আমার বন্ধু।

নামটা জানতে পারি?

-নাম জেনে কী হবে?

একজন ক্রিমিনালকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার সাথে আপনার বন্ধুর চেহারার মিল আছে। ক্রিমিনালটাকে সেন্ট জর্জিয়ান চার্চের কাছে দেখা গেছে।

নোয়েলের মন ভারাক্রান্ত।

-আপনার বন্ধুর নাম কী?

-আমি ঠিক জানি না।

তার মনে, ওঁকে আপনি চেনেন না?

-হ্যাঁ।

নীল দুটি চোখ নোয়েলেকে পর্যবেক্ষণ করছে। অবশ্য ওর পাশে আপনি বসেছিলেন। তার মানে? সৈন্যরা যাতে ওঁর কাগজপত্র পরীক্ষা করতে না পারে, আপনি তার ব্যবস্থা করেছেন।

নোয়েলে বলল- এর জন্য আমি দুঃখিত। উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

-কোথায়?

নোয়েলে সবকিছু ভেবে নিল, কতটা বলা যায়। তারপর বলল- কাফের বাইরে। সে বলেছিল, মুদির দোকান থেকে কিছু মালপত্র চুরি করেছে, বউ এবং ছেলেমেয়েকে খাওয়াবে বলে, সৈন্যরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি ভেবেছি, এটা একটা ছোটো অপরাধ। আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম।

গড়গড় করে শব্দগুলো উচ্চারণ করল নোয়েলে। তারপর তাকিয়ে থাকল।

মুলার নোয়েলের দিকে তাকালেন। বললেন- হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি, আপনি অভিনয়টা ভালোই শিখেছেন। কয়েকটা উপদেশ দেব মানবেন কি? ফরাসিরা বুদ্ধিমতী এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মাদমোয়াজেল, ভবিষ্যতে আর একটু সতর্ক হবেন।

নোয়েলে বলল- পৃথিবীতে কোনো কিছুতেই আমার ভয় নেই।

না, আপনি ভুল করছেন। একদিন আমাকে ভয় হবে। যদি শুনি, আর কিছু গড়বড় হয়েছে।

নোয়েলে ভাবতে পারছে না, ভবিষ্যতে কী হবে। দুজন লোক চলে গেল।

নোয়েলে বিধ্বস্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। হ্যাঁ, তার কথার মধ্যে ফাঁক আছে। গেস্টাপো সম্পর্কে অনেক গল্প সে শুনেছে। মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল শিহরণ। মনে হল ইসরায়েল কাটজকে ইতিমধ্যেই ধরা হয়েছে। ইসরায়েল কাটজকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। নোয়েলের তখনই একটা নাম মনে হল, লে কাফার্ড, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?

আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। নোয়েলে এখন স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছে। মন থেকে সবকিছু বাদ দিয়ে দিয়েছে। যে চরিত্রে তাকে নামতে হবে, সেই চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। অভিনয় শেষ হয়ে গেল। হাততালির ঝড়। ড্রেসিংরুমে চলে এল। কী অবাক। জেনারেল হানস বসে আছেন।

উনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন- আজ রাতে আমরা এক সঙ্গে ডিনার খাব। তোমার আমন্ত্রণ। আমি কি ভুল শুনেছি।

সুন্দর রেস্টুরেন্ট, প্যারিস থেকে কুড়ি মাইল দূরে। জেনারেলের নিজস্ব গাড়ি, কালো লিমুজিন। বৃষ্টি থেমে গেছে। রাতটা সুন্দর, আরামদায়ক। জেনারেল সকালবেলার ঘটনার কথা বললেন না। খাওয়া শেষ হল। নোয়েলের মনে হল, জার্মানরা সবসময় কি খারাপ আচরণ করে?

জেনারেল বললেন- গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার থেকে একটা খবর পেলাম। তুমি বলেছো, করপোরাল মুলারকে, আমরা আজ সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে ডিনার খাব?

উনি বললেন- আঃ, এমন একটা আমন্ত্রণ। আমাকে তো রাজী হতেই হবে।

নোয়েলে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল-না, আমি একজন গরীব মানুষকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম।

জেনারেলের কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা- মিথ্যে কথা বলল না। জার্মানরা সবাই বোকা? তুমি কি জানো গেস্টাপো শব্দের আসল অর্থ কি?

নোয়েলে বলল- এসব কথা বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

এবার বোধহয় হানসের আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসবে। তিনি বললেন- কর্নেল মুলার আমাকে সবকিছু বলেছেন। তুমি এমন একজন মানুষকে সাহায্য করছ, পুলিশের চোখে যে জঘন্য অপরাধী। যদি ব্যাপারটা সত্যি হয়, তাহলে তোমাকে নানা সমস্যায় পড়তে হবে। কর্নেল মুলারকে তুমি চেনো না। উনি কোনো দিন কাউকে ক্ষমা করেন না। কেননা কথা ভুলে যান না।

উনি এবার নোয়েলের দিকে তাকালেন- তোমার বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হবে কি? তুমি কি কখনো নেবে?

নোয়েলে মাথা নাড়ল।

জেনারেল দুটো নেপোলিয়ান ব্র্যান্ডির অর্ডার দিলেন।

উনি বললেন- তুমি কতদিন আরমান্দ গটিয়ারের সঙ্গে আছে?

-আমার মনে হয়, উত্তরটা আপনি জানেন।

-তুমি কেন আমার সঙ্গে ডিনারে আসতে চাওনি? গটিয়ারের জন্য কি?

নোয়েলে মাথা নেড়ে বলল- না।

-আচ্ছা, আমি পরে দেখব।

কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন। নোয়েলে অবাক হয়ে গেছে।

নোয়েলে বলল- প্যারিসে অনেক মেয়েরা ঘোরাঘুরি করে। আপনি তাদের কাছে কেন যাচ্ছেন না?

জেনারেল বললেন-তুমি বোধহয় আমাকে ঠিক মতো বুঝতে পারোনি। বার্লিনে আমার স্ত্রী আছে, আমার ছেলে আছে, আমি তাদের খুবই ভালোবাসি। একবছর বাড়ি ছাড়া। জানি না জীবনে আর তাদের সাথে দেখা হবে কিনা। এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে। আরও বন্ধুত্ব করতে চাই।

নোয়েলে বলল- আমি তো আপনাকে কিছুই দিতে পারব না।

-সেটা আমার জানা আছে।

নোয়েলের সাথে জেনারেলের আর দেখা হবে কি? ঘটনা দ্রুত ঘটে চলেছে। লোকটাকে দেখে নোয়েলে অবাক হয়ে গেল। মাথার ভেতর বিদ্যুতের শিহরণ, বুদ্ধি আছে যথেষ্ট। একটার পর অন্য একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। নোয়েলে হাঁ করে শুনছে। সব ব্যাপারে লোকটার অসম্ভব জ্ঞান। জার্মান জাতির অহংকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

নোয়েলে জানতে চাইল আপনার মাথার ক্ষতচিহ্নটা কী করে হয়েছে?

জেনারেল জবাব দিলেন অনেক বছর আগে আমাকে একটা ডুয়েলে লড়তে হয়েছিল। সেই লড়াইয়ের ফল।

জেনারেল আবার বললেন আমরা কিন্তু রান্সস নই। পৃথিবীকে শাসন করার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। কিন্তু অপমানের দায়ভার নিয়ে কতদিন বেঁচে থাকব? কুড়ি বছর আগের সেই চুক্তিটা। ভারসাইলের সন্ধি। এটা হল আমাদের কাছে একটা ভয়ঙ্কর অপমান।

প্যারিসের কথা উঠল। বলা হল, ফরাসি সৈনিকেরা নাকি জার্মানদের সাথে লড়াইতে পেরে উঠছে না।

জেনারেল আরও বললেন- নেপোলিয়নের মতো কাউকে দরকার।

নোয়েলে বলল- আপনি কি আমার সঙ্গে মজা করছেন?

জেনারেল বললেন- না, আমি সত্যি কথা বলছি। নেপোলিয়নের সময় তোমাদের মধ্যে দেশপ্রেম ছিল। এখন সব হারিয়ে গেছে।

দিনার শেষ হয়ে গেল। প্যারিসের রাজপথ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে।

জেনারেল জানতে চাইলেন- তুমি কি আরমান্দ গটিয়ারকে ভালোবাসো?

— এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর নোয়েলের জানা নেই।

উনি আবার মাথা নাড়লেন। আমি তোমাকে সুখী করতে পারব, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে?

—যেভাবে আপনি আপনার স্ত্রীকে সুখী করেছেন, তাই তো?

জেনারেল কঠিন চোখে তাকালেন। তারপর বললেন আমি কি তোমার ভালো বন্ধু হতে পারি? আমরা কখনও কেউ কারও শত্রু হব না।

নোয়েলে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল। রাত তিনটে বেজে গেছে। আরমান্দ গটিয়ার এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি বললেন- এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

-আমার একটা এনগেজমেন্ট ছিল।

নোয়েলে ঘরে ঢুকে পড়ল। মনে হল, ঘরে যেন সাইক্লোন হয়ে গেছে। দ্রয়ারগুলো খোলা, ক্লোসেটের জিনিসপত্র এলোমেলো ছড়ানো। একটা ল্যাম্প ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ছোটো টেবিলটা উল্টে দেওয়া হয়েছে।

কী হয়েছে? নোয়েলে জানতে চাইল।

গেস্টাপো এসেছিল। তুমি ভালো আছে তো নোয়েলে?

হা, ভালো আছি।

-তা হলে ওরা একাজ কেন করল?

নোয়েলে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক কিছু চিন্তা করছে। তারপর সে বলল কিছুই বুঝতে পারছি না।

গটিয়ার বললেন, রহস্যটা জানতেই হবে।

নোয়েলে সব কথা বলল, ইসরায়েল কাটজের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। নামটা সে বলেনি। কর্নেল মুলারকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছে।

শেষ অব্দি সে বলল আমার বন্ধু লে কাফার্ড। কিন্তু আমি তা কী করে বিশ্বাস করব।

গটিয়ার চেয়ারে বসলেন- হায় ঈশ্বর, আমি জানি না লে কাফার্ডের আসল পরিচয় কী? কিন্তু আমাদের তো ধ্বংস করে ফেলা হবে। জার্মানদের আমি ঘেন্না করি।

তিনি আবার বললেন- জার্মানরা এদেশে অশান্তির বাতাবরণ জিইয়ে রাখবে। গেস্টাপোরা আরও অত্যাচারী হয়ে উঠবে। ওই ইহুদি লোকটির নাম কী?

-আমি বলব না।

-সে কি তোমার প্রেমিক?

না, আরমান্দ।

-তাহলে বলছ না কেন?

-আমি দায়বদ্ধ।

গটিয়ার বললেন- হয়তো এখনই চিন্তার কিছু নেই। আর কখনও ওর সঙ্গে দেখা হবে কি তোমার?

নোয়েলে বলল- আমি ঠিক জানি না।

পরের দিন নোয়েলেকে দুজন গেস্টাপোর অনুচর নিঃশব্দে অনুসরণ করছে।

এরপর থেকে নোয়েলের প্রতিটি গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হল। নোয়েলে বুঝতে পারছে, কেমন একটা শিরশিরানি অনুভূতি।

গটিয়ারকে সে কিছুই বলছে না। গটিয়ারকে ভয় দেখিয়ে লাভ? জীবন তার এই রকমভাবে কেটে চলেছে। জেনারেলের কাজ থেকে কয়েকটা টেলিফোন কল এসেছে। নোয়েলে ফোনগুলো ধরেনি। বারবার ইসরায়েল কাটজের কথা মনে পড়ছে।

দু-সপ্তাহ কেটে গেছে। ইসরায়েলকে দেখা গেল। খবরের কাগজের পাতায় বড়ো বড়ো করে ছাপা হয়েছে। গেস্টাপোেরা একদল দুবৃত্তকে ধরে ফেলেছে। লে কাফার্ড তাদের নেতা। নোয়েলে পুরো প্রতিবেদনটা পড়ল। কিন্তু বলা হয়নি, লে কাফার্ডকে ধরা সম্ভব হয়েছে কিনা। নোয়েলের মনে হল, ইসরায়েল কাটজ বোধহয় লুকিয়ে আছেন। কিন্তু তাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় গেস্টাপোরা ধরে ফেলবেই। নোয়েলে ভাবল, এটা কি আমার কষ্টকল্পনা? এখন ইসরায়েল কাটজ বোধহয় ছুতোরের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। যেমনটি তিনি বলেছিলেন। গেস্টাপোরা কেন এত চিন্তিত?

উনি কি পালিয়ে গেছেন? নোয়েলে জানলা দিয়ে তাকাল রাস্তার দিকে। কালো রেইনকোট পরা দুজন দাঁড়িয়ে আছে। কীসের জন্য অপেক্ষা? নোয়েলে বুঝতে পারল,

কখন সে এই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোবে, তার জন্যই দুজন দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল মুলারের শব্দগুলো মনে পড়ল- একদিন তুমি আমাকে ভয় পাবে।

এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এখনই ইসরায়েল কাটজের সঙ্গে দেখা করার জন্য নোয়েলে উদগ্রীব হয়ে উঠল।

পরের দিন সকালবেলা, খবর এসেছে। সত্তর বছরের কেউ একজন তার সাথে দেখা করতে এসেছে। যার মুখে বলিরেখা, নীচের দাঁত ভেঙে গেছে। নোয়েলে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর? কে যেন বলল, বেকারিতে কেক তৈরি আছে, যেটা তুমি অর্ডার দিয়েছিলে।

নোয়েলে অবাক হয়ে তাকাল। বলার চেষ্টা করল আমি তো কেকের অর্ডার দিইনি।

ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা ফরাসি উচ্চারণে বললেন- সে কী? রুয়ে দেপাসি।

নোয়েলে বুঝতে পাল, হা, এবার বোধহয় বোঝা যাচ্ছে। গেস্টাপোর দুজন তখনও তাকিয়ে আছে। সে বোধহয় একজন ক্রিমিনাল। দুজন পরস্পরের মধ্যে কথা বলছে। নোয়েলে এগিয়ে গেল। ব্যাক করিডরের দিকে। বেসমেন্টের দিকে সিঁড়ি চলে গেছে। তারপর ছোট্ট একটা অলিন্দ পথ। তিন মিনিট বাদে সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছে। এখনই ইসরায়েল কাটজের সঙ্গে তার দেখা হবে।

বেকারিতে পৌঁছে গেল। সাধারণ চেহারার একটা অঞ্চল। চারপাশে মধ্যবিত্তদের বসবাস। জানলা দিয়ে তাকাল। নোয়েলে দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকে পড়ল। একজন ভদ্রমহিলা বসে আছে, সাদা অ্যাপ্রন পরে- ইয়েস মাদমোয়াজেল?

নোয়েলে থমকে গেল। ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন।

নোয়েলে বলল- জন্মদিনের কেক তৈরি হয়েছে কি?

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি ওদিকে এগিয়ে যান।

ছোট্ট একটা বিছানা, মুখে যন্ত্রণা তার। সারাদেহে ঘাম।

ইসরায়েল?

নোয়েলে আরও কাছে এগিয়ে গেল। তার সমস্ত শরীরে একটা যন্ত্রণা।

সে বলল- কী হয়েছে?

-তারা লে কাফার্ডকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি।

নোয়েলে বলল- আমি সব কিছু পড়েছি। আপনি ঠিক আছেন তো?

ইসরায়েল যন্ত্রণা চেপে রাখার চেষ্টা করলেন। কোনোরকমে কথা বলছেন তিনি।

-গেস্টাপো প্যারিস শহরকে ধ্বংস করবে। যদি আমি একবার এই শহরের বাইরে যেতে পারতাম। লে হাবরেতে। ওখানে আমার অনেক বন্ধু আছে।

আমি কি সাহায্য করব? আপনার কেউ নেই? নোয়েলে জানতে চাইল। আপনি একটা ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে থাকতে পারেন না?

না, রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটা হুঁদুরও এখন প্যারিস থেকে পালাতে পারবে না।

নোয়েলে ভাবল, অন্য কোনো ভাবে?

না, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

দরজা খুলে গেল। দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক ঢুকে পড়েছে। তার হাতে একটা কুঠার। সে এগিয়ে গেল খাটের দিকে। নোয়েলে বুঝতে পারল, এখন কী ঘটনা ঘটতে চলেছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ল। টেপো আলবিননা, গেস্টাপোর সেই নেতা।

নোয়েলে তখনও বলছে, আমি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব।

ক্যাথারিন আলেকজান্ডারের জীবন

ক্যাথারিন, ওয়াশিংটন, হলিউড, ১৯৪১

০৭.

ক্যাথারিন আলেকজান্ডারের জীবনে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। সে বোধহয় উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। বিল ফ্রেসার এখন শহরে। রোজ রাতে তার সাথে ডিনারে যেতে হচ্ছে। কোনো থিয়েটার, কনসার্ট অথবা অপেরা। ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া গেছে। বিল ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন। ক্যাথারিন বাধা দিয়েছে। বিল প্রায়ই সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় কিনে আনেন। দামী জুয়েলারি। ক্যাথারিন প্রথমে নিতে রাজী হয়নি। পরে গ্রহণ করেছে।

ক্যাথারিন ভাবল, সে বোধহয় বিলের উপপত্নী হয়ে গেছে। এইভাবে জীবন কাটাবে? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

ফ্রেসার আরও চিন্তিত মনে হচ্ছে। যুদ্ধের চাপ ক্রমশ বাড়ছে। কাজ বেড়ে গেছে। এখন কাছে আসবার সময় কমে গেছে।

বিজ্ঞাপনের সংস্থা এখনও চলেছে। যেটা ফ্রেসার স্থাপন করেছিলেন, চালাচ্ছেন ওয়ালেস, মাঝে মধ্যে ক্যাথারিন সেখানে যায়।

ফেসার একরাতে ডিনারের পর বলেছিলেন ক্যাথারিন তুমি কি আমার অ্যাড এজেন্সিতে কাজ করবে? নাকি আমার সঙ্গেই থাকবে?

-বিল, আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। অন্য কোথাও গেলে আমি ছটফট করব।

কথাটা আন্তরিক। ক্যাথারিন মিথ্যে বলেনি।

একদিন বিকেলবেলা, ক্যাথারিন কিছু কাজ শেষ করেছে। ফেসার অফিসে প্রবেশ করলেন।

আজ তুমি বাইরে বেড়াতে যাবে?

-হ্যাঁ, আমরা কোথায় যাব?

ভার্জিনিয়াতে, মা-বাবার সাথে ডিনার খাব।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে আমার কী হবে?

-কিছুই হবে না। আমি বলব, তুমি আমার এক সহকারিনী, তোমাকে আমি ডিনারের আসরে নিয়ে এসেছি।

ক্যাথারিনের মনে আশা নিরাশার আন্দোলন। সে বলল- আমি অ্যাপার্টমেন্টে যাচ্ছি। পোশাক পাল্টে আসছি।

-তোমাকে সাতটার সময় তুলে নেব, কেমন?

ফ্রেসারের বাড়ি, ভার্জিনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে। হারানো দিনের ফার্ম হাউস। সাত একর জমি। সতেরোশো শতাব্দীর ভাস্কর্য।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে এমন কোনো কিছু আমি কখনও দেখিনি।

ফ্রেসার বলেছে এটা হল আমেরিকার অন্যতম ব্রিডিং ফার্ম।

গাড়ি এগিয়ে গেছে। কত ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।

-এটা আর একটা জগত, ক্যাথারিন বলল, তোমার ছেলেবেলা এখানেই কেটেছে?

ফার্মের ভেতর শৈশব? ব্যাপারটা কেমন বলল তো?

না, এটা তো একটা খামার নয়, মনে হচ্ছে, তুমি একটা জগতের রাজা।

বাড়ির সামনে ওরা এসে গেল। ফ্রেসার বলল- মা-বাবা, আগের দিনের মানুষ। তবে চিন্তা করো না। ভয় পেও না কিন্তু।

ক্যাথারিন বলল- না, ভয় শব্দটাকে আমি কবেই বাতিল করেছি।

একজন বাটলার এগিয়ে এল। দরজা খুলে দিল। তার মুখে হাসি।

একটু বাদে কর্নেল ফ্রেসার আর তার স্ত্রীকে আসতে দেখা গেল। মনে হল তারা যেন গত শতাব্দীর নায়ক-নায়িকা। ক্যাথারিন কী করবে, ভেবে উঠতে পারছে না। কর্নেল ফ্রেসার যে এককালে ভারী সুন্দর চেহারার যুবক ছিলেন, তা বোঝা যাচ্ছে। তিনি ক্যাথারিনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, দুজনের মধ্যে দারুণ মিল আছে। বিলকে দেখে বোঝা যায়, উনি কর্নেলের সন্তান।

ক্যাথারিনের মনে হল, ওই দুজন তার দিকে নিরীক্ষণের চোখ মেলে দিয়েছেন। সমস্ত সন্ধ্যা জুড়ে অনেক প্রশ্ন করা হল। ক্যাথারিন জবাব দেবার চেষ্টা করেছে। মা-বাবার কথা, ছোট্ট শৈশবের কথা। এক ফুল থেকে অন্য ফুলে চলে যাওয়া। ছোটোখাটো আনন্দ ও দুঃখ-যন্ত্রণা। বিল ফ্রেসার পাশেই বসেছিলেন। ডিনারটা সাংঘাতিক। মোমের আলো জ্বলছে। আগেকার দিনের বিরাট ডাইনিং রুম। মার্বেলের তৈরি ফায়ার প্লেস।

পুরোনো রূপোর জিনিসপত্র, পুরোনো টাকা এবং পুরোনো মদ- কখনও খারাপ হয় না।

ক্যাথারিন বিল ফ্রেসারের দিকে তাকাল। উষ্ণ আতিথেয়তা। এমন জীবন? এই জীবনটাকে আমি কি মুঠোবন্দি করতে পারব?

ক্যাথারিন জানে, ফ্রেসার তাকে ভীষণ ভালোবাসে। সে ও ফ্রেসারকে ভালোবাসে। কিন্তু কীসের একটা অভাব, উত্তেজনা।

ক্যাথারিন মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল- আমি অনেক বেশি কিছু চাইছি। যা পেয়েছি তাতেই তো আমার সুখে থাকা উচিত।

এবার আবার বাড়ির পথে যাত্রা। ফ্রেসার জানতে চাইলেন

সন্ধ্যাটা কেমন লাগল?

-তোমার মা-বাবাকে আমার ভালো লেগেছে।

-তোমাকেও ওদের ভালো লেগেছে।

না, খারাপ চিন্তাগুলো মন থেকে তাড়াতে হবে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা, জকিল্লাবে ক্যাথারিন আর ফ্রেসার ডিনার সারছে।

ক্যাথারিনকে ফ্রেসার বললেন আমি লন্ডনে যাব এক সপ্তাহের জন্য। তোমার জন্য একটা সুন্দর কাজের ব্যবস্থা করেছি। তুমি আর্মি এয়ারপোর্টের ওপর নজর রাখবে। সেখানে একটা ফিল্ম তৈরি হবে। এম জি ও স্টুডিও। হলিউডে। তুমি কি সেই ছবিটার পরিচালনা করতে পারবে?

ক্যাথারিন তাকিয়ে থাকল- আমি কি করে পারব? আমি তো কখনও এ ধরনের ফিল্ম পরিচালনা করিনি।

ফ্রেসার বললেন- ভয় পাবার কিছু নেই। অনেকে থাকবে, তারাই তোমাকে শিখিয়ে দেবে। সত্যিকারের সৈন্যরা এই ফিল্মে অভিনয় করবে। ব্যাপারটা দারুণ মজার।

-কেন?

বুঝতেই তো পারছ, অভিনয়ের ব্যাপারে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। আমি জেনারেল ম্যারফিউজের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি গ্ল্যামার শব্দটার ওপর জোর দিয়েছেন। গ্ল্যামার বেচেই তো আমাদের খেতে হবে।

আমাকে কী করতে হবে?

-তুমি দেখবে, সব কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা? তোমার অনুমতি ছাড়া কোনো কাজই শেষ পর্যন্ত হবে না। লস এঞ্জেলসে যে প্লেনটা উড়বে, সেখানে তোমার টিকিট কাটা আছে। কাল সকাল নটার সময়।

ক্যাথারিন মাথা নেড়ে বলল- ঠিক আছে।

-তুমি কি আমার কথা চিন্তা করবে?

-হ্যাঁ, তুমি তো তা জানো।

-আমি তোমার জন্য একটা সুন্দর উপহার আনব।

-উপহার আমি চাই না, সাবধানে ফিরে এসো। বিল, পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে।

-হ্যাঁ, তবে আমার জন্য চিন্তা করো না।

কথাবার্তা এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি। বিল ক্যাথারিনকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ছেড়ে দিলেন।

ক্যাথারিন শোবার জন্য প্রস্তুত হল। সে ভাবল, বিলের সঙ্গে গেলে কেমন হত? না, ব্যাপারটা বড্ড বেশি কাল্পনিক হয়ে যাচ্ছে।

জীবনে এমন কিছু প্রশ্ন আছে, যার সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই।

.

আহা, এক অসাধারণ দৃশ্য। সূর্য অস্তাচলে, পাম গাছের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ক্যাথারিনকে তার ঘরে নিয়ে গেল। সুন্দর বাংলো প্রধান বাড়িটার কাছে। টেবিলের ওপর একগুচ্ছ ফুল। ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে একখানি শুভেচ্ছাপত্র। তার পাশাপাশি আরও একটি ফুলের গোছা তুমি যেখানে আমিও সেখানে থাকব, ভালোবাসা, বিল।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ক্যাথারিনের হাতে তিনটে টেলিফোন মেসেজ তুলে দিল। এসেছে অ্যালান বেনজামিনের কাছ থেকে। উনি হলেন এই শিক্ষানবিশ চলচ্চিত্রের প্রযোজক। ক্যাথারিন বিলের কার্ডটি মন দিয়ে পড়ছিল। ফোনটা আতর্নাদ করল।

সে বলল- কে? বিল?

-না, অ্যালান বেনজামিন।

-ক্যালিফোর্নিয়াতে আপনাকে স্বাগত মিস আলেকজান্ডার। আমি করপোরাল অ্যালান বেনজামিন, এই ছবিটার প্রোডিউসার।

করপোরাল? ক্যাথারিন ভাবল, একজন ক্যাপ্টেন কিংবা কর্নেলকে দায়িত্ব দিলে বোধহয় ভালো হত।

-আমরা কাল শুটিং শুরু করব। সৈন্যদের ভূমিকায় অভিনেতারা থাকবে। ব্যাপারটা আপনি জানেন তো?

-আমি শুনেছিলাম।

সকাল নটায় শুটিং শুরু হবে। আটটার সময় আপনি তৈরি থাকবেন। আপনি কি জানেন কী কী জিনিস লাগবে?

ক্যাথারিন বলল- হ্যাঁ, আমার সব জানা আছে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি এয়ারের জন্য কী কী জিনিস লাগে, ক্যাথারিনের সে বিষয়ে বিন্দু বিসর্গ জ্ঞান নেই।

সাড়ে সাতটার সময় গাড়ি থাকবে। আধঘণ্টার মধ্যেই আপনি মেট্রোয় পৌঁছে যাবেন। আমি তোরো নম্বর স্টেজে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

ভোর চারটে, ক্যাথারিন ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে তার। টেলিফোন বাজছে। একটা লিমুজিন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। ক্যাথারিন এগিয়ে চলেছে মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের স্টুডিওর দিকে।

পৃথিবীর সবথেকে বড় মোশান পিকচার স্টুডিও। বত্রিশটা স্টেজ আছে। একটা বিরাট প্রশাসনিক ভবন।

ক্যাথারিনকে সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়া হল। অল্প বয়সী একটি মেয়ে তার পথ প্রদর্শিকার কাজ করছে। তাকে তেরো নম্বর স্টেজে নিয়ে যাওয়া হল।

মেয়েটি উৎসাহের আতিশয্যে বলল- ভেতরে গেলে বুঝতে পারবেন, এটা একটা সাজানো শহর। এখানে ছ হাজার মানুষ একসঙ্গে খাবার খেতে পারে। প্রথম প্রথম খুব অদ্ভুত লাগবে। আমাদের কোনো কিছু দরকার লাগে না।

ক্যাথারিন বাঁধা দিয়ে বলল- কেন দর্শকদের প্রয়োজন তো সব সময় আছে?

সাজানো রাস্তা দিয়ে তারা হেঁটে চলেছে। একটা সুন্দর দুর্গ। তারপর একটা লেক। সানফ্রানসিসকো থিয়েটারের লবি। শুধু লবিটা আছে, আর কিছু নেই।

ক্যাথারিন হেসে উঠেছে, মেয়েটি তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

-কোনো কিছু খারাপ লাগছে?

-না, ক্যাথারিনের সংক্ষিপ্ত জবাব। সব কিছুই দারুণ।

এক্সট্রার রাস্তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাউবয় আর ইনডিয়ানরা গল্প করছে। একজন কোথা থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। মধ্যযুগের নাইট, হাতে অস্ত্র ধরা আছে। সাঁতারের পোশাক পরা একদল তরুণী। খিলখিল করে হাসছে।

গাইড বলল- আমরা এসে গেছি।

ক্যাথারিন সাউন্ড স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল। লেখা আছে- যখন লাল আলো জ্বলবে তখন ভেতরে আসবেন না। আলো নিভে গেল। ক্যাথারিন ভেতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু দরজাটা ঠেলল সে।

আর একটা দরজা, এটাও খুব শক্ত।

অবশেষে একেবারে শেষ ঘরে গিয়ে পৌঁছোল সে। এখানে সবাই খুব ব্যস্ত।

ক্যাথারিন জানতে চাইল- মিঃ অ্যালান বেনজামিন কোথায়?

কেউ একজন বলল- লিটল করপোরাল? ওই তো উনি সেখানে।

একজনকে দেখা গেল। করলোরালের স্ট্রাইপ দেওয়া পোশাক পরেছেন।

-আর পারা যাচ্ছে না, উনি বিরক্তি প্রকাশ করছেন। আমি সব কিছু সাজাবার চেষ্টা করছি। এখানে সবাই রাজা, কেউ ইনডিয়ান হতে চায় না।

ক্যাথারিন বলল- মাফ করবেন, আমি ক্যাথারিন আলেকজান্ডার।

ছোট চেহারার লোকটি বললেন- ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এবার আসল লোক এসে গেছে। ওয়াশিংটন থেকে ওকে পাঠানো হয়েছে।

ক্যাথারিন কী বলবে, বুঝতে পারছে না। লিটল করপোরাল আবার বললেন- এখানে আমি কী করছি, জানা আছে কি? আমি একটা মস্ত বড়ো চাকরি করি। কেন যে মরতে এই কাজে হাত দিলাম।

সব জায়গায় শুধু বিশৃঙ্খলা। ক্যাথারিন বুঝতে পারল, অলৌকিক কিছু না ঘটলে এই ব্যাপারটা সামলানো যাবে না।

একজন এগিয়ে এসে বলল- আপনাকে হলিউড স্বাগত জানাচ্ছে। আমি টম ওব্রায়ান।

-অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, আপনার বন্ধু ওই করলোরাল এই ছবিটা পরিচালনা করবেন। আমি সাহায্য করব।

আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। ওব্রায়ানকে দেখা গেল ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে। এক্সট্রা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে।

এবার বোধহয় শ্যুটিংটা শুরু হবে।

মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। একজন দীর্ঘদেহী মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। ভারী সুন্দর দেখতে। চুলের রং নীল এবং কালোর মাঝামাঝি। চোখের তারা গভীর। তার গলাতে একটা অদ্ভুত গাঙ্গারি আছে। উনি বললেন- আপনার জন্য কোনো সাহায্য?

আপনি কি আমাকে কাজ করতে দেবেন?

-হ্যাঁ, অবশ্যই দেব।

ক্যাথারিন ইউনিফর্মগুলো ভালো করে পরীক্ষা করল- হ্যাঁ, মোটামুটি খারাপ হয়নি।

ওই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন বস্, ঠিকঠাক সব উতরে যাবে তো?

কে ক্যাপ্টেনের ভূমিকাতে নামবেন, আপনি জানেন কি?

-কেন আমি পারব না?

না, আপনার সেই গুণ নেই।

-ফাস্ট লেফটেন্যান্ট?

না।

-সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট?

-আমি ঠিক বলতে পারছি না।

আর কোনো ভূমিকা কি নেই আমার জন্য?

-আছে, এই মেডেলগুলো গলায় ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন? আপনি কি খুব সাহসী?

ভদ্রলোকের মুখে হাসি হা, এই ছবিটার মধ্যে রং আনতে চাইছি।

একটা ব্যাপার আমরা ভুলে গেছি, ক্যাথারিন মনে করিয়ে দিল, এখন কিন্তু যুদ্ধ হচ্ছে না।

লোকটি বললেন- আপনি ঠিকই বলেছেন। কিছু মেডেল কমাতে হবে।

ক্যাথারিন বলল- সবকটা মেডেল খুলে ফেলুন।

লোকটি বললেন- ঠিক আছে বস্।

প্রথম পর্বটা ভালোভাবে উতরে গেল। এবার লাঞ্চার সময় হয়েছে। ক্যাথারিন ক্যানটিনের দিকে চলে গেল। এককোণে বসল। ইউনিফর্ম পরা সৈন্যরা গোত্রাসে খাবার খাচ্ছে।

একজন লোক সন্দেহভরা দৃষ্টিতে ক্যাথারিনকে দেখছে। সে এগিয়ে এসে ক্যাথারিনের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। তাকে দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে, মতলবটা মোটেই ভালল নয়।

লোকটা বাজে বকবক করছে, ক্যাথারিনের চোখে মুখে বিরক্তির অভিব্যক্তি।

অবশেষে লোকটার হাত থেকে মুক্তি পেল সে।

তারপর? চলে যাবার আগে লোকটা তার নাম জানিয়ে গেল। সে বলল আমি ল্যারি ডগলাস।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেল।

.

ফ্রেসার লন্ডন থেকে পরের দিন রাতে ফোন করলেন, ব্যাপার স্যাপার কেমন চলছে জানতে চাইলেন। সারাদিন কী ঘটেছে ক্যাথারিন সব জানিয়ে দিল।

পরদিন সকালবেলা দরজার বেলটা শব্দ করছে। ক্যাথারিন বাংলোর দরজা খুলে দিল। ডেলিভারি বয় দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একগোছা গোলাপ ফুল।

ক্যাথারিন আলেকজান্ডার?

হা।

-এখানে সই করুন।

-আঃ, ভারী সুন্দর গোলাপ ।

-পনেরো ডলার লাগবে ।

ক্যাথারিন তার হাতে ডলারটা তুলে দিল । কার্ডে লেখা আছে- আমি এই গোলাপ ফুলের দাম দিতে পারতাম । কিন্তু এখন আমার চাকরিটা চলে গেছে । তবুও ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা- ল্যারি ।

ক্যাথারিন অবিশ্বাস্য চোখে কার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে ।

ডেলিভারি বয় জিজ্ঞাসা করল- কী বলব? আমি ফুলগুলো রেখে যাব কি?

ক্যাথারিন রেগে গেল না, এই ফুলগুলো তুমি নিয়ে যাও ।

ছেলেটি ক্যাথারিনের দিকে তাকাল । বলল-হ্যাঁ, উনি তাই বলেছিলেন । উনি বলেছিলেন, আপনি ফুলগুলো পেয়ে হেসে উঠবেন । তারপর রেগে যাবেন ।

ক্যাথারিন বলল না, আমি কিন্তু হাসছি না ।

এই ঘটনাটা সারাদিন ক্যাথারিনের মনকে ব্যস্ত রেখেছে । মিঃ ল্যারি ডগলাস । সত্যি কি? এই ভদ্রলোক অনেক স্বর্ণকেশিনীর সঙ্গে শয়্যা ভাগ করে নিয়েছে । বাদামী চুলের মেয়েদের কাছে গেছে শরীর অন্বেষণে । এই মানুষটিকে মনের আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতেই হবে ।

সন্ধ্যে সাতটা, ক্যাথারিন তখনও স্টেজে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও অনেক কাজ বাকি।
আছে।

তিনদিন পর শ্যুটিং প্রায় শেষ হয়ে এল। ক্যাথারিন খুব চাপের মধ্যে আছে। টম
ওব্রায়ান কিন্তু সাংঘাতিক ভালো কাজ করেছেন।

শনিবার সকালবেলা। ক্যাথারিন এবার উড়ান পাখির সওয়ার হয়ে ওয়াশিংটনে ফিরবে।
একটা শহর ছাড়তে পেরে সে মনে মনে খুবই আনন্দ পেয়েছে। সোমবার সকাল।
কাজের পাহাড় জমে গেছে।

লাঞ্চেটের আগে সেক্রেটারি অ্যানি বলল- কে একজন ল্যারি ডগলাস আপনার সঙ্গে কথা
বলতে চাইছেন। তিনি হলিউড থেকে ফোন করেছেন। আপনি কি কথা বলবেন?

-না, ওনাকে বলে দাও, আমি কখনওই কথা বলব না।

তারপর? কী যেন মনে হল ক্যাথারিনের। সে বলল- ঠিক আছে, আমিই বলছি।

গুড মর্নিং। অনেকদিন বাদে তোমার গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তুমি গোলাপ ভালোবাসো
না?

-ডগলাস, ক্যাথারিন কিছু বলতে চাইল, গোলাপ ভালোবাসি, কিন্তু তোমাকে ভালোবাসি
না। তোমার সম্পর্কে কোনো কিছু শুনতে চাই না। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে তো?

-তুমি আমার সম্পর্কে কিছু জানো কি?

-হ্যাঁ, আমি সব জানি, তুমি ভবিষ্যতে আমাকে আর ডেকো না।

কাঁপতে কাঁপতে ক্যাথারিন রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। তার চোখে জল এসেছে, দুঃখে নয়, জ্বালা-যন্ত্রণায়। কী সাহস লোকটার।

তিনদিন কেটে গেছে, লরেন্স ডগলাসের অনেকগুলো ছবি। লেখা আছে- বসকে দিলাম, ল্যারির কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা।

অ্যানি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ছবিগুলোর দিকে। বলছে- হায় ঈশ্বর, এ যে সত্যি দেখছি।

ক্যাথারিন বলল- সব কিছুই মিথ্যে, শুধু কাগজটাই সত্যি, যার ওপর ছবিগুলো ছাপা হয়েছে।

পরের দুসপ্তাহ ল্যারি ডগলাস অন্তত বারোবার ফোন করেছে।

ক্যাথারিন অ্যানিকে বলে দিয়েছে, এই ফোনগুলো যেন তাকে না দেওয়া হয়।

অ্যানি বেচারী কিছুই বুঝতে পারছে না। শেষ অব্দি ক্যাথারিন ফাইলের পাহাড়ে ডুবে গেল।

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি স্বেলডন

রোববার সকালে বিল ফ্রেসার ফিরলেন। ক্যাথারিন এয়ারপোর্টে গেল স্বাগত জানাতে।
উনি বললেন- ক্যাথি, কী ভালো লাগছে বলো তো? তুমি এসেছ?

-আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

আমার কথা মনে পড়েছে?

হ্যাঁ।

হলিউড কেমন?

-মোটামুটি, ছবিটি শেষ হয়েছে। বিল, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না। যখন
তুমি কোথাও যাবে, আমাকে নিয়ে যাবে তো?

-হ্যাঁ, আমিও প্রতি মুহূর্তে তোমাকে মনে করেছি। কিছু আলোচনা করতে হবে।

কখন করব?

-আগে সত্যি করে বললো, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

-ভীষণ-ভীষণ মিঃ ফ্রেসার।

তাহলে আজ আমরা সেই ভালোবাসার শুভ উৎসব পালন করি কেমন? চলো, জেফারসন ক্লাবে গিয়ে ডিনার খাব। তার পরেই, বিল বললেন, অনেকগুলো ফোন করতে হবে। তুমি আটটার সময় ক্লাবে আসবে কেমন?

ক্যাথারিন অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেল। কিছু কাঁচাকুচি করতে হবে। ইন্ড্রির কাজ বাকি আছে। টেলিফোনের পাশে হেঁটে গেল। ভাবল, যে কোনো সময় রিং-এর শব্দ হবে। বুঝতে পারল, ল্যারি ডগলাস এখন পাগলের মতো হয়ে গেছে। কিন্তু আমার কী বা করার আছে?

শেষ পর্যন্ত ফোনটা বেজে উঠল।

-ফ্রেসার বলছি, ঠিক আছে তো সুন্দরী?

-না, এইমাত্র স্নান সারলাম।

আঃ, খারাপ লাগছে। তোমার স্নানের দৃশ্য দেখতে পেলাম না।

-আমারও খারাপ লাগছে সোনা।

-ঠিক সময়ে এসো কিন্তু।

বিলের কথা ভাবতে ভাবতে সময় এগিয়ে চলেছে। উইলিয়াম ফ্রেসার। এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নিজের নামের পাশে লেখা হবে শ্রীমতী উইলিয়াম ফ্রেসার। এক অসাধারণ অনুভূতি।

জেফারসন ক্লাব থ্রে স্ট্রিটে অবস্থিত। এই ক্লাবের মেম্বার হওয়া খুব একটা সহজ নয়। বংশ পরম্পরাতেই সদস্যপদ বিতারিত হয়ে থাকে।

উইলিয়াম ফেসারের বাবা এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ফেসার খেতে আসে। ফরাসি খাবার তারা বেশি পছন্দ করে। ফেসার বসেছিলেন। ক্যাথারিন ঢুকল।

আমার একটু দেরি হয়েছে।

-তাতে কী হয়েছে? তোমাকে আজ ভারী সুন্দরী দেখাচ্ছে।

-হ্যাঁ, আমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছে।

সত্যি বলছ ক্যাথি।

কথা এগিয়ে চলেছে।

ফেসার বললেন- তুমি একটু ড্রিন্ক নেবে?

-না, তোমাকে ধন্যবাদ।

-তোমার স্বভাবটা আমি খারাপ করছি।

-তুমি তো আমাকে এখনই খারাপ করে দিয়েছ।

সুখ, সুখ বুঝি উপছে পড়ছে।

তখনই ল্যারিকে দেখা গেল। মুখে হাসি। ক্যাথারিনকে দেখতে পেয়েছে। তার পরনে আর্মি পোশাক।

সে এগিয়ে এল। বলল- হ্যালো বিল। অনেক দিন বাদে আপনাকে দেখলাম।

ক্যাথারিন অবাক বিস্ময়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মন এখন নানা বিষাদে আচ্ছন্ন। সে কথা বলতে পারছে না।

ফ্রেসার বললেন- ক্যাথি, এ হল ক্যাপ্টেন লরেন্স ডগলাস। ল্যারি, এ হল মিস আলেকজান্ডার ক্যাথারিন।

ল্যারি তাকাল পরিষ্কার চোখে। চোখ থেকে কৌতুক ঝরছে।

মিস আলেকজান্ডার, আমি বলেছিলাম না, জীবনটা খুব ছোট, কোথাও না কোথাও আবার আমাদের দেখা হবে।

ক্যাথারিন কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুখ বন্ধ করল।

ফ্রেসার শান্তভাবে সব কিছু দেখলেন। ক্যাথারিন কিছু বলবে, এই আশায় তাকিয়ে ছিলেন।

ফ্রেসার প্রশ্ন করলেন- ল্যারি, তুমি আমাদের সঙ্গে বসবে কি?

-সত্যি, আমি বসলে কারও আপত্তি নেই তো?

না-না, বসে পড়ো।

ল্যারি ক্যাথারিনের পাশের চেয়ারে বসল।

কী খাবে?

-স্কচ আর সোডা, ল্যারি জবাব দিল।

-আমিও তাই নেব। ক্যাথারিন বলল, ডাবল।

ফ্রেসার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

তুমি বলেছিলে, আমাকে কয়েকটা খারাপ স্বভাব শেখাবে। সেটা আজ থেকেই শুরু হোক।

-ড্রিস্কের অর্ডার দেওয়া হল। ফ্রেসার ল্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন- তোমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। তুমি নাকি দারুণ লড়াই করেছ।

ক্যাথারিন ল্যারির দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বলল- এই মেডেলগুলো?

-হ্যাঁ।

-এগুলো কোথা থেকে এসেছে?

-আর্মি কার্নিভালে পেয়েছিলাম।

ফ্রেসার হাসলেন কার্নিভাল? ল্যারি আর এ এফ-এর এক সম্মানীয় সদস্য। সে হল আমেরিকান স্কোয়াড্রনের নেতা। এগুলো তার সাহসের পরিচায়ক।

ক্যাথারিন ল্যারির দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে এখন শ্রদ্ধা এসেছে।

ফ্রেসার বললেন-তুমি তো বলবে ভাই এখানে আসছ। তাহলে আরও জমজমাট উৎসব হত।

না, এটাই আমার ভালো লাগছে। ল্যারি বলল। সে ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে আছে। অপলক।

-সত্যি কথা বলতে কী হলিউডে থাকতে থাকতেই আমি ব্যাপারটা আঁচ করেছিলাম। তুমি নাকি একটা ট্রেনিং ফিল্ম প্রোডিউস করছ?

সে সিগারেট ধরাল। দেশলাইটা পকেটে রাখল- আমি ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তো ছিলে না।

ফ্রেসার বললেন আমাকে লন্ডন যেতে হয়েছিল। ক্যাথারিন ওখানে ছিল। তোমাদের মধ্যে দেখা হয়নি কেন? ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যের।

ক্যাথারিন ল্যারির দিকে তাকাল। ল্যারিও তার দিকে তাকাচ্ছে। চোখে কৌতুক এবং বিস্ময়।

কথা এগিয়ে চলেছে।

ড্রিস্ক এসে গেছে। ক্যাথারিন আর একটার জন্য বলল। ব্যাপারটা খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু এই সন্ধ্যার ব্যথার স্মৃতি তাকে ভুলতেই হবে।

ফ্রেসার জানতে চাইলেন, ল্যারি কীভাবে রণক্ষেত্রে সময় কাটিয়েছে।

ল্যারির গল্প শুরু হয়েছে।

ক্যাথারিনের কিছু খেতে ভালো লাগছে না। কী খাচ্ছে, সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সে মাঝে মধ্যে ল্যারির দিকে তাকাচ্ছে। কী আশ্চর্য, ল্যারি এখনও আমাকে এভাবে দেখছে কেন?

ল্যারি হাসি মুখে বলল- মিস আলেকজান্ডার, আপনি বোধহয় এই আলোচনা শুনতে রাজী নন। নাহ, এমন কিছু কথা বলা দরকার, যাতে আপনিও যোগ দিতে পারবেন।

ক্যাথারিন বলল- না, আমার জীবন বৈচিত্র্যবিহীন। আমি বিলের সঙ্গে কাজ করি।

-হ্যাঁ, আমি তাই জানি। ল্যারি বলল। বিলের দিকে তাকিয়ে সে বলল এই মেয়েটির মধ্যে তুমি কী গুণ দেখেছ?

ফ্রেসার বললেন মেয়েটা খুব ভাগ্যবতী। তোমার কি এখনও বিয়ে হয়নি?

ল্যারির মুখে হাসি কে আমাকে বিয়ে করবে?

বেজন্মা, ক্যাথারিন ভাবল। সে জানে, অন্তত বারোজন মেয়ের সাথে ল্যারির গোপন সম্পর্ক আছে। কিছু কিছু একেবারেই নিষিদ্ধ। কিছু সবার সমানে উন্মুক্ত। তাকে বলা যেতে পারে যৌন সম্রাট।

ক্যাথারিন প্রশ্ন করল ব্রিটিশ মেয়েরা কেমন?

শান্তভাবে ল্যারি বলল ওরা ভারী সুন্দর স্বভাবের। তবে আমি তো আকাশে উড়ে বেড়াতেই ভালোবাসি, মেয়েদের সাথে মেশার সময় থাকে না।

ক্যাথারিন বুঝতে পারল, আবার একটা ডাহা মিথ্যে।

সে বলল- আহা, বেচারী ওই মেয়েদের জন্য আমার খারাপ লাগছে।

ফ্রেসার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। ক্যাথি এভাবে কথা বলছে কেন? তিনি বললেন ক্যাথি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

ল্যারি বলল- আর এক রাউন্ড ড্রিঙ্ক হয়ে যাক।

ফ্রেসার বললেন- ক্যাথারিনের অনেকটা হয়ে গেছে।

না, অনেকটা হয়নি। এবার আমি বাড়ি যাব।

-ঠিক আছে, ফ্রেসার ল্যারির দিকে তাকালেন-ক্যাথারিন কিন্তু কখনও ড্রিঙ্ক করে না।

মনে হচ্ছে, তোমাকে দেখে ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ক্যাথারিন ভাবল, জলের গ্লাসটা ল্যারির দিকে ছুঁড়ে মারলে কেমন হয়। আঃ, ঘৃণা ক্রমশ বাড়ছে।

পরের দিক সকালবেলা। হ্যাংওভার তখনও কাটেনি। ক্যাথারিন আনমনে শুয়ে আছে। আলসেমিতে হাই তুলছে। অনেক কিছু ভাবার চেষ্টা করছে। ল্যারি ডগলাস? কেন এল আবার আমার জীবনে? ধীরে ধীরে সে উঠে বাথরুমে গেল। শাওয়ারের তলায় দাঁড়াল। ঠাণ্ডা জল, সমস্ত শরীরে একটা সুন্দর অনুভূতি।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সে ডেস্কে গিয়ে বসল। অ্যানি বলল- কী হয়েছে, একবার, ভেবে দেখো তো?

আজ সকালে?

-দেখো, সকালের-কাগজ।

প্রথম পাতায় ল্যারি ডগলাসের ছবি। লেখা আছে- আমেরিকার আর এ এফ বীর ওয়াশিংটনে ফিরেছে। তাকে একটা নতুন পদের প্রধান করা হয়েছে। দু কলমের প্রতিবেদন।

অ্যানি বলল- ব্যাপারটা উত্তেজক।

ক্যাথারিন বলল- ভয়ঙ্কর খারাপ। এসো, আমরা কাজ শুরু করি।

অ্যানি অবাক হয়ে গেছে। আমি খুবই দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম, ও তো তোমার বন্ধু। তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

না, ও আমার বন্ধু নয়, তুমি বলতে পারো, ও আমার শত্রু। ব্যাপারটা ভুলে গেলে বোধহয় ভালো হয়।

অ্যানি বলল- ঠিক আছে, আমি কখনও এবিষয় নিয়ে আলোচনা করব না। কিন্তু একটা খবর না দিয়ে পারছি না। ও কিন্তু তোমাকে তিনবার ফোন করেছে।

ক্যাথারিন বলল- তুমি কেন আগে বলোনি?

ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে তোমাকে জানাইনি।

-ও কোনো নাম্বার রেখেছে?

না।

-ঠিক আছে।

এবার ক্যাথারিন কাজে যোগ দিল। অ্যানিকে বলল, যদি ডগলাস ফোন করে, রিসিভারটা আমাকে দিও, কেমন?

একটু বাদেই কাজের চাপে ডুবে গেল সে।

উইলিয়াম ফ্রেসারকে বিয়ে করতে হবে। এটাই ক্যাথারিনের শেষ সিদ্ধান্ত। সন্ধ্যা ছটা বেজে গেছে, এখনও কোনো ফোন আসছে না কেন?

অ্যানিকে সে বলল- ডগলাস ফোন করলে বলল, আমি চলে গেছি।

-গুড নাইট, মিস আলেকজান্ডার।

ক্যাথারিন এলিভেটরে পা দিল। ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল। বিল ফ্রেসার নিশ্চয়ই আমাকে বিয়ে করতে চাইবে। এখনই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা দরকার।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। ল্যারি দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালের ওপর হেলান দিয়ে। সবকটা মেডেল এবং রিবন সে ছড়িয়ে দিয়েছে, সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের পোশাক পরেছে, তার মুখে হাসি।

সে বলল- এখন আমাকে ঠিক মানিয়েছে তো?

ক্যাথারিনের চোখে ঘৃণা এবং বিস্ময়।

কী করে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে, বুঝতে পারছে না।

তারা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে।

শেষ অব্দি ক্যাথারিন বলল- তুমি আমাকে একা থাকতে দাও। আমি এখন বিলের।

-বিলের আংটি কোথায়?

ক্যাথারিন সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এই মানুষটিকে এড়িয়ে কোথায় যাবে? ল্যারি কাছে এগিয়ে এসেছে। তার হাতে হাত রেখেছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছে।

ক্যাথি বলল- আমার কাছ থেকে তুমি কী চাইছ?

-সব কিছু। আমি তোমাকে চাইছি।

না, তা আর হয় না। তুমি অন্য কোনো শরীর নিয়ে মাতামাতি করো।

ক্যাথারিন ধাক্কা মেরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

-তুমি কী বলতে চাইছ?

-আমি জানি না, আমি জানি না। আমার মাথা বিম্বিম্ব করছে। আমি মরতে চাইছি।

-এসো, আমার হাতে তোমার ওষুধ আছে।

তারা গ্যারেজের দিকে এগিয়ে চলল।

-আমরা কোথায় যাচ্ছি?

-আমার গাড়িটা ওখানে পার্ক করা আছে।

ক্যাথারিন অবাক চোখে ল্যারির দিকে তাকিয়েছে। সে ভাবতে পারছে না, এখন কী করবে?

ল্যারি বলল- কোথায় যাবে? তোমার ফ্ল্যাটে, নাকি আমার বাড়িতে?

ক্যাথারিন মাথা নাড়ল যে কোনো জায়গাতে।

-তাহলে আমার বাড়িতেই যাই।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। উইলিয়াম ফেসারের ছায়া ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে।

ল্যারি টুকটাক গল্প করছিল। সে কথার মধ্যে আন্তরিকতা আছে। ক্যাথারিন জবাব দিতে পারছে না। শেষ অব্দি তারা শহরের এক প্রান্তে পৌঁছে গেল।

ল্যারি বলল- এই আমার বাড়ি।

ক্যাথারিন জানে, আর কোনো দিন ল্যারির ডাকে সে সাড়া দেবে না।

ল্যারির অ্যাপার্টমেন্টটা ভারী সুন্দর। দেওয়ালের রং মনকে আকর্ষণ করে। তারা এগিয়ে গেল। ল্যারি ক্যাথারিনের কোট খুলে দিল। ক্যাথারিন ঠান্ডায় কাঁপছে।

-তোমার কি শীত করছে?

-না।

-তুমি কি ড্রিংক নেবে?

-না।

হাতে হাত রাখল ল্যারি। এবার শুরু হল চুম্বন বৃষ্টি। ক্যাথারিনের হঠাৎ মনে হল, তার শরীরে বোধহয় আগুন লেগেছে। কোনো কথা না বলে ল্যারি তাকে বেডরুমে নিয়ে গেল। দুজনেই ধীরে ধীরে নিজেদের উন্মত্ত করল। বিছানাতে ক্যাথারিন শুয়ে আছে। সম্পূর্ণ নগ্নিকা। ল্যারি পাশে এসে বসল।

শুরু হল ভালোবাসাবাসির অবুঝ খেলা। ল্যারির আগ্রাসী হাত ক্যাথারিনের সমস্ত শরীরে খেলা করছে। সে যেন এক নতুন জগত আবিষ্কার করছে। এত আনন্দ? এত উত্তেজনা? শেষ অব্দি ল্যারি তার আঙুল ঢুকিয়ে দিল অভ্যন্তরে। ধীরে ধীরে খুলে দিল সবকিছু। এবার? এবার আবেদনের চরম মুহূর্ত।

ক্যাথি? আবেগে গলা বুজে আসছে।

কী যেন একটা হয়ে গেছে। সুখ এবং আনন্দ। দুজনেই চাইছে অতীতকে ভুলে যেতে।

ক্যাথারিন, বাধা দেবার চেষ্টা করল না।

শেষ অব্দি সে বলল- তুমি আমাকে ভুলে গেলে কেমন করে?

ব্যাপারটা আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন।

আবার দেখা হবে তো?

কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছে না।

ক্যাথি, তুমি একটা অন্য মেয়ে, পৃথিবীতে একা এবং অনন্যা, তুমি কি তা জানো?

ক্যাথি জবাব দিতে পারছে না- হ্যাঁ, একবার তার মনে হল। অ্যালিস কিংবা সুসান, মার্গারেট কিংবা লানা, সবাই কি ল্যারির কাছে অন্য জগতের বাসিন্দা।

-তোমার সাথে আমার যখন প্রথম দেখা হয়, তখন থেকেই আমি তোমাকে অনন্যা রূপসী হিসেবে মেনে এসেছি।

ক্যাথি ভাবল- সব মিথ্যে কথা। জানেত কিংবা ইভলিন, রুথ কিংবা জর্জিয়া, নামের পর নামের মিছিল।

ল্যারি বলল- ভীষণ খিদে পেয়েছে। তুমি কি জানো আমি কী খেতে ভালোবাসি?

-হ্যাঁ, আমি জানি।

তাহলে, এখনই শুরু হোক শরীর বিস্তারণ। কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছে না।

ল্যারি পা দুটো দুদিকে ফাঁক করে দিল। তার দণ্ডটা ঢুকিয়ে দিল। ক্যাথারিন সাহায্য করছে। ঝড় উঠেছে। এফুনি বৃষ্টি নামবে।

সবকিছু শেষ হয়ে গেল। ওরা পোশাক পরে নিল। গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি এগিয়ে চলেছে মেরিল্যান্ডের দিকে। এখানে একটা ছোট রেস্টুরেন্ট আছে। সেটা বেশি রাত অব্দি খোলা থাকে। কাঁকড়া আর শ্যাম্পেন।

পরদিন সকাল পাঁচটা ক্যাথারিন উইলিয়াম ফ্রেসারের নাম্বারে ফোন করল। অনেকক্ষণ ধরে রিং-এর আতঁনাদ। আশি মাইল দূরবর্তী কোনো একটা জায়গা থেকে।

বিলের ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর- হ্যালো।

-হ্যালো বিল, আমি ক্যাথারিন।

ক্যাথারিন, সমস্ত সন্ধ্যা জুড়ে আমি তোমাকে ফোন করেছি। তুমি কোথায়? ঠিক আছে তো?

আমি ভালো আছি। আমি মেরিল্যান্ডে আছি। ল্যারি ডগলাসের সাথে। এইমাত্র আমরা বিয়ে করলাম!

নোয়েলে, প্যারিস, ১৯৪১

০৮.

টাক মাথার ডিটেকটিভ তার ডেস্কে বসে আছেন। সিগারেট পুড়ছে। ভাঙা দাঁত। মনটা বিশেষ ভালো নেই। না, খবরগুলো সব ভুল হয়ে গেছে। মিস পেজের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছেন। এখন কী হবে ভাবতেই পারছেন না।

সুন্দরী কোনো মহিলা, আমার ক্লায়েন্ট হতে পারে কি? শুভ সন্ধ্যা মাদমোয়াজেল, বারবেড বললেন, ভেতরে আসুন।

মেয়েটি ঢুকে পড়ল, নোয়েলে, আহা, শরীরে মডেলের চিকনতা। খ্রিস্টিয়ান বারবেড তাকিয়ে থাকলেন। বললেন- বসুন। চেয়ার এগিয়ে দিলেন। ব্যান্ডি খাবেন? অন্য কিছু?

নোয়েলে কিছুই চাইল না। সে বলল- আপনার রিপোর্ট?

আঃ, খালি রিপোর্ট আর রিপোর্ট। বারবেড ভাবলেন- অনেক খবর আছে। প্রথম খবর, আপনার বন্ধু ক্যাপ্টেন হয়েছেন। তাকে অন্য একটা স্কোয়াড্রনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

-আর কিছু?

-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে এখন উনি আছেন।

ছুটিতে?

না, ওনাকে আর এ এফ থেকে বাতিল করা হয়েছে। উনি এখন ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি এয়ার ক্রপসের ক্যাপ্টেন।

নোয়েলে খবরটা শুনেছে। মুখের অভিব্যক্তি শূন্যতায় ভরা। বারবেড একটা কাগজ দিলেন। বললেন- এটা বোধহয় আপনার ভালো লাগবে।

নোয়েলে কাঁপছে। ক্লিপিংটা নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ থেকে আনা হয়েছে। ল্যারি ডগলাসের ছবি, তার বউয়ের ছবি। নোয়েলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। কী করবে বুঝতে পারছে না।

নোয়েলে বলল- ওয়াশিংটনে আপনার কোনো করসপনডেন্ট নেই? একজনকে রাখতেই হবে। প্রত্যেক সপ্তাহের ঘটনা আমাকে জানাতে হবে।

ঘর থেকে সে চলে গেল। খ্রিস্টিয়ান বারবেড একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছেন।

নোয়েলে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেল। বেডরুমে গেল। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এনভেলোপ থেকে কাগজের টুকরোটা বের করল। ভালো করে পড়ল। হ্যাঁ, ল্যারির ছবি। যেরকম মনে আছে, আর একটা ছবি, সেটা তো কোনো পত্রিকায় ছাপা হয় না।

নোয়েলে প্রতিদিন ল্যারির কথা ভেবেছে। ঘৃণা অথবা ভালোবাসা।

ল্যারির নববিবাহিতা বধূটি। হ্যাঁ, সুন্দরী, বয়স বেশি নয়। মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

শত্রুর মুখ, এমন একটা মুখ, যা মনটাকে নষ্ট করেছে।

নোয়েলে অনেকক্ষণ এই ফটোগ্রাফটির দিকে তাকিয়ে ছিল। বলতে গেলে সমস্ত সন্ধ্যাটা।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। আরমান্দ গটিয়ার বেডরুমে প্রবেশ করেছেন। নোয়েলে তাকে বাইরে যেতে বলেছে। তিনি বাইরে বসে আছেন— ড্রয়িংরুমে। বুঝতেই পারছেন, আজ নায়িকার মন ভালো নেই।

শেষ পর্যন্ত নোয়েলে বিছানা থেকে উঠল। না, তাকে তো আবার বেঁচে থাকতেই হবে।

থিয়েটার শেষ হয়ে গেছে। নোয়েলে গটিয়ারের কাছে চলে এল। ভালোবাসার অভিনয় করল।

সমস্ত রাতে সে কর্নেল মুলারের স্বপ্ন দেখেছিল। আলবিনো গেস্টাপো। জীবনটা তছনছ করে দিতে চাইছে। ল্যারির কথা মনে পড়ে গেল। ল্যারির মুখ। নোয়েলের সমস্ত শরীরে শীতল ঘামের শিহরণ। হৃদয়ের গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়েছে। সে বেডসাইড ল্যাম্পটা বন্ধ করে দিল। সিগারেট ধরাল। একগাদা ছবি হেঁটে চলেছে। ইসরায়েল কাটজ কেমন আছেন?

একটা পা কেটে দেওয়া হয়েছিল, তীক্ষ্ণ কুঠার দিয়ে। মানুষটার এত শক্তি?

নোয়েলে জানে না, গেস্টাপো তাকে গ্রেপ্তার করবে কিনা। এটা কি স্বপ্ন? ভয়ের উচ্চারণ? ইসরায়েল কাটজ কি কোনো সাহায্য করতে পারবেন?

নোয়েলে অনেকক্ষণ বিছানাতে শুয়ে থাকল। হা, ওই ভদ্রলোক আমার জীবনে একটা বড়ো সাহায্য করেছিলেন। ল্যারির বেবিকে আমি হত্যা করেছি। আমি চাকরি করছি, এর অন্তরালেও ইসরায়েলের হাত আছে।

নোয়েলে ভাবল, সময় হলে ইসরায়েল নিশ্চয়ই আবার সাহায্য করবেন।

নোয়েলের সামনে এখন সমস্যার পাহাড়। কর্নেল মুলার তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। স্বপ্নটা ভেঙে গেল। ইসরায়েল কাটজকে কি প্যারিসের বাইরে নিয়ে যাওয়া

হচ্ছে। কিন্তু কীভাবে? সবকটা পথ বন্ধ। নাজিরা চারপাশে পাহারা দিচ্ছে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কেমন করে করা হবে।

আরমান্দ গটিয়ারের মনটা ভালো নেই। নাজিরা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ শানাতে পারে। কর্নেল মুলার এবং জেনারেল সিডার, এই দুজনে মিলে প্যারিসের বুকে নরকের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নোয়েলের স্বপ্নটা সফল হল কি? সে আর আরমান গটিয়ার একটা পার্টিতে গিয়েছিল। সেলসি রোকাস এই পার্টিটা ডেকেছিলেন। শিল্প ও সংগীতের এক পৃষ্ঠপোষক। অনেকে সেখানে এসেছিলেন, বিশিষ্ট ব্যাঙ্কাররা, শিল্পীরা, রাজনৈতিক নেতারা। শহরের সেরা সুন্দরীরা। নোয়েলের মনে হল, সে এখানে একেবারেই বেমানান।

এবার ডিনারের ঘোষণা করা হবে। মিনিট পনেরো বাকি আছে। দরজা ঠেলে কে যেন ঢুকে পড়ল। তার সমস্যা সমাধান হতে চলেছে। সে চলে গেল লেসলির কাছে।

বলল- ডারলিং, আমাকে অ্যালবার্ট টেলরের পাশে বসতে দেবেন?

অ্যালবার্ট টেলর হলেন ফরাসি দেশের সবথেকে নামকরা চিত্রনাট্যকার। বছর ষাট বয়স হয়েছে, চুলের রং সাদা। কাঁধ এখনও যথেষ্ট দৃঢ়। ফরাসিরা এত উচ্চতা বিশিষ্ট হয় না।

তিনি যে কোনো জনতার মধ্যে নিজেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারেন। চোখ দুটো সবসময় ঘুরছে, কোনো কিছুর সন্ধান করছেন বুঝি।

তাঁর নতুন নাটকে নোয়েলে যদি প্রধান অভিনেত্রী হয়, তা হলে তিনি খুবই খুশি হবেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডুলিপির একটা কপি পাঠানো হয়েছে। ডিনারের আসর।

নোয়েলে বলল- আপনার নতুন নাটকটা পড়লাম অ্যালবার্ট। দারুণ হয়েছে।

মুখে উজ্জ্বলতা- আপনি অভিনয় করবেন তো?

নোয়েলে হাতে হাত রাখে- হ্যাঁ, আমি করব। আরমাল আমাকে আর একটা নাটকের দায়িত্ব দিয়েছে।

ভদ্রলোকের মুখে ঘৃণা- তাহলে? আমরা সারদিন কাজ করতে পারব।

-হ্যাঁ, আপনার সাহচর্য আমার ভালো লাগবে। আপনার লেখার আমি দারুণ ভক্ত। আমি বুঝতে পারি না, কীভাবে আপনারা মানুষের মনের কথাকে লিখতে পারেন।

কাঁধে ঝাঁকানি- যেভাবে আপনি অভিনয় করেন, এটা হল আমাদের ব্যবসা। এভাবেই আমরা জীবিকা সংগ্রহ করে থাকি।

-না, এটাকে পেশা বলবেন না। এটা একটা অলৌকিক ক্ষমতা।

মুখে হাসি আমি জানি, আমি লেখার চেষ্টা করেছি।

সত্যি।

-কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়েছি। নোয়েলে বড়ো করে নিঃশ্বাস ফেলল। সে অ্যালবার্ট টেলরের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দিল। স্বর নামিয়ে আনল। আমার হিরোইন তার প্রেমিককে বাইরে নিয়ে যেতে চাইছে। নাজিরা ওই প্রেমিককে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তার মানে? ব্যাপারটা সহজেই সমাধান করা যায়। লোকটাকে জার্মান ইউনিফর্ম পরিয়ে দিন। সে গটগট করে হেঁটে যাবে।

না, তা সম্ভব নয়। সে আহত এবং অসুস্থ। তার একটা পা নেই, সে হাঁটতে পারে না।

অনেকক্ষণ চিন্তা। তারপর উত্তর-সাইন নদীর ওপরে একটা বাঁধ ভেসে যাবে।

-আচ্ছা বলুন।

প্যারিস থেকে যেসব জাহাজ অথবা বাস যাচ্ছে, সেগুলোর ওপর নজর রাখা হচ্ছে কি?

হা।

-তাহলে নাজিদের সাহায্য নিতে হবে।

কীভাবে?

-আপনার হিরোইন, সে কি খুব সুন্দরী?

-হ্যাঁ।

-তাহলে আপনার হিরোইনকে একটা জার্মান পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। উঁচু পদের মানুষ। এটা কি সম্ভব?

নোয়েলের দিকে উনি আবার তাকালেন।

নোয়েলে বলল- হতে পারে।

তাহলে? অফিসারের সঙ্গে প্রেমের খেলা। ভালোবাসার লটকা-লটকি। সপ্তাহের শেষে প্যারিসের বাইরে তারা কোথাও চলে যাবে। হিরোর বন্ধুরা তাকে গাড়ির ডিকিতে লুকিয়ে রাখবে। অফিসারের গাড়ি। পুলিশ সহজে নজর দেবে না।

যদি এটা বন্ধ থাকে, তাহলে?

অ্যালবার্ট টেলর ওয়াইনে মুখ দিলেন। ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলেন। বললেন, না, সাধারণত তা হয় না।

আরও পাঁচ মিনিট নোয়েলের সঙ্গে কথা বললেন। কণ্ঠস্বর খুবই চাপা। কথা শেষ হয়ে গেল। বললেন- শুভ ভাগ্য। আশা করি আমার বুদ্ধিটা কাজে দেবে।

তারপর তিনি নোয়েলের দিকে আর ফিরেও তাকাননি।

পরের দিন সকালবেলা, নোয়েলে জেনারেল সিডারকে ফোন করল। সুইচবোর্ডে অপারেটরের গলা। কিছুক্ষণ বাদে নোয়েলে সঠিক জায়গাতে পৌঁছাতে পারল।

-কে জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন?

নোয়েলে পেজ।

-আমি দুঃখিত। জেনারেল এখন কনফারেন্স করছেন। তাকে বিরক্ত করা যাবে না।

-কিছুক্ষণ বাদে আমি ফোন করতে পারি কি?

-আজ সারদিন ধরে তারে কনফারেন্স আছে। আপনি একটা চিঠি লিখে আপনার মনের কথা খুলে বলুন।

নোয়েলে ভাবল, চিঠি দিয়ে কী লাভ? সে বলল- ঠিক আছে, ওনাকে বলবেন, আমি ফোন করেছিলাম।

এক ঘণ্টা বাদে ফোনটা চিৎকার করতে শুরু করেছে আমাকে ক্ষমা করো, ওরা বুঝতেই পারেনি। তোমার একটা ফোনের মূল্য আমার কাছে কতখানি।

-আমারও ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি জানি, আপনি খুবই ব্যস্ত।

-তোমার জন্য কী করব?

-ডিনারে কী বলেছিলেন মনে আছে?

-হ্যাঁ।

-আমি অনেক কিছু ভাবছি। অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি হানস। আপনাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।

-আজ রাতে একসঙ্গে ডিনার খাবে?

কণ্ঠস্বরে জেগেছে কৌতূহল। প্যারিসে নয়, আমরা অন্য কোথাও যাব। প্যারিস থেকে কিছুটা দূরে।

-কোথায়?

-কোনো একটা বিশেষ জায়গায়। আপনি কি এটরাটাট গেছেন?

না।

-একটা ছোট গ্রাম। একশো কিলোমিটার দূরে। লে হারের কাছে। ওখানে একটা পুরোনো সরাইখানা আছে।

ব্যাপারটা সত্যি ভালো লাগছে নোয়েলে। কিন্তু আমি এখন যাব কী করে? আমি তো একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাঝখানে।

-ঠিক আছে, আজকে নয়, অন্য একদিন।

-আচ্ছা। কবে তোমার সুযোগ ও সময় হবে?

শনিবার, সন্ধ্যাবেলা শো-এর পর।

-আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব। আমরা এরোপ্লেনে যাব?

-না, আমরা ড্রাইভ করব। এটা ভারী সুন্দর।

-ঠিক আছে, আমি থিয়েটার থেকে তোমাকে তুলে নেব।

-আমি বাড়িতে আসব। পোশাক পালটাব। অ্যাপার্টমেন্টে আসবেন। ঠিক আছে?

-ঠিক আছে সুন্দরী তোমার যা ইচ্ছে। তাহলে শনিবার সন্ধ্যাবেলা দেখা হবে।

নোয়েলে বলল- আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ফরাসি দেশের সবথেকে বুদ্ধিমান মানুষ এই পরিকল্পনাটা করেছেন।

নোয়েলে তার অ্যাপার্টমেন্টের এনট্রান্সের বাইরে চলে এল। লাউঞ্জে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় সে যেন খবরের কাগজ পড়ছে। শীতের বাতাস। সবকিছু কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

লোকটি হঠাৎ লম্বা হয়ে দাঁড়াল।

নোয়েলের অভিনয় শেষ হয়েছে, কর্নেল মুলার ব্যাকস্টেজে দাঁড়িয়ে আছেন। নোয়েলের মনে একটা আতঙ্কের পরিবেশ। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। দেরী করা চলবে না।

—আমি সামনে থেকে আপনার অভিনয় দেখলাম ফয়লিন পেজ, প্রতিটি রজনীতে আপনি আরও উন্নতি করছেন।

কর্নেল মুলারের কণ্ঠস্বর, গলার ভেতর কোমলতা এবং তীক্ষ্ণতার সুর।

—আপনাকে ধন্যবাদ কর্নেল, আমি পোশাক পাল্টে আসছি, কেমন?

নোয়েলে ড্রেসিং রুমের ভেতর ঢুকে গেল। কর্নেল তাকে অনুসরণ করছেন।

সে আর একটু ভেতরে গেল। টেকো অ্যালবিনো কর্নেল পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এরপর তিনি আর্মচেয়ারে বসলেন। নোয়েলে একটু কী যেন ভাবল, সামনেই পোশাক পাল্টাতে শুরু করল। সে জানে, কর্নেল সমকামী, এটাই হয়েছে সমস্যা, তার সবথেকে দামী অস্ত্রটা সে ব্যবহার করতে পারছে না। তার যৌনতা।

-আমার কানে একটা চড়াই কিচিরমিচির করছে, কর্নেল মুলার বললেন, সে আজ রাতে পালাবার চেষ্টা করবে।

নোয়েলের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই, মেকাপ তুলতে : তুলতে সে কিছু বলার চেষ্টা করল- কেআজ পালাবে?

আপনার বন্ধু ইসরায়েল কাটজ।

নোয়েলে হতভম্ব। সব কথা মনে পড়ে গেল বুঝি। এতই বোকা সে, ব্রেসিয়ারটা পর্যন্ত খুলে ফেলল।

-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ও মনে পড়েছে, সেই অল্প বয়সী ইনটান, যে কয়েক মাস আগে আমাকে নিউমোনিয়া থেকে সারিয়েছিল।

-শুধু নিউমোনিয়া নয়, গর্ভপাতেও সাহায্য করেছিল।

কর্নেলের কণ্ঠস্বর, আগের মতো নিস্পৃহ এবং নিরাপত্তাহীন।

নোয়েলে অবাক হয়ে গেছে। জার্মানরা এত শক্তিশালী? পেটের খবর জানল কী করে?

চলচ্চিত্র শুরু হয়ে গেছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ পরিণতি জানা যাবে। ইসরায়েল কাটজ হয় জীবিত, অথবা মৃত কোনটা ঘটবে?

কর্নেল মুলার বললেন আপনি বলছেন, কয়েক সপ্তাহ আগে কাটজের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কাফেতে, তাই তো?

না, কর্নেল আমি এমন কথা কখনও বলিনি।

কর্নেল নোয়েলের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন- ভালো জিনিস আমারও ভালো লাগে। কিন্তু আপনাকে ধ্বংস করতে হাত কাঁপবে আমার।

কর্নেল মুলার আবার তাকালেন। কেটে কেটে বললেন- ফয়লিন, আমি আপনাকে সাংঘাতিক শিক্ষা দেব। আর সেটা আমি তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করব। একটু বাদে তিনি বললেন, জেনারেল সিডারকে বলেছি এই অভিযানটা বন্ধ রাখতে।

নোয়েলের মনে হল, এবার সত্যি বুঝি সে মরে যাবে- কর্নেলরা বুঝি জেনারেলদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে?

-না, এক্ষেত্রে করবে না, কর্নেল মুলার বললেন, জেনারেল সিডার তার অভিযান বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন। নোয়েলের হৃৎপিণ্ড তখনও ধুকধুক করে এগিয়ে চলেছে। সে সোনার ঘড়িটার দিকে তাকাল। পোশাক পরতে শুরু করল।

এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, বিশ্বস্ত গুপ্তচর মারফত খবর পেয়েছে- জেনারেল সিডার এখন তার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে আসছেন। গুপ্তচরের কণ্ঠস্বরে কাঁপুনি।

গাড়িতে ড্রাইভার আছে?

না, মাদমোয়াজেল, এই উনি এসে পড়লেন বলে।

নোয়েলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। বেডরুমে চলে গেল। লাগেজ গুলো পরীক্ষা করল। কোথাও যেন কোনো ভুল না হয়। ডোরবেলের শব্দ। নোয়েলে লিভিংরুমে গেল। দরজাটা খুলে দিল।

করিডরে জেনারেল সিডার দাঁড়িয়ে আছেন। তার ড্রাইভার, এক অল্পবয়সী ক্যাপ্টেন পেছনে। সিডারকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। চারকোল রঙের স্যুট পরেছেন। হালকা নীল শার্ট, কালো টাই।

শুভ সন্ধ্যা।

তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

নোয়েলে বলল- আমার ব্যাগ বেডরুমে আছে।

ধন্যবাদ ফয়লিন, ক্যাপ্টেন ড্রাইভার বলল। সে বেডরুমে ঢুকে গেল।

সারাদিন আমি তোমার কথাই ভেবেছি, জেনারেল সিডার বললেন। ফোন করিনি, ভেবেছি, তুমি যদি মত পাল্টাও।

-আমি আমার শপথ রাখতে চেষ্টা করি।

ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এসেছে। একহাতে মেকাপ কেস, অন্যহাতে ওভারনাইট ব্যাগ।

সে জিজ্ঞাসা করল আর কিছু আছে।

নোয়েলে বলল- না, আর কিছু নেই। নোয়েলে আর কিছু বলতে চাইল, একটু ড্রিস্ক করলে কেমন হয়? যাবার আগে মনটা তরতাজা হবে।

সে শ্যাম্পেন নিয়ে এল। কিছুটা বরফ আনল।

জেনারেল বললেন আমি বানাচ্ছি।

-কীজন্য আমাদের এই পান উৎসব?

হাসতে হাসতে নোয়েল বলল- অভিযান এটরাটাট।

গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি। পান শুরু হল। নোয়েলে তার গ্লাস নামিয়ে রাখল। রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। জেনারেল কথা বলছেন। নোয়েলে কিছুই শুনছে না। নীচে কী ঘটছে, সে কথাই নোয়েলে চিন্তা করছে। এখন তাকে আরও সাবধানী হতে হবে। তার অভিব্যক্তির মধ্যে একটা কাঠিন্য আনতে হবে।

কী চিন্তা করছ?

-কিছুই না।

তুমি আমার কথা শুনছ না?

-আমি অন্য কিছু ভাবছিলাম কি? ভাবছি এই অভিযানটা কেমন হবে?

-তোমার আচরণ আমাকে অবাক করে দেয়।

-সব মেয়েরাই তো রহস্যের রত্নখনি।

-না, ওদের কেউ তোমার মতো না। তুমি অসাধারণ রূপবতী, আবার তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।

-হানস, আপনি কি দুঃখিত?

-না-না, আমি ভাবছি, দিনগুলো কেমন ভাবে কাটবে? একটা রোমান্টিক অভিযান।

-আর কিছু বলবেন কি?

-না, আমি সমস্যার সমাধান করতে ভালোবাসি, এবার আমি তোমাকে সমাধান করব।

কাঁধে কাঁকুনি দিয়ে নোয়েলে বলল- সমাধান হয়ে গেলে জীবনটা পানসে হয়ে যায় নাকি?

জেনারেল গ্লাস নামিয়ে রেখে বললেন এবার আমরা বেরোব, তাই তো?

নোয়েল খালি শ্যামপেনের গ্লাসগুলো হাতে নিল। বলল- এগুলো সিন্কে রেখে আসছি।

সে কিচেনের মধ্যে চলে গেল। তার নিতম্বের গতি এবং চঞ্চলতা জেনারেলকে অবাধ্য করে তুলেছে। এমন একটি মেয়ে, দেখা যাক, অথচ কর্নেল মুলার বলেছিলেন যে, এই অভিযানটা বাতিল করতে। রাইকের মহামান্য অধিপতি, কর্নেল মুলার বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছেন না।

নোয়েলে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল। তার মুখে বিরক্তি এবং উদ্বেগের ছাপ আপনার ড্রাইভার কটা ব্যাগ নিয়ে গেছে?

দুটো।

-হায়, ভুল হয়ে গেছে, আর একটা কেস পড়ে আছে।

নোয়েলে টেলিফোনের দিকে গেল। বলল- জেনারেলের ড্রাইভারকে একবার আসতে বলো তো।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

জেনারেল বললেন- যদি আমাকে খুশি করতে চাও, তাহলে বেশি পোশাক নিয়ো না কিন্তু।

আরমান্দ গটিয়ারের একটা ছবি, দেওয়ালে টাঙানো, পিয়ানো বাজাচ্ছেন।

জেনারেল জানতে চাইলেন আরমান গটিয়ার কি জানেন, তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছে।

-হা, নোয়েলে নির্ভেজাল মিথ্যে বলল।

ডোরবেলের শব্দ। নোয়েলে দরজাটা খুলে দিল। ক্যাপ্টেন জানতে চাইল- মনে হচ্ছে, আর একটা ব্যাগ রয়ে গেছে।

-হ্যাঁ, নোয়েলে বলল, ওটা বেডরুমে আছে।

ক্যাপ্টেন বেডরুমে ঢুকে গেল।

জেনারেল জানতে চাইলেন- আমরা কবে বাড়িতে ফিরব?

নোয়েলে বলল- আমি তো অনেকদিন থাকতে রাজী আছি। কিন্তু সোমবার বিকেলের মধ্যে ফিরতেই হবে। অর্থাৎ আমাদের হাতে দুদিন থাকবে।

ক্যাপ্টেন বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল- ক্ষমা করবেন ফয়লিন, সুটকেসটা কেমন দেখতে?

–বিরাত আকারের, নীল রঙের। নোয়েলে বলল, সে জেনারেলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একটা নতুন গাউন কিনেছি। সেটা ওখানেই ভাঙব।

প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন সে, হাসি দিয়ে উদ্বিগ্ন ঢাকার চেষ্টা করছে।

ক্যাপ্টেন আবার ফিরে এল আমি দুঃখিত, আমি ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না।

নোয়েলে বলল– আমি দেখছি, সে বেডরুমে পৌঁছে গেল। ক্লোসেটগুলো খুলে খুলে দেখতে থাকল।

–বোকা কাজের মেয়েটা বোধহয় এটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তারা তিনজন ক্লোসেট দেখছে। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ব্যাগটাকে পেলেন।

বললেন– এটা তো ফাঁকা বলে মনে হচ্ছে।

নোয়েলে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা খুলল। তারপর বলল– ইস, মেয়েটা কী বোকা। আমার নতুন ড্রেসটা ও বোধহয় অন্য পোশাকের মধ্যে খুঁজে দিয়েছে। ওটা বোধহয় একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জেনারেল হাসলেন, নোয়েলেকে ভারী ভালো লাগছে তার।

নোয়েলে বলল– ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠছি আমি, মনে হচ্ছে আমি যেন স্কুল কিশোরী।

এবার যেতে হবে, জেনারেল তাড়া দিলেন। তা না হলে ঠিক সময়ে পৌঁছোনো যাবে না।

ওরা লবিতে নেমে এসেছে। সেই কমরেড তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ চকের মতো সাদা। নোয়েলের মনে হল, কিছু একটা ভুল হয়ত হয়েছে। সে ওই লোকটির দিকে তাকাল। কোনো সংকেত? লোকটির কিছু বলার আগেই জেনারেল নোয়েলের হাতে হাত রাখলেন। অতি দ্রুত বাইরে চলে এলেন।

লিমুজিনটা দরজার সামনে দাঁড় করানো। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। ড্রাইভার দরজাটা খুলে দিল। নোয়েলে ঢুকে পড়ল। লবির দিকে তাকাল। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে না, পরিকল্পনাটা সফল হল কিনা-এই উত্তেজনাটা বহন করাই কষ্টকর।

জেনারেল জানতে চাইলেন- তুমি ঠিক আছে তো?

নোয়েলের হাত-পা কাঁপছে, সে তবুও হাসার চেষ্টা করছে।

নোয়েলে বলল- একজন বন্ধু আমাকে ফোন করবে। ওর জন্য একটা মেসেজ রেখে আসতে হবে।

ভেতরে যাবার চেষ্টা করছিল, জেনারেল তার হাতে হাত রেখে বললেন- অনেক দেরী হয়ে গেছে সোনামনি। এখন থেকে তুমি শুধু আমার কথাই ভাববে।

গাড়িটা চলতে শুরু করল।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, কালো মার্সিডিজ এসে থামল। কর্নেল মুলার নামলেন, গেস্টাপোর আর দুজন প্রতিনিধি।

গুপ্তচর বলল- ওরা চলে গেছেন।

কর্নেল চিৎকার করলেন কোনদিকে? সঙ্গে কে ছিল?

ফয়লিন পেজ।

-এবার কী হবে? কর্নেল জানতে চাইলেন।

গুপ্তচর বলল- মঁসিয়ে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মেয়েটি এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

-কোথায় যাবে কিছু শুনেছ?

-না মঁসিয়ে, মাদমোয়াজেল পেজ সেটা আমাকে বলেননি। লোকটা হাসছে।

কর্নেল ওই বুড়ো লোকটির দিকে তাকালেন। বললেন- ওরা নিশ্চয়ই বেশি দূর যেতে পারবে না।

এখন রাস্তায় খুব একটা গাড়ি থাকে না। হু-হু করে লিমুজিন ছুটে চলেছে। ওয়েস্ট রোড ধরে। প্যারিসকে টা-টা গুডবাই করে। মারসেইলের পাশ দিয়ে মানটাসকে এড়িয়ে। শেষ অব্দি গাড়িটা ভিসিতে এসে পৌঁছোল।

নোয়েলের মনে হল, এখনও অলৌকিক ঘটনা ঘটে। প্যারিস থেকে তারা বাইরে বেরিয়ে এল, অথচ কোনো জায়গায় গাড়িটাকে পরীক্ষা করা হল না।

বলতে না বলতে একটা গাড়ি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর্মি লেফটেন্যান্ট গাড়ি থেকে নেমে এলেন। বললেন- আপনার স্বীকৃতিপত্র দেখাবেন।

জেনারেল সিডারের মুখ রাগে থমথম করছে। তিনি বললেন- আমি জেনারেল সিডার। এখানে এসব কী নাটক হচ্ছে?

লেফটেন্যান্ট বললেন- জেনারেল, আমি জানতাম না, এটা আপনার গাড়ি।

জেনারেলের চোখে রাগ কী হচ্ছে এখানে?

-আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, প্যারিস থেকে যেসব গাড়ি বাইরে যাচ্ছে, সেগুলো তল্লাশি করতে। সব কটা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

জেনারেল নোয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন- গেস্টাপোর নিকুচি করেছে। সোনা, আমি দুঃখিত।

নোয়েলের মনে হল, তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কী হবে এখন?

সে জানে, ট্রাক্টের ভেতর কী আছে। যদি পরিকল্পনাটা কাজ করে থাকে ইসরায়েল কাটজ সেখানে লুকিয়ে আছেন। এফুনি তাকে ধরে ফেলা হবে। আমাকেও বন্দী হতে হবে।

জার্মান লেফটেন্যান্ট ড্রাইভারের দিকে তাকালেন।

লাগেজ কমপার্টমেন্টটা এখনই খুলতে হবে।

লাগেজ ছাড়া ওখানে আর কিছু নেই, ক্যাপ্টেন বলল, আমি নিজে হাতে তুলেছি।

ক্যাপ্টেন আমি দুঃখিত, আমার ওপর এই ধরনের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ড্রাইভার দরজাটা খুলে দিল। সামনে এসে দাঁড়াল। নোয়েলের মন এখন কাজ করতে শুরু করেছে। এখনই কিছু একটা করতে হবে। সে জেনারেলের দিকে তাকাল।

—হানস, আমরা কি এখান থেকে নেমে যাব? আমাদেরও কি পরীক্ষা করা হবে?

রাগে তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

জেনারেলের কণ্ঠস্বরে গাঙ্গীর্ষ তিনি বললেন, ড্রাইভার তুমি গাড়িতে চলে এসো।

লেফটেন্যান্টের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন- আপনি কি জানেন? এসব আদেশগুলো জার্মান আর্মি জেনারেলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? আমি কখনও লেফটেন্যান্টের কাছ থেকে কোনো অর্ডার শুনব না। রাস্তাটা খালি করে দিন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেলের রাগী মুখের দিকে তাকালেন। বললেন- ইয়েস জেনারেল সিডার, আমি তাই করছি।

গাড়ি এগিয়ে চলল। নোয়েলে একটু শান্তি পেল। সমস্যাটা কেটে গেছে। ইসরায়েল কাটজ কি ট্রান্স্কেসের মধ্যে আছেন? এখনও বেঁচে আছেন কি?

জেনারেল নোয়েলের দিকে তাকালেন, এখনও রাগ ঝরে পড়ছে তার চোখ থেকে। তিনি বললেন আমি দুঃখিত, এটা অদ্ভুত যুদ্ধ। গেস্টাপোদের মনে করে দেওয়া উচিত, যুদ্ধ চালায় সৈনিকেরা।

এবং সৈনিকদের চালায় আপনার মতো জেনারেলরা।

-ঠিকই বলেছ, সৈনিকদের মাথায় আছে জেনারেলরা। চলো, আমি ফিরে এসে কর্নেল মুলারকে উচিত শিক্ষা দেব।

.

দশ মিনিট কেটে গেছে। গেস্টাপো হেডকোয়ার্টারে ফোন এল।

-গাড়িটা চলে গেছে, লেফটেন্যান্ট খবর দিলেন।

-কতক্ষণ আগে?

অফিসার জানতে চাইলেন।

দশ মিনিট।

-গাড়িটা পরীক্ষা করেছিলে?

লেফটেন্যান্ট বললেন- না স্যার, জেনারেল অনুমতি দেননি।

-কোন দিকে যেতে পারে বলে অনুমান।

লেফটেন্যান্ট আমতা আমতা করে বলতে থাকেন, রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। অন্যটি রুয়েনের দিকে। আমি বুঝতে পারছি না, গাড়িটা কোন পথে যাবে।

কাল সকাল নটায় গেস্টাপো হেডকোয়ার্টারে এসে রিপোর্ট করো, কেমন?

লেফটেন্যান্ট বললেন- ঠিক আছে তাই করব।

কর্নেল মুলার বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন আমার গাড়িটা এখনই বের করো। আজ রাতে আরশোলা অভিযানে বের হতে হবে।

লে হাবরে রাস্তাটা ভারী সুন্দর। সাইন নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। দূরে ছোটোখাটো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। উর্বর কৃষিক্ষেত্র।

লিমুজিনে গা এলিয়ে দিয়েছে নোয়েলে। জেনারেল সিডার গল্প করছেন। ফেলে আসা-দিন যাপনের গল্পকথা।

-ব্রিটিশরা, অদ্ভুত জাতি, তিনি বললেন, শান্তির সময় তাদের সাথে কথা বলা যায় না। যুদ্ধবাজদের দ্বারাই তারা নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে। তুমি কি জানো? একজন ব্রিটিশ নাবিক কখন সবথেকে বেশি খুশি হয়? যখন জাহাজটা ডোবে।

লে হাবরেতে তারা পৌঁছে গেল। সকাল হতে আর বেশি বাকি নেই। এরপরেই এটাটাট।

আমরা কি একটু থামব? ভীষণ খিদে পেয়েছে।

সিডার মাথা নাড়লেন ঠিক আছে, যে রেস্টুরেন্টগুলো সারা রাত খোলা থাকে, সেখানে ঢু মারতে হবে।

-কিছু একটা এখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। নোয়েলে মন্তব্য করল।

ক্যাপ্টেন জলের ধারে গাড়িটাকে দাঁড় করাল।

নোয়েলে বেরিয়ে এল। জেনারেল তাকে অনুসরণ করলেন।

ডক কর্মীদের জন্য এটা সারারাত খুলে রাখা হয়। নোয়েলে বলল।

মোটরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মেকানিকরা কাজ করছে। নোয়েলের মনে হচ্ছে, পেটের ভেতর যেন কেমন একটা অস্বস্তি। সে জেনারেল সিডারের দিকে তাকাল। তারা রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে গেল।

নোয়েলে বলল- আপনার ড্রাইভার কফি খাবে না?

না, সে গাড়িতে থাকুক।

যে করেই হোক ড্রাইভারকে গাড়ি থেকে নামাতে হবে। না হলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এখন নোয়েলে কী করবে।

তারা কাফেতে চলে গেল। হঠাৎ নোয়েলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। যন্ত্রণায় কাঁকিয়ে উঠল। জেনারেল এগিয়ে এলেন। তার শরীরটাকে তুলে ধরলেন। প্রশ্ন করলেন- তুমি ঠিক আছো?

ড্রাইভার ছুটে এসেছে।

-আমি দুঃখিত। পায়ে ভীষণ লেগেছে। মনে হচ্ছে গোড়ালিটা বোধহয় ভেঙে গেছে।

জেনারেল গোড়ালিতে হাত দিলেন। হা, কিন্তু কোথায়? এখানে তো কোনো ফোলা দাগ নেই। হঠাৎ টান পড়েছিল। তুমি কি দাঁড়াতে পারবে?

না, আমি পারব না।

ড্রাইভার এসে গেছে। দুজনে মিলে নোয়েলেকে কোলে তুলে নিলেন। নোয়েলে কোন মতে সামনে একটা পা ফেলল। আঃ, ভীষণ ব্যথা করছে।

সে বলল- আমি দুঃখিত, হয়তো বসতে পারব।

-ঠিক আছে, তোমাকে ওখানে বসিয়ে দিচ্ছি। জেনারেল সিডার বললেন। টেবিলের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

দুদিকে দুই পুরুষ, কোনো রকমে নোয়েলে হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝেই সে গাড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। না, কিছুই ঘটছে না।

জেনারেল জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি একা যেতে পারবে তো?

-হ্যাঁ, আমি পৌঁছে যাব।

কর্নার টেবিলের ওপর তাকে বসানো হল। চেয়ার এনে দেওয়া হল।

জেনারেল প্রশ্ন করলেন- খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

-অল্প অল্প, ভয় নেই হানস, এই অভিযানটা আমি নষ্ট হতে দেব না।

যখন নোয়েলে এবং জেনারেল হানস কাফেতে বসেছিলেন, তখন মুলার তার দুজন লোক নিয়ে লে হাবরেতে পৌঁছে গেছেন। পুলিশ স্টেশনের বড়োবাবুকে ঘুম থেকে টেনে তোলা হল। জানা গেল, জেনারেলের পাশে আর একটা মস্ত বড়ো গাড়িকে থমকে থেমে দাঁড়াতে দেখা গেছে। ওয়াটার ফ্রন্টের পাশেই গাড়িটা পার্ক করা আছে।

কর্নেল মুলারের গালভরা হাসি। আমাকে এখনই সেখানে নিয়ে চল।

গেস্টাপো অটোমোবাইল এগিয়ে আসছে। নোয়েলে দেখতে পেল। থরথর করে কাঁপতে থাকল সে। সে বলল

কী হয়েছে?

-আমি বুঝতে পারছি না। সিডার বললেন, তিনি লিমুজিনের দিকে হেঁটে গেলেন। নোয়েলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে।

এখানে আপনারা কী করছেন? জেনারেল কর্নেল মুলারের কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করলেন।

-আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। আমি আপনার গাড়ির ট্রান্সটা একবার দেখব।

লাগেজ ছাড়া কিছুই নেই।

নোয়েলে সেখানে পৌঁছে গেছে। সে কথোপকথন শুনতে পেল। জেনারেল এবং গেস্টাপোর লোকেরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

-জেনারেল, আমি জানি, ওখানে এক এমন লোক বসে আছে, যে থার্ডরাইকের সবথেকে বড়ো শত্রু। আপনার ওই বান্ধবী হল লোকটির সহকারিণী।

জেনারেল দীর্ঘক্ষণ তাকালেন। তারপর নোয়েলের মুখের দিকে দেখলেন।

নোয়েলে বলল- উনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

জেনারেল নোয়েলের গোড়ালির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন- ঠিক আছে, এটা খোলা হোক।

ট্রান্সটা তোলা হল। নোয়েলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কী আশ্চর্য, এখানে কেউ নেই?

ড্রাইভার চিৎকার করল- কেউ সব লাগেজ নিয়ে চলে গেছে।

কর্নেল মুলারের মুখ সাদা হয়ে গেছে তার মানে? লোকটা পালিয়ে গেছে।

জেনারেল জানতে চাইলেন কে?

—লে কাফার্ড, কর্নেল মুলার বললেন। ইসরায়েল কাটজের আসল নাম। সে প্যারিস থেকে এখানে এসেছে ওই ট্রাক্সের মধ্যে বসে।

জেনারেল চিৎকার করলেন ব্যাপারটা অসম্ভব। এই ট্রাক্সটা বন্ধ করা ছিল। লোকটা মরে যেত।

কর্নেল মুলার ট্রাক্সটাকে দেখলেন। তার একজন লোককে বললেন, তুমি ভেতরে যাও লোকটা ট্রাক্সের ভেতর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। কর্নেল ডালাটা ফেলে দিলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। চার মিনিট কেটে গেল। তারা সকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যেকের মনে নিজস্ব চিন্তা। নোয়েলের কাছে মনে হল, সময়টা বোধহয় অনন্ত।

কর্নেল মুলার ট্রাক্সের ঢাকনা খুলে দিলেন। লোকটা অচেতন্য হয়ে পড়েছে।

জেনারেল সিডার কর্নেলের দিকে তাকালেন। মুখে সুখের অভিব্যক্তি কী, এখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে? তাহলে আপনি বলছেন, ওই মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এবার বলুন আপনার জন্য আমি কী করতে পারি কর্নেল।

গেস্টাপো অফিসার অসহায় হয়ে মাথা নাড়লেন। তাঁর শরীরে রাগ এবং হতাশার চিহ্ন।

জেনারেল সিডার তার ড্রাইভারকে বললেন— চলো, আমরা এগিয়ে যাব।

নোয়েলে তখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে এটরাটাটের দিকে।

কর্নেল মুলার দাঁড়িয়ে আছেন। ওয়াটারফ্রন্টের কাছে। না, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

পরের দিন বিকেলবেলা অক্সিজেন ট্র্যাকের একটা খালি বোতল পাওয়া গেল। সেটা পড়ে আছে, ব্যবহার করা হয় না এমন একটা ওয়ার হাউসের মধ্যে।

নোয়েলে আর জেনারেল সিডার সপ্তাহ শেষের ছুটিতে দারুণ কাটালেন।

নোয়েলে প্যারিসে ফিরে এল সোমবার বিকেলবেলা। একটু বাদেই তাকে স্টেজে নামতে হবে।

.

ক্যাথারিন, ওয়াশিংটন, ১৯৪১-১৯৪৪

০৯.

উইলিয়াম ফ্রেসারের চাকরিটা ক্যাথারিন ছেড়ে দিল। ল্যারিকে বিয়ে করার কিছুক্ষণ বাদে। ফ্রেসার তার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে বলেছিলেন। মনে হল, এই সংবাদটা পেয়ে উনি যেন আর একটু বুড়ো হয়ে গেছেন। আহা, ভদ্রলোকের জন্য মুঠোভরা সহানুভূতি।

দিনগুলো ভালোই কেটে গিয়েছিল।

ফ্রেসার বললেন- তা হলে তুমি এখন এক বিবাহিতা মহিলা, তাই তো?

-হ্যাঁ, এমন কত ঘটনাই তো ঘটে থাকে।

ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল। আমি লড়াই করার সুযোগ পেলাম না।

-আমিও বাছার সুযোগ পাইনি। ক্যাথারিন বলল, এটা শুধু ঘটে গেল।

ল্যারি ছেলে কেমন?

-মোটামুটি খারাপ নয়।

ক্যাথারিন, ফ্রেসার কিন্তু কিন্তু করতে থাকেন, তুমি ল্যারি সম্পর্কে কতটুকু জানো?

-আমি তাকে ভালোবাসি, বিল, আমি জানি সেও আমাকে ভালোবাসে। এভাবেই গল্পটা শুরু হয়েছে।

ক্যাথারিন? সাবধানে থেকো কিন্তু। ল্যারি কিন্তু একেবারে অন্যরকম।

-কেন? ক্যাথারিন জানতে চাইল।

বিল কিছু বলার চেষ্টা করলেন- হাতে হাত।

ফ্রেসার শেষ পর্যন্ত বললেন- সত্যি তুমি চাকরিটা ছেড়ে দেবে?

ল্যারি চাকরি করা মেয়ে পছন্দ করে না। ও রক্ষণশীল স্বভাবের। ওর বিশ্বাস, স্বামীরাই রোজগার করে স্ত্রীদের খাওয়াবে।

—যদি কখনও মত পরিবর্তন হয়, আমাকে জানিও কিন্তু।

অফিসে নানা কথাবার্তা। কাকে ক্যাথারিনের জায়গাতে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা। ক্যাথারিন জানে, বিল ফ্রেসারের সান্নিধ্য সে আর পাবে না। বিল ফ্রেসার তার জীবনে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবন তত বহমানা তটিনীর মতো। মোহনার দিকে এগিয়ে যায়। অতীতকে ভুলতে হবে। রক্তক্ষরণ হলেও। নিজেকে নিজেই বলল ক্যাথারিন, এখন আমি অসহায়।

ব্যাপারটা হঠাৎই ঘটে গেছে। যখন ঘটে গেছে, আর পিছিয়ে এসে কী লাভ।

ল্যারি আরও ভালোবাসছে তাকে। তারা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াল। পাহাড় আর নদীর সাথে ভাব ভালোবাসা।

অবশ্য সাগর দেখতে ক্যাথারিন ভয় পায়। সে সাঁতার জানে না। ল্যারি বলেছে, এবিষয়ে চিন্তা নেই। কারণ সে আছে, আছে নিরাপত্তার আবরণ।

ল্যারি আরও বেশি ভালোবাসছে। ক্রমশ সহনযোগ্য হয়ে উঠছে। তারা এক শনিবার রাতে চলে গেল মেরিল্যান্ডে। তিনমাস হয়ে গেছে, ছোট্ট রেস্টুরেন্টে ডিনার সারল।

পরের দিন, রবিবার সতেরোই ডিসেম্বর, জাপানিরা পালহারবার আক্রমণ করল।

একটা বেজে বত্রিশ মিনিট। আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জাপানি আক্রমণের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। সোমবার, ল্যারিকে অ্যান্ড্রুজ এয়ারবেসে ডেকে পাঠানো হল। ক্যাথারিনকে এখন একলা তার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে হবে। ঘটনাটা নিজের চোখে দেখার জন্য সে ট্যাক্সি নিয়ে ক্যাপিটল বিল্ডিং-এ চলে গেল। সকলের হাতেই পোর্টেবল রেডিও। তারা খবর শুনতে ব্যস্ত। সে বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটেছে। সে দেখতে পেল, লিমুজিনের দরজা খুলে গেল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নেমে এলেন। দুই পাশে দুই সহকারী, পুলিশের লোজনরা চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। জনতা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তারা কিছু একটা বলতে চায়।

পাঁচ মিনিট বাদে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঢুকে গেলেন। রেডিও মারফত তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি কংগ্রেসের যুগ্ম অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন। তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে বলিষ্ঠতার আভাস। আছে এক শপথ।

আমেরিকা এই ভয়ঙ্কর ঘটনাকে মনে রাখবে। আমরা জানি, এই যুদ্ধে ন্যায়ে জয় হবে। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করবেন।

রুজভেল্ট ক্যাপিটলে পৌঁছোবার পনেরো মিনিট বাদে যুদ্ধ ঘোষিত হল। দু-একজন ছাড়া সকলেই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে। ভোটের ফলাফল ৩৮০ বনাম ১। প্রেসিডেন্ট

রুজভেল্ট দশ মিনিট ধরে ভাষণ দিলেন। আমেরিকান কংগ্রেসে এত সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ ঘোষণা কেউ করেননি।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোক আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। হ্যাঁ, সকলেই রুজভেল্টের এই মতামতকে অনুমোদন দিয়েছে। এখন শুধুই প্রতিহিংসা। শেষ অব্দি আমেরিকার টনক নড়েছে।

ক্যাথারিন লোকগুলোর মুখের দিকে তাকাল। একদিন আগে ল্যারির মুখে এমনই একটা আশার ছাপ ছিল, তার মানে সব আমেরিকানরাই যুদ্ধ চাইছে। ক্যাথারিন যুদ্ধ ভালোবাসে না। যুদ্ধ তাকে একক করে দেবে।

ঘটনাগুলো পরপর ঘটতে থাকে। ওয়াশিংটনে শহরের সর্বত্র এখন খাকি পোশাক পরা মানুষের ভিড়।

বাতাসের ভেতর উত্তেজনার পরশ মাখা। শান্তি শব্দটা হারিয়ে গেছে।

ল্যারি এয়ারবেসে ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। মাঝে মধ্যে তাকে সারা রাত থাকতে হয়। অনেক কিছুই একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

একদিন ক্যাথারিন জিজ্ঞাসা করল- আমরা এই যুদ্ধটাতে কি হেরে যাব?

ল্যারি তার দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে এটা নির্ভর করছে, কত তাড়াতাড়ি আমরা প্রতিশোধ নিতে পারব, তার ওপরে। সবাই ভেবেছিল, জাপানিরা হল কুতকুতে চোখে

ছোট চেহারার মানুষ। ধারণাটা ভেঙে গেছে। তারা শক্ত সমর্থ। মরতে ভয় পায় না। বরং আমরাই নরম মনের মানুষ।

জাপানিদের কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না। রোজই তারা কোথাও না কোথাও দারুণ সাফল্য অর্জন করছে। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ চলেছে। গোয়াম অধিকার করল। বোর্নিও দখল করল। জেনারেল ম্যাক আর্থার ম্যানিলাকে একটা ওপেন সিটি হিসেবে ঘোষণা করলেন। আমেরিকান টুপরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হল।

এপ্রিল মাসের একদিন, রণক্ষেত্র থেকে ল্যারি ক্যাথারিনকে ফোন করল। বলল-
ডাউনটাউনে ডিনার খেতে হবে।

ক্যাথারিন জানতে চাইল- কীসের জন্য এই আয়োজন?

-আজ রাতে তোমায় বলব। উত্তেজনা ধরা পড়ছে।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল ক্যাথারিন। তার মনে চিন্তা, কী ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বিকেল পাঁচটা। ক্যাথারিন সুন্দরভাবে সেজেছে। বিছানাতে বসে আছে। নিজেকে দেখছে ড্রেসিং আয়নাতে।

হয়তো ল্যারির কোনো প্রোমেশন হয়েছে। তাই জন্য এই আনন্দ উৎসব। অথবা যুদ্ধ সম্পর্কে ভালো খবর।

ক্যাথারিনের মনে হল, সে বোধহয় খবরটা বিশ্বাস করতে পারবে না। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে জানতে হবে।

সন্ধ্যে সাতটা বেজেছে, ক্যাথারিন হোটেলের ডাইনিং রুমে হেঁটে গেল। ল্যারি তখনও আসেনি। সে একটা টেবিলে বসল। ড্রিস্ক নেবে না বলে জানাল। অবশেষে মারটিনের জন্য অর্ডার দিল।

ওয়েটার সেটা নিয়ে এল। সে দেখল, ল্যারি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ল্যারির উদ্বিগ্ন চোখ টেবিলে ঘুরে যাচ্ছে। অনেকের সাথে কথা বলছে সে। তার শরীরে একটা দারুণ পরিবর্তন এসেছে।

-আমি দুঃখিত, ক্যাথি, একটু দেরী হয়ে গেল। সারাদিন হুল্লোড় হয়েছে।

ল্যারি বসল। মারটিনের জন্য অর্ডার দিল। ক্যাথারিনকে ড্রিস্ক করতে দেখল, কোনো কথা বলল না।

ক্যাথারিন ক্রমশ ভাবছে- বলো-বলো কী জন্য এই আয়োজন?

সে আর একটা মারটিন নিল। ল্যারির দিকে তাকিয়ে আছে। ল্যারি কেন কথা বলছে না। ল্যারির মুখে ভালোবাসার আদল।

অবশেষে ল্যারি বলল- ক্যাথি, কী ঘটেছে তুমি ভাবতেই পারবে না। আমাকে বিদেশে যাত্রা করতে হবে।

চলচ্চিত্রটা ভেঙে গেল। সবকিছু অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। ল্যারি পাশেই বসে আছে। তবু কত দূরে। ক্যাথারিন তাকাল। সবদিকে তার দৃষ্টিপাত।

ল্যারি আবার বলল- ক্যাথারিন, তুমি ঠিক আছ তো?

ক্যাথারিন মাথা নাড়ল। বলল- ভালো খবর শুনলে আমার মনের অবস্থা এমনই হয়।

-আমি কী বলেছি, তুমি বুঝতে পারছ তো?

-হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি।

মনে মনে সে বলল- আজ থেকে আমি আরও একলা হয়ে গেলাম ডারলিং। জানি কীভাবে দিন কাটবে। আমি জানি স্ত্রীদের এভাবেই একা থাকতে হয়। হাসতে হাসতে তারা স্বামীদের রণক্ষেত্রে পাঠায়।

ল্যারি বলল- তুমি কাঁদছ?

-না, কাদব কেন? ক্যাথারিন কান্না লুকোবার চেষ্টা করল। আমি তো এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার শক্তি পেয়েছি।

ল্যারি বলল- ওরা আমাকে একটা পুরো স্কোয়াড্রন দিচ্ছে।

-সত্যি? ক্যাথারিন তার মুখে বানানো অহংকারের ছাপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল।

মনে পড়ে গেল, যখন ল্যারি একটা ছোট ছেলে ছিল, তারই মুখে শোনা গল্প, সে বানানো প্লেন নিয়ে খেলা করত। এখন একটা লম্বা চওড়া যুবক, তাকে পুরো স্কোয়াড্রন দেওয়া হয়েছে। খেলা করার জন্য। এগুলো কিন্তু কোনো খেলনা নয়। এখানে আঘাত করলে রক্ত ঝরে, মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

ক্যাথারিন বলল- আমি কি আর একটা ড্রিঙ্ক নিতে পারি? তোমাকে কখন যেতে হবে।

-আগামী মাসে।

ল্যারিকে দেখে মনে হচ্ছে, যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। কী আশ্চর্য এমন মানুষ, আমার দিকে কখনও তাকিয়ে থাকে না।

যুদ্ধের সংগীত বেজে উঠেছে। ল্যারি বলল যাবার আগে অনেক সময় পাওয়া যাবে।

কীসের জন্য সময় ক্যাথারিন ভাবল। একটা পরিবার তৈরি করা? আমাদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভারমন্ডটেষ্ট স্কি খেলতে যাওয়া, নাকি আরও একটু বুড়িয়ে যাওয়া?

-আজ রাতে কী নেবে? ক্যাথারিন ভেবেছিল, বলবে, আমি কাউন্টি হাসপাতালে যাব। তোমার একটা আঙুল কেটে দেব। অথবা তোমার কানের ভেতর পারদ পুরে দেব। যাতে তুমি আর কখনও রণক্ষেত্রে যেতে না পারো।

সে বলল শান্তভাবে চলো, বাড়িতে যাই। তোমাকে ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করছে।

-হ্যাঁ, তার কণ্ঠস্বরে একটা বন্য আবেগ এবং তীব্র অনুভূতি।

চারটে সপ্তাহ দ্রুত চলে গেল। ঘড়ির কাঁটা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাতে দুঃস্বপ্ন। ক্যাথারিন ল্যারিকে পৌঁছে দেবার জন্য এয়ারপোর্টে এসেছে। ল্যারি কথা বলছে অনর্গল। চেহারার মধ্যে উদ্বিগ্নতার ছাপ নেই। মনে হচ্ছে একটা ক্যালিডোস্কোপে বুঝি অনেকগুলো রঙিন ছবি। ল্যারির-চুম্বন। ল্যারি প্লেনে ঢুকে যাচ্ছে। শেষবারের মতো হাত নাড়া। ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে থাকল। প্লেনটা আকাশের বুকে উড়ে গেল। চোখের আড়ালে চলে গেল। প্রায় একঘণ্টা সে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকার নেমে এল। গাড়ি চালিয়ে তার ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল।

পালহারবার আক্রমণ করার পর একবছর কেটে গেছে। জাপানিদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো আক্রমণ শানানো হয়েছে। মোটামুটি গোটা দশেক। মিত্রশক্তি তিনটেতে জিতেছে। দুটোর প্রভাব পড়েছে সাংঘাতিক। এখনও নানা জায়গাতে লড়াই চলছে।

ক্যাথারিন যুদ্ধের খবর আশ্রয় নিয়ে পড়ে। কোথায় কী ঘটেছে সবকিছু। উইলিয়াম ফ্রেসারের কাছে আরও খবর জানতে চায়। ল্যারি রোজ চিঠি লেখে। কিন্তু আট সপ্তাহ পরে ল্যারির পঞ্চম চিঠি এল। চিঠির মধ্যে শুধুই আশার কথা। উত্তেজনার অনুভূতি।

চিঠিটা সেনসার করা হয়েছে। ক্যাথারিন বুঝতে পারল না। সত্যি সত্যি কী ঘটেছে? সত্যি কি ল্যারি এখন ভালো অবস্থায় আছে?

রাতের অন্ধকার ক্রমশ ঘন হচ্ছে। ঘণ্টাগুলো আরও দীর্ঘ। বিছানাতে শুয়ে ক্যাথারিন নানা দুঃস্বপ্ন দেখে। বুঝতে পারে না, ল্যারি এই লড়াইতে জিততে পারবে কিনা। জীবনটা এরকম কেন? একই মুদ্রার দু-দিক, একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে দুঃখ।

উইলিয়াম ফ্রেসারের সঙ্গে লাঞ্চে গেল। ক্যাথারিন জানে, তাকে এখনও অনেক দিন কাজ করতে হবে। কিন্তু এই কাজ সে কখনও করবে না।

ল্যারির কোনো খবর?

—গত সপ্তাহে চিঠি পেয়েছি।

কী বলল?

চিঠির ভাষ্য অনুসারে লড়াইটা বোধহয় ফুটবল খেলা। প্রথম অর্ধে আমরা হেরে গেছি। এবার আবার নতুন খেলা হবে।

উইলিয়াম ফ্রেসার মাথা নাড়লেন— এটাই হল ল্যারির স্বভাব। কখনও হারতে শেখেনি।

—কিন্তু, এটা যুদ্ধ নয়, এটা ফুটবল খেলা। বিল, তুমি দেখো, কত লক্ষ মানুষের মৃত্যু হবে।

ক্যাথারিন, আমি সব বুঝতে পারছি, কিন্তু কী করব বলো? তাই হয়তো এটাকে আমরা ফুটবলের মতো সহজ বলে ভাবি।

ক্যাথারিন ভাবল, সে আবার কাজে ফিরে যাবে। সৈন্যবাহিনী মেয়েদের জন্য একটা দল তৈরি করেছে। সেখানে যোগ দিলে কেমন হয়? তাও তো ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটবে।

একদিন কথায় কথায় বিলকে মনের ভাবটা বলে দিল।

বিল ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন- ক্যাথারিন, সরকার ওয়ারবন্ড বিক্রি করতে চাইছে। তুমি সাহায্য করতে পারো।

দু সপ্তাহ কেটে গেছে ক্যাথারিন সেই কাজে যোগ দিয়েছে। ব্যাপারটা শুনতে হাস্যকর। কিন্তু এটা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

অনেক বিখ্যাত মানুষের সংস্পর্শে সে এল। এমন কি অনেকের সাথে লাঞ্চও খেল। জীবনটা পাল্টে গেল কি?

দেখা হল ক্যারি গ্র্যান্টের সঙ্গে। তাকে এই পৃথিবীর সবথেকে ধনী ব্যক্তি বলা যেতে পারে।

ক্যাথারিন হয়তো কিছুই জানত না। ছ-মাস আগের ঘটনা। বিল ফ্রেসার তাকে বলেছিলেন- ওয়ানেস টারনালে একটা সমস্যা হয়েছে। ক্যাথারিন সেই বিজ্ঞাপন

কোম্পানির অ্যাকাউন্টটা দেখাশোনা করত। নতুন একটা ক্যাম্পেন শুরু হয়েছিল। ক্লায়েন্ট ভারী খুশি। কয়েক সপ্তাহ বিল ক্যাথারিনকে আর একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর একটা বিজ্ঞাপন সংস্থা। ক্যাথারিনকে অন্তত গোটা ছয়েক অ্যাকাউন্ট দেখতে হত। কাজটা সে ভালোই করেছে। ফ্রেসার তাকে ভালো মাইনে দিতেন। কিছুটা কমিশন।

বড়োদিনের আগে ফ্রেসার অফিসে এলেন। অন্য স্টাফরা বাড়ি চলে গেছে। ক্যাথারিন শেষ মুহূর্তের কাজে ব্যস্ত ছিল।

উনি বললেন- এ কী? এখনও কাজ করছ? আনন্দ করো।

না, এটাই তো জীবন, ধন্যবাদ বিল।

-আমাকে ধন্যবাদ দিও না। তুমি অনেক আয় করেছ, কিছুটা খরচ করো। তুমি কি পার্টনারশিপে রাজী হবে।

ক্যাথারিন চোখে বিস্ময়- পার্টনারশিপ? তার মানে?

-গত ছমাসে যেসব অ্যাকাউন্টের কাজ হয়েছে, তার সব কটাতেই তোমার হাতের পরশ আছে।

-তোমার একজন পার্টনার আছে না?

-হ্যাঁ, কিন্তু আমি সন্তুষ্ট নই।

উনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, ক্যাথারিন হাতে হাত রাখল। তারপর চিবুকে একটা চুমুর চিহ্ন।

ক্যাথি বলল- তাহলে এখন থেকে আমরা পার্টনার। আমি কি তোমাকে একটা চুমু দিতে পারি?

ক্যাথি দেখল, বিল তাকে জড়িয়ে ধরেছেন।

ক্যাথি, আবেগে তার কণ্ঠস্বর বুজে আসছে।

ক্যাথারিন বিলের ঠোঁটে হাত দিল এখন কিছু বলো না বিল, প্লিজ, এইভাবে থাকতে দাও।

তুমি কি জানো, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি?

-আমিও তোমায় ভালোবাসি।

এই কথাগুলো কতবার বলা হয়েছে, বলতে বলতে উত্তেজনা হারিয়ে গেছে কি?

-আমি কোনো কিছুই ভাবছি না। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাব না।

ক্যাথি বলল- হ্যাঁ, তোমাকে ধন্যবাদ বিল। যদি কোনো সমস্যা হয়, আমি তোমার পাশে থাকব।

বিল বললেন- তোমার এই আশ্বাস আজ সারারাত আমাকে জাগিয়ে রাখবে।

নোয়েলে, প্যারিস, ১৯৪৪

১০.

গত এক বছর ধরে আরমান্দ গটিয়ার বিয়ে নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। প্রথমদিকে তিনি নোয়েলেকে খুব একটা পাত্তা দিতেন না। এখন পরিবেশটা একেবারে উল্টো হয়ে গেছে। যখনই খবরের কাগজে তাকে ইন্টারভিউ দিতে হয়, নোয়েলে সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। যখন ওনারা একসঙ্গে কোথাও যান, নোয়েলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেউ ওনার দিকে ফিরেও তাকায় না।

নোয়েলেকে এক সুখী সফল রক্ষিতা বলা যেতে পারে। গটিয়ারের জীবনকে সে আরও আরামপ্রদ করে তুলেছে। এখন গটিয়ার ফ্রান্সের অন্যতম সুখী মানুষ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মনে তিনি একবিন্দু শান্তি পাননি। তিনি জানেন নোয়েলের মন অধিকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একদিন নোয়েলে তাঁর জীবন থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে।

তিনি বুঝতে পারলেন, মেয়েরা এমনই হয়ে থাকে। অথচ তিনি কিন্তু নোয়েলেকে পাগলের মতো ভালো বেসেছিলেন। নোয়েলে তাঁর জীবনের একমাত্র দামী সম্পদ হয়েছিল। তিনি সমস্ত রাত জেগে থাকলেন। ভাবলেন, আমি কী দোষ করেছি? ভালোবাসার খেলায় কেন হেরে গেলাম? গটিয়ারের মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন, নোয়েলের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়?

কিন্তু এই স্বপ্ন সফল হবে কি? একবার চেষ্টা করতে দোষ কি!

ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে। নোয়েলে নিজস্ব জীবনে আরও সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। রাজনীতির মানুষজন, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক সকলের সাথেই তার সুন্দর সম্পর্ক। সকলের কাছে সে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সকলেই তার সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব। সে সব ব্যাপারে মন্তব্য দিচ্ছে। নানা বিষয়ে জ্ঞানের পরিসীমা বাড়িয়ে তুলেছে। শিল্প থেকে স্থাপত্য, সংস্কৃতি থেকে মদ্যপান, কোনো ব্যাপারেই সে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে নেই।

আরমান্দ গটিয়ারের কাছে সব খবর আসছে। মনে হচ্ছে নোয়েলে বোধহয় এক রানি! মন্ত্রীদের নিয়ে বসে আছে। এটাই হল নোয়েলের চরিত্রের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য। যেখানেই যায়, সেখানেই সকলের মন জয় করে।

দিন কেটে গেল। গটিয়ারের মন নিরাসক্তিতে ভরে গেল।

হাঁ, নোয়েলে এখনও পর্যন্ত কনসট্যানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করেনি। ওই মানুষটি নোয়েলের জীবন নাটকে প্রবেশ করলে নতুন করে আবার চিত্রনাট্য লিখতে হবে।

কনসট্যানটিন ডেমিরিস বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মানুষ। তার কোনো সরকারী ক্ষমতা নেই হয়তো, কিন্তু তিনি নিয়মিতভাবে প্রধানমন্ত্রী কেনাবেচা করে থাকেন। এরই পাশাপাশি কার্ডিনাল অ্যামবেসাদর অথবা রাজা। সারা পৃথিবীতে দু-তিনজন ধনী ব্যক্তি আছেন। তাদের ধনৈশ্বর্য কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ডেমিরিস তাদের মধ্যে একজন। বিরাট জাহাজবাহিনী আছে তার, একটি এয়ারলাইন্স, খবরের কাগজ, ব্যাঙ্ক, ইস্পাতের কারখানা, সোনার খনি। নানা জায়গাতে তার সফল পদচিহ্ন আঁকা হয়েছে।

তার আছে বিশ্বের অন্যতম সেরা শিল্পসংগ্রহ, আছে অনেকগুলো ব্যক্তিগত বিমান। খান কুড়ি অ্যাপার্টমেন্ট এবং ভিলা। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়ানো।

কনসট্যানটিন ডেমিরিসের উচ্চতা খুব একটা বেশি নয়। বুকটা চওড়া। দেখে আকর্ষণ লাগে না। চেহারার মধ্যে গ্রিক ছাপ আছে। জামাকাপড়ের ব্যাপারে উদাসীন। তাকে আমরা সুন্দর পোশাক পরা মানুষদের তালিকাতে ফেলব না। অথচ, গুজব শোনা গেছে, কম করে পাঁচশো স্যুট আছে তার।

ডেমিরিস যেখানে যান, সকলকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেন। অচেনা ব্যক্তির তর দিকে তাকিয়ে থাকে। খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিনে তাঁকে নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়। তার ব্যক্তিগত জীবন, ব্যবসায়িক অভিযান ইত্যাদি।

প্রেমের কাছে তিনি এক স্মরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সাংবাদিক বন্ধু কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেন সফলতা অর্জন করতে হলে আরও-আরও বেশি বন্ধু-বান্ধব দরকার। আর তুমি যদি খুব সফল হতে চাও, তাহলে শত্রুর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

কতজন কর্মচারী কাজ করে জানতে গেলে ডেমিরিস বললেন- কেউ না, এটা একটা মন্দির, যখন ব্যবসার মধ্যে ক্ষমতা আর টাকা এসে যায়, ব্যবসাটা একটা ধর্মে পরিণত হয়। অফিস হল উপাসনালয়।

তিনি গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ধর্মের উন্মাদনাকে ভালোবাসেন না। বিশ্বাস করেন সেই আগুবায়ে ভালোবাসার নামে যতগুলো হত্যার ঘটনা ঘটেছে, ঘৃণার নামে তার হাজার ভাগের একটিও কমেনি।

তাঁর বিয়ে হয়েছে এক গ্রিক পরিবারে, স্ত্রী অত্যন্ত রূপসী। অভিজাতা মহিলা, যখন ডেমিরিস প্রমোদ তরনীতে বেড়াচ্ছিলেন, স্ত্রী তার সাথে যোগাযোগ করেনি। তার সঙ্গে ছিলেন এক সুন্দরী অভিনেত্রী। কোনো কোনো সময় ব্যালে নতকী। অথবা অনুরাগিনী। তার ব্যক্তিগত জীবনে রোমান্স কিংবদন্তি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বর্ণ রঙিন ইতিবৃত্ত। তিনি নাকি দশ বারোজন চলচ্চিত্র অভিনেত্রীকে শয্যাসঙ্গিনী করেছেন। সেরা বন্ধুদের স্ত্রীরাও তার ব্যক্তিত্বে আকর্ষিত হয়েছে। পনেরো বছর বয়সী এক কিশোরী উপন্যাস রচয়িতা

সম্প্রতি স্বামী হারিয়েছে, এমন একজন শোকাচ্ছান্না বিধবা, তার সম্পর্কে আরও অনেক গুজব আছে। তিনি নাকি এমন একদল সিস্টারের কৌমার্য হরণ করেন, যারা তার কাছ থেকে নতুন একটা কনভেন্টের বায়না করেছিল।

ডেমিরিসকে নিয়ে ছ-ছটা বই লেখা হয়েছে। কোনো বইতেই তার সফলতার আসল রহস্য ধরা পড়েনি। বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব। কনসট্যানটিন ডেমিরিস, নিজস্ব একটি জীবনধারা আছে তার। কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু। জীবন শুরু করেছিলেন টেবেডার হিসেবে। এমন একটি পরিবারে তার জন্ম যেখানে চোদ্দোজন ভাইবোন। টেবিলে যথেষ্ট খাবার থাকত না। অতিরিক্ত খাবারের জন্য রীতিমতো মারামারি করতে হত। ডেমিরিস সবসময় আরও বেশি খাবার চাইতেন। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জিতে যেতেন।

ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে মাথাটা পাকা ছিল। তিনি জানতেন, কীভাবে পা ফেললে আমরা সফলতার পথে এগিয়ে যাব।

বুদ্ধিটা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ এবং ধারালো। সুন্দরী রমণী শয্যাসজিনী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি কখনওই তাকে প্রশংসা করতেন না। তার ব্যক্তিত্বের দিকে তাকাতে না। পৃথিবীটা একটা মস্ত বড়ো বাজার, কেনা-বেচা চলেছে। তিনি জানেন, কিছু রমণীকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে। কারও কাছে ক্ষমতার ভেট পাঠাতে হবে। আর খুবই কম দু-একজন, হ্যাঁ, ভালোবাসার বৃষ্টিপাত।

এখন যে সমস্ত মানুষ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, সকলেই প্রার্থী। দাঁতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য চাঁদা, নতুন একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাবনা। এর বাইরে আর কিছু নেই।

রিপোর্টাররা সব সময় তার পাশে ঘোরাফেরা করে। তাকে বিশ্বের অন্যতম সুসভ্য জাতির প্রতীক ধরা হয়। এর মধ্যে আর একটা ডেমিরিস আছেন, তিনি হত্যাকারী, তিনি ভয়ঙ্কর জেদি এবং একগুঁয়ে। সেই খবর কেউ রাখে না।

ষোল বছরের ডেমিরিস প্রথম ব্যবসা শুরু করেছিলেন। স্পাইরস নিকোলস নামে এক বৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে। ডেমিরিস জাহাজীদের কাছে গরম খাবার বিক্রি করতেন। একরাতে পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেলেন। তারপর? নতুন জীবন শুরু হল।

পরবর্তী কুড়ি বছর ধরে স্পাইরস নিকোলস মাংস পাঠানোর ব্যবসায়ে লেগেছিলেন। বিয়ে করলেন। তিনটি সন্তান হল। গ্রিসের অন্যতম ধনী মানুষে পরিণত হলেন। এই কবছর ডেমিরিস নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছেন। চোখের সামনে নিকোলাস সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন। যখন তিনি দেখলেন, নিকোলস খুব শক্তিশালী, ডেমিরিস ভাবতে শুরু করলেন।

নিকোলসের ব্যবসা তখন ডালপালা বিস্তার করে চলেছে। তিনি অনেকগুলো দোকানে নিয়মিত মাংস সরবরাহ করছেন। কনসট্যানটিন ডেমিরিস এবার ব্যাঙ্কের সাহায্য নিলেন। ব্যাঙ্ক নিকোলসকে সাহায্য করেছিল। নিকোলস অনেক টাকা ধার নিলেন। ঠিক সময়ে টাকা দিতে পারলেন না। ব্যাঙ্ক আইনগত ব্যবস্থা নিতে শুরু করল। ডেমিরিসের

হাতে বেশ কয়েকটা কাগজপত্র ছিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে গল্পটা প্রকাশিত হল। অন্য পাওনাদাররাও ছুটে এল। তখন ডেমিরিসের জয় জয়কার। নিকোলস কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। নিকোলসকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হল। পরের দিন তিনি আত্মহত্যা করলেন।

ডেমিরিস বুঝতে পারলেন, এবার রণক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। কী করা যায়? ভাবতে ভাবতে ডেমিরিস তার বউ মেলিনার সাথে কথা বললেন।

ডেমিরিস জানতে চাইলেন- কী মনে হয় জানো? আমরা সবাই ঈশ্বরের অনুগ্রহে অভিনয় করছি। কিন্তু সকলেই ভালো অভিনেতা নই।

-মানুষের জীবন নষ্ট করা উচিত নয় কোস্টা।

নষ্ট করা বলছ কেন? এটাই হল সুবিচার।

সুবিচার নয়, প্রতিহিংসা।

-তা বলতে পারো। এইসব নিয়েই তো মানুষ।

ডেমিরিসের মনে চিন্তা, কী করে আরও উন্নত হওয়া যায়।

এবার শুরু হল তার নিত্য নতুন অভিযান। বাসেলের একটা সুইস ব্যাঙ্কারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অন্য ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে কথা হল- এই তরুণ গ্রিককে টাকা দেওয়া হবে কি? শেষ অব্দি ডেমিরিস তুরস্ক থেকে টাকা ধার করলেন।

তিনি আরও বেশি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠলেন। আরবের কুবেরের সঙ্গে কথা হল। সেখানে কী করা যায় ভাবতে লাগলেন। একটা তেলের খনি লিজ নিলেন। লক্ষ লক্ষ ডলার পকেটে এল।

এবার অন্য দিকে নজর দিতে হবে। ডেমিরিসের বুদ্ধিটা ছিল খুবই পাকা। দেখা গেল, সবকটা খেলাতেই তিনি জয়লাভ করেছেন। দাবাখেলার সম্রাট হয়ে গেলেন। কয়েক বছরের মধ্যে।

নোয়েলে পেজের রবিবার, কে এসেছেন? তিনি প্যারিসে এসেছেন কায়রোতে যাবেন। আরও কেউ একজন। ডেমিরিস নোয়েলকে দেখলেন, বুঝতে পারলেন, এই মেয়েটিকে যে করেই হোক অধিকার করতে হবে। কেন? ডেমিরিস জানেন, জয়লাভ করতে হলে রূপসী সুন্দরীদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। দেখা গেল নোয়েলে জামাকাপড় গুছিয়ে কনসট্যানটিন ডেমিরিসের যাত্রাসঙ্গিনী হল। অভিযান গ্রিস।

নোয়েলে পেজ এবং কনসট্যানটিন ডেমিরিস বিশ্বজোড়া গুজবের উৎস। আলোকচিত্রী ও সাংবাদিকদের রাতের ঘুম ছুটে গেছে। ডেমিরিসের স্ত্রীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মেলিনা কথা বলতে চাইছেন না। শুধু একবার বলেছেন, আমার স্বামীর অনেক বান্ধবী আছে। এতে অন্যায় কিছু নেই।

ভেতরে ভেতরে তিনি ফুঁসে উঠেছেন। মা-বাবার কাছে সব কথা বলেছেন। কোস্টা একেবারে দুবৃত্তের মতো আচরণ করছে। এগুলো ব্যবসায়িক অভিযান? ছবিতে দেখেছেন, কনস্ট্যানটিনোপল টোকিও অথবা রোমে নোয়েলের সাথে ডেমিরিস দাঁড়িয়ে আছেন। মেলিনা এক গর্বিত আর অহংকারী রমণী। এই অন্যায় এবং অপমানের প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। কিন্তু স্বামীকে তিনি সত্যিই ভালোবাসেন। চরম বাস্তবটা স্বীকার করতে ক্ষতি কী? এই পৃথিবীতে কিছু পুরুষ আছেন, যাঁরা এক নারীতে তৃপ্ত হতে পারেন না। তারা স্ত্রীকে ভালোবাসেন অন্য নারীর সাথে শয্যা বিনিময় করেন। এমন কিছু হলে আমার কী হবে? মেলিনা কিন্তু কখনও কনস্ট্যানটিনের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি। তিনি জানেন এভাবে মানুষের চরিত্র পাল্টানো সম্ভব নয়।

নোয়েলে কি আমার স্বামীকে ভালোবেসেছে। এখানেই তাঁর আপত্তি। শরীরের সংযোগ, মুহূর্তের ঘটনা, ভালোবাসা থেকে যায়। যদি কখনও এ ধরনের খবর তার কানে আসে। তিনি হয়তো আত্মহত্যা করবেন।

ডেমিরিসের কাছে নোয়েলে একটা দারুণ আকর্ষণ ছিল। নোয়েলে একটা জীবন্ত ধাঁধা। একটা অঙ্ক- যার শেষ উত্তর আমরা জানি না। এই ব্যাপারটাই বোধহয় ডেমিরিসকে অবাক করে দিয়েছিল।

এই জীবনে চলার পথে ডেমিরিস অসংখ্য মহিলার সংস্পর্শে এসেছেন। অনেকের সাথে যৌন সংসর্গ করেছেন। কিন্তু নোয়েলের মতো কাউকে দেখেননি।

নোয়েলে তার জীবনকে ধীরে ধীরে অধিকার করছে। শেষ অব্দি ডেমিরিস ভাবলেন, যৌনতার আশ্রয় নিলে কেমন হয়? এমন এক মহিলা, যাকে সত্যি সত্যি আমি শ্রদ্ধা করি। তার শরীরের আবেদন আমাকে পাগল করে দেবে। তার মানসিক চিন্তা আমাকে অবাক করে দেবে। নোয়েলের মধ্যে অনেকগুলো গুণ আছে। পাকা রাঁধুনি সে। পুরুষ বধের মন্ত্র শিখেছে সযত্নে।

শেষ পর্যন্ত ডেমিরিস একটা দ্বীপ কিনে ফেললেন। সেখানে সুন্দর সাজানো বাংলো তৈরি হল।

তারপর? নোয়েলের শুভ আবির্ভাব। ডেমিরিস বললেন- কেমন লাগছে বলো?

-অসাধারণ।

সত্যি ডেমিরিসের শিল্প-চেতনাকে তারিফ করতেই হবে।

শুরু হল এক নতুন জীবন। আগে ডেমিরিস তিন চারজন রক্ষিতার সাথে রাত কাটাতেন। এখন তিনি নোয়েলে, ছাড়া আর কাউকে ভাবতেই পারছেন না।

বিশাল একটি প্রমোদ তরণীতে নোয়েলে বসে আছে। ১৩৫ ফুট লম্বা। সবসময় ত্রু আছে, দুটো স্পিডবোট। সুইমিং পুল। বারোটি সুন্দর সাজানো কেবিন। মস্ত বড়ো অ্যাপার্টমেন্ট। অ্যান্টিক জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো।

যখন মন খুশিয়াল হয়ে ওঠে, ডেমিরিস এই প্রমোদ তরণীতে বসে থাকেন। নোয়েলের সাথে ভালোবাসার খেলা খেলতে থাকেন। এটাই হল তার ব্যক্তিগত দিক। এখানে সকলের প্রবেশ নিষেধ। মেলিনা বাড়িতে আছে। থাক না। নোয়েলে এখন আমার শয়্যাসজিনী। তিনি কখনও মেলিনা এবং নোয়েলেকে একসঙ্গে আনেননি। এই ব্যাপারে দারুণ ওয়াকিবহাল।

নোয়েলে সবরকম সাহায্য করেছে। ছোট্ট মেয়েটি এখন অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছে। সে জানে, জীবনটা কোথা থেকে কোথায় চলে আসতে পারে। একদা মারসেইলের অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। ভাবত, ওখানে বোধহয় পৃথিবীর সব থেকে বড়ো জাহাজের অবস্থান। নোয়েলে কিন্তু ডেমিরিসের অর্থ কিংবা খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি। তার বুদ্ধি এবং শক্তি নোয়েলেকে অবাক করে দিয়েছে। দৈত্যের মতো মন এবং ইচ্ছাশক্তি আছে ডেমিরিসের। এত শক্তি দেখাই যায় না।

নোয়েলের কাছে তখনও অনেকগুলো আমন্ত্রণ আসছে। বড়ো বড়ো ছবিতে অভিনয় করার জন্য। কিন্তু নোয়েলে আর অভিনেত্রী হতে চাইছে না। জীবন নাটকে সে এক ব্যস্ততমা নায়িকা এখন। এমন এক চিত্রনাট্য, যা প্রতি মুহূর্তে পালেট যাচ্ছে। সে রাজা, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূতদের সাথে রাতের ডিনার সারছে। সকলেই তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকছে। ডেমিরিসের উপপত্নী, তাকে খাতির করে চলতেই হবে।

পৃথিবীর অনেক কিছু নোয়েলে জেনে গেছে। সে ডেমিরিসের কানে মিথ্যে কথা বলতে পারে অনর্গল, ডেমিরিস বুঝতেও পারেন না!

এই ব্যক্তিগত দ্বীপে এলে ডেমিরিসের মনে হয়, তিনি বুঝি স্বর্গের বাসিন্দা হয়ে গেছেন। যত্নে সাজিয়েছেন এই দ্বীপটিকে। অতিথিশালা, শিকার করার জন্য সংরক্ষিত অরণ্যমালা, টলটলে নীল জলের লেক, ছোট্টো চিড়িয়াখানা, একটা বন্দর, যেখানে প্রমোদ তরণী বিশ্রাম নিতে পারে। একটা বিমানক্ষেত্র যেখানে তার প্রাইভেট বিমান অবতরণ করতে পারে। আশিজন পরিচারক আছে, সশস্ত্র প্রহরীর দল সব সময় পাহারা দিচ্ছে। এই দ্বীপের নীরবতা নোয়েলেকে আকর্ষণ করে। ভীষণ ভালো লাগে, যখন এখানে কেউ থাকে না, নোয়েলের মনে হয়, সে বুঝি জগতের সম্রাজ্ঞী। কনসট্যানটিন ডেমিরিস তাকে ভালোবাসার চেষ্টা করেন। কখনও কখনও নোয়েলে একা সাগর সৈকতে ঘুরে বেড়ায়। জীবনটা কোথা থেকে কোথায় এসে গেছে। নোয়েলে অবাক হয়ে যায়।

ল্যারি ডগলাস এখন কোথায়? অন্য কোনো পৃথিবীর বাসিন্দা বোধহয়, গোপন দ্বীপপুঞ্জে লড়াইতে অবতীর্ণ। স্ত্রীর কথা মাঝে মধ্যে মনে পড়ে? স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি আসছে। নোয়েলে প্যারিসে গিয়েছিল। ক্রিস্টিয়ান বারবেডের সঙ্গে দেখা করতে। প্রতিমাসে অন্তত একবার যায়। ওই টেকো মাথা পিটপিটে চোখের ডিটেকটিভের কথা শুনতে। ল্যারি সম্পর্কে সব শেষ খবর এখনও নোয়েলেকে আকর্ষণ করে।

ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে সে বারবেডের সঙ্গে দেখা করল। সেবার কিছু সমস্যা হয়েছিল ভিসা পেতে। কাস্টমস অফিসের সাথে যোগাযোগ করল। আধঘণ্টা তাকে বসে থাকতে

হয়েছিল। কনসট্যানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে ফোনে কথা বলল। দশমিনিট বাদে কথা বলার সুযোগ পেল। একজন জার্মান অফিসার ছুটে এলেন। সরকারের তরফে ক্ষমা চাইলেন। নোয়েলেকে স্পেশ্যাল ভিসা দেওয়া হল। এরপর তাকে আর কখনও আটকানো হয়নি।

ছোটোখাটো চেহারার ডিটেকটিভ তাকিয়ে আছেন নোয়েলের দিকে। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। তিনি কি আর একটু অর্থবান হয়ে গেছেন। কনসট্যানটিন ডেমিরিসের সাথে মক্কেলের সম্পর্ক আছে শুনে তিনি খুশি হলেন। আহা, আর্থিক সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ডেমিরিস কি এই ব্যাপারটা জানেন? তার রক্ষিতা ল্যারি ডগলাস সম্পর্কে চিন্তিত? কতটা খবর দেওয়া যেতে পারে? ডেমিরিসের কানে কানে?

নোয়েলে পেজ কি আমাকে যথেষ্ট টাকা দেবে? মুখে চাবি মেরে রাখার জন্য।

ল্যারির স্ত্রী একটা চিঠি পেল। কী লেখা আছে— ক্রিস্টিয়ান বারবেড নোয়েলেকে জানিয়েছেন। উনি এখন লড়াইতে ব্যস্ত আছেন। বিরাট স্কোয়াড্রনের নেতা।

ক্যাথারিনের চিঠিতে লেখা ছিল— আমি প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও আছি।

ক্রিস্টিয়ান বারবেড বললেন নোয়েলেকে লড়াইটা চলছে কুয়মে।

...তোমাকে প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ছে ক্যাথি। সব খবর ভালোভাবে বলতে পারছি না। আমরা বোধহয় শেষ অব্দি জয়লাভ করব।

দুটি ঘটনা পাশাপাশি ঘটে চলেছে। ক্যাথারিন স্বামীর কথা চিন্তা করছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। সে যেন ভালোভাবে ফিরে আসতে পারে। নোয়েলে ল্যারির প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রেখেছে। সেও চাইছে, ল্যারি ঠিকভাবে ফিরে আসুক। যুদ্ধটা শেষ হয়ে যাক। ল্যারি ডগলাস ঘরে আসুক, কী অবাক, ক্যাথারিন এবং নোয়েল পৃথিবীর দুই রমণী একই প্রার্থনায় মগ্ন এখন।

জার্মানির আত্মসমর্পণ

ক্যাথারিন, ওয়াশিংটন, ১৯৪৫-৪৬

১১.

১৯৪৫ সালের ৭ মে, সকালবেলা। জার্মানিরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। তৃতীয় রাইক ভেবেছিল, হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করবে। স্বপ্নটা ভেঙে গেল। এই যুদ্ধ মানুষকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছে। মানুষ বুঝতে পেরেছে, হিংসা বোধহয় চিরস্থায়ী হয় না।

এখন সর্বত্র মুক্ত স্বাধীন চিন্তাধারার প্রাবল্য। বিশেষ করে দূর প্রাচ্যে, জাপানিরা, এই খর্বাকৃতি মানুষেরা, প্রতি ইঞ্চির জন্য মরণপণ সংগ্রাম করেছে। মনে হয়েছিল, যুদ্ধটা বোধহয় আরও অনেক দিন স্থায়ী হবে।

৬ অগস্ট পরমাণু বোমা ফেলা হল হিরোসিমাতে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই জনবহুল শহরের বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যু হল। মধ্যযুগে যুদ্ধ এবং প্লেগ যত মানুষের জীবন নিয়েছিল, তার থেকেও অনেক বেশি এই যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা।

৯ আগস্ট, নাগাসাকিতে আবার দ্বিতীয় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ, এবারে ক্ষয়ক্ষতি আরও ব্যাপক এবং ভয়ংকর। সভ্যতা বোধহয় তার শেষের প্রহরে পৌঁছে গেছে। কী হবে, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫- মিসৌরি যুদ্ধজাহাজে জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার একটি খবর পেলেন। শোনা গেল, জাপানি সরকার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে খবরটা প্রচারিত হয়েছিল। সারা পৃথিবীতে শান্তির বাতাবরণ নেমে এসেছে। এখন শুধু উন্মাদ আনন্দের পালা। মানুষজন পাগলের মতো হৈ-হৈ করতে শুরু করেছে। শেষ অব্দি একটা যুদ্ধ শেষ হল। মৃত্যু আর মৃত্যুর হাহাকার।

পরের দিন, বিল ফ্রেসার ল্যারি ডগলাসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেন। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটা দ্বীপে ব্যস্ত ছিল। ক্যাথারিনের কাছে ব্যাপারটা খুবই অবাক করা। বিকেল দুটো বেজে তিরিশ মিনিট-ইন্টারকম সিস্টেমে বিলের কাছে সংকেত পৌঁছে গেল।

ক্যাথারিন বলল তুমি আমাকে কোথায় খাওয়াবে? আমি এখনই ডিনারে যাব।

বসে থাকো, আমি এখনই আসছি।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, অপারেটর বলল তোমার জন্য একটা ফোন আছে।

ক্যাথারিন ফোনটা তুলে জিজ্ঞাসা করল- হ্যালো।

দূর সমুদ্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি? সে আবার বলল- হ্যালো?

এক পুরুষ কণ্ঠস্বর- শ্রীমতী ল্যারি ডগলাস?

হ্যাঁ, কে?

একটু অপেক্ষা করুন প্লিজ।

অনেকগুলো শব্দ, তারপর ক্যাথি।

ক্যাথি কথা বলতে পারছে না। ল্যারি-ল্যারি?

-ইয়েস বেবি।

-ও ল্যারি, ক্যাথি কেঁদে ফেলেছে। তার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

তুমি কেমন আছো হানি?

ল্যারি কোনোরকমে বলল- আমি ভালো আছি। তুমি কোথায়?

-আমি প্রশান্ত মহাসাগরে আছি।

-ঠিক আছে তো ডার্লিং?

ভালো আছি।

কবে আসছ?

যে কোনো সময় ।

ক্যাথারিনের চোখে আবার জল- ঠিক আছে, ভোরের দিকে তাকিয়ে থাকব ।

-তুমি কাঁদছ?

-হ্যাঁ, আমি কাঁদছি ।

-বোকা কোথাকার ।

ক্যাথারিনের মনে পড়ল, দিন গড়িয়ে গেছে সপ্তাহে, সপ্তাহ থেকে মাসে এবং মাস থেকে বছর । সেই একা থাকার ভয়ঙ্কর রাতের প্রহরগুলি ।

কতদিন ওই পুরুষ তার পাশে এসে শোয়নি । কতদিন ভালোবাসা বিনিময় হয়নি । শরীর এবং মন সবকিছু তৃষিত এখন ।

শেষ অব্দি ক্যাথারিন তার আবেগ সংবরণ করে বলল আমি তোমাকে প্রতি মুহূর্তে মনে করছি প্রিয় ।

একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল- কর্নেল, আমি দুঃখিত । এম্ফুনি লাইনটা কেটে দিচ্ছি ।

কর্নেল? তুমি তো বলেনি তোমার পোমোশন হয়েছে ।

-হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে সব বলব।

-ডার্লিং।

সমুদ্রের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই নীরবতা। লাইনটা মরে গেছে। ক্যাথারিন ডেস্কে অনেকক্ষণ বসেছিল। টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে। তারপর সে হু-হু করে কেঁদে ফেলল।

দশ মিনিট কেটে গেছে। ইন্টারকমে ফ্রেসারের গলা- ক্যাথি, আমি তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে তৈরি। তুমি কোথায়?

-আমি তৈরি হয়েছি। পাঁচ মিনিট সময় দাও।

আনন্দের সঙ্গে ক্যাথি জবাব দিল। সে ভাবল, আহা, জীবনে এত আনন্দ। ল্যারির পর ফ্রেসারকেই সে সব থেকে বেশি ভালোবাসে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ল্যারি কীভাবে আসবে? চোখ বন্ধ করে ক্যাথারিন ভাবছে। বিল ফ্রেসার পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। ল্যারি আসবে এয়ার ট্রান্সপোর্ট কমান্ড প্লেনে। অথবা অন্য কোনো সামরিক বিমানে। এরা বাণিজ্যিক বিমানের মতো নির্দিষ্ট সময়ে ওড়াওড়ি করে না। প্রথম ফ্লাইট ধরেই ল্যারি ফিরে আসবে।

ক্যাথারিন সারাদিন অপেক্ষা করছে, কোথাও যায়নি। বই পড়ার চেষ্টা করেছে। ভীষণ-ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। বারবার খবর শুনেছে। সময় কেটে গেছে। মধ্যরাত, ল্যারি এখনও এল না কেন? শেষ অর্দি ক্যাথি ভাবল, হয়তো আগামীকাল। রাত দুটো বেজে গেছে। তখনও ক্যাথারিনের চোখ খোলা। শেষ অর্দি সে শুতে গেল।

তার হাতে কার হাতের পরশ। কে দাঁড়িয়ে আছে? ল্যারি কি? তার দিকে তাকিয়ে আছে। এ কী? সেই চোখ, সেই মুখ, সেই চিবুক। ল্যারির কাছে নিজেকে সমর্পণ করল ক্যাথারিন। কেটে গেল একা থাকার প্রহর। উদ্ভিগ্নতা এবং অন্ধকার। চার-চারটি বছর। কীভাবে সব কিছু হারিয়ে গেল। চলে গেল জীবন থেকে।

ল্যারি বলল- হনি, ভালো থাকার চেষ্টা করো। তার মুখে হাসি। দেখো-তোমার জন্য কত কিছু নিয়ে এসেছি।

ক্যাথারিন আলো জ্বেলে দিল। ঘরটা আলোয় ভরে গেছে। এ কী? তার মুখে একটা নতুন পৌরুষ। চোখ জ্বলে উঠছে আনন্দে। এমন চেহারা আগে কখনও ক্যাথি দেখেনি। তাকে আরও সুন্দর লাগছে।

ক্যাথারিন চিৎকার করল, আমি তোমার আরও কাছে যেতে চাইছি। জানি না, তুমি এখন কোথায় আছে। আমি এখানে বসে আছি।

ল্যারি এগিয়ে এল। চুমু দিয়ে শব্দসম্ভার বন্ধ করে দিল। তার চুম্বন বন্য এবং আবেগি। ক্যাথারিন ভেবেছিল, তার শরীরে নিশ্চয় এখন একটা শারীরিক আকুলতা জেগেছে। এখন শুধুই ভালোবাসার শেষহীন বৃষ্টিধারা।

ল্যারির হাতে বেশি সময় নেই। সে জামাকাপড় খুলে ফেলল। সে বলল- ক্যাথি, এই মুহূর্তটার জন্য আমি স্বপ্ন দেখেছি। আমি কীভাবে দিন কাটিয়েছি তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমাকে আরও বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছে।

উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। মনে হল, কিছু একটা তাকে যেন আঘাত করছে। এটা কী? আবার নগ্ন সৌন্দর্য? কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই ল্যারি তার শরীরটা ক্যাথির ওপর স্থাপন করল। নিজেকে ঢোকাবার আশ্রয় চেষ্টা করছে। ক্যাথি বুঝতে পারছে না। এত দ্রুততা কেন? মনে হচ্ছে ল্যারি বোধহয় তার সবকিছু ছিঁড়ে কুঁড়ে দেবে। তাকে আঘাত দেবে। সে কেঁদে ফেলল। এইভাবে কোনো বুনো জন্তুর সাথে কি সঙ্গমের খেলা খেলতে পারা যায়?

অবশেষে ক্যাথির মনে হল, তার স্বামী আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে।

পরের মাস। ফ্রেসারের অনন্ত আশীর্বাদে ক্যাথারিন অফিস থেকে বাইরে থাকতে সমর্থ হয়েছে। সে এবং ল্যারি প্রতিটি মুহূর্ত একসঙ্গে কাটিয়েছে। নিজের হাতে ক্যাথি ভালো ভালো খাবার রান্না করেছে। রেকর্ডে গান শুনেছে। কথা বলেছে, আর কথা বলেছে। চার-চারটি বছরের যা কিছু অপূর্ণতা সব ঢেকে ফেলতে চেয়েছে। রাতে তারা পার্টিতে। গেছে, থিয়েটারে, বাড়ি ফিরেছে, ভালোবেসেছে। এখন ক্যাথির শরীর স্বামীকে পাবার জন্য উদগ্রীব। আহা, এমন আবেগি এক প্রেমিক, তাকে আমি সহজে ছাড়তে পারি?

কিন্তু ল্যারির চরিত্রে একটা দারুণ পরিবর্তন। ক্যাথি বুঝতে পারছে। ল্যারি এখন বেশি চাইছে, কম দিচ্ছে। কেন? ভালোবাসার এ কী নতুন খেলা? প্রতিবার সঙ্গম অন্তে ক্যাথারিন আরও কিছু প্রার্থনা করে। ভাবে, আরও একবার হলে কেমন হয়। কিন্তু ল্যারি কেমন উদাসিন হয়ে যায়।

দিন কেটে গেল। একই রকমভাবে ল্যারি ভালোবাসছে। ক্যাথারিনকে এক মুহূর্ত তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। ক্যাথারিন মাঝে মধ্যে ল্যারির পরিবর্তন ভাববার চেষ্টা করে। এই কি সেই স্বামী, যাকে সে সত্যি শ্রদ্ধা করত? সে একজন লম্বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কালো চুলের মানুষকে দেখেছিল। তার চোখের তারায় ছিল দ্যুতি। অসাধারণ লাভণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল। না, এই শব্দটা বোধহয় আর ব্যবহার করা যাবে না। এখন তার চরিত্রে একটা কাঠিন্য এসেছে। এই অজানা আগন্তকের দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন মাঝে মধ্যে ভাবে, এই মানুষটি এত আত্মসচেতন হয়ে উঠল কেমন করে? শীতল এবং নির্মম। যুদ্ধ তাকে পাঁটে দিয়েছে কি? না, এসব বোধহয় আমার ভুল ভাবনা। এই হল আমার দুই ল্যারি, সোনা ল্যারি। আমার সেই ভালোবাসার মহাপুরুষটি।

বন্ধুদের সাথে ল্যারির পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, গর্বিতা স্ত্রীর মতো। তার কথা শুনে অনেকে বিরক্ত হয়েছে। তবু ক্যাথিকে চটাতে চায়নি।

ল্যারির সাথে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছে। ল্যারি এখনও মিলিটারিতে থাকবে কিনা, সে বিষয়েও।

ল্যারি বলেছে হ্যাঁ, যে কোনো মুহূর্তে আমাকে আবার রণক্ষেত্রে যেতে হতে পারে।

ভালো লাগছে না, এসব কথা শুনতে। মনে হচ্ছে, এসব বুঝি কৌতুক।

অবশেষে ফ্রেসারের সঙ্গে দেখা হল। ফ্রেসার বললেন নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করো। ক্যাথারিন, তুমি এক আগন্তুককে বিয়ে করেছ। তখন তো তাকে ঘরের বাইরে যেতেই হবে।

ক্যাথারিন তাকিয়ে আছে। কোনো কথা বলতে পারছে না।

ফ্রেসার পাইপে আগুন সংযোগ করলেন-চারবছর আগের ল্যারিকে তুমি আর কখনও খুঁজে পাবে না। সেই দিনটা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। তোমার জীবন এগিয়ে গেছে। ল্যারির জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যায়। সব কিছুর সঙ্গে আলোস করতে হয়। তাদের বয়স বাড়ে। বিয়েটার বয়স বাড়ে। দেখো, একদিন তোমাদের মধ্যে মিল ঘটে যাবে।

-বিল, আমি ভাবতে পারছি না, সত্যি সত্যি সে চিরদিন আমাকে ভালোবাসবে তো?

ফ্রেসারের মুখে চওড়া হাসি- হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই!

তাই হোক, ক্যাথি মনে মনে ভাবল। ল্যারিকে হারালে সে বেঁচে থাকতে পারবে না।

ক্যাথারিন কাজে ফিরে এল। সকলেই স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছে, অনেক কাজ পড়ে আছে। একটির পর একটি ফাইল ঠিক করতে হবে। চিত্রনাট্যগুলো দেখতে হবে। আরও কত কী।

ল্যারি এখন ক্যাথারিনের জন্য বসে থাকে। ক্যাথারিনের ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়।

আগে ক্যাথি ফিরে সারাদিনের গল্প করত। অফিসে কী কী ঘটনা ঘটেছে, সবকিছু গুছিয়ে বলত।

ল্যারিও শোনাত, নিঃসঙ্গতা কাটাতে সে কোথায় গেছে, কোন বন্ধুর বাড়িতে, থিয়েটার অথবা মুভি ক্লাবে।

এখন কেউ কাউকে আর কিছু বলতে চায় না। কেন? সংলাপের প্রহর কি শেষ হয়ে গেল? ক্লান্ত ভারাক্রান্ত ক্যাথি ভাবতে থাকে, বিল ফ্রেসারের কথা মনে পড়ে যায়। হয়তো এটাই জীবন। জীবনের এই চড়াই উত্থাইয়ের সাথে আমাদের মানিয়ে চলতে হবে। তা না হলে আমরা পথ হাঁটব কেমন করে?

প্যান আমেরিকার হেডকোয়ার্টার একটি আধুনিক বাড়ি। কার্ল ইসম্যানের অফিস, বিরাট, সুন্দরভাবে সাজানো। বুঝতে পারা যাচ্ছে, তিনি একটা ভালো পদে কাজ করেন।

উনি ল্যারিকে সম্ভাষণ করলেন- আসুন, চেয়ারে বসুন।

ইসম্যানের বয়স পঞ্চাশ। চেহারাটা মোটামুটি ভালো। চোখ দুটিতে উজ্জ্বলতা। মনে হচ্ছে সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর।

কফি চলবে?

-না, ধন্যবাদ।

-আপনি আমাদের হয়ে কাজ করবেন তো?

-হ্যাঁ, আমি একটা চাকরি খুঁজছি।

-এখানে সেটা হতে পারে। অনেক জকি ইতিমধ্যে আবেদন করেছে।

উনি মাথা নাড়লেন- ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। ভাবতেই পারা যাচ্ছে না, কীভাবে এখন প্রশিক্ষণ এগিয়ে চলেছে। এতজন আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনার মতো বিখ্যাত পাইলটরাও এসেছেন। হাজার হাজার আবেদন। একটি মাত্র চাকরি খালি আছে। অন্য এয়ার লাইসেন্স একই অবস্থা।

ল্যারির মুখে হতাশার ছাপ- কী মনে হচ্ছে?

-আপনার দুটো বিষয় আমাকে আকর্ষণ করেছে।

ল্যারির মনের মধ্যে রাগ। সে কিছু বলার চেষ্টা করছে। আমার চাকরির দরকার নেই।

ইসম্যান ঝুঁকে পড়ে বললেন- আপনার মধ্যে সাহস আছে। অনেক দিন ধরে আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা।

ল্যারি বলল- ধন্যবাদ।

ইসম্যান ল্যারিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললেন- এখানে একটা প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে আপনাকে যেতে হবে। মনে হবে, আপনি বোধহয় আবার স্কুলজীবনে ফিরে গেছেন।

ল্যারি ইতস্তত করতে থাকে। ভাবতে পারছে না, এখন কী জবাব দেবে।

শেষ পর্যন্ত সে শান্তভাবে বলল- ব্যাপারটা ভালোই শোনাচ্ছে।

-আপনাকে ট্রেনিং নেবার জন্য নিউইয়র্কে যেতে হবে।

ল্যারি তাকিয়ে আছে।

-চার সপ্তাহ ধরে ট্রেনিং চলবে।

-আপনারা ডিসি-৪ বিমান চালান তো? ল্যারির প্রশ্ন।

-ঠিকই বলেছেন। ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে আপনাকে আমরা নেভিগেটরের পদ দেব। ট্রেনিং চলার সময় আপনি প্রতি মাসে ৩৫০ করে পাবেন।

কাজটা দরকার। এইভাবে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে কেন?

ল্যারি বলল-হ্যাঁ, নেভিগেটর হতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি একজন পাইলট, কখন আসল কাজটা পাব?

-আমাদের এয়ারলাইন্স এখন সবেমাত্র দাঁড়াচ্ছে। এখানে অভিজ্ঞতা অনুসারে চাকরির পদোন্নতি হয়। অনেকে আপনার থেকে অভিজ্ঞ। দেখা যাক, আপনি করতে পারেন কিনা।

ল্যারি বলল- ঠিক আছে। কবে থেকে আমাকে যোগ দিতে হবে।

-আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি। আপনাকে শারীরিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আর কোনো সমস্যা?

জাপানিরা আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি খুঁজে পায়নি।

কখন থেকে আপনি কাজ করতে পারেন?

বললে এখন থেকেই।

-সোমবার থেকে শুরু হবে। ইসম্যান কী যেন লিখে ল্যারির হাতে তুলে দিলেন। এখানে, সোমবার সকাল নটায় আসবেন।

ল্যারি ক্যাথারিনকে ফোন করল। খবরটা জানাল। কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। ক্যাথারিন এমন কণ্ঠ অনেক দিন শোনেনি। সে বুঝতে পারল, সবকিছু এখন নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে এগিয়ে চলেছে।

১২.

কনসট্যানটিন ডেমিরিস বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি এরোপ্লেন কিনেছেন। একটা হকার সিগনিকে ষোলো জন যাত্রী বহন করতে পারে, এমন রাজকীয় বিমানে পরিবর্তন করেছেন। এটা ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে উড়তে পারে। চারজন ক্রুকে বহন করতে পারে। এটা বোধহয় এক উড়ন্ত রাজপ্রাসাদ। ভেতর দিকটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

ডেমিরিস তাঁর ব্যক্তিগত পাইলটকে নির্বাচন করেছেন। তিনি হলেন পল। আর একজন ব্রিটিশ পাইলটকে আনা হয়েছে। তার নাম আয়ান। প্রথমজন শক্ত সমর্থ, দুর্দান্ত সাহস আছে তার। সব সময় মুখে হাসি। তিনি একজন মেকানিক, তিনি জানেন কীভাবে, বিমানের কলকবজা ঠিক রাখতে হয়। দ্বিতীয়জন যুদ্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, বিপদের মুখে ভেঙে পড়েন না।

নোয়েলে মাঝে মধ্যেই প্লেনে চড়ে বসে। কখনও ডেমিরিসের সঙ্গে কোনো ব্যবসায়িক সম্মেলনে যোগ দিতে যায়। কখনও বা নেহাত আনন্দের উড়ান। সে পাইলটদের কাজকর্ম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

একদিন আর এ এফ-এর কথা নিয়ে গল্প হচ্ছিল।

নোয়েলে এখন ককপিটে বসে থাকে। ওই দুজন পুরুষ তাকে মাঝে মধ্যে আমন্ত্রণ। জানাচ্ছে কখনও সে কেবিনে চলে যায় ওদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নানা তথ্যে পরিপূর্ণ।

ল্যারি ডগলাসের কথা মনে পড়ে যায়। ল্যারি তো একইরকম কাজে যুক্ত ছিল।

নোয়েলে প্যারিসে যাবার কথা চিন্তা করল। একবার গিয়ে খ্রিস্টিয়ান বারবেডের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওয়াশিংটনে বারবেডের একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস আছে। ল্যারি ডগলাসের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। এই ছোট ডিটেকটিভ হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবে। এথেন্সে নিয়মিত খবর পাঠাতে পারব।

বারবেডের অফিস।

বারবেড বললেন মিস পেজ আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি।

কনসট্যানটিন ডেমিরিস সম্পর্কে কিছু চায়। লোকটা ভালো মক্কেল হতে পারে। কিন্তু মেয়ে শুধু ল্যারি ডগলাসের ব্যাপারে জানতে চেয়েছে।

নোয়েলে বলল- মঁসিয়ে বারবেড, আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।

বারবেডের মুখে হাসি। মিস পেজ, ধন্যবাদ। এটাই তো আমার ব্যবসা অথবা পেশা।

নোয়েলে বলল-কনসট্যানটিন ডেমিরিস কখনও আপনার নাম আমার কাছে বলেননি।
যদি কোনোদিন আমার কাছে সে বলে, তা হলে আমি সবকথা জানিয়ে দেব।

মঁসিয়ে বারবেড নোয়েলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ। তারপর বললেন আমি
আপনাকে কথা দিচ্ছি মাদমোয়াজেল, আমি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

নোয়েলের কঠিন দৃষ্টি- হা, শাস্তি কীভাবে আমি দিই, তা জানেন কি?

একটা কমার্শিয়াল প্লেন গ্রিসে ফিরে এসেছে। নোয়েলে তার যাত্রী ছিল। নোয়েলে
ম্যানিলা এনভেলাপের কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টটি পড়লেন-

অ্যাকমে সিকিউরিটি এজেন্সি।

১৪০২

ওয়াশিংটন ডিসি।

রেফারেন্স- ২১৭৯২১০

২ এপ্রিল ১৯৪১

প্রিয় মঁসিয়ে বারবেড। প্যান অ্যামের ব্যক্তিগত অফিসের সঙ্গে কথা হয়েছে। একজন
প্রশিক্ষিত পাইলট দরকার। কিন্তু এরকম পাইলট পাওয়া যাবে কি?

আগের রিপোর্টে সব কথা জানিয়েছি। তার অ্যাপার্টমেন্টে বেশ কয়েকজন মহিলা নিয়মিত আসছে। সে চার পাঁচ ঘণ্টা সময় কাটাচ্ছে। সে বোধহয় অনেকের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ওইসব মেয়েদের নাম এবং ঠিকানা চিঠির সঙ্গে দেওয়া হল।

সে এখন একটা নতুন চাকরি পেয়েছে। তার জীবনধারা হয়তো পাল্টে যাবে। ভবিষ্যতে খবর আবার জানাব।

আমাদের বিলটা পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আপনার বিশ্বস্ত।

রুটেনবার্গ।

ম্যানেজিং সুপারভাইজার।

নোয়েলে রিপোর্টটা ফোল্ডারে ঢুকিয়ে রাখল। চোখ বন্ধ করল। ল্যারিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, উদ্বিগ্ন এবং চিন্তামগ্ন। এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে, যাকে সে ভালোবাসে না। এমন একটা ফাঁদে ধরা পড়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা মুশকিল।

তার নতুন চাকরি। নোয়েলের পরিকল্পনা আর একটু সার্থক হবে। এখন ধৈর্য ধরতে হবে। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ফেলতে হবে।

আয়ান হোয়াইট স্টোন নোয়েলে পেজের সাথে লাঞ্চার আসরে বসে আছেন। নোয়েলের সৌন্দর্য তাকে অবাক করে দিয়েছে, নোয়েলের কথা চিন্তা হলেই তার হৃদয়ের গতি বেড়ে যায়। তিনি এক বুদ্ধিমান মানুষ। সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত।

সেই বিশিষ্ট দিন- নোয়েলে আর হোয়াইট স্টোন। সমুদ্রের ধারে একটি ছোট শহর। সেখানেই লাঞ্চার আসর। নোয়েলের পরনে গরমকালের ফ্রক, পায়ে চটি। তার ফুরফুরে সোনালি চুল হাওয়াতে উড়ছে। এত সুন্দরী কখনও দেখায়নি তাকে।

আয়ান হোয়াইট স্টোন লন্ডনের এক মডেলের প্রেমে পড়েছিলেন। মেয়েটি খুব সুন্দরী ছিল। তবে নোয়েলের সাথে রূপের লড়াইতে সে অনায়াসে হেরে যাবে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে সবাই এই কারণে ঈর্ষা করে। নোয়েলে এখন তার আদরিনী রক্ষিতা। হোয়াইট স্টোন ভাবলেন, না, এই মেয়েটিকে অধিকার করা আমার কর্ম নয়।

নোয়েলে অনর্গল কথা বলে চলেছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা।

হোয়াইট স্টোন অবাক হয়ে গেলেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

-আপনি বলেছিলেন, আপনার ইলেকট্রনিক কোম্পানি হবে একদিন, তাই না?

হোয়াইট স্টোন ভাববার চেষ্টা করলেন- হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল।

-এটা একটা বাজে স্বপ্ন। অনেক টাকা লাগে।

-আপনার মতো একজন মানুষ, টাকার জন্য পিছিয়ে পড়বেন কেন? নোয়েলের জবাব।

হোয়াইট স্টোন অস্বস্তি সহকারে বসে থাকলেন। তিনি জানেন না, নোয়েলে পেজ এবার কী বলবে। কাজটা তার ভালোই লাগে। আরও বেশি টাকা কীভাবে আয় করবেন?

আমার এক বন্ধুকে আপনার কথা বলেছি। সে নতুন কোম্পানিতে টাকা ঢালতে আগ্রহী।

নোয়েল অবশেষে বলল।

উত্তেজনা অনুভব করলেন হোয়াইট স্টোন।

নোয়েলে আবার বলল- সে আপনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী।

হোয়াইট স্টোন ঢোক গিলে বললেন আমি বুঝতে পারছি না মিস পেজ। ঠিক আছে, পরে সব জানাব। ডেমিরিস কি এই ব্যাপারটা জানেন?

নোয়েলে হাসল আমার মনে হয় ডেমিরিস এটার অনুমতি কখনও দেবে না। যাক আমি দেখছি কী করা যায়।

হোয়াইট স্টোনের সামনে তখন নতুন আশার জগৎ। নোয়েলে শেষ পর্যন্ত বলল ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমরা কথা বলব। তবে মনে রাখবেন এটা যেন পাঁচ কান না হয়, কেমন?

হোয়াইট স্টোন বললেন- অনেক ধন্যবাদ। ব্যাপারটা শুনে আমার খুবই ভালো লাগছে। মনের মধ্যে উত্তেজনা জেগেছে।

নোয়েলে মাথা নেড়ে বলল- আমার মনে হচ্ছে, এই স্বপ্নটা একদিন সফল হবেই।

ক্যাথারিন, ওয়াশিংটন, প্যারিস, ১৯৪৬

১৩.

সোমবার সকাল নটা। ল্যারি ডগলাস চিফ পাইলটের কাছে রিপোর্ট করল-উনি হলেন ক্যাপ্টেন হেলসাঁকো উ ইজ প্যান আমেরিকান অফিস। নিউ ইয়র্কের লা-গার্ডিয়া এয়ারপোর্ট। ল্যারি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। সাকোউইজ ল্যারির সার্ভিস রেকর্ডের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

তার চেহারার মধ্যে একটা পৌরুষের ছাপ আছে। উড়ান জগতের কিংবদন্তি মানুষ। প্রথমে এয়ার সারকাসে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর এক ইঞ্জিনযুক্ত এয়ার মেলপ্লেন চালাতে থাকেন। অনেক বছর ধরেই এয়ারল্যান্ড পাইলট হিসেবে কাজ করছেন। গত পাঁচ বছর তিনি প্যান আমেরিকার চিফ পাইলট।

উনি বললেন- ডগলাস, আপনি এসেছেন বলে আমরা খুবই গর্বিত।

ল্যারি জবাব দিল- আমি খুশি হয়েছি।

-আপনি নিশ্চয়ই আবার প্লেন চালাতে উৎসুক।

-হ্যাঁ, আমাকে বাতাসের মধ্যে ছেড়ে দিন, আমি উড়ে যাব।

সাকোউইজ একটা চেয়ারের দিকে তাকালেন। বললেন- ওখানে বসুন। আসুন, কিছু মানুষের সাথে পরিচিত হোন।

দুজনের কথাবার্তা এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে সাকোউইজের সেক্রেটারি কফি নিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে ড্যানিশ প্যাসট্রি। তারা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কথা বললেন। সাকোউইজকে, দেখে মনে হচ্ছে, তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে জানেন। তার মধ্যে আতিথেয়তা আছে। এবার ল্যারির আসল কাজটা শুরু হবে। কিছুক্ষণ বাদে ল্যারি চলে গেল। কাল ইসম্যান ঘরে এসে প্রবেশ করল। কার্ল জানতে চাইল- কীরকম দেখলেন?

-ভালই।

ইসম্যান কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন- সত্যি বলুন তো?

বাজিয়ে দেখতে হবে।

-আপনার চিন্তা।

-হ্যাঁ, ওর অতীতটা খারাপ নয়। তবে এখানে কতটা পারবে, বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, ল্যারির থেকে ভালো এই মুহূর্তে আর কাউকে পাওয়া যাবে না।

ইসম্যান বললেন- তাহলে ওকে নিয়েই চলতে হবে। তাই তো?

-ম্যানহাটনের আশেপাশে খুব বেশি ফাইটার নেই। ডগলাস ব্যাপারটা হয়তো জানে।
তাই ওকে এই দায়িত্ব দেওয়া উচিত। এটা আমার অভিমত। যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন
আরও বেশি তৎপর হতে হয়।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন উনি, ইসম্যান দাঁড়িয়ে আছেন, কোনো কথা
বলছেন না। অপেক্ষা করছেন।

ডগলাস সম্পর্কে সব খবর আমি নিয়েছি কাল। কিছু একটা গোলমাল আছে। যদি সে
আবার আমাদের এয়ারশিপের ক্যাপ্টেন হয়, তাহলে কী হবে? সে কি সব কিছু
সামলাতে পারবে?

মনে হচ্ছে সে পারবে। ইসম্যান বললেন। আপনি তো আমাকে চিন্তায় ফেললেন।

-না-না, চিন্তার কোনো কারণ নেই। সব ব্যাপারই তো এইভাবে শুরু হয়।

এখন আপনি কী করবেন?

-আমরা ল্যারির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখব।..

যদি কোনো গোলমাল হয়?

না, একটা কথা মনে রেখো, ও কিন্তু এই ব্যাপারে খুবই দক্ষ। মনে হয় না কোনো
অসুবিধা হবে।

ভবিষ্যতে সাকোউইজের বক্তব্যই সফল হয়েছিল।

চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ, কঠিন কঠোর জীবনযাত্রা। তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের সমাহার। অনেক কিছুই আবার শিখতে হল ল্যারিকে। যা হয়তো সে ভুলে গিয়েছিল।

ল্যারিকে এক মনোযোগী ছাত্র বলা যেতে পারে। ক্লাসে সে খুবই তৎপর। সবকিছু গোত্রাসে গিলতে চায়। হোমওয়ার্ক ভালোভাবে করে আনে। তার মধ্যে অধৈর্যের ছাপ নেই। কোনো ব্যাপারে সে বিরক্ত বোধ করে না। মনে হয়, এই বিষয় সম্পর্কে তার আগ্রহের বুঝি শেষ নেই। বিমান আর বিমান। সবসময় তার চিন্তা বিমানকেই ঘিরে।

একদিন রাত হয়েছে। সব শিক্ষানবিশরা চলে গেছে। সাকোউইজ দাঁড়িয়ে আছেন। ল্যারিকে দেখা গেল একটা ডিসি-৪ বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। ল্যারি ধীরে ধীরে ককপিঠে উঠে লেগ। ওয়্যারিং পরীক্ষা করল। সাকোউইজ পরের দিন সকালে কার্ল ইসম্যানকে বলেছিলেন- আমি কী বলেছিলাম?

লোকটার ওপর নির্ভর করা যায় ওর আগ্রহ দেখলে অবাক হতে হয়।

ইসমান বলেছিলেন- হ্যাঁ, আমি আমার আশঙ্কা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

আট সপ্তাহ কেটে গেল। গ্রাজুয়েশন সেরিমনি শুরু হয়ে গেছে, ক্যাথারিন আনন্দের সঙ্গে নিউইয়র্কে উড়ে গেল। ল্যারিকে নতুন পদক দেওয়া হল।

ল্যারি বলল- ক্যাথি, আজ থেকে আমার আবার একটা নতুন জীবন শুরু হল। তবে ককপিঠে গেলেই এক পাইলটের আসল পরীক্ষা শুরু হয়। এসব পদকের কোনো দরকার নেই।

ক্যাথি বলল- না-, তুমি বুঝতে পারছ না। এই পদকটা তোমার কাছে কত দরকারি। তোমার কর্মদক্ষতার চিহ্ন। ভেবে দেখো তো, ক্যাপ্টেন সাকোউইজ কত খুশি হবেন, যদি তুমি কাজটা ঠিক মতো করতে পারো।

সেদিন রাতে ক্যাথি আর ল্যারি টোয়েন্টি ওয়ান ক্লাবে গিয়েছিল। ল্যারির চারজন সহপাঠী এবং তাদের বউরাও গিয়েছিল। জমজমাট ডিনারের আসর। ক্লাবে অনেক মানুষের সমাবেশ। কিন্তু ল্যারির এত ভিড় ভালো লাগছে না।

ল্যারি বলল- আমরা অন্য জায়গায় যাব।

ক্যাথারিন বলল- একটু অপেক্ষা করো।

সে ক্যাপ্টেনের কাছে হেঁটে গেল। এখানে জেরি বারনচ আছে? কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। ধূসর চুলের এক মানুষ সামনে এল।

সে বলল- আমি জেরি বারনচ, আমি কি সাহায্য করতে পারি?

-আমি, আমার স্বামী আর বন্ধুরা ডিনার খাব। মোট দশজন।

জেরি বলল- রিজার্ভেশন করা আছে?

-আমি উইলিয়াম ফ্রেসারের পার্টনার। ক্যাথারিন জবাব দিল।

জেরি বারনচ ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে বলল- আগে বলবেন তো? পনেরো মিনিট সময় দেবেন?

ক্যাথারিন বলল- ধন্যবাদ সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ অব্দি ক্যাথারিন টেবিলটা পেয়ে গেল।

ল্যারি প্রশ্ন করল- কী করে পেলে?

ক্যাথারিন বলল- আমি বিল ফ্রেসারের নাম বললাম।

ল্যারির চোখে একটা অদ্ভুত সন্দেহ।

ক্যাথারিন আবার বলল- উনি এখানে প্রায়ই আসেন। উনি বলেছেন যদি কখনও টেবিলের দরকার হয়। আমি যেন ওনার নাম বলি।

ল্যারি অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল- চলুন, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই। এই জায়গাটা ভালো লাগছে না।

দলের সকলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ল্যারি ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে বলল এসো।

ক্যাথারিন বলল- ঠিক আছে, আমিও যাচ্ছি। কিন্তু,

ল্যারি চিৎকার করে বলল- তুমি আসবে কি আসবে না?

যারা বসে খাচ্ছিল, তারা তাকিয়েছে। ক্যাথারিন বুঝি বোবা হয়ে গেছে।

-ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। ক্যাথারিন বলল।

ওরা একটা ইতালিয় রেস্টুরেন্টে গেল। ছ নম্বর এভিনিউতে। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন কিছু ঘটেনি। ক্যাথারিন এমন আচরণ করছে। ভেতরে ভেতরে সে ফুঁসছে। সে বুঝতে পারছে না, কেন সকলের সামনে ল্যারি তাকে এভাবে অপমান করল। ল্যারির এই শিশুসুলভ আচরণ তাকে ব্যথা দিয়েছে।

বাড়ি ফিরে এসে ক্যাথারিন বেডরুমে চলে গেল। একটি কথাও বলল না। পোশাক খুলল। আলোটা নিভিয়ে দিল। বিছানাতে শুয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল ল্যারি লিভিং রুমে বসে আছে। একা একা ড্রিং করছে।

দশ মিনিট কেটে গেছে। ল্যারি বেডরুমে এসে ঢুকল। তারপর বলল- তুমি কি এখন ঘুমোচ্ছ?

ক্যাথি উঠে বসে বলল- এভাবে কথা বলছ কেন? আজ তুমি যা ব্যবহার করেছ, আমি ভাবতেও পারছি না। এমন কাজ কেন করলে?

-ওই লোকটা আবার তোমার পেছন ধরেছে?

কী বলছ কী?

-আমি শ্রীযুক্ত বিল ফ্রেসারের কথা বলছি।

-বিল আমাকে সাহায্য করেন, আর কিছু নয়।

-হ্যাঁ, আমি জানি। উনি তোমাকে ব্যবসার অংশীদার করতে চাইছেন। সব ব্যাপারটা আমার জানা আছে। ফ্রেসারের অনুমতি ছাড়া আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে বসতে পারব না, তাই তো? আমাদের ব্যক্তিগত জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে? তুমি কি তাই চাইছ?

ল্যারির দিকে ক্যাথারিন তাকাল। ল্যারি বুঝতে পারছে না, এবার কী ঘটবে। হয়তো বিয়েটা একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াবে।

এই প্রথম ক্যাথারিনের মনে হল, ল্যারিকে সে ভুল বুঝেছে। ল্যারির পোশাক খুলে পর্যবেক্ষণ করল, অবশ্য মনে মনে।

ল্যারি শান্তভাবে বলল- হ্যাঁ, ওখানে আমার এমন ব্যবহার করা উচিত হয়নি। ভেবে দেখো, ফ্রেসারের নাম না বলা পর্যন্ত আমরা টেবিল পাচ্ছিলাম না। কেন এমনটি হল?

ক্যাথারিন বলল- আমি দুঃখিত ল্যারি, এমন কাজ কখনও করব না।

তারপর আলিঙ্গন। ল্যারি বলল- আমাকে ছেড়ে যেও না ক্যাথি।

ক্যাথারিন ভাবল, এই ব্যাপারটা পরে চিন্তা করতে হবে। সে আরও জোরে ল্যারিকে জড়িয়ে ধরে বলল- আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যাব না ডার্লিং, আমি কথা দিলাম।

নেভিগেটর হিসেবে ল্যারির প্রথম কাজ ছিল ১৪১ ফ্লাইটকে ওয়াশিংটন থেকে প্যারিসের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। প্যারিসে তাকে আটচল্লিশ ঘণ্টা থাকতে হয়। এক-একটি ফ্লাইটের পরে। তিনদিন বাদে সে আবার বাড়িতে ফিরে আসে। আবার নতুন উড়ান পাখির পাইলট।

এক সকালে ল্যারি ক্যাথারিনকে তার অফিসে ডাকল।

ল্যারির গলায় উত্তেজনা শোনো, আমরা একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট আবিষ্কার করেছি। তুমি কি লাঞ্চ খেতে আসবে?

ক্যাথারিন তার কাজের দিকে তাকাল। তারপর বলল আসছি।

পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি তোমায় তুলে নেব।

-ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, তোমাকে আসতে হবে না।

ক্যাথারিন তার বসের কাছে গিয়ে বলল, আমি আমার স্বামীর সাথে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি।

ফ্রেসার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল- তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। যদি কখনও খারাপ লাগে, তাহলে আমাকে বলল।

ক্যাথারিন হেসে বলল- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানাব।

ল্যারি ক্যাথারিনকে অফিসের সামনে থেকে তুলে নিল। ক্যাথারিন গাড়িতে গিয়ে বসল।

ল্যারি জানতে চাইল কি আমার সঙ্গ খারাপ লাগছে?

-মোটাই খারাপ লাগছে না।

ল্যারি হাসল- সব মেয়েরাই একরকম?

গাড়িটা এয়ারপোর্টর দিকে এগিয়ে চলেছে।

রেস্টুরেন্টটা কোথায়? ক্যাথারিন জানতে চাইল। আজ বিকেল পাঁচটায় অ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে। বিকেল হতে হতেই একের পর এক মানুষ আসতে শুরু করবে।

দূরে নয় কেন? বিকেলে খুব ব্যস্ত বুঝি?

না, ক্যাথারিন মিথ্যে বলল, তেমন কিছু নয়।

-ভালো কথা।

তারা এয়ারপোর্ট ডানাতে পৌঁছে গেল। ল্যারি গাড়িটাকে এনট্রান্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে- এয়ারপোর্টের মধ্যে রেস্টুরেন্ট?

-হ্যাঁ, একেবারে কোণের দিকে। ল্যারি হাসল। সে গাড়িটাকে পার্ক করল। ক্যাথারিনের হাতে হাত রাখল। ব্যাক হাম গেটের ভেতর ঢুকে গেল।

সুন্দরী যে মেয়েটি ডেস্কের ওদিকে বসেছিল। সে হেসে ল্যারিকে শুভেচ্ছা জানাল।

ল্যারি বলল- এ হল আমার বউ। আর এ হল অ্যানি হুইসটন।

তারা হ্যালো বলল।

ল্যারি বলল- ভেতরে এসো।

তারা ডিপারচার র‍্যাম্পে চলে গেল

। ক্যাথারিন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল- ল্যারি, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

-তুমি সবথেকে দুষ্ট মেয়ে, তোমাকে আমি লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে যাব।

তারা ৩৭ নম্বর গেটের কাছে চলে গেল। দুজন টিকিট কাউন্টারে বসে ছিল। তারা টিকিটগুলো দেখছে। বোর্ডের ওপর একটা চিহ্ন ফুটে উঠল- ফ্লাইট ১৪৭, দুপুর একটায় ছাড়বে, গন্তব্য প্যারিস।

ল্যারি ডেস্কে বসে থাকা মানুষটির কাছে গিয়ে বলল- এখানে ওকে আনা হয়েছে টমি।

সে প্লেনের টিকিট লোকটার হাতে দিল- ক্যাথি, এ হল টমি আর এ হল ক্যাথারিন।

-আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। আপনার টিকিটটা ঠিকই আছে।

টমি টিকিটটা ক্যাথারিনের হাতে তুলে দিল।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে জানতে চাইল- এসব কী হচ্ছে?

-আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম। আমি তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি না।

আমি তোমাকে প্যারিসের ম্যাক্সিমে নিয়ে যাব।

ক্যাথির কণ্ঠস্বর ভেঙে গেছে- ম্যাক্সিম? প্যারিস? এখন?

-হ্যাঁ, ঠিকই বলছি আমি।

-আমি যেতে পারব না। এখন পারব না।

-হ্যাঁ, তোমায় যেতে হবে, তোমার পাশপোর্ট আমার পকেটে আছে।

ল্যারি? তুমি কি পাগল হলে? আমার কোনো জামাকাপড় নেই। কত কাজ পড়ে আছে।

প্যারিসে গিয়ে তোমার জামা কিনে দেব। সব অ্যাপয়ন্টমেন্ট ক্যানসেল করো। ফ্রেসার কয়েক দিন চালাতে পারবেন। পারবেন নাকি?

ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে আছে, কী বলবে বুঝতে পারছে না। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল- ল্যারি তার স্বামী, ল্যারির ব্যাপারটা প্রথম ভাবতে হবে। ক্যাথারিন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত সে হাসল। তারপর বলল- আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

প্যারিস ভ্রমণটা দারুণ মজার। ল্যারি একসপ্তাহের ছুটি নিয়েছে। ক্যাথারিনের মনে হল, জীবন এর আগে কখনও এমন আনন্দঘন হয়ে ওঠেনি।

প্রথম দিন সকাল বেলা। ল্যারি ক্যাথারিনকে একটা সেলুনে নিয়ে গেল। অনেক কিছু কিনল। দুহাতে খরচ করল। ক্যাথারিন মাত্র দুটো জিনিস কিনেছিল। ভীষণ দাম বেশি, সে ভাবতেই পারছে না।

ল্যারি বলল- এত কথা চিন্তা করো না। আমরা হনিমুনে এসেছি।

-ইয়েস স্যার, ক্যাথারিন বলল, ইভনিং ড্রেসটা ভারী সুন্দর, কিন্তু এখন এর প্রয়োজন নেই।

-আমি আমার বেতন থেকে অ্যাডভান্স পেয়েছি। চিন্তা করছ কেন?

ক্যাথি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ল্যারির মুখের দিকে নাঃ, এই মানুষটাকে ভালোবাসতেই হবে।

তারপর? দিনগুলো পাখির পাখায় ভর দিয়ে ফুরফুর করে উড়ছে। প্যারিসে এত কিছু দেখার আছে হাতে গুনে শেষ করা যাবে না। তারা নেপোলিয়নের সমাধি দেখল। রুপরেতে গেল, সরবনতে ছোট্ট রেস্টুরেন্ট, ভারী সুন্দর, চলে গেল বিভিন্ন বিপণন অঞ্চলে। কত কিছু কেনার আছে। রোববার ভারসাইলে গিয়েছিল। কাকহার্ডিতে ডিনার সারল। আহা, দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমাটা ভালোভাবেই কেটে গেল।

সাকোউইজ তার অফিসে বসে আছেন। গত সপ্তাহের রিপোর্টটা দেখছেন। ল্যারি ডগলাস সম্পর্কে কী লেখা হয়েছে? তিনি ইন্টারকমের সুইচ টিপে বললেন— ল্যারিকে এক্সুনি পাঠিয়ে দাও।

ল্যারি প্যান আমেরিকান ইউনিফর্ম পরে ঢুকে পড়ল। তার কাঁধে ফ্লাইট ব্যাগ। সে বলল— মর্নিং চিফ।

বসুন

ল্যারি চেয়ারে বসল। সিগারেট ধরাল।

সাকোউইজ বললেন আমি খবর পেয়েছি, গত সোমবার প্যারিসে আপনি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে জয়েন করেছেন?

ল্যারির মুখের অভিব্যক্তি পাণ্টে গেল আমি একটা প্যারেডে আটকে গিয়েছিলাম। তবে প্লেনটা কিন্তু ঠিক সময়ে ছেড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, এখানে কি ছোটো : ছেলেদের ক্যাম্প চালানো হচ্ছে।

সাকোউইজ বললেন- আমরা এয়ারলাইন্স চালাচ্ছি। সবকিছু মেনে চলতে হবে।

ল্যারি রেগে গিয়ে বলল- ঠিক আছে, আমি ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করব না। আর কিছু বলার আছে?

ক্যাপ্টেন সুইপ মনে করছেন, আপনি কয়েকটা ফ্লাইটে মত্ত অবস্থায় ছিলেন?

উনি একেবারে মিথ্যুক।

-উনি মিথ্যে কথা কেন বলবেন?

-উনি ভাবছেন, আমি হয়তো ওনার চাকরিটা নিয়ে নেব। ল্যারির কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য, কুকুরির বাচ্চা, এভাবে কথা বলছে কেন? ওর উচিত ছিল দশ বছর আগে রিটায়ার্ড করা।

সাকোউইজ বললেন- আপনাকে চারজন বিভিন্ন ক্যাপ্টেনের সাথে উড়তে হবে। তাদের আপনি পছন্দ করেন না।

ল্যারি বলল কাউকেই না। অথবা হয়তো সকলেই ভালো। আমার কিছু বলার নেই।

-ওরা হয়তো আপনার সাথে উড়তে পছন্দ করেন না। ব্যাপারটা এমনও হতে পারে। আপনার আচরণ ওদের চিন্তিত করে তোলে। তাই কি?

-আপনি কী বলতে চাইছেন?

যখন দরকার পড়ে, আপনি কেমন যেন হয়ে যান। এ ব্যাপারে কিছু বলার আছে?

ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ল্যারি ফেটে পড়ল। আমি চার বছর জার্মানিতে কাজ করেছি। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়েছিলাম। জীবনটা প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনায় ভরপুর ছিল। বিপদের সম্ভাবনা। কেউ কি আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে পেরেছে? আমি বিরাট মাইনে পেয়েছি। অথচ এখানে এমন হচ্ছে কেন? আপনি কি মজা করছেন?

-না, ফাইটার প্লেন চালানোতে আপনার কৃতিত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। কিন্তু আমরা প্যাসেঞ্জার প্লেন চালাচ্ছি। এটা অন্য ধরনের খেলা।

ল্যারি টেবিলে ঘুষি মারল। নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল। তারপর বললেন, ঠিক আছে, আমি মেসেজটা পেয়েছি। যদি মনে হয়, কোনো গোলমাল হচ্ছে পরে জানাবেন। এখনই একটা ফ্লাইট চালাতে হবে।

সাকোউইজ বললেন- অন্য কেউ চালাচ্ছে। আপনাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ল্যারি অবাক হয়ে গেছে- কী বলছেন?

-হ্যাঁ, এটা হয়তো আমার দুর্ভাগ্য ডগলাস, আপনাকে এত বড়ো একটা দায়িত্ব দেওয়া উচিত হয়নি।

ল্যারি উঠে দাঁড়াল, তাহলে কেন বললেন না আগে?

কারণ আপনার বান্ধবীর এক বিশিষ্ট বন্ধু আছে। উনি হলেন বিল ফ্রেসার।

সাকোউইজ জবাব দিলেন। ল্যারি ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল। একটা ঘুষি মেরে দিল সাঁকোউইজের মুখের ওপর। এত জোর সেই আঘাতে সাকোউইজ দেওয়ালে প্রায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন। ফিরে আসার চেষ্টা করলেন। তিনি ল্যারিকে দুবার মারলেন। তারপর বললেন- এম্ফুনি বেরিয়ে যাও। শুয়োরের বাচ্চা!

ল্যারি তাকিয়ে আছে। তার চোখে মুখে ঘৃণা-কুকুরির বাচ্চা, পায়ে ধরলেও আমি তোর এয়ারলাইন্সে আর আসব না।

ল্যারি অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

সাকোউইজ তাকিয়ে থাকলেন। সেক্রেটারি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে। সে দেখতে পেল চেয়ারটা উল্টে পড়ে আছে। সাঁকোউইজের ঠোঁটে রক্ত।

-স্যার, আপনি ঠিক আছেন তো?

-ভয়ংকর। ইসম্যানকে এক্ষুনি খবর দাও।

দশ মিনিট বাদে ব্যাপারটা কার্ল ইসম্যানের কাছে বলা হল।

ইসম্যান জানতে চাইল ডগলাসের ক্ষেত্রে কী গোলমাল হল?

-সত্যি কথা বলব? আমার মনে হচ্ছে, ও বোধহয় মানসিক দিক থেকে অসুস্থ।

ইসম্যানের চোখে উজ্জ্বলতাহা, স্যার, এটাই আপনি ঠিক বলেছেন। মদ খেয়ে প্লেন চালানো কি উচিত? অথচ, ও যখন মাটিতে থাকে, মোটেই মদ পান করে না।

-তাহলে? তুমি কী বলছ? লোকটাকে তাড়ানো উচিত হয়নি। না, আজ কি ওকে আবার ডেকে পাঠাব?

সাকোউইজ আবার বলতে থাকেন- ডগলাসের অতীত জীবন সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য আমার হাতে এসেছে। যখন ও যুদ্ধবিমানে কাজ করত, এক ব্রিটিশ সুন্দরীর প্রেমে পড়ে যায়। ঘটনাক্রমে সেই ব্রিটিশ সুন্দরীকে হাতের মুঠোয় বন্দী করতে পারেনি। ওরই এক প্রিয় পাইলটের সাথে মেয়েটির বিয়ে হয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, পাইলটের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। প্রেমিকাকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে থাকে ডগলাস। তারপর মার্কিন দেশে চলে আসে। মেয়েটিকে ভুলে যায়।

ইসম্যানের দিকে তাকিয়ে সাকোউইজ বললেন একটা ব্যাপার আমি বলতে পারি, ডগলাসের বউয়ের জন্য আমার কষ্ট হয়।

ক্যাথারিন কনফারেন্স রুমে বসে ছিল। ল্যারি ঢুকে পড়ল।

ল্যারির চোখে চাপ চাপ রক্ত। তার গলার কিছু অংশ কেটে গেছে।

ক্যাথারিন বলল- ল্যারি, কী হয়েছে?

ল্যারি বলল- আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

ক্যাথারিন তাকে অফিসে নিয়ে গেল। অন্যরা যাতে দেখতে না পায়, এমন একটা জায়গাতে। তার চোখের ওপর ঠাণ্ডা কাপড় চাপা দিল। চিবুকের ওপর হাত রাখল।

সে বলল- সব কথা আমাকে খুলে বল।

ক্যাথি, অনেক দিন ধরেই ঝামেলা চলছিল। ওরা আমার কাজ সহ্য করতে পারছেন না। আমি যুদ্ধে ছিলাম, ওদের সে অভিজ্ঞতা হয়নি। আজকে টপবস সাকৌউইজ আমাকে ডেকে পাঠালেন। উনি বললেন, আমার ওপর এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। তাছাড়া আরও বললেন, আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ আমার স্ত্রী বিল ফ্রেসারের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।

ক্যাথারিন তাকিয়ে থাকল। কোনো কথা বলতে পারছে না।

ল্যারি বলল- আমি ঘুষি মেরে দিয়েছি। কী করব বল।

ক্যাথারিন বলল- ও ডার্লিং, আমার খুবই খারাপ লাগছে।

ল্যারি জবাব দিল সাকোউইজ লোকটা অসহ্য। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে ওর ওপরে। চাকরি থাকুক অথবা না থাকুক, তোমার সম্পর্কে কেউ এমন কথা বললে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারি না।

ক্যাথারিন সামনে এগিয়ে এসেছে। বলেছে- ভয় পেও না। তুমি এই পৃথিবীর যে কোনো এয়ার লাইসেন্স চাকরি পাবে।

ক্যাথারিনের ভবিষ্যৎবাণী অবশ্য সফল হয়নি। ল্যারি সবকটা এয়ার লাইসেন্স আবেদন করল। অনেকে তাকে ডেকে পাঠাল। ইন্টারভিউ হল, কাজের কাজ কিছুই হল না। বিল ফ্রেসার ক্যাথারিনের সঙ্গে লাঞ্চ করলেন। ক্যাথারিন সবকিছু খুলে বলল। ফ্রেসার কোনো কথা বললেন না-কী যেন চিন্তা করলেন। মনে হল, উনি কিছু একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু বলতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত উনি বললেন আমি অনেককে চিনি। ক্যাথি, তুমি কি চাও আমি তোমার স্বামীর জন্য কিছু করি?

ক্যাথারিন ঠান্ডাভাবে বলল না, ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেই থাক। তুমি এর মধ্যে মাথা গলিও না।

ফ্রেসার চিন্তা করলেন কিছু একটা। তারপর বললেন- মন পরিবর্তন হলে আমাকে বলো কেমন?

ক্যাথারিন বলল- হ্যাঁ, আমি তো সবসময় তোমার সঙ্গেই আমার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি।

অ্যাকমে সিকিউরিটি এজেন্সি, ১৪০২,
ডিস্ট্রিক্ট ওয়াশিংটন ডিসি।
রেফারেন্স- ২-১৭৯-২১০
১ এপ্রিল ১৯৪০

প্রিয় মঁসিয়ে বারবেড,

১৫ মার্চের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনার ব্যাঙ্ক ড্রাফটটা যথা সময়ে হাতে এসেছে। গত রিপোর্টে আমরা বলেছিলাম, ফ্লাইং উইলস ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি একটি ছোটো ফেইথ কোম্পানি। তারা লং অ্যাইল্যান্ডে কাজ করছে। তাদের সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলারের মূলধন আছে। তাদের হাতে বি-২৬ বিমান আছে, আছে বিসি-৩। ব্যাঙ্ক আরও একবার লোন দিতে চাইছে। তারা একবার একটা অতিরিক্ত এয়ার প্লেন কিনবে। প্রতি বছর ৮০ হাজার ডলার করে আয় করে। নতুন বিমান এলে ৩০ শতাংশ আয় বৃদ্ধি পাবে। আগামী পাঁচবছর ধরে এই ঘটনা ঘটতে থাকবে।

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি জেলডন

যদি আপনি ওই কোম্পানির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে জানাবেন। ১৯৪০ সালের ১লা মার্চ থেকে কাজ শুরু হবে। পার্সোনেল ম্যানেজারকে সব কথা বলা হয়েছে।

আপনার একান্ত অনুগত
আর রুটেনবার্গ
ম্যানেজিং সুপারভাইজার।

অ্যাকমে সিকিউরিটি এজেন্সি,
১৪০২, ডিস্ট্রিক্ট ওয়াশিংটন ডিসি
রেফারেন্স ২-১৭৯-২১০ ২২মে ১৯৪৬

প্রিয় মঁসিয়ে বারবেড
পয়লা মে তারিখে আমি যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম, তার সাথে এই সংযোজন যুক্ত করতে হবে।

১৪ মে তারিখে ফ্লাইং উইল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সদুত্তর পাওয়া যায়নি, কেউই এব্যাপারটা আলোচনা করতে চাইছেন না। মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারটা বোধহয় খুবই গোপনীয়। পরবর্তী রিপোর্টে আরও কিছু কথা জানাব।

আপনার একান্ত অনুগত
আর রুটেনবার্গ
ম্যানেজিং সুপারভাইজার।

কেবলগ্রাম ২৯ মে ১৯৪৬ ক্রিস্টিয়ান বারবেড

কেবল ক্রিসবার,

প্যারিস, ফ্রান্স।

কোনো স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। আমরা তদন্ত বন্ধ রাখছি আপনাদের অনুরোধে।

ধন্যবাদ

আর রুটেনবার্গ

অ্যাকমে সিকিউরিটি এজেন্সি।

অ্যাকমে সিকিউরিটি এজেন্সি

১৪০২, ডিস্ট্রিক্ট ওয়াশিংটন ডিসি

রেফারেন্স ২-১৭৯-২১০ ১৬ জুন ১৯৪৬

প্রিয় মঁসিয়ে বারবেড

১০ জুন তারিখে আপনি যে চিঠি দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। আপনার ড্রাফট আমরা ঠিক সময়ে পেয়েছি।

জুনের ১৫ তারিখে ব্যাপারটা ঘটে গেছে। বার্ন এয়ারওয়েজের কোপাইলটের সঙ্গে এই ঘটনাটা হয়েছে। তারা ওয়াশিংটন, বস্টন এবং ফিলাডেলফিয়াতে বিমান চলাচল করে থাকে।

গ্লোবাল এয়ারওয়েজ একটা ছোট নতুন এয়ারলাইন্স সংস্থা। তারা তিনটি যুদ্ধ বিমানকে যাত্রী বিমানে পরিণত করেছে। মনে হচ্ছে, এই সংস্থার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। বাজারে অনেক দেনা হয়ে গেছে। এই সংস্থার একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তারা ডালাস ফাস্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে আগামী সাত দিনের মধ্যে কিছু টাকা ঋণ বাবদ জোগাড় করার চেষ্টা করছেন। তা হলে হয়তো আর্থিক অবস্থাটা পাল্টে যাবে। আমাকে জানান, এই বিষয়ে আর কোনো খবর লাগবে কিনা।

আপনার একান্ত অনুগত
আর রুটেনবার্গ
ম্যানেজিং সুপারভাইজার।

অ্যাকমে সিকিউরিটি এজেন্সি
১৪০২ ডিস্ট্রিক্ট ওয়াশিংটন ডিসি
রেফারেন্স ২-১৭৯-২১০ ২০
জুলাই, ১৯৪৬
প্রিয় মঁসিয়ে বারবেড।

গ্লোবাল এয়ারওয়েজ এক আবেদন দায়ের করেছে, যাতে তাদের দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সংস্থা আর কাজ করতে পারছে না। ডালাস ফাস্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তাদের ঋণ দিতে রাজী হয়নি। তার মানে, এখন আবার বেকারত্বের জ্বালা, আগের মতো আচরণ। আমি আর এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারছি না। ব্যাপারটা এখানেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

আপনার একান্ত অনুগত
আর রুটেনবার্গ।
ম্যানেজিং সুপারভাইজার।

নোয়েলে সব কটা রিপোর্টের ওপর চোখ রাখল। সে একটা চামড়ার ব্যাগের ভেতর এগুলো ঢুকিয়ে দিল। এই ব্যাগের চাবি শুধু তার কাছেই থাকে। এই ব্যাগটাকে সে আর একটা স্যুটকেসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। সেটা থাকে তার বেডরুমের ক্লোসেটের ভেতর। কারণ, নোয়েলে জানে, ডেমিরিস হয়তো এসবের সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে উঠবেন। তিনি

পরের ব্যাপারে নাক গলাতে ভালোবাসেন। এটা নোয়েলের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। ডেমিরিস যেন এ বিষয়ে কিছু জানতে না পারেন।

কনসট্যানটিন ডেমিরিস প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দিয়েছেন। সবকিছু জ্বলে জ্বলে ছাই হবে।

এবার নোয়েলেকে কাজটা শুরু করতে হবে।

ছোট্ট একটা টেলিফোন কলের মাধ্যমে কাজটা শুরু হল।

ক্যাথারিন এবং ল্যারি নৈশদ্যের জগতে বসে আছে। রাত হয়েছে। ডিনারের আসর। ল্যারি একটু দেরী করে ফিরেছে। বাড়ি ফিরে সে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। ক্যাথারিন বুঝতে পারছে, নানা কারণে ল্যারির মনটা আজ ভালো নেই।

-কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। সে জানাল, কীভাবে গ্লোবাল এয়ারওয়েজ দেউলিয়া হয়ে গেছে। ঘটনাটা সত্যি। সত্যি ভাগ্য তাকে সাহায্য করছে না। ক্যাথারিন স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। বলেছে, সে কতবড়ো পাইলট, যে কোনো মুহূর্তে আবার চাকরি তার হাতে আসবে। না, একজন আহত রক্তাক্ত সিংহের সঙ্গে থাকা কি সম্ভব? ক্যাথারিন বুঝতে পারছে না। ভবিষ্যতে কী হবে? সে জানে, রেগে গেলে ল্যারির জ্ঞান থাকে না।

তখনই ফোনটা বেজে উঠল- ক্যাথারিন রিসিভার তুলে বলল- হ্যালো।

কোনো ব্রিটিশের কণ্ঠস্বর, কেউ যেন বলল- ল্যারি ডগলাস কি আছেন? আমি আয়ান হোয়াইট স্টোন কথা বলছি।

এক মুহূর্ত, রিসিভারটা চেপে ধরে সে, ল্যারি বলল তোমার জন্য ফোন, আয়ান হোয়াইট স্টোন।

ল্যারি অবাক কে? খ্রিস্টের দোহাই, সে হেঁটে গেল। বলল আয়ান? মুখে হাসি। হায় ভগবান। সাত বছর বাদে... তুমি কেমন আছো?—

ক্যাথারিন ল্যারির অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করছে। মুখে হাসি। পাঁচমিনিট ধরে কথা হল।

ল্যারি বলল- ঠিক আছে, ব্যাপারটা ভালোই লাগছে। কোথায় দেখা করব? আধঘন্টার মধ্যে আসছি।

সে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

ক্যাথারিন জানতে চাইল তোমার একজন বন্ধু?

ল্যারি বলল- ঠিক বন্ধু নয়, ব্যাপারটা খুবই মজার। আর এ এফ-এ আমার সঙ্গে বিমান চালাত। আমাদের মধ্যে খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না। সে একটা ভালো প্রস্তাব এনেছে।

ক্যাথারিন জানতে চাইল- কী প্রস্তাব?

ল্যারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল- ফিরে এসে তোমাকে সব বলব।

রাত তিনটের সময় ল্যারি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল। ক্যাথারিন চুপ করে বেডে বসে ছিল। বই পড়ছিল। বেডরুম ডোরের কাছে ল্যারিকে দেখা গেল।

কী?

-কিছু ভালো একটা ঘটেছে।

ক্যাথারিন দেখতে পেল, হারানো আনন্দ সত্ত্বাটা আবার ফিরে এসেছে অনেক দিন বাদে। ল্যারি খাটের দিকে এগিয়ে গেল।

কী কথা হল?

ব্যাপারটা দারুণ। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আবার আমি চাকরি পাব।

-আয়ান হোয়াইট স্টোনের কাছে কাজ করবে?

না, আয়ান পাইলট নয়, সে আমার মতো। আমরা একসঙ্গে বিমান চালাতাম। তোমাকে তো বলেছি।

-হ্যাঁ।

-যুদ্ধের পরে একজন গ্রিক ব্যবসায়ী ওকে একটা কাজ দিয়েছিল, ও ছিল ডেমিরিসের প্রাইভেট পাইলট।

-ডেমিরিস? জাহাজের সম্রাট?

-শুধু জাহাজ কেন? তেলের খনি থেকে সোনা- সবকিছু? ডেমিরিস পৃথিবীর আদ্বৈত জয় করেছেন। হোয়াইট স্টোন সেখানে চমৎকার গুছিয়ে বসেছে।

-কীভাবে?

ল্যারি বলল- হোয়াইট স্টোন তার চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। সে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবে। সেখানে ব্যবসা করবে।

-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাকে এসব কথা ও বলছে কেন?

-হোয়াইট স্টোন আমার ব্যাপারে ডেমিরিসের সাথে কথা বলেছে। ডেমিরিস অন্য কাউকে চাইছেন। হোয়াইট স্টোনের বিশ্বাস আমি এই কাজটা ভালোভাবে করতে পারব।

ক্যাথি বুঝতে পারছে, তাহলে আমার ভাগ্যটা একেবারে খুলে যাবে।

ক্যাথারিন কী যেন চিন্তা করল। সে ভাবল, তার বাবার মনে এমন শূন্য স্বপ্নের জন্ম হত। সে কথা বলতে গিয়ে দুবার চিন্তা করল, কিন্তু ল্যারিকে নিরুৎসাহ করে কী লাভ?

সে বলল- তুমি আর হোয়াইট স্টোন তো ভালো বন্ধু ছিলে না। তুমিই তো বললে?

ল্যারি বলল- তাতে কী হয়েছে?

কপালে চিন্তার কুঞ্জন। সত্যিই তো তারা কেউ কাউকে কখনও ভালোবাসেনি। আজকে টেলিফোনে ডাকটা অবাক করে দিয়েছে ল্যারিকে। হোয়াইট স্টোনের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। হোয়াইট স্টোন ব্যাপারটা গুছিয়ে বলেছে।

ল্যারি বলেছে- খুব খারাপ লাগছে, তুমি আমার কথা কেন চিন্তা করছ?

হোয়াইট স্টোন জবাব দিয়েছে ডেমিরিস একজন ভালো পাইলট চাইছেন। তুমি ছাড়া এই কাজটা আর কে-ই বা ভালোভাবে করতে পারবে, বন্ধু?

ল্যারির কেবলই মনে হয়েছে, কোনো এক কারণে হোয়াইট স্টোন চাইছে যে, ল্যারি একাজে যোগ দিক।

শেষ পর্যন্ত ল্যারি রাজী হয়েছে। হোয়াইট স্টোনের মুখে হাসি। ঘটনাটা সত্যি অদ্ভুত।

-আমার জীবনটা একেবারে পাLETTE যাবে সোনা। ডেমিরিস হোয়াইট স্টোনকে ১৫ হাজার ড্রাকমা দিত, প্রতি মাসে। তার মানে পাঁচশো ডলার। সে রাজার মতো থাকত।

তার মানে? তোমাকে থিসে থাকতে হবে নাকি?

আমি একা কেন? আমরা দুজন থিসে চলে যাব। এই টাকা পেলে আমরা কত সুন্দর জীবন কাটাতে পারব বলো তো? এক মাসের টাকায় একবছর হেসে খেলে চলে যাবে।

ক্যাথারিন কী যে চিন্তা করল। সাবধানে শব্দ নির্বাচন করল ল্যারি, জায়গাটা অনেক দূরে। তুমি কিছু জানো না। কনসট্যানটিন ডেমিরিস সম্পর্কে তোমার কিছু জানা নেই। এখানে কি কোনো কাজ পাওয়া যাবে না?

-না, ল্যারির কণ্ঠে ঝঝ, এখানে আমায় কেউ চাকরি দেবে না। তুমি তো দেখলে, কীভাবে আমাকে অপমানিত হতে হচ্ছে। ওখানে আমি স্বাধীন সত্তা ফিরে পাব। ক্যাথি, একবার ভেবে দেখো, ডেমিরিসের হাতে কতগুলো বিমান আছে, তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। আমি প্রত্যেকটা চালাব, বেবি। আমি ডেমিরিসের ডানহাত হয়ে উঠব। হোয়াইট স্টোন বলেছে, ডেমিরিস আমার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

ক্যাথি সবকিছু ভাববার চেষ্টা করল। যখন ল্যারি প্যান অ্যামে চাকরি করত, তখনকার দিনগুলিই বোধহয় ভালো ছিল। এখন নতুন পরিস্থিতি, নতুন দেশ, সবকিছু ঠিকঠাক চলবে

ক্যাথি চিন্তা করল- আমি কি তাকে অনুসরণ করব? তার মানে এখানকার স্বপ্নের জলাঞ্জলি দিতে হবে। অদ্ভুত একটা জায়গা, যেসব লোকেদের সঙ্গে থাকতে হবে, তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। আর এমন একজন স্বামী, তাকেও তো আমি অপরিচিত বলতে পারি।

শেষ পর্যন্ত ল্যারি প্রশ্ন করল- তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো?

ক্যাথির মুখের ভাব দেখে ল্যারির মনে হচ্ছে, যেন কোথাও একটা অঘটন ঘটে গেছে। না; এখন সবকিছু আর নতুন করে শুরু করা যায় কি? সেই পুরোনো ল্যারি? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? সব কিছু এখন পাল্টে গেছে। সেই ল্যারি, যাকে সে বিয়ে করেছিল, সেই হাসিখুশী ভরা মুখ, কৌতুক প্রিয়তা, সব কি হারিয়ে গেছে?

শেষ পর্যন্ত ক্যাথারিন বলল- আমি তোমার সঙ্গে যাব। এসো, আমরা আজই একবার ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করে আসি। যদি মনে হয় ব্যাপারটা সঠিক, তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে অনুসরণ করব।

ল্যারি হাসল, সে হারানো বালক সুলভ সরলতাহা, বেবি, আমি জানি, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।

সে স্ত্রীর হাতে হাত রাখল। এই নাইট গাউনটা এখন খুলে ফেললেই ভালো হয়। অথবা এর গায়ে গর্ত করে দেব।

ক্যাথারিন নাইট গাউনটা খুলতে শুরু করল। ভাবল, এই ব্যাপারটা বিল ফ্রেসারকে কী করে বলবে?

পরের দিন সকালবেলা, ল্যারি এথেন্সে উড়ে চলল কনসট্যানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

কয়েক দিন কেটে গেছে, ক্যাথারিন কোনো খবর পাচ্ছে না। সপ্তাহটা কেটে গেল। ক্যাথারিন ভাবল, এখন কী করবে? শেষ অব্দি সে ভাবল, ল্যারির স্বপ্ন বোধহয় ভেঙে গেছে। ল্যারি ফিরে আসবে। ডেমিরিসের কাছে চাকরি, সে কথা জানতে পারছি না কেন? না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সে বোধহয় অন্য কোনো চাকরি খুঁজে পাবে।

ছদিন কেটে গেছে। ওভারসিজ টেলিফোন এসে আঘাত করল ক্যাথারিনকে।

ক্যাথারিন?

—হ্যালো ডার্লিং।

তৈরি হয়ে নাও। তুমি এখন কনসট্যানটিন ডেমিরিসের নতুন পার্সোনাল পাইলটের সঙ্গে কথা বলছ।

.

.

দ্বিতীয় পর্ব

নোয়েলে ও ক্যাথারিন, এথেন্স ১৯৪৬

১৪.

মানুষ কিছু কিছু শহরকে পরিবর্তন করে, অনেক শহর আবার মানুষের মন পালে দেয়। এথেন্স হল এমনই এক পুরোনো শহর, শতাব্দীর পর শতাব্দী যা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। সারাসেনসা এই শহরটি অধিকার করে। এবার আসে অ্যাংলোরা। তারপর তুর্কিস্থানের মানুষেরা। এই শহর সব অত্যাচারকে শান্তভাবে সহ্য করেছে। অ্যাটিকা অঞ্চলে এই শহরটির অবস্থিতি। ভারনিক উপসাগরের দিকে একটা অংশ নেমে গেছে। একদিকে আছে একটি পাহাড়, তার নাম হাইমেটাস। এই শহরের আছে অসাধারণ ঐতিহ্য। অনেকে বলে থাকে এখানে এখনও আদিকালের ভূতেরা ঘুরে বেড়ায়। এই শহর কখনও মহাকালের কাছে নিজেকে বিক্রি করেনি। এখানে যারা বাস করে, তারা অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এই শহর প্রতি মুহূর্তে আমাদের চমকে দেয়। এখানে এখনও অনেক অনাবিষ্কৃত জায়গা থেকে গেছে। এই রহস্য বোধহয় কোনোদিন উদঘাটিত হবে না।

ল্যারি এখন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বাদেই ক্যাথারিনের বিমানটি অবতরণ করবে। ক্যাথারিন ল্যারিকে দেখতে পেল। র‍্যাম্পের দিকে হেঁটে আসছে। তার সমস্ত শরীরে উত্তেজনা থরথর করে কাঁপছে। এই কদিনে সে একটু রোগা হয়ে গেছে। তবে তার মনে যে আর দুশ্চিন্তা নেই, তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে।

সে বলল- ক্যাথি, তোমাকে ভীষণ মনে পড়ছে।

দুজনে এখন আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

ক্যাথি বলল- তোমার কথাও আমি ভেবেছি সোনা। সে বুঝতে পারছে, একে অন্যকে কতখানি ভালোবাসে।

-বিল ফ্রেসার খবরটা কেমন ভাবে নিলেন? ল্যারি জিজ্ঞাসা করল।

-হ্যাঁ, উনি শান্তভাবে সবকিছু শুনেছেন।

এছাড়া ওনার কিছুই করার ছিল না, তাই তো? ল্যা

রি হেসে বলল- বিল ফ্রেসারের সঙ্গে শেষতম সাক্ষাৎকার। ক্যাথির দিকে তাকিয়ে উনি বলেছিলেন, তুমি গ্রিসে চলে যাচ্ছে?

-এটা হল আমার বিয়ের শর্তের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ। ক্যাথি জবাব দিয়েছিল হালকাভাবে।

ক্যাথারিন, সত্যি বলো তো, ল্যারি কি এদেশে কোনে চাকরি পেল না?

-আমি জানি না বিল, হয়তো কিছু সিদ্ধান্ত আমরা ভুল করে গ্রহণ করি। ও গ্রিসে। চাকরিটা পেয়েছে। এই ব্যাপারটাতে ওর মত আছে। ওর মত পাল্টানো যাবে না।

ফ্রেসার বাধা দেবার সামান্য চেষ্টা করেছিলেন। পরে তিনি বুঝতে পারলেন, বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই।

তিনি বললেন তুমি ওখানে চিরদিনের জন্য থাকবে?

ক্যাথারিন ভাবতে পারছে না, ভবিষ্যতে কী হবে। ক্যাথারিন জানে, ল্যারি হয়তো এরকম কথাই বলবে।

ল্যারি একজন কুলির ব্যবস্থা করেছে। কুলির হাতে ক্যাথারিনের লাগেজ, এবার ওরা লিমুজিনের দিকে এগিয়ে যাবে।

গ্রিক ভাষায় ল্যারি কথা বলছে। ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেল, এই কদিনে ল্যারি ভাষাটা শিখল কী করে?

-তুমি কনসট্যানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করবে। উনি এতবড়ো সাম্রাজ্যের সম্রাট, ইওরোপের সব মোগলরা বোধহয় ওনাকে তুষ্ট করার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

-ওনার তোমাকে ভালো লেগেছে?

-হ্যাঁ, উনি আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসছেন।

ল্যারির কণ্ঠস্বরে হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে।

হোটেলের দিকে যেতে যেতে ল্যারি ডেমিরিসের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিচ্ছিল। এয়ারপোর্টে দেখা হয়েছে। ডেমিরিসের অনেকগুলো বিমান। ল্যারি সবকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। ড্রাইভার তাকে একটা বিরাট হ্যাঁঙারের কাছে নিয়ে গেছে। এটা এয়ারফিল্ডের একেবারে কোণে অবস্থিত। তিনটি প্লেন। ল্যারি প্রত্যেকটি দেখেছে সন্ধানী দৃষ্টিতে। হকারটা একটা অসাধারণ উড়ান পাখি। এটা চালিয়ে আনন্দ আছে। তার পাশে

আছে ছজন বসতে পারে এমন একটি পাইপার। এটার অবস্থা খুবই ভালো। আর একটা টু সিটার দেখা গেল। আধুনিক ইঞ্জিনে সমৃদ্ধ।

ড্রাইভার তাদের একটা ভিলার কাছে নিয়ে গেল। এথেন্স থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে।

ল্যারি ক্যাথারিনকে বলল- ডেমিরিসের বাংলা বাড়িটার কথা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

-সেটা কেমন দেখতে?

-ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দশ একরের মতো জায়গা। ইলেকট্রনিক গেট আছে, সশস্ত্র প্রহরী, হিংস্র কুকুর। সব মিলিয়ে সে এক দারুণ ব্যাপার। ভিলাটা বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, এটা বুঝি একটা প্রাসাদ। ভেতরটা মিউজিয়াম, সেখানে ইনডোর সুইমিং পুল আছে। একটা পুরো স্টেজ আছে, প্রোজেকশন রুম আছে। একদিন তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব।

মানুষটা কেমন?

-অসাধারণ। আমাকে দারুণ সংবর্ধনা জানানো হল। মনে হচ্ছে, আমার পূর্ব পরিচিতিটা উনি বোধহয় জানতেন।

আসলে ল্যারিকে একটা ছোট অ্যান্টিরুমে তিনঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল। কনসট্যানটিন ডেমিরিসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অন্য সময় হলে ল্যারি খেপে চলে আসত। কিন্তু সে জানে, মিটিংটার ওপর তার ভবিষ্যৎ জীবন কতখানি নির্ভর করছে। তাই রেগে যাওয়ার অবস্থায় সে ছিল না। ক্যাথারিনকে সে বলেছিল, এই চাকরিটা তার কাছে কতখানি জরুরি। সে খুব ভালো বিমান চালাতে পারে, এটা সত্যি কথা। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক কোথাও চাকরি হচ্ছে না।

তিন ঘণ্টা বাদে একজন বাটলার এল। বলল মিঃ ডেমিরিস এখন তার সাথে দেখা করবেন। ল্যারিকে একটা মস্তবড়ো রিসেপশন রুমে নিয়ে যাওয়া হল। ভারী সুন্দর কাজ করা, দেওয়ালে সোনার প্যানেল, সবুজ এবং নীল আলোয় সাজানো। রোজ উডের তৈরি ছোটো ছোটো কারুকাজ। মেঝের ওপর দামী গালচে পাতা। ঝাড়বাতি ঝুলছে।

লাইব্রেরিতে সুন্দর কলাম। সোনার কাজ করা। লাইব্রেরিটা অসাধারণ। বুঝতে পারা। যায়, কোনো বিখ্যাত শিল্পসত্তা এর অন্তরালে কাজ করেছে। দেওয়ালগুলো বাঁকানো প্যানেল করা। লাইব্রেরির মাঝে একটা মস্ত বড়ো পাথরের বাতিদান, তাতেও সোনার কারুকাজ। এরপরে ব্রোঞ্জের তৈরি কয়েকটি মূর্তি।

ম্যান্টাল থেকে একটা আয়না ঝুলছে। বিশিষ্ট ও বিখ্যাত শিল্পীদের অসাধারণ তৈলচিত্র। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্যানটি। উদ্যানে অনেক স্ট্যাচু এবং ঝরনা আছে।

লাইব্রেরির এককোণে একটা ডেস্ক। ডেস্কের সামনে বসার জায়গা।

ডেমিরিস ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেওয়ালে একটা মস্ত বড়ো ম্যাপ। সেদিকে তাকিয়ে আছেন আড়চোখে। ম্যাপের ওপর অনেকগুলো রঙিন পিন আটকানো আছে।

তিনি ল্যারির দিকে তাকালেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন- আমি কনসট্যানটিন ডেমিরিস।

ল্যারি বিভিন্ন পত্রিকাতে তার ছবি দেখেছে। বছরের পর বছর ধরে। বুঝতে পারা যায়, উনি অসম্ভব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

ল্যারি বলল- আমি ল্যারি ডগলাস।

ডেমিরিস দেখলেন, ল্যারি ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছে।

উনি বললেন- এটা হল আমার সাম্রাজ্য। বসুন।

ল্যারি উল্টোদিকের চেয়ারে বসল।

-আমি শুনেছি, আপনি আর আয়ান হোয়াইট স্টোন আর এ এফ-এর হয়ে বিমান চালাতেন? •

-হ্যাঁ।

ডেমিরিস চেয়ারে বসে ল্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন- আয়ান আপনার সম্পর্কে খুব ভালো কথা বলেছে।

ল্যারি হাসল- হ্যাঁ, সেও খুব ভালো পাইলট।

-আপনার ব্যাপারে সে একই কথা বলেছে।

ল্যারির মনে আশ্চর্য উদ্ভাদনা। হোয়াইট স্টোন কেন এ কথা বলেছে। এর অন্তরালে কী কারণ আছে?

ডেমিরিস মাথা নাড়লেন, উনি বললেন- আপনি কি কাজটা করতে ইচ্ছুক?

ল্যারি বলল- হ্যাঁ, এটাই আমার পেশা।

ডেমিরিস বললেন- মিঃ ডগলাস, একটা ব্যাপার মনে রাখবেন, ভালোবেসে কাজ করা আর দায়ে পড়ে কাজ করার মধ্যে তফাৎ আছে। আমি এমন একজন পাইলটকে খুঁজছি যিনি কাজের সাথে একাত্ম হতে পারবেন। যার আহার-নিদ্রা সব কিছু কাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে।

ল্যারি বলল- এটা আমি পারব বলে মনে হচ্ছে।

ডেমিরিস বললেন- যুদ্ধের ব্যাপারে আপনি অসাধারণ, কিন্তু শান্তির ক্ষেত্রে আপনার সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে কি?

ল্যারি বুঝতে পারল, তার সমস্ত শরীর এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে। পেশিতে টান ধরেছে। আবার কি তাকে ফিরে যেতে হবে শূন্য হাতে? সে রাগকে দমন করার চেষ্টা

করল। তার মন দ্রুত ছুটে চলেছে। সে বুঝতে পারছে না, এখন কী বলা উচিত। এই চাকরিটা তার ভীষণভাবে দরকার। এই চাকরি না পেলে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন হয়ে যাবে তার কাছে।

প্যান আমেরিকানের কাজটা কী হল মিঃ ডগলাস।

ল্যারির মুখে যন্ত্রণা। আমি কোপাইলট হবার জন্য পৃথিবীতে আসিনি।

-তাই যে মানুষটার অধীনে কাজ করতেন তাকে আঘাত করলেন?

ল্যারি বলল- একথা আপনাকে কে বলেছে?

মিঃ ডগলাস, ডেমিরিস অধৈর্য হয়ে বললেন- যদি আপনি আমার হয়ে কাজ করতে চান, তা হলে আমার জীবনটা কিন্তু আপনার ওই দুটি হাতের ওপর নির্ভর করবে। আমার কিছু হলে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। বুঝতেই পারছেন, আপনাকে নিয়োগ করতে চলেছি; আপনার অতীতের খুঁটিনাটি খবর তো আমাকে রাখতেই হবে।

ল্যারি অবাক হয়ে গেলকত শক্তিশালী এই মানুষটি সে বুঝতে পারল।

-প্যান আম-এর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর দু জায়গা থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলুন আমি ঠিক বলছি কিনা এটা কিন্তু খারাপ ব্যাপার।

-এতে প্রমাণিত হয় না, আমি খুব খারাপ, পাইলট। ল্যারি বলার চেষ্টা করল। একটা কোম্পানির ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। আর একটা ব্যাঙ্ক লোন পেল না। বলে দেউলিয়া হয়ে গেল। এতে আমি কী করতে পারি?

ডেমিরিস বললেন- আপনি পাইলট হিসেবে ভালো, একথায় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শৃঙ্খলাবোধ আপনার মধ্যে একদম নেই।

-বোকাদের অধীনে কাজ করতে আমার একদম ভালো লাগে না।

আশা করি, আমাকে সেই দলভুক্ত করবেন না।

-যতক্ষণ আপনার কাজের সাথে আমার পরিচয় না ঘটছে ততক্ষণ মিঃ ডেমিরিস...

-ঠিক আছে, দেখা যাক আপনি কীভাবে কাজ করেন, দেখবেন, আপনি যেন। ভালোভাবে কাজটা শেষ করতে পারেন।

-মিঃ ডেমিরিস, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

-আমি তা বিশ্বাস করি। আপনি আমার প্লেনগুলো দেখেছেন?

-হ্যাঁ।

কেমন লাগল?

-অসাধারণ ।

-আপনি হকার প্লেন চালিয়েছেন?

না স্যার ।

ডেমিরিস মাথা নাড়লেন এই ব্যাপারটা করতে পারবেন?

-হ্যাঁ, দশ মিনিট সময় পেলে আমি সবকিছু শিখে নেব ।

ডেমিরিস ঝুঁকলেন, বোতাম টিপলেন । বললেন- আমি এমন একজন পাইলটকে চাইছি যে আমার সমস্ত প্লেন চালাতে পারবে ।

ল্যারি বলল- আপনি কখনওই সেরকম পাইলট পাবেন না । কারণ আপনি নিত্যনতুন প্লেন কিনছেন ।

ডেমিরিস বললেন-হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন । আমি একজন সত্যিকারের পাইলটকে চাইছি, যে মানুষটি উড়ন্ত অবস্থায় নিজেকে পৃথিবীর সুখীতম সম্রাট ভাবে ।

ল্যারি বুঝতে পারল, এবার চাকরিটা তার মুঠোবন্দী হয়েছে ।

.

এই চাকরির পরিধি কতখানি সে বিষয়ে ল্যারির কোনো অনুমান ছিল না। কনসট্যানটিন ডেমিরিসের কাছে কতদিন তাকে কাজ করতে হবে? সে কিছুই জানে না। আয়ান হোয়াইট স্টোনের কাছ থেকে সে এই খবরটা পেয়েছে। ডেমিরিসের মনে তখন থেকেই জিজ্ঞাসা। হোয়াইট স্টোন মানুষটা খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু তার মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। ডেমিরিস সব ব্যাপার দেখে শুনে পা ফেলতে চান।

হোয়াইট স্টোন বলেছিল- ও আমেরিকান। আমরা আর এ এফ-এর অধীনে একসঙ্গে বিমান চালিয়েছি। ওর কৃতিত্ব সম্পর্কে অনেক কথা বলতে হয় মিঃ ডেমিরিস।

ডেমিরিস আয়ান হোয়াইট স্টোনের কথা শুনছিলেন। এই কথার মধ্যে কতখানি সত্যি লুকিয়ে আছে, তা বের করার চেষ্টা করছিলেন।

ডেমিরিস কোনো ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতি সহ্য করতে পারেন না। হোয়াইট স্টোন চলে যাবার পর তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কতগুলো ফোন করলেন। ডেমিরিস দেখার চেষ্টা করলেন, এই লোকটাকে নির্ভর করা যায় কিনা। কথা বললেন ব্রিটিশ এয়ার মিনিস্ট্রির সঙ্গে। দু ঘণ্টা বাদে ল্যারি ডগলাস সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তার হাতে এল। বলা হল, মাটিতে উনি খুব একটা ভালোমানুষ নন, কিন্তু আকাশে অসাধারণ।

ডেমিরিস ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে ফোন করলেন। ল্যারি ডগলাসের সব খবর হাতে চলে এল।

— ঠিক আছে, এবার দেখা যাক, লোকটাকে বাজিয়ে নিতে হবে, নোয়েলের সঙ্গে কথা বললেন। আয়ান হোয়াইট স্টোনকে আরও বেশি টাকা দেবার কথা বলা হয়েছিল।

নোয়েলে সব কিছু শুনল। তারপর বলল- কোস্টা, ওকে ছেড়ে চলে যেতে দাও। যদি কোনো আমেরিকান ফ্রায়ারের কথা ও বলে থাকে, তাহলে তাকে চেষ্টা করতে দোষ কি?

অবশেষে ডেমিরিস ঠিক করলেন, ল্যারিকে ডেকে আনতে হবে।

নোয়েলে জানত, ল্যারি এথেন্সের পথে। সে এখন অন্য কিছু চিন্তা করতে পারছে না। এত বছরের স্বপ্ন এখন সফল হতে চলেছে। এখন তাকে আরও সাবধানে পা ফেলতে হবে। আচরণের মধ্যে এমন কিছু আনবে না, যাতে কারও সন্দেহ হতে পারে। কনসট্যানটিন ডেমিরিসের কথা মনে পড়ল। ব্যাপারটা কাকতালীয়। সত্যি ল্যারি কবে আসছে? তাকে দেখার জন্য নোয়েলে উদগ্রীব।

ওই সময়টা এসে গেল বোধহয়। নোয়েলের দীর্ঘকালীন প্রতীক্ষা শেষ হল।

নোয়েলে সারাদিন বাগানে কাটিয়েছিল। হ্যামওকের তলায় শুয়ে ছিল। পরিকল্পনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবছিল। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে অস্ত গেল। সে এখন সন্তুষ্ট, সে ভাবল, গত ছবছর ধরে সে এই পরিকল্পনাটার ছক কষেছে। প্রত্যেকটা মুহূর্তে এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। যাতে এটা মরে না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

গ্রিস দেশের সূর্যের তলায় গুয়ে সে ভাবল, আহা, জীবন কত শান্তিময়। সাক্ষ্য বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। সবুজে ভরা এই উদ্যান। নোয়েলে জানত না, একটা রূপকথা সবে শুরু হতে চলেছে।

যে রাতে ল্যারি আসবে, তার আগের রাত। নোয়েলে ঘুমোতে পারছে না। সমস্ত রাত সে জেগে কাটিয়ে দিল। প্যারিসের কথা মনে পড়ল। যে তাকে উপহার দিয়েছিল, বিশুদ্ধ হাসি। সেই হাসি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। মনে পড়ল, ল্যারির সন্তান তার পেটে ছিল। একসময় এই ব্যাপারটা তাকে উৎকণ্ঠায় আবদ্ধ রেখেছিল। মনে হল, প্যারিসের সেই ফ্ল্যাটের কথা। দুঃখ এবং দুঃখ, যন্ত্রণা হিস্টরিয়া। রক্তের সীমাহীন আত্ননাদ। মনে পড়ল অবশেষে প্রশান্তি। এই যন্ত্রণা, এই দুঃখ, এই ঘৃণা...

সকাল পাঁচটা, নোয়েলে উঠল এবং পোশাক পরল। ঘরে গিয়ে বসল। দেখল, আকাশে মস্ত বড়ো একটা অগ্নিগোলক ধীরে ধীরে উঠছে। প্যারিসে আর একটা সকালের কথা মনে পড়ে গেল তার। সেদিনও সে অনেক ভোরে উঠেছিল, সুন্দর পোশাকে সেজে ল্যারির জন্য অপেক্ষা করছিল। ভেবেছিল, যে কোনো মুহূর্তে ল্যারি চলে আসবে। কিন্তু ল্যারি আসেনি। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।

ডেমিরিস একটা খবর পাঠিয়েছেন। তিনি নোয়েলের সাথে ব্রেকফাস্ট করতে চান। নোয়েলে এখন খুব উত্তেজিত। সে জানে, ডেমিরিস সব কিছু বিবেচনা না করে কাউকে নিয়োগ করেন না। সে কিছুই হারাবে না। নোয়েলে নিজেকে আরও সাবধানী করে

তুলল। হ্যাঁ, ডেমিরিসকে এখন তুরূপের তাস করতে হবে। তারপর? তারপর ধীরে ধীরে ঈঙ্গিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

সকাল এগারোটা। নোয়েলে শুনতে পেল, তার বাড়ির সামনে লিমুজিন গাড়ির শব্দ। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, ল্যারি ডগলাস গাড়ি থেকে নামছে। সে সামনের দরজার কাছে এল। অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, মনে হচ্ছে, তারা বুঝি আবার প্যারিসে এসে মিলিত হয়েছে। ল্যারি একটু পরিণত হয়েছে। তার মুখে কয়েকটা নতুন রেখা। আগের মতোই সুন্দর আছে। জানলা দিয়ে সে ল্যারির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল। হ্যাঁ, ল্যারির মধ্যে একটা অসম্ভব চুম্বক শক্তি আছে। পুরোনো সত্তা আবার জেগে উঠেছে। ভালোবাসার সাথে ঘৃণার সংমিশ্রণ শেষ পর্যন্ত উন্মাদ আনন্দ। অনুভূতি এখন চরম শিখরে উঠে যাচ্ছে। সে নিজের দিকে একবার তাকাল, আয়নার মধ্যে দিয়ে। তারপর নীচে নেমে এল। এমন একটি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে, যাকে ধ্বংস করার জন্য সে বদ্ধপরিকর।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নোয়েলে ভাবল, তাকে দেখে ল্যারির কী অনুভূতি হবে? সে কি তার বন্ধু আর স্ত্রীর কাছে নোয়েলে পেজের কথা বলেছে? বলেছে ওই মেয়েটি একদা আমাকে ভালোবাসত। না, এর উত্তর নোয়েলের জানা নেই। এমন কত শত প্রশ্নের উত্তর সে জানে না।

হারানো দিনের ম্যাজিক কি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে? এখন, নোয়েলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। নিজস্ব জীবনধারা সৃষ্টি করেছে সে। এই জীবনের বেশির ভাগটাই উন্নতি। দু-একটা ব্যর্থতার চিহ্ন আছে।

মুখোমুখি দেখা হলে কী হবে? সাত বছর বাদে।

নোয়েলে রিসেপশন হলে পৌঁছে গেল। সামনের দরজাটা খুলে গেছে। বাটলার এগিয়ে এসেছে। ল্যারি বিরাট ঘরের এক কোণে বসে আছে। তার সমস্ত শরীরে উৎকর্ষ। সে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকল।

—হ্যালো, সে বলল। আমি ল্যারি ডগলাস। মিঃ ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে এসেছি।

কী আশ্চর্য, নোয়েলে দেখল, তার মুখে অন্য কোনো অভিব্যক্তি নেই। নাঃ, কিছু নয়।

এথেন্সের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো একটা চমৎকার অনুভূতি। ক্যাথারিন তাকিয়ে থাকল ধ্বংসপ্রাপ্ত মনুমেন্টগুলির দিকে।

সামনে দেখল, একটা মোটা মার্বেল পার্থেনন। অ্যাক্রোপলিশের ওপর। চারদিকে হোটেল আর অফিস বাড়ি। পুরোনো শহরের ওপর নতুনের আস্তরণ।

ল্যারি বলল— কী ভালো লাগছে! গোটা শহরটা এই রকম। ধ্বংসস্তূপের ওপর তৈরি হয়েছে। তারা একটা মস্ত বড়ো পার্কের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। নৃত্যরত ঝরনাকে গুডবাই

জানিয়ে । এখানে সেখানে টেবিল ছড়ানো ।

-এটা হল কনটিপেশন স্কোয়ার । ল্যারি বলল ।

-কী?

-এর আসল নাম কনস্টিটিউশন স্কোয়ার । মানুষজন ওই চেয়ারে বসে গ্রিক কফি পান করে । চারপাশের দৃশ্যপট দেখে ।

প্রত্যেকটা ব্লকের মধ্যে আউটডোর কাফে আছে । ফেরিওয়ালারা নানা তাজা খাবার । বিক্রি করছে । তারা ফুল বিক্রি করছে । নানা ফুলের সমাবেশ ।

শহরটা খুবই সাদা এবং ঝকঝকে উজ্জ্বলতায় ভরা ।

ক্যাথারিন মন্তব্য করল- হোটেল সুইটটা সত্যিই সুন্দর । মস্ত বড়ো । সামনে একটা বিরাট স্কোয়ার রয়েছে, শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে । প্রত্যেকটি ঘরে সাজানো ফুলের সংসার, তাজা খাবার রয়েছে পাত্রের মধ্যে ।

ক্যাথারিন বলল আমার ভালো লাগছে ।

ল্যারি একজনকে ডাকল, গ্রিক উচ্চারণে ।

ছেলেটি সামনে এল । সে দরজাটা বন্ধ করে দিল ।

ল্যারি ভেতরে ঢুকল। স্ত্রীর কাঁধে হাত দিয়ে বলল- এসো, গ্রিস তোমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

সে পাগলের মতো চুমু দিল। ক্যাথারিন বুঝতে পারল, তার শরীরের কোনো একটা অঙ্গ এখন শক্ত হয়ে উঠেছে। সেটা আঘাত করতে চাইছে। ক্যাথারিনের হঠাৎ মনে হল। অনেক দিন সে তৃষিত। সে খুশি হয়েছে। ল্যারি তাকে বেডরুমে নিয়ে গেল।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা ছোট প্যাকেট। ল্যারি বলল, এটা খোবলা।

সে প্যাকেটটা খুলল। ছোট একটা বাক্স বেরিয়ে এল। পাখির প্রতিমূর্তি। জেট পাথরের। ল্যারি মনে রেখেছে। ক্যাথারিনের মন আনন্দে পরিপূর্ণ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও।

ভালোবাসা শুরু হল। ক্যাথারিন তখন কৃতজ্ঞ, আবেগে সম্পৃক্ত। স্বামীর কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছে, এই হল আমার পুরনো ল্যারি, সমস্ত সমস্যা এখন কোথায় হারিয়ে গেছে।

এখন আর কোনো কিছুই আমাদের আঘাত করতে পারবে না।

.

পরের দিন সকালবেলা, ল্যারি ক্যাথারিনকে নিয়ে কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট দেখল। এক এজেন্ট ভদ্রলোককে সঙ্গে করে। ভদ্রলোকের শরীরটা খুব একটা লম্বা নয়। গায়ের রং কালো। মোটা গোঁফ আছে। হুড়মুড় করে কথা বলে। গ্রিক ভাষাতেই তার দখল এবং দক্ষতা। মাঝে মধ্যে দু-চারটে ইংরাজি বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে।

ক্যাথারিন নিজেকে তার হাতের ওপর ছেড়ে দিল। সে বাড়িগুলো ভালোভাবে দেখল।

চার নম্বর জায়গাটা পছন্দ হল। চার ঘরের অ্যাপার্টমেন্ট। এথেন্সের উপকণ্ঠে অবস্থিত। চারপাশে আবাসিক বাসস্থান। ছোটো ছোটো দোকান আছে।

বিকেলে ল্যারি হোটেলে ফিরে এল। ক্যাথারিন অ্যাপার্টমেন্টের কথা বলল। দুদিন বাদে তারা সেখানে চলে গেল।

ল্যারি সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকে। তবে রোজই ফ্ল্যাটে ফিরে ক্যাথারিনের সঙ্গে ডিনার খায়। নটা থেকে বারোটার মধ্যে ডিনার খাওয়া হয়ে থাকে। দুপুর দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে সিয়েস্টেতে চলে যায়। দোকান খোলা থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ক্যাথারিন শহরটাকে ভালোবেসে ফেলল। তৃতীয় রাতে ল্যারি বাড়িতে এক বন্ধুকে এনেছিল। কাউন্ট রজ পাপ্লাস। বছর পঁয়তাল্লিশের এক গ্রিক ভদ্রলোক, লম্বা এবং দোহারা চেহারা। চুলের রং ঘন। মনে পড়ে যায় মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির কথা।

তার শরীরে এমন একটা আভিজাত্য আছে ক্যাথারিন যা পছন্দ করে। প্ল্যাকা অঞ্চলের একটা ছোট টাভার্নাতে রাতের ডিনার। একে শহরের প্রাচীন অংশ বলা হয়। এখানে বেশ কয়েকটা দোকান আছে। একাধিক রেস্টুরেন্ট। ডাউন টাউনের মধ্যে।

এথেন্সে কত কী যে আছে, ক্যাথি ভাবল, যেমন এই প্ল্যাকা, এর খবর কি আমরা বইয়ের পাতায় পাই।

ক্যাথারিনের মনে হল, জীবনটা এখন তার ভালোই কাটবে।

পাঙ্গাস একটা টাভার্নাতে ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন। ওয়েটাররা সুন্দর কস্টিউম পরে খাবার পরিবেশন করছিল। ছাদের ওপর ওই টাভার্না, চারপাশের দৃশ্যাবলী পরিষ্কার দেখা যায়।

কাউন্ট ক্যাথারিনকে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কী খাবে?

ক্যাথারিন বলল আমার জন্য কিছু অর্ডার দিতে হবে না। আমি এখন কিছুই খাব না।

কাউন্ট পাঙ্গাস যথেষ্ট খাবার অর্ডার দিলেন। নানাধরনের ডিশ থেকে কয়েকটা নির্বাচন করলেন। এমন ব্যবস্থা যাতে ক্যাথারিন সব ডিশেই মুখ ছোঁয়াতে পারে। তারা যাবার সময় মিটবল নিয়ে গেল। আঙুর রসে জারক করা। মাংসের টুকরো, পী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আরও কতরকম খাবার। সত্যি এখানে না এলে ক্যাথি তার পরশ পেত না।

কাউন্ট এবার রেসটিনা মদ বললেন। উনি আরও গর্বের সঙ্গে বললেন- এটি আমাদের জাতীয় মদ। গন্ধটা অসাধারণ। স্বাদটাও খারাপ নয়। খেলে বুঝবেন কী এর অনুভূতি।

ক্যাথারিনের হাতে এক গ্লাস তুলে দেওয়া হল। ক্যাথারিন বলল- নতুন কিছু খেতে আমার ভালোই লাগে।

তিনজনে খাওয়া দাওয়া করছে। তিনজন গানের লোক হৈ-হৈ করতে শুরু করেছে। লোক সংগীতের সুর। অসম্ভব প্রাণবন্ত। নাচতে ইচ্ছে করে। খদ্দেররা ধীরে ধীরে

হোটলে প্রবেশ করছে। তারা ড্যান্সফ্লোরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। গানের সঙ্গে নাচছে। ক্যাথারিন একটা জিনিস দেখে অবাক হয়ে গেল। তা হল নাচিয়েরা সবাই পুরুষ। তারা কী সুন্দর নাচে।

ব্যাপারটা তার ভালোই লাগল। মাথায় ঘোর লেগেছে। তিনটে পর্যন্ত তারা পার্টিতে ছিল। কাউন্ট নতুন অ্যাপার্টমেন্টে গেলেন। বললেন- আজ আর কোথাও বেড়াতে যাবেন না?

না, ক্যাথারিন বলল, আমি ল্যারির জন্য অপেক্ষা করছি।

কাউন্ট ল্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন- ক্যাথারিনকে কয়েকটা জায়গা দেখাব। তুমি কখন যোগ দেবে?

ল্যারি বলল- হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে। আপনার অসুবিধা হবে না?

না, ভালোই লাগবে। কাউন্ট জবাব দিলেন। তিনি ক্যাথারিনের দিকে ফিরে বললেন, আমি আপনার গাইড হলে আপত্তি আছে?

ক্যাথারিন কাউন্টের দিকে তাকিয়ে বলল- না, আমার ভালোই লাগবে।

.

পরের কয়েক সপ্তাহ ছিল অসাধারণ। ক্যাথারিন রোজ সকালে অ্যাপার্টমেন্টে থাকত। বিকেলবেলা, ল্যারি যখন বাইরে, তখন কাউন্ট আসতেন। তিনি ক্যাথারিনকে নিয়ে শহরের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তারা অলিম্পিয়াতে এলেন।

কাউন্ট বললেন- এখানেই আগেকার অলিম্পিক খেলার আসর বসত। তিনি আরও বললেন, হাজার বছর ধরে এই অনুষ্ঠান নিয়মিত হয়ে চলেছে। যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প কোনো কিছুই তাকে ছেদ করতে পারেনি।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে রইল।

সে বলল- ইটনের সেই খেলার ক্ষেত্রগুলোর কথা বলুন। এখানেই সত্যিকারের প্রতিযোগিতার আসর বসত একদিন, তাই না?

কাউন্ট হাসলেন না, তোমার অনুমান বোধহয় মিথ্যে। আসল সত্যিটা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে বলল- কেন?

-তুমি কি জানো, এখানে আগে থেকেই সবকিছু ঠিক করা থাকত?

-ঠিক করা?

কাউন্ট পাম্পাস বললেন- হ্যাঁ, ফেলয়পস নামে এক ধনী রাজা ছিলেন। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিতেন। তাই আগে থেকেই সবকিছু ব্যবস্থা করা থাকত। রথের দৌড় শুরু হত। সকলে নিজস্ব মানুষদের উৎসাহ দিত। ইচ্ছে করে অন্য রথগুলো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হত। অনেক রথ-আরোহীর মৃত্যু হত। প্রতিবারই ফেলপস জিতবেন।

ক্যাথারিন বলল- ব্যাপারটা সাংঘাতিক। কেউ কিছু বলেনি কেন?

এটাই হল গল্পের সবথেকে খারাপ অংশ। সকলেই জানত ফেলয়পস কী করছেন। কিন্তু তিনি মস্ত বড়ো বীর হয়েছিলেন। তার সম্মানে অলিম্পিয়া মন্দিরে একটা মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। জিউসের পাশে, সেটা এখনও আছে।

উনি হাসলেন- এটাই হল পৃথিবীর নিয়ম। সত্যি কথা বলতে কী, পৃথিবীতে এভাবেই খলনায়করা শেষ পর্যন্ত নায়ক হয়ে যায়। তুমি শুনলে অবাক হবে, করিনসের দক্ষিণের পুরো অঞ্চলটা তাঁর পামে নামাঙ্কিত, তাকে বলে ফেলয়নেনাস।

তার মানে? অপরাধ করলে আমরা সাজা পাব না? ব্যাপারটা ক্যাথারিনকে অবাক করল।

ল্যারি যখন সময় পেত, তখন ক্যাথারিনকে সঙ্গিনী করে শহরের নানা জায়গাতে ঘুরে বেড়াত। অসাধারণ কিছু দোকান, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো যায়। ছোটো ছোটো রেস্টুরেন্ট, নিজস্ব খাবার খাওয়া যায়। ল্যারি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ক্যাথারিন তার প্রতি ভালোবাসা জানাল। ভাগ্যিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাকরিটা সে ছেড়ে দিয়েছে। তা না হলে নতুন পৃথিবীর সন্ধান তারা কোনোদিন পেত না।

জীবনে এমন খুশি কখনও হয়নি। ডেমিরিসের সঙ্গে কাজ করাটা একটা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে তার কাছে।

টাকাটাও ভালো পাচ্ছে। তবে ল্যারি টাকার প্রতি খুব একটা আকর্ষিত নয়। যে সুন্দর এরোপ্লেনগুলো সে চালাচ্ছে, তাতেই সে আগ্রহী। একের পর এক নতুন এরোপ্লেনের পাইলট হওয়া কি সোজা কথা? সারা জীবন ল্যারি অন্য ধরনের উড়ান পাখির পাইলট হয়েছে। কিন্তু এখন তার জীবনটা একেবারে পাল্টে গেছে। মাঝে মধ্যে আয়ান হোয়াইট স্টোনের কথা মনে পড়ে যায়। হোয়াইট স্টোন সাহায্য না করলে সে কখনওই আজ এখানে আসতে পারত না।

ল্যারি পলের সাথেও মাঝে মধ্যে চালায়। পল হল ডেমিরিসের এক কোপাইলট, প্রথম দিকে সে ল্যারিকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। পরে ল্যারির সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। মাঝে মধ্যে ল্যারি ডেমিরিসের প্লেনগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঙারে তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে- অহংকার আর শৌর্যের প্রতীক হয়ে।

কাজের ধরনটা ল্যারিকে অবাক করে দিয়েছে। মাঝে মধ্যে তাকে আমন্ত্রিত অতিথিদের আনতে যেতে হয়। কখনও বা সে চলে যায় রোম শহরে। কখনও সুইজারল্যান্ডে। ফিরে এসে ক্যাথারিনকে নানা গল্প বলে।

সে বালকান দেশের এক প্রেসিডেন্টকে উড়িয়ে এনেছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকেও উড়ান পাখির সওয়ার করেছে। আরব দেশের এক শেখকেও তার বিমানের যাত্রী হতে হয়েছিল। শুধু উনি নন, ওনার হারেমের সব কটি সুন্দরী। একবার ব্রডওয়েতে কয়েকজন অপেরা গায়িকাকে সে সঙ্গিনী করে। তারা ডেমিরিসের জন্মদিনে লন্ডনে একটি অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের জাস্টিস, কংগ্রেসের সদস্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আরও কত-কত নামের মিছিল। ককপিঠেই সময়টা কেটে

যায়। মাঝে মধ্যে সে কেবিনে চলে আসে। দেখে প্যাসেঞ্জাররা ভালো আছে কিনা। সব দিকেই সে নজর রাখে। সে জানে, এখানে অনেক গল্প বাতাসে ভাসছে। এই গল্প থেকে রহস্য আসতে পারে। সে কিন্তু শুধু এরোপ্লেন নিয়েই ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে।

সময় এগিয়ে গেছে। ল্যারি এখন ডেমিরিসের আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। একটা মেঘাচ্ছন্ন দিন। আবহাওয়া দপ্তর থেকে খবর পাঠানো হয়েছে ঝড় উঠতে পারে। যে পথে ল্যারি বিমান চালাবে, সে পথটা মোটেই নিরাপদ নয়। এর আগে অবশ্য ল্যারি ঝড়-বাদলের মধ্যেও বিমান চালিয়েছে। কিন্তু আজ বাতাস এলোমেলো বইছে। কিছুতেই তাকে অতিক্রম করা যাচ্ছে না।

এথেন্স থেকে সে আকাশে উড়ে গেছে। সে পলকে বলল- পল, মনে হচ্ছে এই উড়ানটা ভালো হবে না।

ল্যারি অবাক হয়ে গেল। ডেমিরিস নিজে ককপিঠে এসেছেন। বলছেন- আমি কি তোমাদের সাহায্য করব?

ল্যারি বলল- না, করতে হবে না। আমরা দেখছি কী করা যায়।

পল সিট ছেড়ে দিল। ডেমিরিস বসলেন। কোপাইলট হিসেবে আজ কাজ করতে চাইছেন।

দু ঘণ্টা ধরে ঝড় চলেছিল। ল্যারি মেঘের রাজত্বে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আহা, ভারী সুন্দর দৃশ্য, কিন্তু কী ভয়ংকর।

ডেমিরিস শিশুর মতো চিৎকার করলেন অসাধারণ।

—না, ওরা হত্যাকারী, এই মেঘে বৃষ্টি হয়। তাই বোধহয় ওরা এত সুন্দর।

ল্যারি বোঝাবার চেষ্টা করল।

ল্যারি আরও বলল— এই মেঘ প্লেনকে দশ সেকেন্ডে ধ্বংস করতে পারে। সামান্য গোলমাল হলেই আমাদের আকাশযান তিরিশ হাজার ফুট নীচে পড়ে যাবে। এক মিনিট সময় লাগবে না।

ডেমিরিস শান্তভাবে বললেন আমি জানি, এসব তোমার মুখের কথা। তোমার মতো দক্ষ পাইলট কখনও এটা ঘটতে দেবে না।

একটু বাদেই বাতাস এসে প্লেনটাকে আক্রমণ করল। প্লেনটা দুলছে। ল্যারি আগ্রাণ চেষ্টা করছে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। সে ভুলে গেছে, ওখানে ডেমিরিস বসে আছেন। তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা তখন প্লেনটাতে কেন্দ্রীভূত। এতদিন ধরে সে যা শিখেছে, আজ বুঝি তার চরম পরীক্ষা হবে।

শেষ পর্যন্ত তারা ঝড়ের বৃত্তের বাইরে এসে গেল। ল্যারিকে দেকে বিধ্বস্ত বলে মনে হচ্ছে। ডেমিরিস ককপিঠ থেকে চলে গেছেন। পল সেই সিটে এসে বসেছে।

ল্যারি বলল— পল, সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা, জীবনে কখনও হয়নি।

এখন প্লেনটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছে। এয়ারপোর্ট দেখা যাচ্ছে। ডেমিরিস আবার ককপিঠের দরজার কাছে এলেন।

ডেমিরিস ল্যারিকে বললেন আমার ভালো লেগেছে ল্যারি, হয়তো তোমায় পরীক্ষা করার জন্যই এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

ডেমিরিস চলে গেলেন।

একদিন সকালবেলা। ল্যারি তৈরি হচ্ছে। তাকে বিমান চালিয়ে মরক্কোতে যেতে হবে। কাউন্ট পাম্পাস ফোন করেছেন। তিনি ক্যাথারিনকে নিয়ে শহরতলীতে বেড়াতে যাবেন। ল্যারি চাইছে, ক্যাথারিন যেন খায়।

ক্যাথারিন প্রশ্ন করল- তোমার খারাপ লাগে না?

ল্যারি হাসল কেন, কাউন্টের জন্য?

ক্যাথারিন বুঝতে পারল, কাউন্টের সাথে সে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। কিন্তু কাউন্ট কখনও তার দিকে সঙ্কেতপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরেননি।

ক্যাথারিন বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করল- উনি কি সমকামী?

-হ্যাঁ, তাই তো ওনার স্নেহছায়ায় আমি তোমাকে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়েছি।

কাউন্ট সকালের দিকে ক্যাথারিনকে নিয়ে গেল। তারা দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চলল। ফেসালি অভিমুখে যাত্রা করল। চাষি রমণীরা কালো পোশাক পরে চাষের কাজে ব্যস্ত আছে। কেউ কেউ মাথায় বোঝা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

ক্যাথারিন প্রশ্ন করল ছেলেদের কাজ কেন মেয়েরা করে?

কাউন্ট বলল- মেয়েদের এটাই ইচ্ছে, তারা মরদদের খাটতে দিতে চায় না। তারা চায়, ছেলেরা যেন রাতে অন্য কাজে শক্তি দিতে পারে।

ক্যাথারিন ভাবল, হা, এই ব্যাপারটা আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত।

সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে। তারা কিনডাস পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেছে। এখানে সেখানে ছোটো ছোটো টিলা। একদল মেঘ চলে এল, রাখাল বালকটিকে দেখা গেল। গাড়ি আটকে গেছে। কাউন্ট পাশ্চাত্য গাড়িটাকে একপাশে দাঁড় করালেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ক্যাথারিনও চোখ মেলে দিয়েছে। আহা, অসাধারণ গোখুরি।

একটা ভারী সুন্দর দৃশ্যপট।

একটু বাদে মেঘের দল চলে গেল। গাড়িটা আবার সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে, ক্যাথারিনের কাছে ব্যাপারগুলো কেমন যেন লাগছে। সে অনেককেই বন্ধু হিসেবে পেয়েছে এখন। সে জানে, কোথায় মার্কেটিং করতে হয়। কোথায়

জামাকাপড় কিনতে হয়। গ্রিস একটা অসাধারণ দেশ। সব জায়গাতেই রোমাঞ্চের ছোঁয়া। কিন্তু জীবন চলেছে মন্দাক্রান্ত গতিতে।

ক্যাথারিন আর ল্যারি একদিন মাইকোনাসে গিয়েছিল। সেখানকার চমৎকার বায়ুকল। দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে। ভেনাস ডিমেলো এগুলো আবিষ্কার করেছিলেন। ক্যাথারিনের প্রিয় জায়গা হচ্ছে পারোস। একটা সুন্দর অভিজাত দ্বীপ। ফুলে ঢাকা পাহাড় আছে তার মধ্যে। নৌকো করে সেখানে গিয়ে তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। এসব সুন্দর স্মৃতি কখনও ভোলা যায়?

ক্যাথারিন মাঝে মধ্যে মাথায় সূর্যটাকা টুপি পরে। তখন তাকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। ল্যারি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সত্যি, ল্যারি আমাকে কত ভালোবাসে, ক্যাথারিন ভাবল।

লক্ষ ফুলের সমাবেশ, গাছে গাছে, যৌবনে নিনাদিত উন্মাদনা।

গাইড বলল, একে বলা হয় প্রজাপতির উপত্যকা।

সত্যিই তো, প্রস্ফুটিত ফুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ক্যাথারিনের মনে হল, অসংখ্য রঙিন প্রজাপতি বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাথারিন একটাও সত্যিকারের প্রজাপতি দেখতে পায়নি। তাই সে প্রশ্ন করল, এরকম নাম করা হয়েছে কেন?

গাইড ভদ্রলোক এগিয়ে এল। বলল, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। বুঝতে পারবেন, কেন?

তারপর? অসাধারণ! সাত রঙের সমারোহ, ফুলে ফুলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চারপাশ।

ক্যাথারিন এবং ল্যারির চোখে বিস্ময়। গাইড সবকিছু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, তার কণ্ঠস্বরে আভিজাত্য এবং অহংকারের মিশ্রণ।

আজ সকালে এক ভি আই পি আসবেন। পল আনন্দের সঙ্গে বলল। তুমি কি তাকে দেখবে?

কে?

-নোয়েলে পেজ, আমাদের বসের আদরিনী রক্ষিতা। তুমি দেখতে পারো, কিন্তু খবরদার হাত দিও না।

ল্যারি ডগলাসের মনে পড়ল। নোয়েলে পেজকে সে একবার দেখেছিল, ডেমিরিসের বাড়িতে। সেই সকালে সে সবেমাত্র এথেন্সে এসেছিল। হা, নোয়েলে অসাধারণ সুন্দরী। তাকে খুব চেনা লাগছে। হবেই তো, চলচ্চিত্রের পর্দায় তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। ক্যাথারিন একবার তাকে একটা ফরাসি সিনেমাতে নিয়ে গিয়েছিল। জোর করে। সেখানে গিয়ে সে প্রথম নোয়েলেকে দেখে। তারপর? কনসট্যানটিন ডেমিরিসের মেয়েবন্ধু? তার দিকে

চোখ তুলে তাকানো? নাঃ, কোনো মতেই সম্ভব নয়। তবে নোয়েলের কাছ থেকে সে একটা অটোগ্রাফ নেবে। ক্যাথারিনকে দেখিয়ে অবাক করে দেবে।

লিমুজিন নোয়েলেকে এয়ারপোর্টে নিয়ে এসেছে। কিছুটা দেরী হয়েছে। রাস্তায় কাজ চলছে। নোয়েলে দুঃখিত হয়নি। ডেমিরিসের বাড়িতে দেখা হয়েছিল, তারপর আবার আজ ল্যারি ডগলাসের সঙ্গে দেখা হবে। যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য নোয়েলে খুবই দুঃখিত। অথবা বলা যায়, যে ঘটনা ঘটেনি তার জন্য তার উৎকণ্ঠা আকাশ ছোঁয়া।

গত দুবছর ধরে নোয়েলে নিজেকে সাজিয়েছে। একশোটা সম্ভাব্য প্রতিশোধের কথা ভেবেছে। নাটকের সংলাপ মিলিয়ে উচ্চারণ করেছে। শেষ অব্দি ঠিক করতে পারেনি, কীভাবে ল্যারিকে শাস্তি দেওয়া যায়। আজ, একটু বাদে, ল্যারির সঙ্গে তার আবার দেখা হবে। তার মানে? সেই পুরোনো প্রশ্ন? পুরোনো উদ্বেগ এবং উন্মাদনা।

ল্যারি এয়ার ফিল্ডের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। ফ্লাইট প্ল্যানটা তার হাতে এসে গেছে। তখনই একটা লিমুজিন ওই মস্ত বড়ো প্লেনের সামনে এসে দাঁড়াল। নোয়েলে পেজ নামল। ল্যারি হেঁটে গেল। বলল- সুপ্রভাত, মিস পেজ, আমি ল্যারি ডগলাস। আমি আপনাকে এবং আপনার অতিথিদের কান-এ নিয়ে যাব।

নোয়েলে তাকাল। কথা বলল না। মনে হল, ল্যারি বলে কেউ বোধহয় এখানে নেই। ল্যারি তাকিয়ে আছে, অবাক চোখে। আহত এবং অপমানিত।

তিবিশ মিনিট কেটে গেছে। অন্য যাত্রীরা এসে গেছে। ল্যারি এবং পল এবার শুভ যাত্রা শুরু করবে। তারা এই দলটিকে নিয়ে যাবে কোটে আজারে। সেখান থেকে ডেমিরিসের প্রমোদ তরণীতে। ফ্লাইটটা খুবই সহজ। তবে গরম কালে দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে বাতাস একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। ল্যারি ঠিকমতো প্লেনটাকে নামিয়ে দিল। কয়েকটা লিমুজিন দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেঞ্জারদের জন্য। নোয়েলে পলের দিকে এগিয়ে গেল। ল্যারিকে পাত্তাই দিল না।

সে বলল-নতুন পাইলট একটা অ্যামেচার। পল, তুমি তাকে ভালো করে শিখিও কিন্তু।

নোয়েলে একটা গাড়ির মধ্যে উঠে বসল। গাড়িটা চলে গেল। ল্যারি দাঁড়িয়ে আছে। তার সমস্ত শরীরে অসহ্য ঘৃণা এবং রাগ।

ল্যারির মনে হল, সুন্দরী হলে কী হবে, মেয়েটার মন মোটেই ভালো নয়। একটু বাদে তাকে এমন একটা সমস্যার সামনে পড়তে হল, সে বুঝতে পারল, বিপদ সংকেত বেজে গেছে।

ডেমিরিসের আদেশানুসারে ল্যারি নোয়য়লেকে নিয়ে অসলোতে গেল। সেখান থেকে লন্ডন। এতটুকু টিলে দেয়নি তার কাজে। এইসময় ওই অঞ্চলে মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয়। ল্যারি অন্য একটা যাত্রাপথের কথা ভেবেছিল। উড়ান পাখির যাত্রা হল স্বচ্ছন্দ এবং সহজ। সে আর পল কেবিনের কাছে গেল। নোয়েলে তখন ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে।

ল্যারি শান্তভাবে বলল- মিস পেজ, আশা করি এই উড়ানটা আপনার মনে থাকবে।

নোয়েলে তার দিকে তাকাল, মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। সে পলের দিকে তাকিয়ে বলল- অকেজো লোকেদের হাতে জীবনের ভার ছেড়ে দেওয়া, পল, বুঝতেই পারছ, কতখানি অসহায় লাগে নিজেকে।

ল্যারির মুখ লাল হয়ে গেছে। সে কথা বলার চেষ্টা করেছিল।

নোয়েলে পলকে বলল- ভবিষ্যতে ও যেন আমার সঙ্গে কথা না বলে, পল, ওকে এটা মনে করিয়ে দিও, কেমন?

পল গলা চুলকে বলল- হ্যাঁ, ম্যাডাম।

ল্যারি নোয়েলের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে রাগ। নোয়েলে উঠল। প্লেন থেকে বেরিয়ে গেল। ল্যারির মনে একটা ভীষণ ঘৃণার উদ্বেক হয়েছে। সে জানে না, কী করতে হবে। কিছু করা মানে, চাকরিটা হারানো। সেটা সে পারবে না। সে জানে তাকে যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে আর কোথাও জায়গা পাবে না। নাঃ, তাকে ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হতে হবে।

ল্যারি বাড়িতে ফিরে গেল। ক্যাথারিনের কাছে সব কথা বলল।

ল্যারি বলল- ও বোধহয় আমাকে তাড়াতে চাইছে।

ক্যাথারিন বলল- হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। তুমি কি কোনোদিন ওকে অপমান করেছিলে আগে?

-আমি ওর সঙ্গে বারোটোর বেশি শব্দ বলিনি।

ক্যাথারিন ল্যারির হাতে হাত রেখে বলল- ভয় পেয়ো না। তুমি ওকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করো। দেখো না কী হয়।

পরের দিন ল্যারি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উনি তুরস্কে যাবেন একটা ব্যবসায়িক কাজে। ডেমিরিস ককপিঠে এলেন। পলের সিটে বসলেন। তিনি হাত নাড়লেন। ল্যারি এবং ডেমিরিস তখন একা। কোনো কথা হচ্ছে না। মেঘের রাজত্বে উড়ান পাখি এগিয়ে চলেছে।

-মিস পেজ, তোমাকে পছন্দ করছে না। কেন বলো তো?

শেষ পর্যন্ত ডেমিরিস বললেন।

ল্যারির মনে হল তার হাত দুটো শক্ত হয়ে গেছে। সে শান্ত হবার চেষ্টা করল। সে বলল- উনি কিছু বলেছেন?

-হ্যাঁ, সে বলেছে, তুমি নাকি খারাপ ব্যবহার করেছ?

ল্যারি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারল না। শব্দগুলো তার মুখ থেকে এইভাবে বেরিয়ে এল- আমি দুঃখিত মিঃ ডেমিরিস। ভবিষ্যতে আমাকে আরও সতর্ক থাকতে হবে।

ডেমিরিস উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ভবিষ্যতে মিস পেজকে আর অপমান করো না কেমন?

রক্ত চোখে তাকালেন ল্যারির দিকে। ককপিঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভবিষ্যতে? ল্যারির মাথায় অনেক প্রশ্নের ভিড়। না, আমি হয়তো কখনও কথাই বলব না। কিন্তু কেন? একটা কারণ হতে পারে, ডেমিরিস আমাকে এত ভালোবাসছেন, এটা বোধহয় শ্রীমতীর পছন্দ নয়। তাহলে? কী করা যায়? হ্যাঁ, নোয়েলে চাইছে আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে।

ল্যারি জানে না, কী হবে। সে স্কুলবালকের মতো কত জায়গাতে আবেদনপত্র পাঠিয়েছে, ইন্টারভিউতে অবতীর্ণ হয়েছে। অনন্ত প্রহর প্রতীক্ষা করেছে। সময় কাটিয়েছে সস্তার বার এবং রাস্তার বেশ্যাদের কাছে। ক্যাথারিনের ধৈর্যের কথাটা তার মনে পড়ল। সেই দুঃখের প্রহরে ক্যাথারিন পাশে না থাকলে কী হত? না, আর ব্যর্থতার কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে পারবে না।

কদিন বাদে ল্যারি চলেছে বেইরুটের দিকে। একটা মুভি থিয়েটারের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। নোয়েলে পেজের ছবি টাঙানো আছে। তার ইচ্ছে হল, এই সিনেমাটা সে দেখবে। নোয়েলে অসাধারণ, এটা মানতেই হবে। অভিনয়ের দিকে সামান্য ত্রুটি নেই। পরের সোমবার ল্যারি, নোয়েলে পেজ এবং কজন ব্যবসায়িক প্রতিনিধিকে নিয়ে জুরিখে গেল। ল্যারি অপেক্ষা করল। নোয়েলে তখন একা। সে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু কী করে

বলবে? নোয়েলের শেষ সংলাপ মনে পড়ল। তবু সে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন মিস পেজ। আমি আপনার একটা ছবি দেখেছি।

দি থার্ড ফেস। আমার মনে হয়, আপনি অসাধারণ অভিনেত্রী, সত্যি আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

নোয়েলে তাকাল। তারপর বলল- আমি কি বিশ্বাস করব যে, তুমি একজন ভালো সমালোচক? আমার মনে হয়, তোমার সেই বুদ্ধি বা বোধ, কোনো কিছুই নেই।

নোয়েলে হেঁটে গেল। ল্যারি দাঁড়িয়ে আছে। আবার আহত এবং অপমানিত হয়েছে সে। ভেবেছিল নোয়েলেকে অনুসরণ করবে- সব কথা শুনিয়ে দেবে। না, চাকরিকে ভালোবাসতে হবে। ল্যারি প্রতিজ্ঞা করল। ভবিষ্যতে নোয়েলের কাছ থেকে একশো হাত দূরে থাকবে।

পরের কয়েক সপ্তাহে নোয়েলে বেশ কয়েকবার ল্যারির উড়ান পাখির সওয়ার হয়েছে। ল্যারি কোনো কথা বলেনি। তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। পলের মাধ্যমেই নোয়েলের সাথে সংযোগ রেখেছে। না, নোয়েলে পেজের কাছ থেকে আর কোনো বিরূপ সমালোচনা তাকে সহ্য করতে হয়নি। ল্যারি ভাবল, সমস্যাটা বোধহয় এইভাবেই সমাধান করা হয়েছে।

তারপর? নিজেকে ধন্যবাদ দিল সে।

এক সকালবেলা। ডেমিরিস ল্যারিকে তার ভিলায় ডেকে পাঠিয়েছেন। মিস পেজ একটা গোপন ব্যবসার ব্যাপারে প্যারিসে যাচ্ছে। তুমি সবসময় ওনার পাশে থেকেও কেমন?

-হা, মিঃ ডেমিরিস।

ডেমিরিস মুখের দিকে তাকালেন, বললেন ঠিক আছে।

এই ফ্লাইটে নোয়েলে ছাড়া আর কেউ নেই। ফ্লাইটটা প্যারিসে যাবে। ল্যারি পাইপার বিমানটাকেই নিল। সে পলকে বলে দিল, সব ব্যবস্থা পাকা করতে। পল যেন ককপিঠে থাকে।

যখন প্লেনটা নামল, ল্যারি বলল বিনীতভাবে মিস পেজ, মিঃ ডেমিরিস বলেছেন, আপনার পাশে পাশে থাকতে।

নোয়েলে পেজ তাকাল বলল, ঠিক আছে, তুমি তোমার কাজটা মন দিয়ে করো। কেমন?

ল্যারি ঘাড় নাড়ল।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। ওলরিং একটা প্রাইভেট লিমুজিন। ল্যারি ড্রাইভারের পাশে বসেছে। নোয়েলে পেছনের সিটে। নোয়েলে কোনো কথা বলেনি। তারা পারিবারিক থামল। এটা হল প্যারিসের বিখ্যাত ব্যাঙ্ক। ল্যারি লবির মধ্যে চলে গেল নোয়েলের সঙ্গে। নোয়েলে প্রেসিডেন্টের অফিসে ঢুকে পড়েছে। তারপর বেসমেন্টে চলে গেছে, এখানে সেফ ডিপোজিট বাক্সগুলো থাকে। তিরিশ মিনিট কেটে গেছে, নোয়েলে ফিরে এল। সে

ল্যারিকে অতিক্রম করে গেল। একটি কথাও বলল না। ল্যারি বোকার মতো তাকে অনুসরণ করছে।

তারা এল হনরোতে। নোয়েলে গাড়িটা ছেড়ে দিল। ল্যারি তাকে অনুসরণ করছে। সে একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গেল। সেখানে কিছু জিনিস কিনল। ল্যারির হাতে প্যাকেটগুলো তুলে দিল। অন্তত গোটা ছয়েক দোকানে নোয়েলে গেল। কত কী কিনল।

তারা সেলিনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। পথচারীরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যাচ্ছে।

নোয়েলে বলল- তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।

ল্যারি দাঁড়িয়ে থাকল। নোয়েলে একটা রেস্টুরেন্টের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুঘন্টা ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। তার দুহাতে অনেকগুলো প্যাকেট। সে বারবার নোয়েলকে অভিশাপ দিল, নিজেকেও। কেন মরতে এই চাকরিটা নিলাম। আমি এখন ফাঁদে পড়েছি। এই ফাঁদ থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসব বুঝতে পারছি না।

এই প্রথম ক্যাথারিন কনসট্যানটিন ডেমিরিসের সাথে দেখা করল তার ভিলাতে। ল্যারি একটা প্যাকেট দেবার জন্য চলে গেছে, কোপেনহেগেনে।

বিরাট রিসেপশন হল। অসাধারণ শিল্পসুসমামণ্ডিত। দরজা খুলে গেল। ডেমিরিস দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাসলেন মিসেস ডগলাস ম্যানেট খাবেন?

ক্যাথারিন ভেতরে ঢুকল। মুখোমুখি বসল। এই সে মানুষ, যার সম্পর্কে সে অনেক কথা শুনেছে। কনসট্যানটিন ডেমিরিস বেশ লম্বা, অন্তত সে যা ভেবেছিল। সত্যি তার চরিত্রের মধ্যে একটা মহান আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। দেখলেই ভয় এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেল আমার নাম উনি জানলেন কী করে?

উনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। গ্রিস দেশটা ভালো লাগছে কিনা। অ্যাপার্টমেন্ট ভালো তো। কোনো সাহায্য তিনি করতে পারেন কিনা ইত্যাদি।

একদিকে ছোটোছোটো পাখির সমারোহ।

ভদ্রলোক বললেন- আমি আপনাকে কয়েকটা পাখি উপহার দেব, কেমন?

ল্যারি ফিরে এসেছে। ক্যাথারিন এবং ল্যারি চলে গেল।

ল্যারি জানতে চাইল ডেমিরিসকে কেমন লাগল?

ক্যাথারিন বলল-হ্যাঁ, আকর্ষণী ক্ষমতা দারুণ, তাই তুমি ওখানে কাজ করে এত আনন্দ পাচ্ছে।

-হ্যাঁ, যা বলছ।

কণ্ঠস্বরে সামান্য উদ্বিগ্নতা, ক্যাথারিন বুঝতে পারল না।

পরের দিন একটা সুন্দর পোসিলিনের পাখি এল ক্যাথারিনের কাছে। কনস্ট্যানটিনের একান্ত উপহার।

এরপর আরও দুবার ডেমিরিসের সাথে ক্যাথারিনের দেখা হয়েছে। একবার তারা রেসের মাঠে গিয়েছিল। আর একবার বড়োদিনের পার্টিতে। প্রতিবারই ক্যাথারিনকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে ডেমিরিস। ক্যাথারিন ভেবেছে, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এই কারণে এক স্মরণযোগ্য পুরুষ।

আগস্ট মাস। এথেন্সে উৎসব শুরু হয়েছে। দুমাস ধরে এই উৎসব চলতে থাকবে। খেলাধুলোর আসর, ব্যালে, অপেরা, কনসার্ট। আগেকার ভোলা মঞ্চ। অ্যাক্রোপলিশের পাদদেশে। ক্যাথারিন ল্যারিকে সঙ্গী করে বেশ কয়েকটা নাটক দেখল। কাউন্ট পাপ্পাসের সঙ্গে গেল। দেখতে ভারী ভালো লাগে, কত বছর আগের সেই সেটটা, সেই সংলাপ, পৃথিবীটা এখনও মনে হয় পাল্টায়নি।

ক্যাথারিন এবং কাউন্ট পাপ্পাস মেডিয়াতে গেলেন একটা নাটক দেখতে। তারা ল্যারির সম্বন্ধে কথা বলছিল।

কাউন্ট পাপ্পাস বললেন- ও খুবই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

তার মানে? ক্যাথারিন জানতে চাইল।

-ঠিক বোঝাতে পারব না, কাজের প্রতি অসম্ভব আস্থা এবং ভালোবাসা।

ক্যাথারিনের ভালো লাগল, স্বামীর প্রশংসা কে না শুনতে ভালোবাসে।

চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার প্রতিফলন। রাতটা সুন্দর, উষ্ণ এবং আবেদনি। তারা প্ল্যাকার মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেল। অমনিয়া স্কোয়ারের দিকে। রাস্তা পার হবার চেষ্টা করল। একটা গাড়ি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাউন্ট ক্যাথারিনকে সরিয়ে দিলেন ইডিয়েট, চিৎকার করলেন তিনি। অপসূয়মান ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে।

ক্যাথারিন বলল- এখানে সবাই এমনভাবেই চালায়। নিয়মনীতি মানতে চায় না।

কাউন্ট পাপ্লাস বললেন- কারণটা তুমি জানো কি? গ্রিকরা অটোমোবাইলে বিশ্বাস করে না। তারা এখনও গাধার পিঠে চড়ে যাতায়াত করতে ভালোবাসে।

-আপনি মজা করছেন?

না, মজা করছি না। তুমি যদি গ্রামের দিকে চলে যাও, তাহলে দেখবে, এখনও সেখানে প্রাচীন চিন্তাধারা কীভাবে বেঁচে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আবেগ ও অনুভূতির দিক থেকে আমরা প্রাচীনপন্থীই রয়ে গেলাম। তাই বোধহয় এইসব ব্যাপারগুলোকে মন থেকে মানতে পারছি না।

ক্যাথারিন বলল- এই অনুভূতি খুব একটা খারাপ নয়।

-হয়তো নয়। কিন্তু এটা বাস্তবতার পরিপন্থী। বিশ্ব যখন পাল্টাচ্ছে, আমরা কেন পাল্টাব না? কেন এত বছর আগের পৃথিবীতে পড়ে থাকব? আমরা এখানেই মরেছি। এত শিক্ষা, এত সম্পদ, এত অভিজাত্য, এত অহঙ্কার সব কিছু থাকা সত্ত্বেও আজ পৃথিবীর বুকে গ্রিকদের অবস্থান কোথায়? ভাবোতো, শুধু অতীতের স্মৃতিচারণ করলেই কি আমরা সামনের দিকে এগোতে পারব?

ওরা একটা স্কোয়ারের কাছে পৌঁছে গেছে। কয়েকটা দোকান রয়েছে। একটা দোকানে লেখা রয়েছে। ভবিষ্যৎ বক্তা।

-এখানে অনেক জ্যোতিষীর বসবাস, তাই না? ক্যাথারিন জানতে চাইল।

-হ্যাঁ, আমরা সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ।

ক্যাথারিন মাথা নাড়ল- আমি এতে বিশ্বাস করি না।

তারা একটা ছোটো টার্নার দিকে এগিয়ে গেল। তাতে লেখা রয়েছে-ম্যাডাম পিরিস ভবিষ্যৎ বক্তা।

-তুমি ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস করো? কাউন্ট জানতে চাইলেন।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে তাকাল- না, গল্প ছাড়া কোথাও নয়?

তুমি কি বোঝাতে চাইছ? আঁটা, লাঠি? কালো বেড়াল? উত্তপ্ত কেটলি?

না, আপনি কী বলছেন?

পাপ্লাস ওই চিহ্নটার দিকে তাকালেন। মাদাম পিরিস এক ডাইনি। উনি অতীতের ঘটনা পরিষ্কার বলতে পারেন, চোখ খোলা রেখে ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পান।

ক্যাথারিনের মুখে সন্দেহ।

—আমি তোমাকে একটা গল্প বলব, কাউন্ট পাপ্লাস শুরু করলেন, দুবছর আগে এথেন্সের পুলিশ প্রধান ছিলেন ভাসিলি। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমি মাঝে মধ্যেই তাকে সাহায্য করতাম। ভাসিলি খুবই সৎ মানুষ। অনেকে তাকে খারাপ করার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। তাই ওনার শসংখ্যা বাড়তে থাকে।

পাপ্লাস ক্যাথারিনের হাতে হাত রেখে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে চললেন।

..একদিন ভাসিলি ভয়াব্র্ত হয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি খুব সাহসী মানুষ। কিন্তু এভাবে জীবনযাপন করতে পারছেন না। শক্তিশালী শত্রুপক্ষ তাকে নানাভাবে উত্থিত করার চেষ্টা করছে। আমি বলেছিলাম, তাকে মাদাম পিরিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

ক্যাথারিন জানতে চাইল- উনি কি গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, উনি গিয়েছিলেন। পিরিস ওনাকে দেখে পরিষ্কার বলেছিলেন যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওনার মৃত্যু হবে অস্বাভাবিকভাবে। পিরিস আরও বলেছিলেন, উনি যেন সিংহের কাছ থেকে দূরে থাকেন। বিশেষ করে দুপুরবেলা।

ভাবতে অবাক লাগে, গ্রিসে কোনো সিংহ পাওয়া যায় না। কয়েকটা পুরোনো রোগী সিংহ আছে চিড়িয়াখানাতে। আর ডেরসে আছে পাথরের সিংহ, তা তুমি দেখেছ।

ক্যাথারিন বুঝতে পারল, পাম্পাসের সমস্ত শরীরে উত্তেজনা জেগেছে।

...ভাসিলি নিজে চিড়িয়াখানাতে গেলেন, খাঁচাগুলো নিজে হাতে পরীক্ষা করলেন। হ্যাঁ, নিরাপত্তার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ওই বুড়ো সিংহগুলো কখনওই খাঁচা ভেঙে বাইরে বেরোতে পারবে না।

....এক সপ্তাহ কেটে গেছে। কোনো অঘটন ঘটেনি। ভাসিলি ঠিক করলেন, পিরিসের সঙ্গে দেখা করবেন। তাকে যথেষ্ট ভৎসনা করবেন। শনিবার সকালবেলা, আমি পুলিশ স্টেশনে গেলাম ভাসিলিকে আনতে। সেদিন ছিল তার ছেলের চারনম্বর জন্মদিন। আমরা নৌকো ভ্রমণে বেরোব।

...আমি স্টেশনের সামনে ওনাকে পৌঁছে দিলাম। ঠিক তখন টাউন হলের ঘড়িতে বেলা বারোটা বেজেছে। আমি ভেতরে ঢোকান চেষ্টা করলাম। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। এ কী?

কাউন্ট পাম্পাসের কণ্ঠে উদ্ভিন্নতা কোনো চিহ্ন নেই, ওই পুলিশ স্টেশন অথবা ভাসিলির।

ক্যাথারিন চিৎকার করল— কী করে ঘটল?

ওঁরা কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটলেন।

ক্যাথারিন বলল- কিন্তু ওই ডাইনি? তাঁর ভাষণ তো মিথ্যে হল। ভাসিলিকে তো সিংহ মারেনি।

-আমার গল্প পুরোটা শোনো। আমি তোমাকে বলেছি, ওটা ছিল তার ছেলের জন্মদিন। ভাসিলি উপহার এনেছিল ছেলের জন্য একটা সুন্দর খেলনা সিংহ। কেউ রেখে গিয়েছিল, ভাসিলির ডেস্কের ওপর।

ক্যাথারিনের মুখে রক্ত- এ কী? সত্যি বলছেন?

কাউন্ট প্যাঙ্গাস মাথা নাড়লেন- মনে আছে? সিংহের কাছ থেকে সাবধান। ঘড়িতে যখন বেলা বারোটা।

ক্যাথারিন তবুও বলছে- সত্যি? আমি ভাবতেই পারছি না।

মাদাম পিরিসকে অবহেলা করো না। সত্যি উনি অনেক কথা বলতে পারেন।

ওঁরা পরবর্তী রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। কাউন্ট হাত নেড়ে ডাকলেন। দশ মিনিট কেটে গেছে, ক্যাথারিন তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছে।

শুতে যাবার আগে সে ল্যারিকে গল্পটা বলল। তার রক্ত আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ল্যারি তাকে শক্ত করে চেপে ধরল। ভালোবাসা উপহার দিল। কিন্তু, মাঝরাত অর্ধ ক্যাথারিন ঘুমোতে পারেনি।

ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েলে পেজ

নোয়েলে ও ক্যাথারিন, এথেন্স, ১৯৪৬

১৫.

ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েলে পেজ কে কাকে অতিক্রম করবে? ল্যারি ভাবছে, চাকরিটা ভালো, কিন্তু ওই মেয়েটি? ওর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

ক্যাথারিন? মাঝে মধ্যে ল্যারির সাথে কাউন্ট পাম্পাসের সাথে পার্টিতে যায়। পলকেও সঙ্গে নেয়। তার কো-পাইলট। গ্রিক মহিলাদের মধ্যে অসাধারণ কামনা আছে, আগুন রাঙা উত্তেজনা। তার সাথে এক নতুন মেয়ের পরিচয় হয়েছে। হেলেনা। ডেমিরিসের হয়ে কাজ করে। তারা এথেন্সের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সে আর ল্যারি একবার একটা হোটেলে গিয়েছিল। হ্যাঁ, হেলেনার সৌন্দর্য দেখলে অবাক হতে হয়। রোগা, চোখের তারা কালো, এমন একটা আকর্ষণী ক্ষমতা, যা প্রতিরোধ করা যায় না।

সবাই জানে, ল্যারির জীবনটা খুবই সুন্দর এবং মসৃণ।

হয়তো তাই, কিন্তু ওই সোনালি চুলের উপপত্নী? সে বোধহয় সমস্ত আনন্দ নষ্ট করবে।

নোয়েলে পেজের কাছ থেকে ল্যারি এখন দূরত্ব বজায় রাখে। ল্যারি ভাবে আমাকে আরও শান্ত ও সংযমী হতে হবে। নোয়েলে আমাকে বোকা ভাবছে। আমি কী বা করতে পারি। নাঃ, চাকরিটা আমি ছাড়ব না।

মাঝে মাঝেই সে পলের ওপর দায়িত্ব দেয়, নোয়েলের দেখাশোনা করতে। তা সত্ত্বেও চোখাচোখি হয়ে যায় বৈকি।

নভেম্বর মাস শেষ হয়ে আসছে। একদিন খুব সকালবেলা, ল্যারিকে বলা হল, নোয়েলে পেজকে নিয়ে আর্মস্টারডামে যেতে হবে। সেইদিন বিকেলে। ল্যারি এয়ারপোর্টে গিয়ে সব দেখল। একটা খারাপ রিপোর্ট পেল। আর্মস্টারডামের আবহাওয়াটা মোটেই ভালো নয়। ঘন কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিকেলের দিকে কোনো কিছু দেখা যায় না। ল্যারি সঙ্গে সঙ্গে ডেমিরিসের সেক্রেটারিকে ফোন করল— বলল, কিছুতেই আর্মস্টারডাম যাওয়া সম্ভব নয়।

সেক্রেটারি পনেরো মিনিট বাদে জানালেন, মিস পেজ দুটোর সময় এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবেন। প্লেনটা যেন চালানো হয়।

ল্যারি আবার এয়ারপোর্টে গেল। ভাবল, হয়তো আবহাওয়ার কিছু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু একই রিপোর্ট পাওয়া গেল।

পল চিৎকার করল জেসাস ক্রাইস্ট, না, কিছুতেই আজ যাত্রা করা উচিত নয়।

ল্যারি ভাবল, আর্মস্টারডামটা বোধহয় কোনো ব্যাপার নয়। এটা দুজনের ইচ্ছার লড়াই। নোয়েলে পেজ কেন যেতে চাইছে? ইচ্ছে করে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য? ল্যারি কি এখন জীবনের সংশয় নিয়ে ঘুরবে? ওই বোকা কুকুরিটার সাথে? সে ডেমিরিসকে ফোন করার চেষ্টা করল। ব্যাপারটা আলোচনা করতে হবে। ডেমিরিসকে পাওয়া গেল না। উনি

মিটিং-এ ব্যস্ত আছেন। ল্যারি ফোনটা নামিয়ে রাখল। তাকাল, তার কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। তাকে এয়ারপোর্ট যেতেই হবে।

সে একটা বেজে তিরিশ মিনিটে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল। তিনটে পর্যন্ত নোয়েলে আসেনি।

পল বলল- উনি হয়তো মত পাল্টেছেন।

ল্যারি ব্যাপারটা জানে, সময় কেটে যাবে, সে আরও রেগে যাবে। হ্যাঁ, এটা একটা ফাঁদ। এই ফাঁদ থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না। ল্যারি টারমিনাল বিল্ডিং-এ দাঁড়িয়ে আছে। এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছে। ডেমিরিসের রোলস গাড়িটা ঢুকে পড়ল। নোয়েলে পেজ বেরিয়ে এল। ল্যারি এগিয়ে এসে তার কাছে পৌঁছে গেল।

-আমার মনে হচ্ছে, আজ না যাওয়াই উচিত মিস পেজ, আর্মস্টারডামের এয়ারপোর্টে ঘন কুয়াশা, কিছু দেখা যাচ্ছে না।

নোয়েলে ল্যারিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেল। তারপর পলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল- আমাদের প্লেনে অটোমেটিক অবতরণ যন্ত্র আছে, তাই না?

পল বলল- হ্যাঁ, আছে।

-তাহলে আমি অবাক হচ্ছি। মিঃ ডেমিরিস এমন এক পাইলট রেখেছেন, যে ভীতুর ডিম। আমি পরে ওনার সাথে এ বিষয়ে কথা বলব।

নোয়েলে প্লেনের দিকে এগিয়ে গেল।

পল বলল-কী হয়েছে বুঝতে পারছি না ল্যারি। উনি তোমাকে মোটেই পছন্দ করছেন না।

ল্যারি তাকিয়ে থাকল। তার সোনালি চুল এলোমেলো বাতাসে উড়ছে। না, জীবনে কেউ ল্যারিকে এতটা অপমান করেনি।

পল জানতে চাইল আমরা তাহলে উড়ান শুরু করি?

-হ্যাঁ। তারা প্লেনের দিকে এগিয়ে গেল।

নোয়েলে পেজ কেবিনে বসল। ফ্যাশান ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রাখল। ল্যারি তার দিকে তাকাল। কথা বলতে সাহস হচ্ছে না। সে ককপিঠে গিয়ে বসল। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি মেলে দিল।

দশ মিনিট বাদে টাওয়ার থেকে ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেল। এখন প্লেনটা আমস্টারডামের দিকে উড়ে চলেছে।

প্রথম দিকে কোনো মনে রাখার মতো ঘটনা ঘটেনি। নীচে সুইজারল্যান্ড, তুষার ঢাকা অসাধারণ অঞ্চল। এবার জার্মানি, তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে। ল্যারি আবার জানতে চাইল, আমস্টারডামের অবস্থা কেমন? খবর এল ঘন কুয়াশা, উত্তর সাগর থেকে আসছে। তা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। না, আজ ভাগ্যটা সত্যিই খারাপ। যদি তীব্র বাতাস

এসে কুয়াশাকে সরিয়ে দেয়, তাহলে ভালো। তাহলেই সমস্যার সমাধান হবে। সে বুঝতে পারছে না, এখন আমস্টারডামে যাবে, নাকি, অন্য কোনো বিমানক্ষেত্রে অবতরণ করবে। ফিরে গেলেই বোধহয় ভালো হয়। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু নোয়েলের কাছে যাবার সাহস তার নেই।

মিউনিখ, অবস্থা আরও খারাপ। ল্যারি চিন্তা করল, সে ব্রাসেলস, কোলন অথবা লুক্সেমবার্গে নামতে পারে।

অথবা আমস্টারডাম।

ল্যারি কথা বলতে শুরু করেছে। বলল, পেশ্যাল ফ্লাইট ১৯, মিউনিখ টাওয়ার, আমরা আমস্টারডাম যাচ্ছি।

পল সবকিছু শুনছে। সে বলল আমার জীবনবীমাটা দ্বিগুণ করা উচিত ছিল। নাঃ, এ যাত্রায় বোধহয় ফিরতে পারব না।

ল্যারি বলল- সত্যি, আমারও একই কথা মনে হচ্ছে।

পরবর্তী ঘন্টা, ল্যারি কাজে মগ্ন। বারবার আবহাওয়ার প্রতিবেদনটা হাতে নিচ্ছে। তিরিশ মিনিট। আমস্টারডাম থেকে একইরকম রিপোর্ট আসছে ঘন কুয়াশা। বিমানক্ষেত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দুটি একটি জরুরি অবতরণের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

ল্যারি আবার কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করল-আমরা আমস্টারডামের দিকে।
এগিয়ে চলেছি। কোলন থেকে ৭৫ মাইল দূরে আছি।

শব্দ শোনা গেল, আমস্টারডামে টাওয়ার, আমাদের বিমানক্ষেত্র বন্ধ করে দেওয়া
হয়েছে। আপনি কোলনে চলে যান, কিংবা ব্রাসেলসে অবতরণ করুন।

ল্যারি হ্যান্ডমাইকে বলল- খুব দরকার আছে। আমস্টারডামে নামতেই হবে।

পল তাকিয়ে আছে। পলের সমস্ত অভিব্যক্তিতে বিস্ময়।

নতুন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল-আমস্টারডাম এয়ারপোর্টের চিফ অফ অপারেশন
বলছি- এখানে ঘন কুয়াশা। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আপনি কেন নামতে চাইছেন?

ল্যারি জবাব দিল- জ্বালানি ফুরিয়ে গেছে। শুধু আমস্টারডাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব।

পলের চোখ কপালে উঠে গেছে। সে আবার চিৎকার করে বলছে-কী হচ্ছে? যা জ্বালানি
আছে, আমরা চিন পর্যন্ত উড়তে পারব।

রেডিওটা নীরব হয়ে গেছে। আবার তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠল টাওয়ার, স্পেশ্যাল ফ্লাইট
১৯। আচ্ছা, অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্লেনটাকে নিয়ে আসুন।

ল্যারি সুইচ টিপল। পলের দিকে তাকাল। দেখলে তো কেমন কাজ হল।

পল বুঝতে পারছে, কী ঘটনা ঘটতে চলেছে।

শেষ অদি কী হবে কেউ জানে না।

আমস্টারডাম কন্ট্রোল টাওয়ার- আমি অবতরণ করতে চলেছি। রাডার ঠিক আছে।

তারপর? পারস্পরিক বার্তা বিনিময় হচ্ছে। ল্যারি তখনও জানে না, শেষ অদি ঠিকমতো সে নামতে পারবে কিনা।

ধীরে ধীরে বিমানটা নামছে ৬০ ফুট-৪০ ফুট-২০ ফুট- অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ল্যারি বিমানটা চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে তাকিয়ে থাকল, না, এবার বোধহয় ভাগ্যের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে। ল্যারি বুঝতে পারল, তার দুটো পা ঠকঠক করে কাঁপছে। সে পলের দিকে তাকাল, বলল- পল, কী হবে?

একবার কেবিনের দিকে তাকাল, নোয়েলে ফ্যাশান ম্যাগাজিনে নিমগ্ন। এত ঘটনা তাকে। স্পর্শ করতেই পারছে না।

শেষ অদি ল্যারি ঘোষণা করল- আমস্টারডাম।

আমস্টারডাম, ঘনীভূত নৈঃশব্দ। নোয়েলে মার্সিডেজ-৩০০-র ব্যাকসিটে বসে আছে। ল্যারি সামনে ড্রাইভারের পাশে। পলকে এয়ারপোর্টে থাকতে হয়েছে। প্লেনটা দেখভালের জন্য। কুয়াশা এখনও ঘন। গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

সিটি স্কোয়ার।

পাশে একটা হোটেল, তারা লবিতে পৌঁছে গেল। নোয়েলে ল্যারিকে বলল রাত্রি দশটায় আমাকে নিতে এসো।

তারপর সে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল। ম্যানেজার উঠে এসেছেন। একটা বেলবয় ল্যারিকে ছোট সিঙ্গেল রুমের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। এটা হোটেলের পেছন দিকে অবস্থিত। রুমটা কিচেনের পাশে। জানলা দিয়ে অনেক শব্দ আসছে। নানা খাবারের গন্ধ। ল্যারি ওই ছোট ঘরের দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবল, আমার কুকুরটাও বোধহয় এখানে থাকবে না। কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

ছেলেটি বলল- মিস পেজ বলেছেন, সবথেকে সস্তার ঘরটা আপনার জন্য ব্যবস্থা করতে।

-ঠিক আছে, ল্যারি কিছু বলতে পারছে না। বাথরুমটা হলের এককোণে। ল্যারি চান করার কথা চিন্তা করল। না, শূয়োরের মতো গন্ধ বেরোচ্ছে গা দিয়ে। হোটেল বারের দিকে এগিয়ে গেল। তিন নম্বর মারটিনটা সবেমাত্র শেষ করেছে, ঘড়ির দিকে তাকাল দশটা বেজে পনেরো। মাথায় আলোড়ন। নোয়েলে বলেছিল, ঠিক দশটার সময় আসতে। ল্যারির মনের মধ্যে ভয়ের অনুভূতি। সে বিল দিয়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল।

নোয়েলে এমপারার স্যুইটে আছে, সে করিডর দিয়ে ছুটছে। কেন এই কাজটা করল? দরজায় আঘাত করল। কেউ উত্তর দিল না।

ল্যারি নবটা ঘোরাল। দরজাটা বন্ধ। সে লিভিং রুমে গেল।

এক মুহূর্ত দাঁড়াল। বলল- মিস পেজ, তার মানে? কোনো উত্তর নেই।

-কোস্টা ডার্লিং, আমি দুঃখিত, আমি বলেছি আগে, এটা করা তোমার উচিত হয়নি।
আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

বাথরুম থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল। এগিয়ে গেল। বাথরুমের দরজাটা খোলা।
ভেতরে গেল। নোয়েলে তখনই বেরিয়ে এল। সাওয়ারের তলা থেকে। ছোট্ট একটা টার্কি
তোয়ালে তার মাথায় জড়ানো। বাকি শরীরটা একেবারে খোলা।

নোয়েলে পেজ তাকাল। ল্যারি দেখতে পেল। ল্যারির ঠোঁটে ক্ষমা, সে কিছু বলতে পারছে
না। নোয়েলে উদাসীনভাবে বলল- ওই তোয়ালেটা দাও তো।

মনে হচ্ছে, ল্যারি বোধহয় তার পরিচারিকা। অথবা আদরের কোনো বাবু বোধহয়। ল্যারি
ভীষণ রেগে গেছে। কিন্তু সেই রাগ প্রকাশ করবে কেমন করে? নোয়েলেকে দেখে তার
মনে এখন অন্য পৌরুষ জেগেছে।

সে এগিয়ে গেল। তোয়ালেটা তুলে দেবার চেষ্টা করল। না, এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া
যায় না। কিন্তু এখন কী করা যাবে? অদ্ভুত একটা অনুভূতি। ওই নগ্ন শরীর। নোয়েলে
পেজ হেঁটে চলেছে। কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। সে বেডরুমের দিকে চলে গেল।

ল্যারির মনে অন্য চেতনা। সে ক্ষমা চাইবে। হ্যাঁ, মদ খেয়েছে, দেরি হয়ে গেছে। অনেক-
অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফিরে আসার উপায় নেই। তাহলে?

কী যেন ঘটে যাচ্ছে? কী হবার ছিল আর কী ঘটে চলেছে। না, ল্যারি কিছু ভাবতে পারছে না। ল্যারি ডেমিরিস সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে। ল্যারি জানে, ডেমিরিস ভয়ঙ্কর মানুষ। এই ঘটনার কথা যদি ডেমিরিসের কানে যায়, তা হলে কী হবে? কিন্তু শরীর, মিলে মিশে একাকার। নোয়েলে বিছানাতে শুয়ে আছে। দুটি হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। তার চোখে আমন্ত্রণ। ল্যারি নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না। পোশাক খুলে সে নোয়েলের ওপর নিজেকে স্থাপন করল। পুংদণ্ডটা তার যোনির ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিল। আঃ, এত আনন্দ। এত সুখ। এত উৎসাহ।

সব কিছু হয়ে গেল। নোয়েলের চোখ বন্ধ। সে বলল তোমাকে ধন্যবাদ।

ল্যারির মনে হল, এটাও কোনো ফাঁদ নয় তো? নাঃ, এখন আমাকে সবকিছু ভুলে যেতে হবে। এই জগৎ, এই পৃথিবী- সবকিছু।

নোয়েলে ও ক্যাথরিন, এথেন্স, ১৯৪৬

১৬.

ক্যাথরিন এখন একা। বুঝতে পারছে না। কী করবে ল্যারির ভালোবাসা, কিছুটা পাল্টে গেছে কি? সারাদিন তাকে অ্যাপার্টমেন্টে একাই থাকতে হয়। চারপাশে কী ঘটছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করে। খারাপ কোনো সংকেত? না, ল্যারি কেন পাল্টে গেল! আগের মতো আমাকে আর ভালোবাসে না। আফ্রিকাতে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে

একটি সাফারি থেকে চলে আসার পর ক্যাথারিন এখন ল্যারিকে একান্তভাবে চায়। কিন্তু পায় না। ল্যারি বেশির ভাগ সময় বাইরে থাকে। মনে হয়, এখন যেন যুদ্ধ চলেছে। কিন্তু কোনো শত্রু নেই।

না, একজন শত্রু আছে, তার খবর হয়তো ক্যাথারিন জানে না।

ল্যারি বলল আমার উন্নতি হয়েছে। সাতশো বেশি পাব, কেমন লাগছে?

অসাধারণ, কবে থেকে? কীভাবে?

বলব, সব কিছু।

-তবে আমরা দেশে ফিরব না? এখানেই চিরকাল থাকব নাকি?

ভেবে দেখো তো, দিনটা কী সুন্দর এখানে।

-কিন্তু আমেরিকা আমাকে এখনও ডাকে।

-আমেরিকার নিকুচি করেছে। চার বছর আমি সেখানে গাধার মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। দুটো মেডেল গলায় ঝুলিয়েছি। ওরা কি আমাকে যুদ্ধ ফেরত বৈমানিক হিসেবে ডাক দিয়েছে!

-এটা সত্যি নয়।

-তুমি?

-আমি কী?

ক্যাথারিন কথা বাড়াতে চাইল না। সে বলল- কিছুই না। তুমি খুব ক্লান্ত। চলো, আমরা ঘুমোতে যাই।

না, ল্যারি বারে চলে গেল। ড্রিঙ্ক তৈরি করল। বলল, আর্জেন্টিনা নাইট ক্লাব। নতুন খুলছে। আমি পলকে বলেছি। আমি সেখানে যোগ দেব। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করব।

ক্যাথারিন বলল- ল্যারি, আমরা কতদিন গল্প করিনি বলল তো? এসো, আমরা বসে গল্প করি।

-কী করব বলো? কাজ আমাকে ব্যস্ত রাখে। আমি কি তোমাকে চাই না?

ক্যাথারিন মাথা নাড়ল। অপমান এবং লজ্জায় জানি না, কিছুই জানি না।

ল্যারি হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এল। তার চোখে মুখে বালকোচিত উন্মাদনা। সত্যি কথা বলব? এসো, আমরা সারারাত দুজনে গল্প করি, কেমন?

ক্যাথারিন অবাক হয়ে যায়। ল্যারিকে সে ঠিক মতো বুঝতে পারে না। তার কেবলই মনে হয়, ল্যারির মধ্যে দুটো বিপরীত অনুভূতি কাজ করছে।

সপ্তাহের শেষ দিন, তারা কেউ অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বাইরে গেল না। ল্যারি রান্না করল।
আগুনের সামনে বসে থাকল। কথা বলল। গান গাইল।

রবিবারের রাত। অসাধারণ ডিনার। ল্যারি এবার শোবার চেষ্টা করছে। ক্যাথারিন
তাকিয়ে আছে।

আবার আদর। ল্যারি বাথরুমে, নগ্ন। এখনও কী সুন্দর তাকে দেখতে। আঃ, এই পুরুষ
আমার।

তারপর?

ল্যারি বলল- আসছে সপ্তাহে বড় ব্যস্ত থাকব। এভাবে দেখা করার সুযোগ হয়তো হবে
না।

সে বাথরুমে ঢুকে গেল। ক্যাথারিন তখনও বসে আছে। তার ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি।

হেলেনকে নিয়ে গোলমাল, এই অসাধারণ সুন্দরী গ্রিক যুবতী। এক তপ্ত গ্রীষ্মের বিকেল
বেলা, ক্যাথারিন বাজার করতে বেরিয়েছে। ল্যারি শহরে নেই। পরদিন ল্যারি ফিরবে।
ক্যাথারিন ভেবেছে ল্যারি ফিরলে দারুণ রান্না করে খাওয়াবে। ক্যাথারিন বাজার থেকে
বেরিয়েছে, দুহাতে জিনিসপত্র। একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল। ল্যারিকে ট্যাক্সিতে বসে
থাকতে দেখা গেল। তার হাত একটি মেয়ের কাঁধে। মেয়েটির পরনে স্টুয়ার্টের
ইউনিফর্ম, ক্যাথারিন এক ঝলক দেখল। ওরা হাসছে। ট্যাক্সিটা চোখের বাইরে চলে
গেল।

ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে আছে, সব কথা হারিয়ে ফেলেছে সে। তার হাত থেকে থলে পড়ে গেছে। দুই পথচারী এসে তা তুলে দিয়েছে। ক্যাথারিন কোনরকমভাবে থলেগুলো তুলে নিল। তার মন চিন্তা করতে পারছে না। একবার ভাবল, নিশ্চয়ই চোখের ভুল। ট্যাক্সিতে ল্যারি, থাকতেই পারে না। অন্য কেউ, একই রকম দেখতে। কিন্তু সে জানে পৃথিবীতে ল্যারির মতো পুরুষ আর একজনও নেই। সে হল ঈশ্বরের এক আদি ও অকৃত্রিম সৃষ্টি। তাহলে? কে ওই বাদামী চুলের মেয়েটি? আরও-আরও কতজন? ক্যাথারিন কিছু ভাবতে পারল না।

ক্যাথারিন সমস্ত রাত জেগে কাটিয়ে দিল। ভাবল, ল্যারি হয়তো ফিরে আসবে। না, ল্যারি এল না। তার মানে? সব কিছু মিথ্যে? কেমন করে? ল্যারি মিথ্যক? প্রতারক? না, এই পুরুষের সঙ্গে এক মুহূর্ত থাকা সম্ভব নয়।

পরের দিন বিকেলবেলা, ল্যারি এসে আনন্দের সঙ্গে বলল কী হয়েছে?

ক্যাথারিন জানতে চাইল- তুমি কখন শহরে ফিরেছ?

ল্যারি অবাক- এক ঘন্টা আগে। কেন?

কালকে একটা মেয়ের সঙ্গে তোমাকে আমি ট্যাক্সিতে দেখেছি।

ক্যাথারিন পরিস্কার বলল। এইভাবেই আমার বিয়ে শেষ হয়ে গেল। এখন ল্যারি নিশ্চয়ই অস্বীকার করার চেষ্টা করবে। আমি ওকে মিথ্যুক বলব। ওকে ছেড়ে চলে যাব। আর কখনও ফিরে আসব না।

ল্যারি দাঁড়িয়ে আছে। ল্যারি কিছুক্ষণ পর বলল- না, আমি ছিলাম। আমি গতকাল এথেন্স থেকে ফিরে এসেছি। হেলেনা নামে একটা মেয়েকে তুলে নেবার জন্য। তাকে নিয়ে ক্রিটে যেতে হবে। ডেমিরিস সেখানে অপেক্ষা করছেন। হেলেনা ডেমিরিসের কাছে কাজ করে, স্টুয়ার্টের।

-কিন্তু?

...এটা হতেও পারে। ল্যারি হয়তো সত্যি বলছে। নাকি বানানো কৌশল।

-তুমি আমাকে ফোন করোনি কেন?

ল্যারি বলল- আমি করেছিলাম, কোনো উত্তর পাইনি। তুমি বোধহয় ছিলে না তাই তো?

-হ্যাঁ, আমি বাজারে গিয়েছিলাম।

-আমার খিদে পায়নি। এসব প্রশ্ন আমার খিদেটাকে নষ্ট করে দেয়।

ল্যারি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে আছে। তার ডান হাত তখনও তোলা। সে হয়তো ল্যারিকে আবার আমন্ত্রণ জানাবে।

ক্যাথারিন জিন নিয়ে বসেছে। এইভাবেই জীবনটাকে সে নষ্ট করবে। সন্ধ্যা সাতটা, ল্যারি বাড়িতে আসেনি কেন? রাত নটা, ল্যারি এসেছে কিন্তু কথা বলেনি। ক্যাথারিন ব্র্যান্ডি খাচ্ছে, সময়টাকে হত্যা করছে। রাত দশটা। কয়েকটা ব্র্যান্ডি শেষ হয়ে গেছে। ল্যারি কেন এমন ব্যবহার করছে।

ক্যাথারিন কিছুই বুঝতে পারছে না, সত্যিই ল্যারি কি তাকে ঠকাচ্ছে? সে জানে না। অনেক কীর্তি ধরা পড়ে যাচ্ছে। একদিন ক্যাথি ল্যারির ইউনিফর্মের ট্রাউজারে হাত দিয়েছিল। ধোপের বাড়ি পাঠাতে হবে। সে দেখতে পেল, একটা রুমাল, বীর্যের দাগ রয়েছে। তার জাগিয়ার ওপর লিপস্টিকের চিহ্ন।

সে বুঝতে পারল, ল্যারি এখন অন্য কোনো মেয়ের কজায়।

কে সেই মেয়েটি? তাকে আমি হত্যা করতে চাই- এটাই হল ক্যাথারিনের শেষতম সিদ্ধান্ত।

নোয়েলে এবং ক্যাথারিন, এথেন্স ১৯৪৬

১৭.

দু আদারসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি স্লেডন

সময় ক্যাথারিনের সবথেকে বড় শত্রু। আবার সময় ল্যারির বন্ধু। রাতের অন্ধকার, আর্মস্টারডাম, অলৌকিক অবস্থা। ল্যারি নিজের কথা ভাবে। এটা কি আমার ভাগ্য? উত্তর পায় না।

কত কথাই তার মনে পড়ে যায়। নানান দ্বীপপুঞ্জের ওপর ঘুরে বেড়ানোর দিনগুলো। একটির পর একটি আঘাত।

হ্যাঁ, আকাশের সেই সম্রাট। কিন্তু মাটির পৃথিবীতে? সেখানে অন্য অনেক ঘটনা ঘটে যায়। ল্যারি তার খবর রাখে না।

আর্মস্টারডামের রাত, নোয়েলের সাথে শরীরের মিলন। তারপর? কত কী তো ঘটে গেল। প্যারিস, একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো

আমি কত ভাগ্যবান। আবার নোয়েলকে পাচ্ছি। নোয়েলে বলেছিল- এখন তুমি আমার, আমার একার।

তার কণ্ঠে কেমন এক অদ্ভুত আকুতি। সত্যিই তো, তার কাছে সব কিছু হারাতে ইচ্ছে করে।

নোয়েলে এখন আমার অধিকারে, আমি তাকে দখল করব।

ল্যারি জানে না, এই ভাবনাটা কতখানি সত্যি হবে। নাকি সবই এক স্বপ্ন।

মরক্কো থেকে ল্যারি ফিরে এসেছে। হেলেনাকে নিয়ে ডিনার খাচ্ছে। সমস্ত রাত কাটিয়েছে সে তার অ্যাপার্টমেন্টে।

সকালবেলা, সে প্লেন চেক আউট করতে গেল। লাঞ্চ খেল পলের সঙ্গে।

পল জিজ্ঞাসা করল-কী ব্যাপার? তুমি কি জ্যাকপটের বাজি জিতেছ নাকি?

ল্যারি বলল- প্রিয় বালক, আগুন নিয়ে খেলতে যেও না। আমার মতো ধুরন্ধর হলে তবেই সামলাতে পারবে।

লাঞ্চটা চমৎকার। ল্যারি হেলেনাকে নেবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। হেলেনা তার সঙ্গে ফ্লাইটে যাবে।

সে অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় শব্দ করল। অনেকক্ষণ বাদে হেলেনা শান্তভাবে খুলে দিল। হেলেনার শরীরে এক টুকরো সুতো নেই। ল্যারি অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে যেন চিনতে পারছে না। কী হয়েছে? চোখে মুখে ক্ষতচিহ্ন। এখানে সেখানে ফুলে গেছে। মনে হচ্ছে কেউ তাকে প্রচণ্ড পিটিয়েছে।

হায় ঈশ্বর- ল্যারি চীৎকার করল কী হয়েছে?

হেলেনা মুখ খুলল, ল্যারি দেখল তার সামনের দাঁতটা তুলে নেওয়া হয়েছে।

সে বলল- তুমি যাবার পরেই দুজন লোক এসেছিল।

-তুমি পুলিশকে ডাকলে না কেন? ল্যারি জানতে চাইল।

-আমি বাধা দিলে তারা আমাকে হত্যা করত, ল্যারি।

হেলেনা কথা বলতে পারছে না, দরজাটা ধরার চেষ্টা করছে।

-ওরা কিছু চুরি করেছে?

না, ওরা জোর করে ঢুকে আমাকে ধর্ষণ করেছে। আমাকে প্রচণ্ড মেরেছে।

কাপড় পড়ে নাও, আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব তোমাকে।

না, মুখের এই অবস্থা, আমি যাব কেমন করে?

ল্যারি ডাক্তারকে ফোন করল, এই ডাক্তার তার বন্ধু।

-আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি থাকতে পারছি না। আধ ঘন্টার মধ্যে আমাকে উড়তে হবে। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব কেমন?

কিন্তু তাকে আর দেখা যায়নি। দুদিন বাদে ল্যারি ফিরে এল, দেখল অ্যাপার্টমেন্টটা খালি। ল্যান্ড লেডি জানালেন, ওই মেয়েটি চলে গেছে। কোথায় গেছে বলে যায়নি। ল্যারি অবাক। নোয়েলেকে সে ভালোবেসেছে, কিন্তু এই মেয়েটি, এই মেয়েটিকেও সে ভালোবাসা দিয়েছে।

শেষ অর্দি, নোয়েলের কাছেই সে আত্মসমর্পণ করবে? নোয়েলে বলেছিল- তুমি আর কোনো মেয়ের সাথে শোবে না কিন্তু। আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও, যদি তেমন কোনো ঘটনা আমার কানে আসে, মেয়েটিকে আমি জীবন্ত খেয়ে ফেলব।

ল্যারি সব বুঝতে পারছে, দুয়ে দুয়ে চার। নোয়েলের কণ্ঠস্বর-তুমি শুধু আমার। তারপর? অন্য একটা কথা। অন্য একটা আনন্দ। সে জানে, নোয়েলে অসাধারণ যৌনবতী। নোয়েলের সান্নিধ্য তাকে আরও উদ্দীপ্ত করবে। তা সত্ত্বেও? হেলেনাকে সে ভুলবে কেমন করে?

পরদিন ব্রেকফাস্টের আসর, ল্যারি নোয়েলের দিকে তাকিয়ে আছে। নোয়েলে বুঝতে পারছে না। নোয়েলের মুখে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। নোয়েলে ভয়ংকর, সে সুন্দরী এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই সৌন্দর্যের মধ্যে একটা রুক্ষতা আছে। অন্য কোনো নারীকে সে সহ্য করতে পারে না।

প্রথম থেকেই নোয়েলে বারবার বলেছে, আমার সাথে দু নম্বরী খেলা খেলতে চেয়ো না। নোয়েলে আরও বলেছে- বাতাসে গুজব ভেসে বেড়ালে আমি তা ধরে নেব।

ল্যারি বলেছে- আমরা একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করতে পারি না? যেখানে আমরা দুজন নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে শরীর বিনিময় করব।

নোয়েলে মাথা নেড়েছে- এথেন্সে নয়, কেউ আমাদের দেখে ফেলবে। ব্যাপারটা ভাবতে হবে।

দুদিন কেটে গেছে, ডেমিরিস ল্যারিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ল্যারি ভেবেছে কী ব্যাপারে আলোচনা হবে। নোয়েলের সাথে আমার সম্পর্ক? গ্রিক ধনকুবের কি তা জানতে পেরেছে?

না, ডেমিরিস শান্তভাবে কথা বলছেন। নতুন প্লেনের ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে।

ডেমিরিস বললেন আমি একটা বছর প্লেন কিনতে চাইছি। তোমাকে সেটা দেখতে হবে।

ল্যারির মুখে উজ্জ্বল আলো দারুণ প্লেন। এর ওজন এবং সাইজটা খুবই ভালো। আহা, এমন অসাধারণ একটা সম্পত্তি।

কতজন যাত্রীদের বহন করতে পারবে?

-নজন, তার সঙ্গে একজন পাইলট। নেভিগেটর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার। ঘন্টায় চারশো আশি মাইল বেগে উড়তে পারবে।

ব্যাপারটা সুন্দর। তুমি কি প্লেনটা দেখবে? আমাকে একটা রিপোর্ট দেবে?

-আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

-ডগলাস, মিস পেজ কাল সকালে বার্লিন যাবে। তুমি তার সঙ্গে উড়বে তো?

-হ্যাঁ, স্যার, সে শান্তভাবে বলল, মিস পেজ এখন কেমন আছেন? আগের থেকে ভালো তো?

ডেমিরিস তাকালেন না, সত্যি কথা বলতে কী, আজ সকালেও সে তোমার সম্পর্কে অভিযোগ করেছে।

ল্যারি অবাক হয়ে তাকাল। তারপর আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে বলল আমি চেষ্টা করছি মিঃ ডেমিরিস, আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি।

ডেমিরিস ঘাড় নাড়লেন-হ্যাঁ চেষ্টা করো। আমি জানি তুমি সেরা পাইলট। তোমাকে আমি দোষ দিতে পারছি না।

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, সংকেতটা পৌঁছে গেছে।

বাড়িতে ফিরে ল্যারির মনে হল, আমি কী বোকা। নোয়েলে আমাকে নিয়ে খেলা খেলতে চাইছে। আমার সম্পর্কে সে মনোভাব পাল্টাবে না। তবে ডেমিরিস সন্দেহ করতে পারেন। আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর পুরোনো সম্পর্ক আবার নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছে। ডেমিরিস কী চাইছেন? আমাদের একসঙ্গে আনতে? না, এটা একটা মিথ্যে চিন্তা।

বার্লিনের দিকে এরোপ্লেন উড়ে চলেছে। ল্যারি হুইলের দিকে তাকাল। পল বসে আছে।
সে নোয়েলের কাছে চলে গেল।

পল জানতে চাইল কী হচ্ছে? ভয় করে না?

না, আমার এ বিষয়ে ভয় নেই। ল্যারি হাসল।

-ভাগ্য তোমার সহায়ক হোক।

ধন্যবাদ।

ল্যারি ককপিটটা বন্ধ করে দিল। লাউঞ্জে গেল। নোয়েলে বসে আছে। দুজন সহকারিনী
দুপাশে আছে। ল্যারি বসলো নোয়েলের পাশে।

নোয়েলে শান্তভাবে বলল-সাবধান, এখানে যারা কাজ করে তারা সবাই কনস্ট্যানটিনের
গুপ্তচর।

ল্যারি বিমান সেবিকার দিকে তাকাল। হেলেনার কথা মনে পড়ল তার।

নোয়েলে বলল- আমি একটা জায়গা পেয়েছি।

-অ্যাপার্টমেন্ট?

-একটা বাড়ি, তুমি জানো রাফিনা কোথায়?

-না।

-এটা সমুদ্রের ধারে একটা ছোট গ্রাম। এথেন্স থেকে একশো কিলোমিটার উত্তরে। সেখানে একটা শান্ত সুন্দর ভিলা পাওয়া গেছে।

কার নামে ভাড়া নেবে?

-আমি এটা কিনেছি, অন্য একজনের নামে।

ল্যারি অবাক হয়ে গেছে। নোয়েলে একটা ভিলা কিনতে পারে? সে বলল- চমৎকার, আমি কবে দেখতে যাব?

-ক্যাথারিনের কাছ থেকে তুমি আসতে পারবে তো? কোনো সমস্যা?

ল্যারি অবাক হয়ে নোয়েলের মুখের দিকে তাকাল। এই প্রথম নোয়েলে তার স্ত্রীর কথা বলেছে। ল্যারি অবশ্য বিয়ের ব্যাপারে কোনো কিছু গোপন করেনি। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। হ্যাঁ, ভাবতে হবে, ক্যাথারিনকে চিরকালের মতো ছেড়ে।

নোয়েলে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করছে। ল্যারি বলল- এখনই পারব না, এখন আমি আসব যাব, যখন খুশি, আমার ইচ্ছা।

নোয়েলে মাথা নাড়ল, খুশি এবং ইচ্ছা ঠিক আছে, কনস্ট্যানটিন একটা জাহাজ কিনতে চলেছে। আমি তার সঙ্গে যাব না, আমরা দশটা দিন পাব। দশ দিন, সুখ এবং আনন্দ। কী বুঝলে? তুমি এখন চলে যাও।

ল্যারি ককপিটে চলে গেল।

পল অনেক কিছু জানতে চাইল। ল্যারি কিন্তু কিছুই বলল না।

ল্যারি একটা গাড়ি পেয়েছে, কিন্তু সেই গাড়িটা সে ব্যবহার করল না। সে একটা গাড়ি ভাড়া করল। নোয়েলে সবকিছু বলে দিয়েছিল। ল্যারি এখন রাফনার দিকে ছুটে চলেছে। নোয়েলে আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে।

রাস্তাটা চমৎকার, আঁকাবাঁকা পথ, আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ল্যারি সেখানে পৌঁছে গেল। সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল। এই তো সেই ছোট গ্রামটা। আহা, গ্রামের বাইরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

ল্যারি এগিয়ে চলেছে দরজার দিকে। বেলে হাত দিল। ইলেকট্রিক গেটটা খুলে গেল। সে গাড়িটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। গেট বন্ধ হয়ে গেল। বিশাল একটা বাড়ি। মাঝে ঝরনা আছে। ফুল ফুটেছে। মনে হয় এ বুঝি ভূমধ্যসাগরীয় ভিলা। কোনো দুর্গ হতে পারে। দরজা খুলে গেল। নোয়েলে এসে দাঁড়িয়েছে। সাদা সুতির পোশাক। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তারপর? আলিঙ্গন এবং চুমুর বর্ষণ।

নোয়েলে বলল- এসো আমার বাড়ি দেখে যাও।

অসাধারণ সাজসজ্জা। বিরাট ঘর। কাজ করা সিলিং। লিভিং রুম। লাইব্রেরী।
ডাইনিংরুম। পুরোনো আমলের কিচেন। কুकिং রেঞ্জ। দোতলায় বেডরুম।

ল্যারি জানতে চাইল- তোমার চাকর বাকর?

-তুমিই আমার সব।

তার মানে? রান্নাবান্না কে করবে? ঘর পরিষ্কার?

-আমরা এখান থেকে চলে যাবার পর দুজন আসবে, তারা আমাদের দেখতে পাবে না।
আমি একটা এজেন্সীর মাধ্যমে সব ব্যবস্থা করেছি।

ল্যারি অবাক হয়ে গেল।

নোয়েলের কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্নতা-কখনও কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে কম বোঝার চেষ্টা করো
না। এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে ও কিন্তু দুজনকেই মেরে ফেলবে।

না-না, ওই বুড়ো এমন করতেই পারে না।

আবার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, ও দুজনকেই মারবে।

নোয়েলের কণ্ঠস্বর, এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় ভরা।

-সত্যি কথা বলছ?

-হ্যাঁ, ল্যারি, তুমি কি জানো ও কতখানি নির্মম?

-তা বলে আমাদের হত্যা করবে?

-ও কিন্তু বুলেট ব্যবহার করবে না। অনেক রকম উপায় আছে, মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার।

এসো, আমরা বেডরুমে যাই।

হাতে হাতে, ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গেল। নোয়েলে বলল- আমাদের চারটে বেস্ট বেডরুম আছে। আমরা সবকটাতেই পাল্টে পাল্টে শোব। সে সবথেকে বড়ো বেডরুমে ঢুকল। সমুদ্রের সব কিছু দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে। ল্যারি দেখতে পেল, একটা সুন্দর টেরাসে। সেটা সাগরের জলে চলে গেছে। একটা ডক, প্রমোদ তরণী। মোটর বোট সবকিছু।

-এই বোটের মালিক কে?

নোয়েলে তার ঠোঁটে চুমুর চিহ্ন আঁকতে আঁকতে বলল- তুমি, এটাই আমার তরফ থেকে তোমাকে উপহার।

খুলে গেছে পোশাকের শেষতম আবরণ, এখন নোয়েলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তারা এই অবস্থাতেই সমস্ত বিকেলটা বিছানাতে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিল।

দশটা দিন কোথা থেকে উড়ে গেল। নোয়েলে কত রকমভাবে ল্যারিকে খুশি করেছে। কখনও সে হয়েছে এক পরিচালিকা। ল্যারির প্রত্যেকটা উদ্ধত আচরণ সহ্য করেছে। অসভ্য ইচ্ছা। বাধা দেয়নি। ল্যারির কেবলই মনে হয়েছে, এই জগতে সেই রাজা। কত কী আছে এখানে। লাইব্রেরীতে প্রিয় লেখকের বই, অসংখ্য রেকর্ড। নোয়েলে রান্নাও ভালো জানে। অসাধারণ পদ বেঁধেছে। তারা কখনও নীল জলে স্নান করেছে। ভালোবেসেছে। রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বলা যেতে পারে, তারা এখানে নিজেদের বন্দী করে রেখেছে। কারো সাথে দেখা করেনি। প্রত্যেক দিন ল্যারি নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে। নোয়েলে তার কাছে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে। মানুষকে উত্তেজিত করার এত কৌশল এই মেয়েটি জানে? যৌনতার পরম পরিপ্রেক্ষি। মাঝে মাঝে সে অবশ্য ব্যবসা এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে। কিন্তু ল্যারি এখন সেদিকে মন দিতে পারছে না।

তারা পকার খেলেছে, রামি খেলেছে, ল্যারি জিততে পারেনি। নোয়েলে তাকে নিয়ে দাবা খেলায় বসেছে। এই খেলাতেও ল্যারির কোনো আগ্রহ নেই।

রোববার, অসাধারণ পিকনিক। তারা বীচের ওপর বসে আছে। সূর্যের নীচে, প্রতিটি মুহূর্তকে আনন্দঘন করতে চাইছে। নোয়েলে তাকিয়ে আছে, দুজন মানুষের দিকে, বীচের দিকে এগিয়ে আসছে।

নোয়েলে বলেছেচল, আমরা ভেতরে যাব।

ল্যারি অবাক না-না, এরা বোধহয় সাধারণ গ্রামবাসী, বেড়াতে বেরিয়েছে।

-জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতে হবে।

এখনই?

-হ্যাঁ, নাহলে সন্দেহ হতে পারে।

তারা সবকিছু তুলে নিয়েছে। বাড়ির ভেতর ঢুকে গেছে। সন্ধ্যা অন্ধি ল্যারি কোন কথা বলেনি। সে লাইব্রেরীতে বসেছে। তার মন সন্দেহে ভরে গেছে। নোয়েলে কিচেনে কাজ করছে।

রাত হয়েছে। তখনও ল্যারি লাইব্রেরীতে বসে। নোয়েলে জিজ্ঞাসা করেছে, এখন আর চিন্তা করে কী হবে?

-ওরা গ্রামবাসী, এভাবে সব সময় চিন্তা করছ কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে।

নোয়েলে জানে, এই স্বীকারোক্তির মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই। অনেকগুলো বছরের কথা তার মনে পড়ে গেল। সে ল্যারিকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিল। এখন, এখন অন্যভাবে ল্যারিকে ধ্বংস করছে। এর মধ্যে একটা বন্য উন্মাদনা আছে। নোয়েলে এবং ল্যারি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা জানে কীভাবে দিন কেটে গেছে। বিশেষ

করে আমস্টারডামের ওই উড়ান। মৃত্যুর হাতছানি। ল্যারির পাশে নোয়েলে, ককপিটে। একে অন্যকে সহ্য করতে পারছে না।

শেষ অর্দি, প্যারিসের পথে হাঁটতে হাঁটতে ল্যারি বলেছিল- চল, আমরা বিয়ে করি। আমরা একটা ছোট নীড়ের সন্ধান করব।

সবকিছু মনে পড়ছে। নোয়েলের কাছে জীবনটা অন্য রকম হয়ে উঠছে। শেষ অর্দি নোয়েলে চিন্তা করল, ল্যারিকে আমার রাজ্যের সম্রাট করতে হবে। এমন ভালোবাসা তাকে আমি দেব, যে ভালোবাসা সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

নোয়েলে এবং ক্যাথারিন এথেন্স ১৯৪৬

১৮.

ল্যারি আর নোয়েলের কাছে পরবর্তী তিনমাস কেটে গেছে স্বর্গীয় আনন্দ ও উন্মাদনার মধ্যে। এ বোধহয় যাদুর জগৎ। ল্যারি শুধু ভালোবাসা পেয়েছে। আকাশে উড়েছে। মাঝে মধ্যে রাফিনাতে গেছে। সপ্তাহ শেষের দিন কাটিয়েছে। নোয়েলে তাকে এখন আরও আপন করে নিয়েছে। একে অন্যকে অপরিসীম ভালোবাসা দিয়েছে। মাঝে ডেমিরিসের কথা চিন্তা করেছে। ল্যারি কখনও কখনও ভিলাতে একেবারে একা থেকেছে। মন পরিপূর্ণ হয়েছে হিংসা এবং রাগে। নোয়েলের কথা ভেবেছে। নোয়েলে আর ডেমিরিস এখন একসঙ্গে বাস করছে। ব্যাপারাটা ভাবতে গেলে মাথাটা গরম হয়ে যায়।

পরের সপ্তাহ, নোয়েলের সাথে দেখা হয়েছে। এ কী? নোয়েলে এত উৎসাহী কেন?

নোয়েলে জানতে চেয়েছে-তুমি আমাকে মনে করেছ?

-হ্যাঁ।

-তাহলে? ডেমিরিস কেমন?

-ঠিক আছে।

কী ধরনের ঠিক আছে?

-আমি অন্য কিছু ভাবছি।

কী ভাবছ? হয়তো কথাটা ভালো শোনাবে না, কনস্ট্যানটিনের সাথে যখন আমি থাকি, তখন তোমার কথা মনে পড়ে। ল্যারি আমি তোমাকে বলেছি, আমি কোনো কিছুর সাথে তোমাকে ভাগ করতে পারব না। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

ল্যারি অবাক, একটা সত্য ধীরে ধীরে তার কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। নোয়েলে আবার জানতে চাইছে- সত্যি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও?

-তুমি তো জানো আমি তোমাকে কতখানি চাই।

কিন্তু কীভাবে? ডেমিরিসকে একথা বলা যাবে?

নোয়েলে মাথা নেড়েছে না, ডেমিরিস কিছুই বুঝতে পারবে না। আমাদের আরও চালাক হতে হবে। ডেমিরিস কি আমার শরীরের সম্রাট নাকি? আমি ওকে ত্যাগ করব, ও আমার কিছুই করতে পারবে না। এক দুমাস বাদে তুমি চাকরিটা ছেড়ে দেবে। আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। হয়তো মার্কিন দেশে। সেখানে গিয়ে আমরা বিয়ে করব, আমার কাছে অনেক টাকা আছে। সারা জীবন কেটে যাবে। আমি তোমার জন্য একটা চার্টার্ড এয়ার লাইন কিনে দেব। অথবা একটা ফ্লাইং স্কুল তৈরি করব। কিংবা তুমি যা চাও।

ল্যারি অবাক হয়ে গেছে। নোয়েলের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না এমন একটা কোনো দিন ঘটতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ল্যারি জানতে চেয়েছে আমার স্ত্রী? তার কী হবে?

-তুমি ডিভোর্স দাও।

-ও কি আমাকে ডিভোর্স দেবে?

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পারো।

-ঠিক আছে আমি দেখছি।

-তোমাকে আমি দুঃখ দেব না ডার্লিং। আমি কথা দিচ্ছি। নোয়েলে বলল।

ক্যাথারিনের জীবন এখন এক নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিয়ে কেটে চলেছে। সে বুঝতে পারছে না, কীভাবে এই অন্ধকার থেকে আলোর জগতে পা রাখবে। বহুদিন ল্যারি বাড়িতে আসছে। এ ব্যাপারে ক্যাথারিন আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে না। যখন ক্যাথারিন প্রথম এথেন্সে এসেছিল, মাঝেমধ্যেই সে উইলিয়াম ফ্রেসারকে চিঠি লিখত। নানা খবর পাঠাত। এখন ল্যারিকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ক্যাথারিন আর ফ্রেসারকে চিঠি লিখতে চাইছে না। ফ্রেসারের গত তিনটি চিঠির উত্তর সে দেয়নি। এমন কী শেষতম চিঠিটা সে খুলে পর্যন্ত দেখেনি। কেউ তাকে করুণা করুক, এটা সে মোটেই চাইছে না।

একদিন একটা কেবল এল তার কাছে। সেটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। ডোরবেলের শব্দ পাওয়া গেল। উইলিয়াম ফ্রেসার এসে দাঁড়িয়েছেন। ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে বিল? বিল ফ্রেসার?

উইলিয়াম ভেতরে ঢুকলেন, দেখতে পেলেন, কী যেন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা।

-বিল ডার্লিং, এখানে কেন এসেছ?

ফ্রেসার বললেন- আমি ব্যবসার কাজে এথেন্সে এসেছি, তুমি আমার কেবল পাওনি?

ক্যাথারিন মনে করার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত সে বলল- হ্যাঁ, এটা বোধহয় ওখানে রয়ে গেছে। আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম।

ক্যাথারিন দ্রুত শোবার ঘরে চলে গেল, চারপাশ অগোছালো।

ফ্রেসার জানতে চাইলেন ক্যাথারিন তুমি ঠিক আছে তো?

-হ্যাঁ, একটু ড্রিংক চলবে কি?

-সকাল এগারোটা। এখনই ড্রিংক?

ক্যাথারিন বলল-তুমি ঠিক বলেছ, বিল, এখন ড্রিংক করা উচিত নয়। আমি তোমার আগমনটাকে এভাবেই স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে চেয়েছিলাম। সারা পৃথিবীতে তুমিই হলে একমাত্র মানুষ, যে আমার সাথে সকাল এগারোটায় ড্রিংক খেতে পারো।

ক্যাথারিনের কথাবার্তা অগোছালো। ক্যাথারিন জিজ্ঞাসা করল গ্রিক ব্র্যান্ডি চলবে? একসময় আমার এটা ভালো লাগত না। এখন ভালো লাগছে।

ফ্রেসার ড্রিংক হাতে বসলেন, জিজ্ঞাসা করলেন- ল্যারি কোথায়?

ল্যারি? সে বোধহয় কোথায় প্লেন ওড়াচ্ছে। সে পৃথিবীর সবথেকে ধনী মানুষের হয়ে কাজ করে। তুমি জানো তো? ডেমিরিস, সেই এখন ল্যারির সর্বস্ব।

-তুমি ড্রিংক করো ল্যারি জানে?

ক্যাথারিন গ্লাসটা নামিয়ে রাখল, বলল-এটা কী ধরনের প্রশ্ন হল? কে বলেছে আমি ড্রিংক করি? আমার পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তুমি কি এখনও আমার পেছনে লাগবে?

ক্যাথারিন?

কী বলছো?

-তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন।

ক্যাথারিন চীৎকার করে বলল- না, না, কেউ করুণা করুক, আমি তা চাইছি না।

ফ্রেসার ক্যাথারিনের দিকে তাকালেন- এখনই আমাকে একটা কনফারেন্সে যেতে হবে, আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে।

ক্যাথারিন বলল- ঠিক আছে আমি যাব।

-তোমাকে আমি আটটার সময় তুলে নেব।

বিল ফ্রেসার দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ক্যাথারিন এলোমেলো পায়ে বেডরুমে পৌঁছে গেল। ক্লোসেটের দরজাটা খুলল, দেয়ালে একটা আয়না ঝুলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। না, এ কী চেহারা হয়েছে আমার? অনেক কথাই মনে পড়ে গেল। মোটেল রুম, রন ফিডারসন বলেছিল, ক্যাথি, সারা জীবনে আমি তোমার মতো সুন্দরী মেয়েকে কখনও দেখতে পাব না।

বিল ফ্রেসার, হাতে হাত রেখে বলেছিলেন- তুমি এত সুন্দরী ক্যাথারিন? ল্যারি বলেছিল-
ক্যাথি, তুমি অসাধারণ।

সে আবার আয়নার দিকে তাকাল। আয়না যেন হো হো করে হেসে উঠেছে। বলছে কে
তুমি? এক বিষণ্ণ রমণী, ক্যাথারিন চীৎকার করছে, আশাহীনভাবে, অনেকক্ষণ বাদে
ডোরবেলের শব্দ, বিল ফ্রেসারের কণ্ঠস্বর- ক্যাথারিন তুমি কোথায়?

ডোরবেল বেজেই চলেছে। ক্যাথারিন কি একা? সে কি আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে।

পরদিন সকালবেলা, ক্যাথারিন ট্যাক্সি নিয়েছে। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।
ডাক্তারের নাম নিকোডেস, এক মোটা চেহারার মানুষ। চোখের তারায় কমণীয়তা আছে।

নার্স ক্যাথারিনকে তার প্রাইভেট অফিসে নিয়ে গেল। ডাক্তার বললেন মিসেস ডগলাস
বসুন।

ক্যাথারিন বসল। ভীষণ ভয় পেয়েছে সে। সমস্ত শরীরটা ঠকঠক করে কাঁপছে।

-আপনার সমস্যা কী?

কীভাবে শুরু করব আমি? ক্যাথারিন ভাবতে থাকে। সে জল খায়।

ডাক্তার জানতে চায়-আপনার কত বয়স?

ক্যাথারিন জবাব দেয়-আঠাশ।

-আপনি কি আমেরিকান?

-হ্যাঁ।

-এখন এথেন্সে বাস করেন?

-হ্যাঁ।

কত বছর এখানে আছেন?

-এক হাজার বছর। সেই কবে এখানে এসেছিলাম...

ডাক্তার হাসলেন- বাঃ ভালো বলেছেন তো। তিনি ক্যাথারিনকে সিগারেট দিলেন।
ক্যাথারিন সিগারেট ধরাল। ডাক্তার কি দেখতে পাচ্ছেন? আমার হাত কাঁপছে।

-মিসেস ডগলাস বলুন- আপনাকে কী ধরনের সাহায্য করব।

ক্যাথারিন অসহায়ভাবে বলতে থাকে। আমি জানি না। আমি কিছুই বলতে পারছি না।

কী রকমের মনে হচ্ছে।

-আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি কেমন কুৎসিত দেখতে হয়ে গেছি।

-আপনি কি ড্রিংক করেন মিসেস ডগলাস?

-কোনো কোনো সময়ে।

কতটা?

-ঠিক থাকে না।

-আজকে ড্রিংক করেছেন?

না।

ডাক্তার বললেন আপনি অসুন্দরী কে বলেছে? আপনার ওজনটা একটু বেশি হয়ে গেছে। আপনি চুলের যত্ন নিচ্ছেন না। আপনার মুখের তলায় কালি পড়েছে। সেই সুন্দরী মহিলা এখনও লুকিয়ে আছে, আমি কথা দিচ্ছি, আপনি অত চিন্তা করবেন না।

ক্যাথারিন কেঁদে ফেলল। বুঝতে পারছে, এখন এভাবে কাদা উচিত নয়। বেশ কয়েকবার বেলের শব্দ। ডাক্তার অপেক্ষা করলেন। ক্যাথারিনের কান্না থেমে গেল। ক্যাথারিন বলল আমি দুঃখিত, আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?

ডাক্তার নিকোডেস জবাব দিলেন-ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে আপনার ওপর নির্ভর করছে। আপনার কী সমস্যা তা তো আমি বুঝতে পারলাম না।

-আমার দিকে ভালো করে তাকান।

-এটা কোনো সমস্যা নয়, এটা একটা ব্যাপার মাত্র। ঠিক করে বলুন তো কি হয়েছে?
আপনার স্বামী কী বেঁচে আছেন?

-হ্যাঁ, কিন্তু সে মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসে, ছুটি এবং সপ্তাহের শেষে।

-আপনি কি তার সঙ্গে থাকেন?

যখন সে বাড়ি আসে।

-উনি কি করেন?

-উনি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের পার্সোনাল পাইলট।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের মুখ পাল্টে গেল।

ক্যাথারিন জানতে চাইল- আপনি কি আমার স্বামীর নাম জানেন?

-না, মিসেস ডগলাস, আপনি কি স্বামীকে ভালোবাসেন?

ক্যাথারিন কিছু বলার চেষ্টা করেছিল- ভালোবাসা? এই শব্দটার সাথে কত বছর তার পরিচয় নেই।

শেষ পর্যন্ত সে বলল- হ্যাঁ, আমি ভালোবাসি।

-উনি কি আপনাকে ভালোবাসেন?

ক্যাথারিন ল্যারির অন্যান্য শয্যাসঙ্গিনীর কথা ভাবল। সে জানে না সত্যি সত্যি ল্যারি তাকে ভালোবাসে কিনা। তাই কথা বলতে পারল না। শেষ কালে বলল- আমি জানি না।

-আপনার কখনও মানসিক বিকলন হয়েছে?

-না, কখনও হয়নি। তাহলে আমি? এখন কি করব।

ডাক্তার আর হাসছেন না। তিনি বললেন- মানুষের মন এক রহস্যের ভাণ্ডার। কখন দুঃখ কখন যন্ত্রণা, কেউ জানে না।

ক্যাথারিন হঠাৎ বলল- মাঝে মধ্যে ভীষণ ভয় লাগে, তখন আমি মদ খাই। মদ খেলে শরীরটা চাঙা হয়ে ওঠে।

না, আপনি মদ খান জীবন থেকে পালাবেন বলে।

আমি কী করব তখন?

আমি আপনাকে একটা ক্লিনিকে পাঠিয়ে দেব। তারা আপনাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করবে। আপনাকে ড্রিংক করা একদম ছাড়তে হবে। আমি একটা ডায়েট চার্ট লিখে দিচ্ছি।

ঠিক আছে।

উনি আরও বললেন- আপনি জিমে যাবেন। সেখানে নিয়মিত শরীর চর্চা করবেন। মিসেস ডগলাস মনে রাখবেন, কয়েক মাসের মধ্যে আপনি ভালো হবেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনার মনটা ভালো হয়ে যাবে। আয়নার দিকে তাকালে মন অহংকারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। যখন স্বামী আপনার দিকে তাকাবেন, তিনিও আকর্ষণ বোধ করবেন।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সে বুঝি বিশ্বাস করতে পারছে না।

এটা একটা পরিকল্পনা, আপনাকে করতেই হবে।

ক্যাথারিন বলল- আমি কথা দিচ্ছি করব।

মদ খাওয়া বন্ধ না করলে কিছুই হবে না। আমি জানি ব্যাপারটা খুব কষ্টকর।

-না, আমি করতে পারব।

ডাক্তার ঠিক কথাই বলেছেন। পালিয়ে যাবার জন্যই আমি মদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমার একটা নির্দিষ্ট জীবনরেখা চাই।

-আমি কখনও একফোঁটা মদ খাব না।

ক্যাথারিন বলল।

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনাকে আমি বিশ্বাস করি শ্রীমতী ডগলাস ।

ক্যাথারিন উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল- আজ থেকেই আমার নতুন জীবন শুরু হবে তাই তো?

ডাক্তার কার্ডে কিছু একটা লিখে দিলেন । তারপর বললেন- এটা ক্লিনিকের ঠিকানা । আমি পরে আপনাকে ডেকে পাঠাব ।

ক্যাথারিন রাস্তায় বেরিয়ে এল । ট্যাক্সি নিল । ভাবল, কী হবে এভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে?

ল্যারির কথা মনে পড়ল । ল্যারি এখন কোথায় আছে?

ক্যাথারিন সালোনির কাছে চলে গেল । অসাধারণ বিউটি পার্লার । ভেতরে ঢুকে পড়ল । মারবেল পাথরের সাজানো ঘর । এক রিসেপশনিস্ট ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল- বলুন কী করব?

কাল সকালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে?

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়ল । হ্যাঁ, ম্যাডাম, আর কিছু?

ক্যাথারিন বলল- আমি এখানে আসব । আমি নিয়মিত এখানে এসে শরীরচর্চা করতে চাইছি ।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি অবাক হয়ে বলতে থাকে- ঠিক আছে। আপনাকে সাহায্য করব।

ক্যাথারিন বাইরে বেরিয়ে এল। মাদাম পিরিস, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, সামনে সাইনবোর্ড। এই সেই মাদাম পিরিস। কাউন্ট পাপ্লাস যার কথা বলেছিলেন।

পথটা অন্ধকার, কোণে একটা বার আছে। টেবিল চেয়ার ছড়ানো, ক্লাস্ত ওয়েটার, এগিয়ে এল। গ্রিক ভাষায় প্রশ্ন করল। ক্যাথারিন বলল- আমি কিছুই ড্রিংক করব না। আমি মাদাম পিরিসের সাথে কথা বলতে চাই। উনি কি আছেন?

একটা ফাঁকা টেবিল, হলের এক ধারে ক্যাথারিন চেয়ারে বসে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে।

উনি বললেন আপনি কে? আপনি কেন এসেছেন এখানে?

ক্যাথারিন জবাব দিল- ম্যাডাম, আপনি তো ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আমি জানতে চাইছি ভবিষ্যতে আমার কী ঘটবে।

ওই মহিলা বসলেন। হাত তুললেন, ওয়েটার এল। দুটো ট্রে ওপর কালো কফির মগ রয়েছে।

ক্যাথারিন বলল আমার কিছু লাগবে না।

-একটু খানি খেতে হবে।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে তাকাল। কাপটা তুলে নিল। চুমুক দিল। খুব শক্তিশালী এবং তেতো। কাপটা নামিয়ে রাখল।

মহিলা বললেন-আরো খেতে হবে। ক্যাথারিন বাধা দেবার চেষ্টা করল। তারপর ভাবল, না, ভদ্রমহিলাকে চটিয়ে কী লাভ? সে আরেকটু খেল। মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেছে।

আরও একবার।

ক্যাথারিন কাঁধ ঝাঁকিয়ে আরও একবার খেল। তলায় থকথকে কী একটা পড়ে আছে। মাদাম পিরিস মাথা নাড়লেন। কাপটা ক্যাথারিনের কাছ থেকে তুলে নিলেন। কাপটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, ক্যাথারিন চুপ করে বসে আছে। আমার মতো এক বুদ্ধিমতী কিনা এখানে এসেছে? এক বৃদ্ধা মহিলা আমার ভাগ্য বলবেন? ফাঁকা কফি কাপের দিকে তাকিয়ে।

ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে বললেন। আপনি দূর থেকে এসেছেন।

ক্যাথারিন বলল- হ্যাঁ।

মাদাম পিরিস ক্যাথারিনের চোখের দিকে তাকালেন। এই মহিলার শরীরে কী একটা আছে। ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে।

বাড়ি চলে যান।

-আমি বাড়ি থেকেই তো আসছি।

না, বলছি না, অনেক দূর থেকে আপনি এসেছেন।

এবার ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমেরিকা। আমতা আমতা করে সে বলে।

-যে চুলোয় হোক, পালান-পালান-এক্ষুনি। এখান থেকে পালিয়ে যান।

-কেন?

ক্যাথারিনের সমস্ত শরীর আচ্ছন্নতা, সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। সে জানতে চাইল- সত্যি করে বলুন তো কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কি?

ভদ্রমহিলার সমস্ত শরীর কাঁপছে। তিনি চীৎকার করে বললেন-বিপদ? বিপদচারদিকে বিপদ।

-কী বলছেন?

চলে যান, ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরে একটা উদ্ভিন্নতা। মনে হল, উনি বোধহয় পিঞ্জরাবদ্ধ একটা জন্তু।

ক্যাথারিন বলল- আপনি মিছিমিছি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। বলুন কী হয়েছে?

-পালাও পালাও, যদি বাঁচতে চাও তাহলে পালাও। বিপদ! ভয়ংকর বিপদ।

ক্যাথারিন নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। কোনো রকমে সে বলল- কী ধরনের বিপদ বলবেন কি?

ভদ্রমহিলার মুখে করুণ ছায়া, মৃত্যু, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

উনি উঠলেন, ভেতরের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ক্যাথারিন অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে। হাত কাঁপছে। পা কাঁপছে।

বাইরে উজ্জ্বল আলো, সে ভেতর থেকে বাইরে চলে এসেছে। তার মনটা আবার আগের মতো হল। এক বৃদ্ধা রমণীর কাছে সে এইভাবে বসেছিল? মিছিমিছি ভয় পেয়েছিল? না, এখন থেকে সে আরও সাহসিকা হয়ে উঠবে।

ক্যাথারিন অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল। লিভিং রুমের দিকে গেল। মনে হচ্ছে সে যেন এখানে প্রথমবারের মতো এসেছে। এ কী? চারপাশে সব ছড়ানো ছোটানো রয়েছে। ক্যাথারিন বিশ্বাস করতে পারছে না, সে কিছু বুঝতে পারেনি কেন?

ল্যারি বেডরুমে, একটা সুটকেশ পড়ে আছে বিছানার ওপর। সে আরেকটা সুটকেশ গোছাচ্ছে, ক্যাথারিন এল। বলল- এগুলো রেডক্রশের জন্য। আমি রেখে দিয়েছি।

ল্যারি বলল- আমি চলে যাচ্ছি।

ডেমিরিসের সাথে আরেকটা উড়ান?

না, এটা আমার নিজস্ব। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

ল্যারি জিজ্ঞাসা করল আলোচনা করার আর কিছু নেই?

ক্যাথারিন বেডরুমে গেল, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল। বলল- অনেক কিছু আলোচনা করার আছে। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, ডাক্তার বলেছেন আমি আবার আগের মতোই সুন্দরী হয়ে উঠব। আমি আর মদ খাবো না।

ক্যাথি, ব্যাপারটা হয়ে গেছে, আমি ডিভোর্স চাইছি।

শব্দগুলো ক্যাথারিনকে আঘাত করেছে। সে দাঁড়াতে পারছে না। মনে হচ্ছে সে বুঝি এবার পড়ে যাবে। সে কোনো রকমে বলল- হ্যাঁ, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমারই দুর্ভাগ্য, আমি তোমাকে ধরে রাখতে পারিনি। কিন্তু দেখো আমি এখন পরিবর্তন চাইছি।

ল্যারি তাকাল, সে বলল- আমি অন্যজনকে ভালোবাসি। সত্য স্বীকার করছি। আমি ডিভোর্স চাইছি।

ক্যাথারিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। সে লিভিংরুমে চলে গেল। কৌচে বসল। গ্রিক ফ্যাশান ম্যাগাজিনের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ল্যারির সব গোছানো হয়ে গেছে। ল্যারির কণ্ঠস্বর আমার অ্যাটর্নি তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

ক্যাথারিন দরজাটা বন্ধ করল। ক্যাথারিন সেখানে অনেকক্ষণ বসে ছিল। ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। তারপর সেন্টার টেবিলের দিকে গেল, সেখানে মেডিসিনের বাক্সটা পড়ে আছে। সে একটা ব্রেড বের করল। তার হাতের ওপর আঘাত করল। ধমনী কেটে গেছে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে।

নোয়েলে এবং ক্যাথারিন, এথেন্স- ১৯৪৬

১৯.

সাদা ভূতেরা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা যেন একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছে। কী ভাষা ক্যাথারিন তা বুঝতে পারছে না। তার কেবলই মনে হচ্ছে, এই যন্ত্রণা সে বোধহয় সহ্য করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত আমি কি পাগল হয়ে যাব? ভীত সন্ত্রস্ত ক্যাথারিন ভাবতে থাকে।

পাঁচদিন কেটে গেছে, ক্যাথারিনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। পাঁচদিন বাদে সে প্রথম চোখ খুলেছে, দেখেছে নিজে হাসপাতালের ছোট ঘরে শুয়ে আছে। সাদা পোশাক পরা নার্স তার দিকে তাকিয়ে আছে। ডাঃ নিকোলাস স্টেথিসকোপ দিয়ে তাকে পরীক্ষা করছেন।

ডাক্তার ক্যাথারিনের দিকে তাকালেন কি ঘুম ভেঙেছে?

ক্যাথারিন চারপাশে তাকাল। বুঝতে পারল না কী ঘটেছে। সে বলল- আমি কি নরকে?

-হ্যাঁ।

কদিন?

-পাঁচদিন।

সে হাতের ব্যান্ডেজের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, আমি এটা করেছি।

সে বলল- আমি দুঃখিত। দেখল বিল ফ্রেসার বসে আছেন চেয়ারে। তার দিকে তাকিয়ে আছেন। টেবিলে ফুল এবং চকোলেট।

ফ্রেসার আনন্দের সঙ্গে বললেন- তোমাকে ভালো লাগছে।

কী বলছ?

ক্যাথারিন, এমন করতে আছে?

-বিল, আমি দুঃখিত।

-তোমার জন্য ফুল আর চকোলেট এনেছি। এরপরে তোমাকে বই দেবো।

ক্যাথারিন ফ্রেসারের দিকে তাকাল। এই সুন্দর মুখ, আমি কেন একে ভালোবাসতে পারলাম না? যাকে আমি ঘেন্না করি তাকে ভালোবাসা দিলাম?

-আমি এখানে কি করে এলাম?

-অ্যাম্বুলেন্সে।

আমাকে কে দেখল?

ফ্রেসার বলতে চাইলেন- আমি তোমাকে অনেক বার ফোন করেছিলাম। তোমার উত্তর পেলাম না। আমি দরজা ভেঙে ঢুকেছি।

-অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমি কি বেঁচে উঠব?

-হ্যাঁ, ফ্রেসার বললেন, আমাকে বাড়িতে ফিরতে হবে। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।

ফ্রেসার ক্যাথারিনের কপালে একটা চুমু দিলেন। ক্যাথারিন চোখ বন্ধ করল। চোখ খুলল, এখানে কেউ নেই। মনে হল মধ্যরাত।

পরের দিন সকালবেলা ল্যারি দেখা করতে এসেছিল। ক্যাথারিন তাকে ডেকেছে। সে একটা চেয়ারে বসল।

ক্যাথি, তুমি কেমন আছ?

দারুণ, আত্মহত্যার প্রবণতা আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

-এভাবে এমন কাজ করলে কেন?

-তোমার কি খারাপ লেগেছে?

ক্যাথারিন, আমি এভাবে বিদায় চাইনি। আমি একটা ডিভোর্স চেয়েছি মাত্র।

ক্যাথারিন তাকাল, এই সুন্দর চেহারার পুরুষ, তার বিবাহিত স্বামী। এখন কেমন যেন হয়ে গেছে। কত বছরের স্বপ্ন? সাত বছর কি? এত ভালোবাসা? এত আশা? বিল ফ্রেসারের কথা মনে পড়ল, ওয়াশিংটনের দিনগুলি, বন্ধু-বান্ধব, হুল্লোড়-আলোচনা। শেষবার যখন দেখা হয়েছিল, শেষ হাসি, শেষ আনন্দ।

ল্যারির দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন বলল না, আমি তোমাকে ডিভোর্স দেব না!

.

ল্যারি নোয়েলের সঙ্গে দেখা করল। সেই রাতে। একটা ফাঁকা জায়গাতে। ক্যাথারিনের সঙ্গে তার যা কথা হয়েছে সেটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিল। নোয়েলে বলল- ওকি ওর মন পরিবর্তন করবে?

না ও ভীষণ জেদী, মরে গেলেও মন পাল্টাবে না।

-তুমি ওর সঙ্গে আবার কথা বলার চেষ্টা করো।

ল্যারি কথা বলল। তিন সপ্তাহ ধরে। কিন্তু কিছুতেই ক্যাথারিন রাজি হচ্ছে না। তাকে টাকা দিতে চাইল। প্রার্থনা করল। ভয় দেখাল। কোনো কিছুতেই ক্যাথারিনের মন পাল্টাচ্ছে না। ক্যাথারিন এখনও পাগলের মতো ল্যারিকে ভালোবাসে।

ক্যাথারিন বলল তুমি আমার স্বামী, আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে স্বামী হিসাবেই সম্মান করব।

নোয়েলের কাছে সব কথা ল্যারি জানাল। নোয়েলে মাথা নাড়ল- ঠিক আছে।

-ঠিক আছে কী?

তারা সমুদ্রের ধারে ওই ভিলাতে শুয়ে আছে। দুজনের গায়ের ওপর সাদা ভোয়ালে ঢাকা। ভেতরে হাতের অসভ্য খেলা চলেছে।

ল্যারি বুঝতে পারছে না, নোয়েলে এবার কী করতে চলেছে। নোয়েলে কি শেষ পর্যন্ত ক্যাথারিনকে মেরে ফেলবে নাকি?

হঠাৎ হেলেনার কথা মনে পড়ে গেল ল্যারির।

টেরাসে বসে তারা রাতের খাবার খাচ্ছে। নোয়েলে বলল- তোমার কী মনে হয় ল্যারি? ওই মেয়েটির আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। ও তোমার জীবনটা অতীষ্ঠ করে তুলবে। শুধু তোমার নয়, আমাদের দুজনেরই, ডার্লিং।

ওরা বিছানাতে শুয়ে সিগারেট পান করছে। সিগারেটের গন্ধ ওদের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি জাগিয়ে তুলেছে।

-নোয়েলে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ও নিজেকে একবার মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। পারেনি। ওকে বাঁচতে দাও।

-আমি কখনওই তা করব না, এটাই আমার শেষ কথা।

নোয়েলে তার নগ্ন পা দিয়ে ল্যারির পায়ের ওপর চাপ দিল। দুটি শরীর এখন আরও কাছে এগিয়ে আসছে। একটিতে কমনীয়তা, অন্যটিতে কাঠিন্য। ল্যারি আত্ননাদ করল। আনন্দে আর ভালোবাসায়। তার মনের আকাশ থেকে ক্যাথারিন তখন সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে।

মাঝরাতে ল্যারির ঘুম ভেঙে গেল। সমস্ত শরীরে ভয়ের শিহরণ। ঠান্ডা ঘামের স্রোত বয়ে চলেছে। সে ভাবল, নোয়েলে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, নোয়েলে তো

পাশেই শুয়ে আছে। সে নোয়েলেকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল। বাকি রাত তার চোখে ঘুম নেই। সে ভাবল, নোয়েলে যদি চলে যায়, তাহলে কী হবে?

সকাল হয়েছে, নোয়েলে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে।

ল্যারি বলল- ধরা পড়ে গেলে কী হবে?

না, ব্যাপারটা এত সুন্দরভাবে করব, পুলিশ বুঝতেই পারবে না।

-নোয়েলে, ল্যারি বলল, সবাই জানে আমার সাথে স্ত্রীর ভালো সম্পর্ক নেই। ক্যাথারিনের কিছু হলে পুলিশ কিন্তু আমাকেই সন্দেহ করবে।

-না, কখনও করবে না। দেখো না, আমার পরিকল্পনাটা কীভাবে কার্যকরী হয়।

ব্রেকফাস্টের আসর, নোয়েলে আর ল্যারি কথা বলছে।

ল্যারির কিছুই ভালো লাগছে না।

নোয়েলে বলল- কেন, চা-টা ভালো হয়নি বুঝি?

এবার তারা প্রমোদ তরণীতে বেরিয়েছে। অনেক-অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। কল্পনা এসে গ্রাস করছে তাদের। বাস্তব হারিয়ে যাচ্ছে।

নোয়েলে বলল- মনে হবে একটা অ্যাকসিডেন্ট। পুলিশ আসবেই না। এথেন্সের পুলিশরা খুবই চালাক।

-তাহলে তারা কি তদন্ত করবে না?

-না, অ্যাকসিডেন্টটা এখানে হবে না।

-কোথায় হবে?

-ইওনিয়াতে। নোয়েলে হাসল। তাকে দেখে মনে হল, সে বুঝি এক ভয়ঙ্কর রমণী।

এবার সে তার পরিকল্পনাটার কথা বলল। ল্যারি বাধা দেবার চেষ্টা করল। প্রতিটি বাধা নোয়েলে কাটিয়ে দিল। নোয়েলের কথা বলা শেষ হয়ে গেছে। ল্যারি স্বীকার করল, এই পরিকল্পনার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। হ্যাঁ, এভাবেই আমরা ক্যাথারিনের হাত থেকে বাঁচতে পারব।

পল খুবই ভয় পেয়েছে। গ্রিক পাইলটের মুখ সবসময় আনন্দে উজ্জ্বল থাকে। কিন্তু এখন এত ভয় কেন? কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের সাথে তার দেখা করার কথা ছিল না। কিন্তু দেখা করতেই হবে।

মিঃ ডেমিরিস, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

কী হয়েছে? প্লেনের কোনো খবর?

না, এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ডেমিরিস তাকালেন। বেশ বোঝা গেল, তার এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। তিনি কখনওই এ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চান না। তার অনেক কিছু করার আছে। তেমন কিছু হলে সেক্রেটারিরাই সামলে দেবে।

পল বলার চেষ্টা করছে। কিছুই বলতে পারছে না। অবশেষে সে বলল- এটা মিস পেজের ব্যাপারে।

এক মুহূর্তের নীরবতা।

ডেমিরিস বললেন- ঠিক আছে, বলতে থাকো। কী হয়েছে?

পল আবার ভাবছে, বলাটা উচিত হবে কিনা?

মিস পেজ আর ল্যারি ডগলাস..সে তাকিয়ে দেখল ডেমিরিসের মুখের দিকে। তারা রাফিনাতে একটা বীচ হাউসে থাকে একসঙ্গে।

ডেমিরিস সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন সোনার তৈরি একটা অ্যাশট্রে'র মধ্যে। পল ভাবছে, এখনই বোধহয় বিস্ফোরণ দেখা দেবে। ডেমিরিসকে সত্যি কথাটা বলে আমি কি ভুল করলাম?

-আমার বোন, ওখানকার একটা ভিলার হাউসকিপার, সে দেখেছে, ওরা দুজন বিচে শুয়ে আছে। সে মিস পেজকে চিনতে পেরেছে। কারণ, খবরের কাগজে মিস পেজের ছবি বেরোয়। কদিন আগে সে আমাকে এই কথাটা বলেছে। আমি তার সাথে ল্যারির আলাপ করিয়ে দিয়েছি। সে বলেছে, এই লোকটিকে মিস পেজের পাশে দেখা গেছে।

ডেমিরিসের অলিভ কালো চোখ তাকিয়ে আছে। সেখানে কোনো অভিব্যক্তি নেই।

-এই খবরটা আপনাকে জানিয়ে গেলাম।

ডেমিরিস কথা বললেন মিস পেজ তার ব্যক্তিগত জীবনে কী করবে, সেটা তারই ব্যাপার। আমি চাই না, কেউ তার ওপর স্পাইগিরি করুক।

পল আমতা আমতা করতে থাকে বিশ্বাস করুন মিঃ ডেমিরিস, আমি শুধু আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি।

তোমার ভুল হয়েছে, আর কিছু বলার আছে।

না, স্যার। পল সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস চেয়ারে বসলেন। তার কালো চোখ দুটি সিলিং-এ আবদ্ধ হয়েছে। তিনি কোনো কিছুই দেখছেন না।

পরদিন সকাল নটা। পল একটা খবর পেলেন। তাকে এখনই কঙ্গোতে যেতে হবে, ডেমিরিসের খনি কোম্পানিতে। সেখানে দশদিন কাটাতে হবে।

বুধবার, তিন নম্বর ফ্লাইটটা ধ্বংস হয়ে গেল, কঙ্গোর ঘন অরণ্যে। পলের দেহটার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। অথবা বিমানের ধ্বংসাবশেষ।

দু সপ্তাহ কেটে গেছে। ক্যাথারিনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ল্যারি তার সাথে দেখা করতে এসেছিল।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা। ক্যাথারিন কিচেনে বসে ওমলেট তৈরি করছে। সে শুনতে পায়নি, সামনের দরজা খুলে গেছে। সে জানত না, ল্যারি এসে ঢুকে পড়েছে। সে ল্যারিকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

ল্যারি বলল- তোমাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আমি দেখতে এসেছি, তুমি কেমন আছো?

ক্যাথারিনের মনে হল, সে বোধহয় আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সে বলল- আমি ভালো আছি। সে প্যান থেকে ওমলেটটা তুলে নিল।

ল্যারি বলল- ভারী সুন্দর গন্ধ। ডিনার খাবার সময় নেই। তুমি কি আমাকে একটা দেবে?

ল্যারির দিকে অবাক হয়ে ক্যাথারিন তাকাল।

ক্যাথারিন ভাবতেই পারছে না, ল্যারি কেন এসেছে?

ডিনার খাওয়া হয়ে গেছে। ল্যারি ক্যাথারিনকে সাহায্য করল। বাসনগুলো ধুয়ে রাখল। তার দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন ভাবল, সব কিছু আর আগের মতো হতে পারে না কি?

-ভালো লেগেছে, তোমার সান্নিধ্য, তোমাকে ধন্যবাদ, ক্যাথি।

এভাবেই দেখা হওয়াটা শেষ হল।

তিনদিন কেটে গেছে। ল্যারি ফোন করেছে মাদ্রিদ থেকে। সে বাড়িতে আসবে। ক্যাথিকে নিয়ে ডিনার খেতে যাবে। ক্যাথি রিসিভারটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বলল- হ্যাঁ, আমি আজ রাত্রিরে ফাঁকা আছি।

.

ছোট একটি রেস্টুরেন্ট। সমুদ্রের ধারে। ক্যাথারিন কিছুই খাচ্ছে না। ল্যারি সামনে বসে আছে।

ল্যারি জিজ্ঞাসা করল- অন্য কিছু অর্ডার দেব?

ক্যাথারিন বলল- আজ আমার লাঞ্চ খেতে দেরি হয়েছে। সে মিথ্যে বলল।

কদিন কেটে গেছে। আবার ল্যারির ডাক এসেছে। তারা একটা সুন্দর রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সারল। পুরোনো পামগাছে সাজানো। লম্বা পথ চলে গেছে। আমার সাজানো বাগানো।

পরের দিন রোববার। ক্যাথারিনকে নিয়ে ল্যারি ভিয়েনাতে গেল। তারা সাচার হোটেলে ডিনার খেল। সেই রাতেই ফিরে এল। সন্ধ্যাটা দারুণ কেটেছে। মদ এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। মোমের আলোয় চারপাশ স্বপ্নিল দেখাচ্ছিল। ক্যাথারিনের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। তার কেবলই মনে হচ্ছে, সেই আগের ক্যাথারিন ডগলাসের মৃত্যু হয়েছে। তারা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল।

ক্যাথারিন বলল-তোমাকে ধন্যবাদ ল্যারি, এমন একটা সুন্দর দিন তুমি আমাকে উপহার দিলে।

ল্যারি এগিয়ে এসেছে। সে ক্যাথারিনের হাতে হাত রাখল। তাকে চুমু দিল। ক্যাথারিন ল্যারিকে জোরে ঠেলে সরিয়ে দিল। তার শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে। তার মনে একটা অদ্ভুত ভয় জেগেছে। না, সে বলল।

ক্যাথি?

না।

-ঠিক আছে। আমি বুঝতে পেরেছি।

-হ্যাঁ, কী বুঝেছ?

-আমি জানি, আমার ব্যবহার তোমাকে কষ্ট দিয়েছে, তুমি কি আমাকে একটা সুযোগ দেবে? আমি আবার তোমাকে ভালোবাসব।

ল্যারির এসব কথা শুনে ক্যাথারিন আরও অবাক হয়ে গেছে। সে ঠোঁট বন্ধ করল। এখন কি কাঁদবে? শেষ পর্যন্ত সে বলল, অনেক দেরি হয়ে গেছে ল্যারি, আর কোনো উপায় নেই।

ল্যারি ধীরে ধীরে করিডর দিয়ে হেঁটে গেল।

সেই সপ্তাহে আবার ল্যারির ফোন। সে ফুল পাঠিয়েছে। সঙ্গে ছোট চিঠি। তারপর বিভিন্ন দেশের স্মারক, উড়ন্ত পাখি। ক্যাথারিন বুঝতে পারছে না, ল্যারি কী চাইছে? অসাধারণ এই সংগ্রহ, একটা পোরসিলিনের, একটা জেট পাথরের, একটা টি কাঠের।

ফোন বেজেই চলেছে, ক্যাথারিন ল্যারির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল- এটা একটা চমৎকার গ্রিক রেস্টুরেন্ট, এরা চাইনিজ খাবার দেয়। মনে হয়, আমরা যেন পিকিং-এ বসে খাচ্ছি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

গল্পটা কি আবার শুরু হবে? ধীরে ধীরে। ল্যারি আর কাছে আসার সাহস করছে না। হয়তো ক্যাথি বাধা দেবে। ক্যাথি কীভাবে তার আবেগকে লুকিয়ে রাখবে? শেষ পর্যন্ত তারা খাবার আসরে বসল, হাসল। অনেক ব্যক্তিগত কথা।

প্রতি রাতে এখন তাদের দেখা হচ্ছে। কোনো কোনো সময় ক্যাথারিন বাড়িতেই খাবার তৈরি করে। কখনও ল্যারি তাকে বাইরে নিয়ে যায়। একবার ক্যাথি জানতে চেয়েছিল, সেই মেয়েটির খবর কী?

ল্যারি জবাব দিয়েছে ব্যাপারটা মিটে গেছে। ল্যারি আর কথা বলেনি। সে বুঝতে পারে, ল্যারি বোধহয় এখন আবার তাকেই ভালোবাসতে চাইছে।

কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু কী, সেটা ক্যাথারিন বুঝতে পারছে না।

ভোর চারটে বেজে গেছে। সমস্ত রাত তারা হোটেলে ছিল। একটা অসাধারণ সন্ধ্যা। ক্যাথারিন নতুন পোশাক পরেছে।

অন্ধকার করিডর। ল্যারি বলল- ডার্লিং, আর একবার সুযোগ দেবে। আমরা যদি আর একটা হনিমুনে যাই?

-কোথায়? ল্যারির হাতে নিজেকে নিঃশেষে সম্পূর্ণ করতে করতে ক্যাথি জানতে চেয়েছিল।

ল্যারির মুখে দুষ্ট হাসি। অন্ধকারে তার চোখ জ্বলছে। সে বলল- আমি একটা ছুটি নেব। শনিবার গেলে কেমন হয়? ছোট্ট একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছি। জায়গাটার নাম ইওনিয়া!

নোয়েলে ও ক্যাথারিন, এথেন্স, ১৯৪৬

২০.

নয় ঘণ্টার মধ্যে তারা ইওনিয়াতে পৌঁছে গেল। ক্যাথারিনের কাছে এখনও ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। সামনে এজিয়ান সাগর। ছোটো ছোটো কটেজ, তারপর গাছের সারি। লেবু আর চেরি। আপেল ও কমলালেবু চোখে পড়ল। শান্ত সমাহিত জীবনযাত্রা।

ক্যাথারিন বলল- দেখো, কী সুন্দর এই সাইপ্রাস গাছগুলো।

ল্যারি তাকিয়ে আছে, প্রকৃতি এখানে অসাধারণ সৌন্দর্যে নিজেকে সাজিয়েছে।

তারা ছোটোখাটো গ্রামের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াল। খটমট নামগুলো।

বিকেলের দিকে তারা রিয়র নামে একটা গ্রামে পৌঁছোলো। পাশ দিয়ে রিও নদী বয়ে চলেছে। ফেরীবোটে চড়ে বসল। পাঁচ মিনিট বাদে এগিয়ে গেল পিপিরাসের দিকে।

ক্যাথারিন আর ল্যারি একটা বেঞ্চে বসেছে। ফেরীর ওপর। দূরে একটা বড়ো দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারে ঢাকা। কীসের অন্ধকার? কুয়াশা? ক্যাথারিনের কাছে সব কেমন অবাক মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সে বোধহয় প্রাচীন যুগে ফিরে গেছে। সেই গ্রিক সভ্যতার যুগ। নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ক্যাথারিন ওই দ্বীপটাকে আরও

ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে। একটা পাহাড়, পঁচিশ মিনিট কেটে গেছে। পিপিরাসের ছোটো বন্দর, ক্যাথারিন আর ল্যারি এখন ইওনিয়ার আরও কাছাকাছি।

লেখা আছে পিনডারস পাহাড়ের ওপর এর অবস্থান। এই পাহাড় আল্লসের দিকে চলে গেছে। ইওনিয়াকে দেখলে মনে হয়, দু-মাথাওয়ালা ঈগল পাখির মতো। লেক পামভোটস, বোধহয় ঈগল পাখির নখর। এখানে নৌকো করে যাওয়া যায়। সবুজ জল।

ল্যারি বলল- শব্দগুলো আমাকে আকর্ষণ করছে।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। তারা হোটেলের দিকে গাড়ি করে চলেছে। একতলা একটা বাড়ি। পাহাড়ের ওপর। আশেপাশে অনেকগুলো বাংলো আছে। সেখানে অতিথিরা মাঝে মধ্যে আসে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

তিনি বললেন- হনিমুন করতে এসেছেন?

ক্যাথারিন ল্যারির দিকে তাকাল। বলল, কী করে জানলেন?

-এখানে তো আপনাদের মতো যুগলরাই আসে। ভদ্রলোক বললেন।

হোটেলের লবির দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। অসাধারণ লিভিংরুম। বেডরুম, বাথরুম। কিচেন আর টেরাসে। সাইপ্রাস গাছে ঢাকা। লেকের ছবি দেখা যাচ্ছে।

-অসাধারণ, এই সবকিছু তোমার।

-আমি সব নেব।

সুখী তো?

-জীবনে এত সুখ আমি কখনও পাইনি। আমাকে ছেড়ে তুমি কখনও যাবে না তো?

ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছে ক্যাথারিনের কণ্ঠস্বরে।

ল্যারির শক্ত সমর্থ দুটি হাত এখন ক্যাথারিনকে জড়িয়ে ধরেছে। ল্যারি বলল- না, আমি শপথ করছি, আর কখনও তোমাকে ছাড়ব না।

ক্যাথারিন জিনিসপত্র খুলতে শুরু করল।

ল্যারি লবিতে চলে গেছে। রুম ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলছে।

ল্যারি জানতে চাইল এখানে কী কী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়?

-ওই যে গুহাগুলো দেখা যাচ্ছে, ওখানে কি যাওয়া যায়?

-না, ওগুলো এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে।

সব কটা গুহার মুখ খোলা?

কয়েকটা খোলা হয়েছে। বেশির ভাগ বন্ধ।

ল্যারি বলল- ঠিক আছে, দেখতে হবে।

যদি আপনারা পাহাড়ে উঠতে চান, তাহলে মাউন্ট জোমেরকাতে যাবেন। মিসেস ডগলাস কি ওপরে উঠতে ভয় পান?

-না, ল্যারি হাসল। ও ভালো চড়তে পারে।

-তাহলে ভালোই লাগবে। এখন আবহাওয়াটা খুবই ভালো। ঝড়ের আশঙ্কা নেই। আনন্দে থাকুন স্যার।

-ঠিক আছে, দেখা যাক কী হয়!

.

ল্যারি বাংলাতে ফিরে এল। তারা ভিলেজে যাবে ডিনার খেতে। পাহাড়ি পথ। পাথরের ওপর দিয়ে চলে গেছে। এখানে একটাই বড়ো রাস্তা। কিং জর্জ এভিনিউ। দু-তিনটে ছোটো ছোটো রাস্তা আছে। ছড়ানো ছোটানো বাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্ট।

কিং জর্জ এভিনিউর মধ্যে রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটার নাম নেওয়া হয়েছে পেনসিলভেনিয়া এভিনিউ, গ্রাম নয়, এই নামটা বলে ক্যাথারিন খেপাতে চাইল।

টাউন স্কোয়ার, ছোট পার্ক, উঁচু টাওয়ার। আলো জ্বলছে ঘড়ির ওপর। প্লাটানা গাছের সারি দেখা যাচ্ছে।

ক্যাথারিন আর ল্যারি বাজারে ঢুকে পড়ল। প্রত্যেকটা দোকানে ভিড়।

ক্যাথারিন ভেবেছে, এবার একটা ছেলে আসুক তার কোলে। কথায় কথায় প্রস্তাবটা রেখেছে ল্যারির কাছে। কোনো অজ্ঞাত কারণে ল্যারি প্রত্যেকবারই প্রত্যাখান করেছে। বলেছে, আমার চালচুলোর ঠিক নেই, আগে থিতু হতে দাও, তারপর ভাবব।

ল্যারির পাশে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাথারিন ভাবল, এবার তো ল্যারি আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। প্রস্তাবটা একবার পাড়লে কেমন হয়? আহা, আমরা তো মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এসেছি।

ওরা একটা মুভি থিয়েটারের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। সকাল হয়েছে। ক্যাথারিন এবং ল্যারি গ্রামের পথে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে। সরু পথ, আবিস্কারের নেশা। তারা জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। সেখানে একটা বাড়ি দেখতে পেল, পুরোনো দুর্গের মতো।

ক্যাথারিন জানতে চাইল- এটা কী? ল্যারি বলল- আমি বুঝতে পারছি না।

এসো, আমরা অভিযান শুরু করি।

ল্যারি তার গাড়িটা আরও কাছে নিয়ে গেল। ছাগল আর ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। বাড়িটা একদম ফাঁকা। দরজার সামনে তারা গিয়ে দাঁড়াল।

ক্যাথারিন বলল- এটা বোধহয় রূপকথার গল্প।

ল্যারি জানতে চাইল- সত্যি তুমি ঢুকবে?

-হ্যাঁ।

ল্যারি গাড়িটাকে আরও কাছে নিয়ে এল। সে বলল মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই।

ক্যাথারিন বলল- হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা।

দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। কালো পোশাক পরা এক সিস্টার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ক্যাথারিন বলল- আমি দুঃখিত। আমরা জানতাম না, এখানে কেউ থাকে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ওই সিস্টার দুজনের দিকে তাকালেন। ভেতরে আসার আহ্বান করলেন। ওরা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বিরাট একটা উঠোন, মস্ত বড়ো কমপাউন্ড। কেমন যেন রহস্যের গন্ধ মাখা। ক্যাথারিনের মনে হল, কিছু একটা সে শুনতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, মানুষের গলার শব্দ।

সিস্টারের দিকে তাকিয়ে সে বলল- এটা আসলে কী?

সিস্টার কোনো কথা বলছেন না। তিনি ওদের সেখানে থাকতে বললেন। তারপর একটা পুরোনো পাথরের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। কমপাউন্ডের একদিকে।

ক্যাথারিন ফিসফিসিয়ে বলল- কী হচ্ছে বলো তো?

সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, পাশে সমাধিক্ষেত্র, সাইপ্রাস গাছে ঢাকা।

-আমার একদম ভালো লাগছে না। ল্যারি বলল।

আমার মনে হচ্ছে, আমরা বোধহয় কয়েক শতাব্দী পেছনে চলে এসেছি।

জানলা দিয়ে দেখা গেল, কয়েকটা মুখ তাকিয়ে আছে। সকলেই মহিলা। সকলের পরনে কালো পোশাক।

ল্যারি বলল- এটা বোধহয় কোনো ধর্মস্থান।

লম্বা রোগা এক ভদ্রমহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসছেন। তার পরনেও যাজিকার পোশাক। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তিনি বুঝি করুণার প্রতিমূর্তি।

তিনি বললেন- আমি সিস্টার থেরেসা। কীভাবে সাহায্য করব?

ক্যাথারিন বলল- আমরা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঢুকে পড়েছি।

-এখানে অতিথি বলতে কেউ আসে না। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা কারমেলাইটের যাজিকা, আমরা নীরবতার মধ্যে জীবন পালন করি।

ল্যারি জানতে চাইল- কতদিন?

সারা জীবন আমরা কোনো কথা বলব না। একমাত্র আমিই কথা বলার অনুমতি পেয়েছি। তাও দরকার হলে।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে। সে বলল এখানে কেউ কোনোদিন বাস করেছে? বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে?

সিস্টার থেরেসা হাসলেন না, কোনো কারণ নেই। আমরা এই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকতে ভালোবাসি।

ক্যাথারিন বলল- বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি।

সিস্টার মাথা নাড়লেন- না-না, ঈশ্বরের কাছে সবকিছু সমর্পণ করুন।

ক্যাথারিন এবং ল্যারি এবার বাইরে বেরিয়ে এল। বিরাট দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। ক্যাথারিন তাকাল। এটা একটা বন্দীশালার মতো। মানুষ কীভাবে এখানে থাকে? ক্যাথারিন ভাবল। ওই যুবতী মেয়েদের দল। আবার তাদের মুখ- উৎসুক এবং আগ্রহী, জানলা দিয়ে। এই পৃথিবী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। তারা নীরবতার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। সমাধিক্ষেত্রের অন্ধকার। না, ক্যাথারিনের মনে হল, জীবনে কোনো দিন সে জায়গাটাকে ভুলতে পারবে না।

.

নোয়েলে এবং ক্যাথারিন, এথেন্স, ১৯৪৬

২১.

পরের দিন সকালবেলা, ল্যারি গ্রামে গেছে। ক্যাথারিনকে সঙ্গে যেতে বলেছিল, সে যেতে চায়নি। তার ঘুম পেয়েছে।

ল্যারি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথারিন উঠে পড়ল। সেখানে একটা জিমনাসিয়াম আছে। আগের দিন সে দেখে এসেছে। এক মহিলা, গ্রিক আমাজান, তাকে ল্যাংটো হতে বলল। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখল।

সে বলল- আপনি খুব আলসে, শরীরটা সুন্দর, কাজ করেন না কেন?

-আমি কাজ করতে চাইছি, ক্যাথারিন বলল, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

সেই আমাজন ক্যাথারিনের দিকে আবার তাকাল। কী করতে হবে, তা বলার চেষ্টা করল।

ল্যারি ফিরে এসেছে। ক্যাথারিন কোনো কথা বলেনি! কদিনের মধ্যেই তার চেহারা পরিবর্তন এসেছে।

ল্যারি বলল- মনে হচ্ছে, জায়গাটা তোমার ভালো লেগেছে। তোমাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে এটা।

ক্যাথারিন বলল- হ্যাঁ, আমি এখন পাল্টে গেছি।

রবিবার সকালবেলা, ক্যাথারিন চার্চে গেল। সে কোনোদিন গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের প্রার্থনা দেখেনি। এটা ছোট গ্রাম, চার্চটাও খুবই ছোটো। তবে সুন্দর করে সাজানো। প্রধান যাজক হালকা চেহারার মানুষ। কালো দাড়ি আছে তার। তিনি একটা আগুন এবং লালরঙের জোব্বা পরেছেন। লম্বা কালো হ্যাট তার মাথায়। ক্যাথারিনের মনে হল, উনি বোধহয়, হারানো পৃথিবীর বাসিন্দা।

গ্রিক ভাষায় মন্ত্র পাঠ শুরু হল। ভদ্রলোক নেমে এলেন। তারপর বেদীর ওপর উঠে গেলেন।

পরের দিন সকালে ক্যাথারিন এবং ল্যারি বাংলো টেরাসে ব্রেকফাস্ট খেয়েছিল। লেকের জলের দিকে অনিমিত্ত তাকিয়ে ছিল। দিনটা সুন্দর। সূর্যের উজ্জ্বল আলো। আলসেমি ভরা বাতাস বইছে। অল্পবয়সী ওয়েটার খাবার দিল। ক্যাথারিন একটা নেগলি পরেছে। ওয়েটার যখন এল, ল্যারি চট করে ক্যাথারিনের হাতে হাত রেখে ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলল-রাগ্তিরটা চমৎকার।

ওয়েটার হাসল। সেখান থেকে চলে গেল।

ক্যাথারিন লজ্জা পেল। ল্যারি সকলের সামনে এমন আচরণ করে কেন? সে অনেকটা পাল্টে গেছে, ক্যাথারিন ভাবল। আগে তো সে এমন করত না। যখনই কোনো বেলবয় ঘরে এসে ঢোকে ল্যারি আমাকে জড়িয়ে ধরে? সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সে কী প্রমাণ করতে চাইছে? সে কি প্রমাণ করতে চাইছে তার স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসে?

ল্যারি বলল- আমি একটা সুন্দর প্ল্যান করেছি। পাহাড়ের ওপর উঠব।

ক্যাথারিন বলল- না, পাহাড়ে উঠতে আমার খুব একটা ভালো লাগছে না। তাছাড়া কী খটমট নাম বললে, উচ্চারণ করতেই পারছি না। উঠব কেমন করে?

-এসো, ওখান থেকে কত সুন্দর দেখাবে চারদিক।

ক্যাথারিন তবুও রাজী হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ল্যারি বলল- তাহলে আমি একাই যাব। তার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা।

-ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, দেখি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কিনা।

ল্যারির মুখে পরিবর্তন এবার আসল অভিযানটা শুরু হবে, আগে ক্যাথারিন কিন্তু কখনও কোনো পাহাড়ে চড়েনি।

তারা গ্রামের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেল। এখান থেকেই পাহাড়টার যাত্রা শুরু হয়েছে। গাড়িটা সেখানে রাখা হল। একটা ছোটো ফুডস্ট্যান্ড রয়েছে। ল্যারি স্ট্যান্ডউইচ কিনল। ফুল ক্যানডিবার এবং কফির থার্মোস।

সে বলল- ভারী সুন্দর, আমার বউ আর আমি এখানে সারারাত থাকব। মালিকের সামনে সে ক্যাথারিনকে চুমু খেল। লজ্জায় ক্যাথারিনের গাল আবার লাল হয়েছে।

এখান থেকেই যাত্রা শুরু হবে। দুটো পথ এগিয়ে গেছে। দুটো উল্টোদিকে। কোন্ পথে সুবিধা? এই পথটা একটু বড়ো, চওড়াও বলা যেতে পারে।

ল্যারি সামনে এগিয়ে চলেছে। ক্যাথারিন তাকে অনুসরণ করছে। সূর্যের আলো সরাসরি এসে পড়েছে। ঘাম ঝরছে শরীর থেকে। বাতাস একটু ঠান্ডা হয়েছে। ক্যাথারিন ভাবল, ভারী সুন্দর সমাহার, দিনটা চমৎকার, ভালোবাসার মানুষ পাশে আছে- আর কী চাই?

ক্যাথারিন ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। ক্যাথারিন বলল- দুঃখিত, আমি আর হাঁটতে পারছি না। অনেকটা সময় লাগছে।

ল্যারি জবাব দিল না, এভাবেই চেষ্টা করতে হবে।

পথটা খুব সরু হয়ে গেছে। দুজন পাশাপাশি চলতে পারছে না। ক্যাথারিন হাঁফাচ্ছে।

ল্যারি হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল। সেখানে একটা ছোট কাঠের ব্রিজ আছে। নালা বয়ে চলেছে।

ল্যারি সেই ব্রিজের ওপর পা রাখল। নাঃ, চারদিকে তাকাল, ওপারে যাবে কী করে? নীচে খাদ, অন্তত হাজার ফুট হবে।

ক্যাথারিন চিৎকার করল- ল্যারি?

ক্যাথারিন ওই ব্রিজের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

-এই ব্রিজটা কি পার হতে হবে? না, এটা সম্ভব নয়।

-আমাদের উঠতে হবে।

না, তুমি ছেলেমানুষি করো না।

কত লোক এই ব্রিজটা রোজ পার হচ্ছে বলো তো?

ক্যাথারিন তখনও ব্রিজের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ল্যারি ব্রিজের মাঝখানে পৌঁছে গেছে।

ক্যাথারিন ব্রিজের ওপর পা দিল, সেটা দুলতে শুরু করেছে। সে তাকাল উপত্যকার দিকে। সমস্ত মনে ভয়ের আতঙ্ক। না, এটা এখন আর আনন্দের মধ্যে নেই। ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। ক্যাথারিন দেখল, ল্যারি প্রায় ওদিকে পৌঁছে গেছে। সে দাঁতে দাঁত চাপল। কোনোরকমে ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করল। বারবার পড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা পা ফেলছে সাবধানে। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজটা প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠছে। ল্যারি আরও সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ক্যাথারিন আর হাঁটতে পারছে না। একহাতে শক্ত করে দড়িটা ধরে আছে। নীচের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে।

ল্যারি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ক্যাথারিনের মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত ক্যাথারিন ল্যারির কাছে এসে পৌঁছোল। আতঙ্কে কেমন যেন হয়ে গেছে সে।

ক্যাথারিন বলল না, আমি কেন এখানে এলাম? এক্ষুনি ফিরতে হবে।

ল্যারি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল- আমরা তো আসল জায়গাতে এখনও যাইনি ক্যাথি।

না, অনেক কিছু দেখেছি। আর দেখব না।

ল্যারি ক্যাথারিনকে জড়িয়ে ধরে বলল- এত ভয় পাচ্ছে কেন? ওপরে একটা সুন্দর শান্ত জায়গা আছে। আমরা সেখানে পিকনিক করব।

ক্যাথারিন বলল- ঠিক আছে।

-এই তো সোনা মেয়ের কথা। ল্যারি বলল। সে আবার হাঁটতে শুরু করল। ক্যাথারিন তাকে অনুসরণ করছে।

হা, জায়গাটা অসাধারণ নৈঃশব্দের আবরণে ভরা। পোস্টকার্ডে যেমন দেখা যায়।

ল্যারিকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। চারপাশে কত ফুলের সমারোহ।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারা আসল জায়গাটায় পৌঁছে গেল। একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল। কিন্তু ক্যাথারিন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ধ্বস শুরু হয়েছে। সে চিৎকার করল। ল্যারি ফিরে এসেছে। ল্যারি ক্যাথারিনের একটা হাতে হাত দিল। তাকে ওপর দিকে তুলে আনল। ক্যাথারিনের মনে হল, সে বুঝি মরেই যাবে। ল্যারির দিকে তাকাল, তারপর? তারা ঠিক জায়গাতে পৌঁছে গেল।

ক্যাথারিন শুয়ে আছে। ঠান্ডা বাতাস তাকে শান্তি দিচ্ছে। আতঙ্কটা কেটে গেছে। ভয়ের আর কিছু নেই।

ল্যারি জিজ্ঞাসা করল- এখন কেমন লাগছে?

ক্যাথারিন মাথা নাড়ল। সে আবার জানতে চাইল- ভয়ের আর কিছু নেই তো?

ল্যারির মুখে হাসি না, আমরা সেই জায়গাটা পার হয়ে এসেছি।

ক্যাথারিন বলল- আহা, আমি যেন সম্রাজ্ঞী। সে হাসল। ল্যারির মুখে হাসি। সময়টা কেন অনন্তকাল হয় না। সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা কতদূরে এসে পড়েছে।

ল্যারি অবাক হয়ে ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা এখন একেবারে কোণে চলে এসেছে। সাংঘাতিক একটা জায়গা। পা ফসকালেই খাদের মধ্যে। অবধারিত মৃত্যু। ল্যারি ঝুঁকে দাঁড়াল। ক্যাথারিনের মুখের ওপর মেঘের খেলা। সে বোধহয় ঢাকা পড়ে গেল।

ক্যাথারিন বলল চলো, আর থাকতে ইচ্ছে করছে না।

ঘন কুয়াশার মধ্যে ক্যাথারিনের মুখ হারিয়ে গেল।

ল্যারি ভাবল- এখন সে কী করবে? ঘন কুয়াশা। সে কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?

ক্যাথি আরও সামনে এগিয়ে গেছে। বিপজ্জনক বাঁকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাতাসের মধ্যে কেঁপে যাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর- ল্যারি, অসাধারণ, তুমি এখানে এসো।

ল্যারি আসার চেষ্টা করছে। তাদের মধ্যে তিন ফুটের ব্যবধান। শেষ পর্যন্ত তারা হাতে হাত রাখতে পেরেছে।

সত্যি, মনে হচ্ছে তারা যেন স্বর্গে পৌঁছে গেছে।

এবার ফিরে আসতে হবে। ফেরার পথে ল্যারি একটাও কথা বলেনি। তার মনে কী একটা ভাব জেগেছে। কেন? ল্যারি হয়তো এখানে আরও কিছুটা সময় থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্যাথারিন শেষ পর্যন্ত রাজী হয়নি।

অবশেষে তারা হোটেলে ফিরে এল। পরের দিন সকালবেলা রিসেপশন ক্লার্কের সাথে ল্যারি কথা বলছে।

ল্যারি বলল- ওই যে গুহাগুলোর কথা বলছিলেন, ওগুলো কেমন?

ক্লার্ক বলল- তেরামার গুহা, ভারী সুন্দর। ওটা অবশ্যই দেখতে যাবেন।

-হ্যাঁ, আমি খুব একটা আগ্রহী নই, কিন্তু আমার বউ তো গুহায় ঢোকার জন্য পাগল।

ক্লার্ক বলল- স্যার, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না, একজন গাইডকে সঙ্গে নেবেন।

-কেন?

নতুন যে গুহাগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে আলো কম, মাঝে মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটছে। অনেক মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

ল্যারি ক্যাথারিনের খোঁজে এল। ক্যাথারিন বাগানে শুয়ে ছিল। বই পড়ছিল। ওক গাছের নীচে। ল্যারি তার মনোবাসনা ব্যক্ত করল।

ক্যাথারিনের মুখে আনন্দ। তাহলে? গুহাতে প্রবেশ করতে পারব আমরা।

ল্যারি বলল- হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই যাব। আমি একটু শহরে যাচ্ছি। জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এন্ফুনি আসব। তুমি কি সঙ্গে যাবে?

-না, ক্যাথারিন বলল, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

ক্যাথারিন চোখ বন্ধ করল। গতকালের কথা মনে পড়ল। উত্তেজনা এবং আনন্দ-
পাশাপাশি বয়ে চলেছে।

.

শহরে গিয়ে ল্যারি একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। সে ফ্লাশলাইট কিনল। কয়েকটা ব্যাটারি, আরও টুকিটাকি জিনিসপত্র।

দোকানদার জানতে চেয়েছিল- আপনারা কি হোটেলে থাকছেন?

ল্যারি বলল- না, আমি এথেন্সের দিকে যাচ্ছি। পথ চলতি এই দোকানটা দেখতে পেলাম।

লোকটি বলল- সাবধানে থাকবেন।

ল্যারি বলল- কেন?

ঝড় আসছে, শুনতে পাচ্ছেন ওই মেঘগুলো চিৎকার করছে।

ল্যারি তাকাল- হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে। সে তিনটের সময় হোটেলে ফিরে এল। বিকেল চারটে, ল্যারি এবং ক্যাথারিন তখন নতুন পথে যাত্রা শুরু করছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। উত্তর থেকে কালো মেঘ ছুটে আসছে। সূর্যের মুখ ঢাকা পড়েছে।

তেরামার গুহাইওনিয়া থেকে তিরিশ কিলোমিটার পূর্বে অনেক বছর ধরে তা তেমনই আছে। স্ট্যালাগমাইট আর ট্যালাগটাইট পাহাড় দিয়ে তৈরি। মানুষের মুখের প্রতিকৃতি। কখনও মনে হচ্ছে বিরাট প্রাসাদ। মনে হচ্ছে, কেউ যেন এগুলো তৈরি করেছে।

ক্যাথারিন আর ল্যারি যখন গুহাতে এসে পৌঁছোল, তখন ঘড়িতে সন্ধ্যা ছটা বেজেছে। এক ঘণ্টা পরে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। ল্যারি দুটো টিকিট কিনল। একটা প্যামপ্লেট পেল সে। গাইড এসে দাঁড়াল। বলল- পঞ্চাশ ডাকমা, আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব।

ল্যারি হাসল, বলল- গাইডের দরকার নেই। তার কণ্ঠস্বরে তিক্ততা ঝরে পড়ছে।
ক্যাথারিন অবাক হল। সে ক্যাথারিনের হাত ধরে বলল- ভেতরে এসো।

-গাইড নিলে না কেন?

-কেন? এটা একটা দুষ্ট চক্র। আমরা তো গুহা দেখতে যাব, প্যামপ্লেটটা পড়লেই
সবকিছু জানা যাবে।

প্রবেশ পথটা বেশ বড়ো। আলো দিয়ে সাজানো। ভেতরে ফ্ল্যাশ আলো জ্বলছে। অনেক
টুরিস্টের ভিড়। মাথাটা ক্রমশ নীচু হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে উড়ন্ত পাখি, বিরাট দৈত্য
ক্রাউন আর ফুল।

ক্যাথারিন বলল- বাঃ, কী সুন্দর। এর বয়স কত? কেউ জানে না।

তার গলার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। একটা টানেল ভেতরের দিকে চলে গেছে।
এখানটা অন্ধকার। ভেতরে আরও সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতি।

শেষ অব্দি ক্যাথি বলল- চলো, আর ঢুকতে হবে না।

ল্যারি বলল- ভেতরে অনেক কিছু দেখার আছে। হোটেল ক্লার্ক বলেছে, নতুন অংশটাই
আরও গুরুত্বপূর্ণ। ওটা আমাদের দেখতেই হবে।

ক্যাথারিন জিজ্ঞাসা করল- ওটা কোথায়?

-ওখানে, ল্যারি আঙুল তুলে দেখাল।

তারা গুহার একেবারে প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে। একটা মস্ত বড়ো কালো পাথর, চারদিকে অন্ধকার।

ক্যাথারিন বলল না, ওখানে আমি যাব না।

ল্যারি তার হাতে হাত রেখে বলল- ভয় পেও না, ক্লার্ক বলেছে, ফ্ল্যাশ আলো আনতে। সে পকেট থেকে ফ্ল্যাশ লাইট বের করল। চারপাশ আলোয় ভরে গেল।

ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে। টানেলের দিকে তাকিয়ে এটা কী বড়ো? তুমি ঠিক বলছ, এটা নিরাপদ?

-অবশ্যই, স্কুলের ছেলেরা এখানে বেড়াতে আসে।

ক্যাথারিন তবুও যাবে না। সে অন্য টুরিস্টদের সঙ্গে যাবার চেষ্টা করল। ব্যাপারটা তার কাছে মোটেই ভালো লাগছে না।

তারা টানেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কয়েক ফুট এগিয়ে গেছে। প্রধান আলোটা বন্ধ হয়ে গেল। এখন আলো বলতে কিছুই নেই। ল্যারির ফ্ল্যাশলাইট শুধুমাত্র জ্বলছে। ল্যারির মুখের প্রতিচ্ছবি। সে আবার সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতিগুলো দেখতে পেল।

এখানে টানেলটা ছোটো হয়ে গেছে। পাথর তীক্ষ্ণ, হাঁটতে গেলে হাতে পায়ে লাগবে।

ডার্লিং, এবার ফিরলেই তো ভালো হয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

নটা পর্যন্ত খোলা থাকে, ল্যারি জবাব দিল। আমি একটা বিশেষ গুহার সন্ধান করছি।
এটা সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা নাকি অসম্ভব ভালো।

ক্যাথারিন আর যেতে চাইছে না। কিন্তু কী করে ল্যারিকে ফেরাবে?

ল্যারি বলল- ভেতরে এসো।

ক্যাথারিন বলল- ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

ল্যারি আরও সামনে এগিয়ে গেছে।

ল্যারি হ্তদন্ত হয়ে এগোচ্ছে।

ক্যাথারিন বলল তুমি কিছু ফেলেছ? মনে হল কী যেন শব্দ পেলাম।

-আমি একটা পাথরে আঘাত করেছিলাম। তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে।

এই কেভের ছাদটা খুব নীচু। শেওলা ধরা। ক্যাথারিন অনেক কিছু ভাবছে। শেষ পর্যন্ত
সে বলল- না, ভালো লাগছে না।

-এমন কথা কেন বলছ, ক্যাথি? এটা তো একটা গুহা।

-তুমি কেন এটার পেছনে পড়েছ, বলো তো?

ল্যারি বলল- যেহেতু এখানে কেউ আসে না।

তারা ভেতরে পৌঁছে গেল। ক্যাথারিন আর কিছু ভাবতে পারছে না।

রাস্তাটা খুবই সরু। ক্যাথারিন বলল- কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে বলো তো? আমরা কি চিনদেশে পৌঁছে যাব নাকি?

ল্যারি বলল- না, আর কয়েক পা ফেললেই আমরা আসল জায়গায় চলে যাব।

পরিবেশটা ভীষণ ঠান্ডা, সঁতসেঁতে, সূর্যের আলো ঢোকে না। খালি ফ্ল্যাশলাইটের আলো। পথটা আরও সরু হয়ে গেছে।

-এখানে নিওন সাইন থাকা দরকার ছিল। আমরা হয়তো অনেক দূর চলে এসেছি।

ল্যারি বলল- না, আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

ক্যাথি বলল- ভীষণ শীত করছে। চলো, চলে যাই।

ল্যারি বলল- আমরা পৌঁছে গেছি ক্যাথি। চোখ টিপে সে বলল, রাতে তোমায় গরম করে দেব।

-ঠিক আছে। ক্যাথারিন সাবধানে এগোতে থাকে।

তারা টানেলের দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। ফ্ল্যাশলাইটটা গোলমাল করতে শুরু করেছে। সামনে ঘন কালো পাহাড়ের হাতছানি। ক্যাথারিন পেছন ঘুরে তাকাল। সম্পূর্ণ অন্ধকার।

ল্যারি বলল- আমরা বোধহয় ভুল পথে এসে গেছি। চলো ফিরি, আর যেতে হবে না।

-না, আমি আগে যাব, তুমি দাঁড়াও।

-তুমি কোথায় যাচ্ছে?

কয়েক ফুট এগোতেই হবে।

-শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?

-না, আমি যাচ্ছি। ক্যাথারিন আমি দেখব, কোথায় শেষ বাঁকটা আছে। আমি দশ সেকেন্ডের মধ্যে আসব।

ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে আছে, ল্যারি তাকে রেখে চলে গেল।

অন্ধকার চারপাশে, আলো কোথাও নেই। কী হবে? ক্যাথারিনের হৃৎস্পন্দন বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে। সময় এগিয়ে চলেছে।

ল্যারি কিন্তু আর ফিরল না!

ক্যাথারিন অপেক্ষা করেছে, অন্ধকারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে যাবার চেষ্টা করেছে। চিৎকার করে ডেকেছে ল্যারি বলে। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে তার কাছে ফিরে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত সে অবচেতনার অন্ধকারে তলিয়ে গেল। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এখানে এতটুকু আলো নেই। চারপাশ ঘন অন্ধকার।

তারপর? যতটুকু শক্তি ছিল, ডাকবার চেষ্টা করেছে। না, বৃথা অন্বেষণ।

এবার? অজ্ঞান হওয়া ছাড়া উপায় কী?

সে শুয়ে ছিল পাথরের ওপর। এখন বোধহয় আবার চেতনার জগতে ফিরে আসতে চাইছে। তার সমস্ত শরীর শক্ত আর ঠান্ডা হয়ে গেছে। রক্ত গড়িয়ে আসছে। হ্যাঁ, সে পাথরে আঘাত পেয়েছে।

আরও কোনো জন্তু? বিষাক্ত বাদুড়ের দল তাকে আক্রমণ করেছে।

সে বাদুড় সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা মানুষের রক্ত চুষে খায়। হাজার হাজার বাদুড়। আরও কিছু খবর সে পেয়েছিল। এরা হল সেই ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ার। মাথা থেকে চিন্তা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পাথরে হাত-পা ছড়ে যাচ্ছে।

সে ভাবল, এখানে বসে থেকে কী লাভ? কিছু তো একটা করতে হবে। পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। না, ল্যারির খোঁজ আর পাওয়া যাবে না।

অনেক কথাই তার মনে পড়ল। নতুন পোশাক পরে ল্যারি পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। ল্যারি কি এবার আমাকে মা হতে দেবে?

জুতো খুলে ফেলল, খালি পায়ে হাঁটছে, আস্তে আস্তে, পাথরের গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে। বিশাল একটা অভিযান। শেষ পর্যন্ত সে একটা শব্দ শুনতে পেল। অদ্ভুত শব্দ। কীসের? বোঝা যাচ্ছে না। হাজার হাজার, কী উড়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, এই সেই ভয়ঙ্কর বাদুড়ের দল।

শেষ অব্দি, তার মনে পড়েছিল, সে ল্যারির নাম ধরে ডাকল। এরপর? এরপর চাপ-চাপ অন্ধকার।

গুহার ঠান্ডা মেঝের ওপর সে শুয়ে আছে। তার চোখ দুটি বন্ধ। তার মন কিন্তু কথা বলছে। সে বুঝতে পারল, ল্যারি আমাকে মারতে চেয়েছিল। অবচেতনার অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠেছে। তার মানে? ল্যারি অন্য কাউকে ভালোবাসে। ডিভোর্স চাইছে। আমি ডিভোর্স দিতে রাজী হয়নি। এ সবই ল্যারির অভিনয়। ল্যারি বলেছে, গাইড লাগবে না। আমরা একটা ভুল জায়গায় এসে গেছি।

...তুমি এখানে দাঁড়াও...দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমি ফিরে আসব। তারপরেই অন্ধকার।

ল্যারি ফিরে আসেনি। সব মনে হচ্ছে, বানানো ষড়যন্ত্র। ক্যাথারিন জানে, সে বোধহয় এখান থেকে আর বেরোতে পারবে না। ল্যারি এমনটিই চেয়েছিল। তাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হল।

ক্যাথারিন কী করবে? একটা গুমগুমে শব্দ। চারপাশ শুধুই অন্ধকার। মৃত্যু তুমি কি আমাকে গ্রহণ করবে? ভ্যাম্পায়াদের ওড়াওড়ি। না, আতর্নাদ ছাড়া আর কী বা এখন করতে পারে সে?

গুটিসুটি মেরে

নোয়েলে ও ক্যাথারিন, এথেন্স, ১৯৪৬

২২.

গুটিসুটি মেরে সে শুয়ে আছে। যাতে বাদুড় তাকে দেখতে না পায়।

একা লোকের গলা শোনা গেল- ওকে আমরা পেয়েছি, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য।

-ও কী আছে তো?

ল্যারির কণ্ঠস্বর। ভীষণ ভয় পেয়েছে সে। শুনতে পাচ্ছে, ঘাতক এসে গেছে। সে মুখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। চোখ দুটো খুলেছে। বাংলোর বেড়ে। ল্যারি পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে আর একজন লোক।

ল্যারি বলল- ক্যাথারিন।

ক্যাথারিন বলল- আমাকে ছুঁয়ো না। তার কণ্ঠে কাঠিন্য ঝরছে।

অজানা ভদ্রলোক বললেন- মনে হয় উনি এখনও ভয় পাচ্ছেন। আপনি পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

ল্যারি পাশের ঘরে চলে গেল। হ্যাঁ, যেটা ভালো, সেটা করুন।

ভদ্রলোক সামনে এগিয়ে এলেন। খর্বাকৃতি মোটা চেহারার মানুষ। মুখে সুন্দর হাসি। ধীরে ধীরে ইংরাজিতে বললেন, আমি ডঃ কাজোমিডেস। সময়টা আপনার মোটেই ভালো যাচ্ছে না মিসেস ডগলাস। কিন্তু আপনি ভালো হয়ে উঠবেন, আমি কথা দিচ্ছি কদিন সময় লাগবে। ওই গুহাগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এই বছর এই নিয়ে তিনবারের মতো অ্যাকসিডেন্ট ঘটল।

ক্যাথারিন মাথা নাড়ল। বলল- না, এটা কোনো অ্যাকসিডেন্ট নয়, ও আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

-কে আপনাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল?

ক্যাথারিনের গলা শুকিয়ে এসেছে আমার স্বামী।

না।

ক্যাথারিন এটা বিশ্বাস করে না- না, ও আমাকে গুহাতে একা রেখে চলে গিয়েছিল।

এটা সত্যি একটা অ্যাকসিডেন্ট। আমি আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। একটু ঘুমোলে শরীরটা ভালো লাগবে।

একটা অদ্ভুত ভয় জেগেছে ক্যাথারিনের মনের মধ্যে। ক্যাথারিন বলল না, আমি আর কখনও জেগে উঠব না। আমাকে এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবেন কি?

ভদ্রলোক হাসছেন আমি তো আগেই বলেছি মিসেস ডগলাস, চিন্তা করবেন না।
কদিনের মধ্যে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। একটু ঘুমিয়ে নিন। ঘুম এখন দরকার।

উনি একটা কালো মেডিকেল ব্যাগ বের করলেন। হাইপোডারমিকটা খুঁজছেন।

ক্যাথারিনের মনে হল, সে উঠে বসবে। কিন্তু পারছে না। তার সমস্ত শরীরে ঘাম দেখা
দিয়েছে। তার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে।

ডাঃ কাজোমিডেস বললেন-ওঠার চেষ্টা করবেন না। এখনও আপনি পরিপূর্ণ সুস্থ হননি।
এবার ইনজেকশন দেওয়া হবে। ডাক্তার বললেন, পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন। যখন ঘুম
ভাঙবে দেখবেন, আপনি একটা নতুন মানুষ হয়ে গেছেন।

ক্যাথারিন বলল- না, আমি যখন ঘুমিয়ে থাকব, তখন ও আমাকে মেরে ফেলবে।

ডাক্তারের মুখে কঠিন ভাব। তিনি বললেন- পাশ ফিরে শোন, মিসেস ডগলাস।

ক্যাথারিন চোখ বন্ধ করল।

ভদ্রলোক গাউনটা নামিয়ে দিল। ক্যাথারিনের নিতম্বে ইনজেকশন পুশ করলেন।

-আঃ, আপনি আমাকে মেরে ফেলছেন কেন? ক্যাথারিনের দু-চোখে জল।

ডাক্তার শান্তভাবে বললেন- আপনি কি জানেন, আপনাকে আমরা কীভাবে পেয়েছি?
আপনার স্বামী খবর দিয়েছে।

ক্যাথারিন অবাক হয়ে গেছে, ডাক্তার কী বলছে, তা বুঝতেই পারছে না।

-আপনার স্বামী ভুল পথে চলে গিয়েছিলেন। অন্ধকার পথ খুঁজে পাননি। তিনি উন্মাদের মতো হয়ে যান। তিনি পুলিশকে ডেকে আনেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ করতে বেরোই।

ক্যাথারিন বিশ্বাস করতে পারছে না- ল্যারি? ল্যারি এই কাজটা করেছে।

-হ্যাঁ, তার অবস্থা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য তিনি নিজেকে দায়বদ্ধ করেছেন।

এই নতুন খবরটা পেয়ে ক্যাথারিন সত্যি অবাক হয়েছে। যদি ল্যারি তাকে হত্যা করতে চাইত, তাহলে সে কখনও খোঁজার জন্য পাগল হত না। তার মানে? কী ব্যাপার ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

ডাক্তার বললেন- এখন ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল সকালে দেখা হবে।

যে মানুষটিকে সে এত ভালোবাসে, সে একজন হত্যাকারী? ল্যারির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু তার চোখ বুজে আসছে। যখন আমার ঘুম ভাঙবে, তখন আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আবার সব কিছু একইভাবে শুরু হবে।

তার ঘুমটা ভেঙে গেল কী একটা শব্দে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কাঁচের জানলার ওপর বৃষ্টির আর্তনাদ। মাঝে মধ্যেই বাজ চমকাচ্ছে, নীল আলোয় চারপাশ উদ্ভাসিত। মনে হচ্ছে, আজ বোধহয় পৃথিবীর শেষের দিন।

ক্যাথারিন এই শব্দেই জেগে উঠে বসে আছে। কটা বাজে? রাত তিনটে। সে একা? ল্যারি নিশ্চয়ই পাশের ঘরে আছে। আমার কথা চিন্তা করছে।

ক্যাথারিন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারছে না, ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতা। সে কোনোরকমে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সামনের দিকে।

ল্যারি কোথায়? কিচেনে আলো জ্বলছে। ল্যারি বোধহয় ওখানেই আছে। পায়ে পায়ে ক্যাথারিন এগিয়ে গেল। একটি মেয়েকে দেখতে পেল।

ল্যারি বলল- ব্যাপারটা তোমার পক্ষে খুবই খারাপ।

বাকি কথা শোনা গেল না।

-আমি সুনিশ্চিত হবার জন্য এলাম।

-কেউ যদি দেখে ফেলে?

-না, আমি ব্যবস্থা করেছি।

কখন?

-ও যখন ঘুমিয়ে থাকবে।

ক্যাথারিনের দেহ হিমশীতল হয়ে গেছে। সে নড়তে পারছে না। বাকি শব্দগুলো তার কানে এল।

-এটা ঘটিয়েই তাড়াতাড়ি পালাতে হবে।

সেই পুরোনো আতঙ্ক। সমস্ত শরীরে অদ্ভুত যন্ত্রণা। ক্যাথারিন এবার পালাবে। তাকে পালাতেই হবে। পালাতে গিয়ে একটা ল্যাম্প পড়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সেটাকে ধরে ফেলল।

সে বাইরে এল। অন্ধকার রাত। ঘনঘোর বর্ষা। ভীষণ শীত করছে। এখন সে কোথায় যাবে? পাতলা ফিনফিনে নাইট গাউন ছাড়া তার পরনে আর কিছুই নেই। এতে কী বা হবে? তাকে যে করেই হোক পালাতে হবে। হোটেল লবির আলো দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে আরও দূরে। সে কি সেখানে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবে। কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে কি? ডাক্তারের মুখটা মনে পড়ল। না, সে কি পাগল হয়ে গেছে?

পথটা কদমাত্ত, হাঁটা যাচ্ছে না।

খালি পায়ে ক্যাথারিন হেঁটে চলেছে। অনির্দেশের যাত্রাপথে। বারবার পড়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সে গ্রামের পথ ধরল। কোথায় ছুটছে কিছুই জানে না। মাথায় এত বৃষ্টি, সেদিকেও তার হুঁশ নেই।

পথটা একটা ফাঁকা রাস্তায় চলে গেছে। গ্রামের প্রান্তসীমায়। সে ভীত পশুর মতো ছুটছে।

শেষ অব্দি সে লেকের ধারে পৌঁছে গেল। তার পাতলা নাইট গাউন ভেদ করে বাতাস, ঢুকে পড়ছে। সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। ঠান্ডা জল তাকে কাঙ্ক্ষিত আনন্দ দিল।

ক্যাথারিন সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে ভাবছে। একটা চিন্তা মাথায় এসেছে। যে করেই হোক বিল ফ্রেসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বিল ফ্রেসার। তার সুন্দর ম্যানসনে অপেক্ষা করছিলেন। সুন্দর সাজে সেজে। জলের ধারে এসে ক্যাথারিনের মনে পড়ল, বিলের সঙ্গে দেখা করা আর কি যাবে? দেখতে পেল কয়েকটা নৌকো বাধা আছে।

কী করবে বুঝতে পারছে না, পায়ে পায়ে সে নৌকোর ওপর উঠে এল। কোনোরকমে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। নৌকোটা এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা পেয়েছে। ক্যাথারিন পড়ে গেল পায়ের ওপর। নাঃ, ল্যারি নেই, কে? বিল কি? হা, বিল আমার সাথে দাঁড় বাইছে? আমরা মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি? কিন্তু কেন?

নৌকোটা উন্মাদের মতো আচরণ করছে। ক্যাথারিন পরনে বিয়ের পোশাক। বিল তাকে নিয়ে চার্চে যাচ্ছে। বিলের বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কত কথা হচ্ছে। এক মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ক্যাথারিন আবার সেই গুহার মধ্যে ফিরে এসেছে। ল্যারি দাঁড়িয়ে আছে, তার গাউনে হাত রেখে। ওই ভদ্রমহিলার মুখ, সে জল ছিটোচ্ছে, তাকে ডুবিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। বিলের বাড়ি। না, বিল আর তাকে বিয়ে করতে চাইছে না।

এবার আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। সেই ঝড়ের রাতে ক্যাথারিন একেবারে একা। আতঁনাদ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ভয় হারিয়ে গেছে তার মন থেকে। সে ভাবল,

আমাকে এখন ঘুমিয়ে পড়তে হবে। হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে কি? আমি জানি না, শেষ অব্দি আমার কী হবে।

তারপর? কী যেন হয়ে গেল। দমকা বাতাস এসে নৌকোটাকে এলোমেলো করে দিল। সেটা উল্টে গেল। এমন একটা হৃদের জলে, যার তল কোথায় আছে কেউ জানে না।

তৃতীয় পর্ব

বিচার, এথেন্স ১৯৪৭

২৩.

নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের বিরুদ্ধে আনা মামলা শুরু হচ্ছে। কোর্টহাউস, এথেন্স, ৩৩ নং রুম। অনেক মানুষের ভিড়। একটা ধূসর রঙের বাড়ি। ইউনিভারসিটি স্ট্রিট জুড়ে তার অবস্থান। ১৩ নং ঘর, এখানে ক্রিমিনাল ট্রায়ালই হয়ে থাকে। এই ঘরটা বেছে নেওয়া হয়েছে। কারণ এটা সব থেকে বড়ো।

পুলিশ প্রধান সকোরি, নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখছেন। আলোকচিত্রীরা এসে গেছেন। মাঝে মাঝেই ক্যামেরা ঝলসে উঠছে। পাঁচজন বিচারপতি হাজির হয়েছেন। দুপাশে অনেক উৎসাহী মানুষকে দেখা যাচ্ছে।

কিছুদিন পরে এই মামলাটা শুরু হয়েছে। কোর্টরুমের সামনে ছ ফুট লম্বা একটা মেহগিনির পার্টিশন আছে। চামড়ার চেয়ার আছে।

একদিকে আছে সাক্ষ্য দেবার জায়গা। প্রাচীনকালের কারুকাজ করা।

থমথমে নীরবতা। আমেরিকান কাগজে প্রকাশিত হয়েছে ওই ঘটনাটা নোয়েলে পেজ এখনও জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা যেতে পারে, কেউ তা বিশ্বাস করতে চাইছে না। মনে হচ্ছে মারি আতোনিয়ার বোধহয় তার শেষ বিচার দেখতে চলেছে।

এখানে নোয়েলে পেজই কিন্তু একমাত্র ব্যক্তি নয়। ল্যারি ডগলাসকেও দেখা যাচ্ছে। রাগে তার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। সুন্দর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কদিনেই যথেষ্ট ওজন হারিয়েছে সে।

দেখা গেল, সাক্ষ্যদানের আসরে নোয়েলে পেজকে। এখনও যথেষ্ট সুন্দরী। তার মধুর মতো গায়ের রং, অবশ্য একটুখানি খারাপ হয়ে গেছে। আরও কতজন এখানে বসে আছে ইসরায়েল কাটজ, বিখ্যাত ফরাসি সার্জন, আর এক মহান মানুষ। আছেন সোরেল, আরমান্দ গটিয়ার।

উইলিয়াম ফ্রেসার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী। ফ্রেসারের পাশে আছেন কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস।

এবার বোধহয় সওয়াল জবাব শুরু হবে। দেখা গেল নেপোলিয়ান ছোটাসকে। সারা পৃথিবীতে তার মতো তুখোর ক্রিমিনাল আইনজীবী আর একটাও নেই। ডেমিরিসের ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি নোয়েলে পেজের মামলাটা নিতে রাজী হয়েছেন। যখন এই খরবটা সকলের কানে পৌঁছে যায়, দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে ছিল। কেননা নোয়েলে পেজ কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে প্রতারণা করেছে। তাকে বাঁচাবার জন্য তিনি এত আগ্রহী কেন?

মামলা শুরু হবার তিন মাস আগের ঘটনা। একদিন ওয়ার্ডেন নোয়েলের সেলে এসে উপস্থিত হল। বলল, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস দেখা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছেন।

নোয়েলে অবাক হয়ে গেছে। গ্রেপ্তার হবার পর ডেমিরিস চুপচাপ ছিলেন। নীরবতা ভেঙে এই প্রথম তার প্রবেশ।

নোয়েলে অনেক দিন ধরে ডেমিরিসের পরিচিত, নোয়েলে জানে, বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া ডেমিরিস কোনো ব্যাপারে নাক গলাতে চান না। এখন উদ্দেশ্যটা কী, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। প্রতিশোধের পালা? না, দেখাই যাক কী হয়।

ডেমিরিস, তাকে এবং ল্যারিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। নোয়েলে এই ব্যাপারটা ভালোভাবেই জানে। এখন ডেমিরিস নিশ্চয়ই চাইবেন, দুজনের ফাঁসি হোক। তাহলেই প্রতিশোধের পালাটা সম্পূর্ণ হবে।

নোয়েলে সবকটা সম্ভাবনা বিবেচনা করল। খেলাটা কোনদিকে এগোচ্ছে, সে ঠিক বুঝতে পারছে না। অথবা কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস চাইতে পারেন, ল্যারি মরে যাক, সে বেঁচে থাকুক। চিরজীবন বন্দিনী হয়ে, অথবা তার অধীনে। এইভাবেই হয়তো প্রতিশোধটাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে।

তাই কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের আসার খবর শুনে নোয়েলে খুবই অবাক হয়ে গেল।

নোয়েলে এসেছে ওয়ার্ডেনের প্রাইভেট অফিসে। মেকাপ কেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।, মেকাপ করে কী লাভ? সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। তিন মাসের মধ্যে এই প্রথম আকাশের মুখ দেখতে পেল সে। তাকে সেন্ট নিকো ডিমোসট্রিট প্রিজন থেকে আরকায়ারসাকিয়নে নিয়ে আসা হত, কোর্ট হাউসে। মাঝে মধ্যে বন্ধ করে আনা হত একটা প্রিজন ভ্যানের মধ্যে। ভ্যানটা বেসমেন্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। সেখানে একটা খাঁচা আছে। সেই খাঁচা তাকে তিনতলার করিডরে নিয়ে যেত। হিয়ারিং শুরু হত। তাকে ওই বিচার শোনার জন্য বসে থাকতে হত। আবার বন্দীশালায় ফিরে যাওয়া।

এখন নোয়েলে জানলা দিয়ে তাকাল। ইউনিভারসিটি স্ট্রিট দিয়ে ট্রাফিক চলেছে। মানুষজন বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। এই প্রথম নোয়েলে ভীষণ ভয় পেল। সে জানে, বিচারে কী হবে? খবরের কাগজের পাতায় সে সবকিছু পড়েছে। হ্যাঁ, সকলের চোখে তারা এখন অপরাধী। গ্রিকরা ঘৃণা প্রদর্শন করেছে। সে বিয়ে নামের একটা পবিত্র বন্ধনকে অগ্রাহ্য করেছে।

এর আগে নোয়েলে জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট উদাসীন ছিল। উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছে। কোনো দিন বিপদ আসতে পারে, ভেবেও দেখেনি। এখন সে যেন কেমন হয়ে গেছে। সে দেখল, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কয়েক মাসে বয়স তার দশ বছর বেড়ে গেছে। তার শরীরে বিবর্ণতা, চোখের মধ্যে বিষণ্ণতা। কেন? নোয়েলে জানে না।

সেকেন্ডের ক্ষণভগ্নাংশে নোয়েলে ভাবল, এটা কি কোনো একটা ছলনা?

সে বলল- আমি দুঃখিত কোস্টা।

ডেমিরিস সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন আমি তোমাকে মেরে ফেলতাম, সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল।

-কেন তা করোনি?

শান্ত উত্তর- তুমি আমাকে হত্যা করেছ। আমার সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েছ। এত কষ্ট আমি কখনও পাইনি।

-কোস্টা

-আমাকে শেষ করতে দাও। আমি ক্ষমাশীল মানুষ নই। বিশ্বাস করো। আমি আর থাকতে পারছি না নোয়েলে। তোমাকে ফিরে পাব না?

ভেতরে কী উন্মাদনা, নোয়েলে বাইরে তা প্রকাশ করবে কী করে? সে বলল- না, আর তো কোনো সম্ভবনা নেই। আছে কি?

-তোমাকে যদি আমি স্বাধীন করি, কথা দাও তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। আমার সঙ্গে থাকবে?

সঙ্গে থাকা? অনেকগুলো ছবি ফুটে উঠল। ল্যারির সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। ল্যারিকে স্পর্শ করতে পারবে না। নোয়েলের কাছে এখন আর কোনো বিকল্প নেই, জীবন তা হলে কেমন হবে? যতদিন বেঁচে থাকবে, একটা সুযোগ তো থাকবে। সে ডেমিরিসের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল- হ্যাঁ, কোস্টা, আমি শুধু তোমারই হব।

ডেমিরিস তাকালেন। আবেগে ভরে গেছে তার কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন- ধন্যবাদ। অতীতকে আমরা ভুলে যাব। যেটা মরে গেছে, আমাদের সম্পর্কে সেটা প্রভাব ফেলবে কেন? আমরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করব। আমি একজন অ্যাটর্নিকে তোমার জন্য নিযুক্ত করেছি।

কে?

-নেপোলিয়ান ছোটাস।

এই নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নোয়েলের মনে হল, অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। হাজার আলো জ্বলে উঠেছে।

নেপোলিয়ান ছোটাস বসেছিলেন আইনজীবীদের টেবিলের একেবারে কোণে। একটু বাদে যে মহাযুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, তার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছিলেন। ছোটাস জানেন, যদি এই সওয়াল জবাবটা আওনিয়াতে হত, তাহলে ভালো হত। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। কারণ গ্রিক আইন অনুসারে যে জেলাতে অপরাধ সংঘটিত হয়, সেখানে এই বিচার অনুষ্ঠিত হতে পারে না। ছোটাস আরও জানেন যে, নোয়েলে পেজ যে অপরাধী এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারটা তার কাছে কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করে না। তিনি অন্য সব লইয়ারদের মতো অপরাধ নিয়ে চিন্তা করেন না। সকলেই সুবিচার পাবে। এমন একটা ধারণা পোষণ করেন।

বিচার এবার শুরু হতে চলেছে। তবে এবারে লড়াইটা একেবারে অন্যরকম। এই প্রথম নেপোলিয়ান ছোটাস তার মক্কেলের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। সত্যি সত্যি তিনি নোয়েলে পেজকে ভালোবাসেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের ব্যক্তিগত আগ্রহে এই মামলাটা লড়তে রাজী হয়েছেন। তিনি জানেন, নোয়েলে পেজের জনপ্রিয়তা কতখানি। তিনি আরও জানেন, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর সাংবাদিকদের তীক্ষ্ণ নজর থাকবে। নোয়েলে, বিশ্বের অন্যতম বুদ্ধিমতী রমণী। সৌন্দর্যের প্রতীক। হ্যাঁ, এমন মেয়ে দেখলে প্রেমে পাগল হতে ইচ্ছে করে। ছোটাস আনন্দিত, নোয়েলের পাশে বসতে পেরেছেন।

প্রথমে ছোটাস ভেবেছিলেন, এই মেয়েটি বোধহয় শুধুই সুন্দরী, মাথায় বুদ্ধি নেই। নোয়েলের সঙ্গে কথা বলার পর তার সেই ধারণা পাঁটে গেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, মেয়েটি বুদ্ধিমতী। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ঠিক মেয়েকেই রক্ষিতা রেখেছিলেন। কিন্তু

ল্যারি ডগলাসের সাথে নোয়েলের ভাব ভালোবাসা ব্যাপারটা ছোটাসের বোধগম্য হয়নি। অবশ্য পৃথিবীতে এমন ঘটনা অনেক সময় ঘটে। দুই নারী-পুরুষের মধ্যে তীব্র শারীরিক আকৃতি দেখা যায়। অথচ যাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান।

ডেমিরিসের সাথে দেখা হওয়ার মুহূর্তটাও ছোটাসের মনে হল। অনেক বছর ধরেই তারা একে অন্যকে চেনেন। কিন্তু ছোটাসের যে আইন সংস্থা আছে, তা ডেমিরিসকে কোনোদিন সাহায্য করেনি। শেষ পর্যন্ত ডেমিরিস ছোটাসকে তার বাড়িতে আসতে বললেন। ভূমিকা ছাড়াই ডেমিরিস বললেন

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এই বিচারের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে। মিস পেজ, আমার জীবনের একমাত্র মহিলা, যাকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিলাম।

তারা দুজন ছ ঘণ্টা আলোচনা করেছিলেন। ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ কী হতে পারে, তা নিয়ে খুঁটিনাটি পর্যালোচনা। নোয়েলের সপক্ষে দাঁড়াতেই হবে। যখন ছোটাস ওঠার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, একটা শর্ত স্থাপিত হল। বলা হল, ছোটাসকে দ্বিগুণ টাকা দেওয়া হবে। এরপর থেকে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের সমস্ত কাজে ছোটাসের আইন সংস্থা যুক্ত থাকবে।

ডেমিরিস বলেছিলেন- আপনার ওপর সবকিছু স্থাপন করলাম। আশা করি আপনি বাঁচাবেন।

ছোটাস এই প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছিলেন। শুরু হল তার প্রবল পরিশ্রম। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাবলেন, এই যুদ্ধে আমাকে জিততেই হবে।

দুজন বিচারক এসে প্রবেশ করলেন। তৃতীয় জজ কোর্টের প্রেসিডেন্ট, তিনি এলেন। তিনি মাঝের চেয়ারে বসলেন।

তিনি শুরু করলেন বিচার শুরু হোক।

পিটার ডেমোনিডাস, রাজ্যের হয়ে যিনি মামলা লড়ছেন, তিনি প্রথম কথা বলবেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন প্রসিকিউটর। এর আগেও নেপোলিয়ান ছোটাসের বিরুদ্ধে একাধিক মামলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রত্যেক মামলায় একই ফলাফল হয়েছে। ওই বুড়ো বেজন্মাকে হারানো যাচ্ছে না। কেন? উনি জানেন না, কী এক অদ্ভুত কায়দায় ছোটাস একটির পর একটি মামলা জিতে যান।

দুজনের মধ্যে দারুণ বৈরীতা।

ডেমোনিডাস এবার কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি প্রথম আইনের কথা বললেন। তিনি দুজন নারী পুরুষের মানবিক বিকলনের কথাও উচ্চারণ করলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, এই বিচার শেষ হবার আগে রাষ্ট্র প্রমাণ করবে যে, এরা দুজন ঠান্ডা মাথায় ক্যাথারিন ডগলাসকে হত্যা করেছেন। ক্যাথারিনের একমাত্র দোষ কী? তিনি তার স্বামীকে ভীষণ ভালোবাসতেন? ভালোবাসার জন্য তাকে মরতে হল। ওই দুই অভিযুক্ত ভেবে-চিন্তে মৃত্যুর প্লটটা সাজিয়ে ছিলেন।

এটাই হল একমাত্র উদ্দেশ্য, এর মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

ডেমোনিডাসের কথা বলা শেষ হয়ে গেছে। এবার নেপোলিয়ান ছোটাসের পালা। তিনি কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি তার উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করলেন। ধীরে ধীরে তিনি জুরিদের কাছে এগিয়ে এলেন। চারপাশে তাকালেন।

উইলিয়াম ফ্রেসারের দিকে তাকালেন। কতগুলো কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি বললেন- এই ভদ্রমহিলাকে এখানে কেন আনা হয়েছে? তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ? তিনি কি সত্যি হত্যা করেছেন? মহামান্য আইন বিশারদ কী বলবেন? না, আমার মনে হয় হত্যার অপরাধ আনা উচিত নয়।

কথা বলতে বলতে ছোটাস চুপ করে গেলেন। মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন আমার মক্কেলকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, তিনি একটা আইন ভেঙেছেন। এমন একটা আইন যা কোথাও লেখা থাকে না। তিনি অন্য একজন মহিলার স্বামীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে যুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমে ওই ভালোবাসার কথা প্রকাশিত হয়েছে। জনগণের চোখে তিনি অপরাধী। সকলেই চাইছেন, তাঁকে যেন শাস্তি দেওয়া হয়।

ছোটাস চুপ করলেন, একটা সাদা বড়ো রুমাল বের করলেন। মুখ মুছলেন। তারপর তাকে ঝাড়লেন। ওই রুমালটা পকেটের ভেতর পুরে দিলেন।

সত্যি কথা, যদি উনি আইন ভেঙে থাকেন, ওনাকে আমরা শাস্তি দেব। কিন্তু হত্যার অপরাধ, যে হত্যা কোনদিনই হয়নি। তার জন্য কেন আমরা অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করব। নোয়েলে পেজ একজনের উপপত্নী, উনি থামলেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তার

নাম এখানে বলতে পারছি না। যে কোনো খবরের কাগজের পাতায় আপনারা সেই নামটা দেখতে পাবেন।

দর্শকদের মধ্যে থেকে হাসির হুল্লোড়।

আগস্টে ল্যান্ডনকে দেখা গেল দর্শকবৃন্দের দিকে তাকিয়ে আছেন। ছোটো ছোটো চোখ রাগে জ্বলে উঠেছে। কী আশ্চর্য? নোয়েলের প্রতি এই অপমান? ডেমিরিস হয়তো কিছুই জানেন না। তা সত্ত্বেও? এমন হয় কী করে?

বলা হচ্ছে মিস পেজ এবং মিঃ লরেন্স ডগলাস শ্রীযুক্ত ডগলাসের স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। যাতে তারা একে অন্যকে বিয়ে করতে পারেন। তাই তো? অনুগ্রহ করে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

ছোটাস নোয়েলে এবং ল্যারির দিকে তাকালেন। কোর্টরুমে উপস্থিত সকলের চোখ সেদিকে পড়েছে।

সত্যি কি তারা পরস্পরকে ভালোবাসেন? হয়তো সত্যি? তার মানে কি তারা হত্যাকারী? না, আমি প্রমাণ করব, এখানে কেউই হত্যাকারী নয়। আমি লরেন্স ডগলাসের হয়ে কাজ করছি না। ওনার নিজস্ব আইনজীবী আছে। তিনিও যথেষ্ট বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান। কী আশ্চর্য, রাষ্ট্র বলছে এই দুজন মানুষ একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন। তারা একসঙ্গে হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। একজন যদি অপরাধী হয়ে থাকেন, অন্য জনও হবেন। আমি প্রমাণ করব, তারা দুজনেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কোনো কিছুই আমার মনেকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

ছোটাস বলছেন-ক্যাথারিন ডগলাস বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন সে সম্পর্কে আমার ক্লায়েন্টের কোনো ধারণাই ছিল না। তিনি কী করে জানবেন? তিনি তো ক্যাথারিনের সঙ্গে দেখা করেননি। ভাবুন তো, এটা কি হওয়া সম্ভব? যে মানুষটির সাথে আপনার জীবনে কখনও দেখা হয়নি, আপনি তাকে মারবেন কী করে? এব্যাপারে অনেকগুলো তথ্য আছে। এক এক করে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যে তথ্যটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে, তা হল ক্যাথারিনের স্বামী এবং মিস পেজের মধ্যে গভীর গোপন ভালোবাসা ছিল। তাদের মধ্যে হৃদয়ের আর্তি ছিল। ভয় ছিল না। প্রিয় ভদ্রমহোদয়রা, ভেবে দেখুন, ব্যাপারটা খুবই সহজ। এক সরল সাদা প্রেমিকার সাথে প্রেমিকের আলাপন।

ল্যারি ডগলাসের অ্যাটর্নি হলেন ফ্রেডরিক স্টাভরস। তিনি নিঃশ্বাস ফেললেন। কদিন ধরে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখছেন। তার কেবলই মনে হচ্ছে, নোয়েলে পেজকে বোধহয় ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তার মক্কেলকে ফাঁসি দেওয়া হবে। এটা হলে সকলের কাছে তিনি হাস্যাস্পদ হবেন। ফ্রেডরিক নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, ছোটাস তার চোখে এক মহান তারকা। এখন শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। দুজন অপরাধীকে তিনি একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। শুধু নিজের ক্লায়েন্টকে বাঁচাবার জন্য উদগ্রীব নন, এই বিচারসভায় জিততে পারলে ফ্রেডরিকের গোটা ভাগ্যটা পাল্টে যাবে। তিনি যা চাইছেন, সবকিছু মুঠোবন্দী করতে পারবেন। বুড়ো মানুষটার জন্য অনেক শ্রদ্ধা উথলে উঠল। স্টাভরস ছোটাসের দিকে তাকালেন। প্রতিটি শব্দ শোনার চেষ্টা করছেন।

ছোটাস বলছেন- এটা এমন এক মহিলার গল্পকথা, যিনি জীবনে সব কিছু পেয়েছেন, সবকিছু ছেড়েও দিয়েছেন। এর মধ্যে ঘাতিকার চিহ্ন কোথায়?

ছোটাসের কথা বলা এগিয়ে চলেছে। নোয়েলে পেজ উদাস চোখে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে ছোটাস নোয়েলে সম্পর্কে একটা সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চলেছেন।

তিনি বলছেন- এই মহিলা পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী পুরুষের শয়্যাসঙ্গিনী, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সমস্ত জীবনটা উনি অর্থের মধ্যে কাটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কপর্দকহীন এক পাইলটকে ভালোবেসেছেন।

ছোটাস আবেগ সম্পৃক্ত ভাবনার সৃষ্টি করতে চাইছেন। জনগণের মধ্যে অনুভূতির সঞ্চারণ।

ল্যারি ডগলাস উইটনেস বক্সে বসে আছেন। ছোটাসের প্রত্যেকটা শব্দ শোনার চেষ্টা করছেন। তার কেবলই মনে হচ্ছে, হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনিও বেঁচে যাবেন। তারপর? তারপর কী হবে? বছর কুড়ি বয়সের এক তরুণী অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। হয়তো কিছু বলতে চাইছে সে। ল্যারি বুঝতে পারল, সে হল এক সাংবাদিক। সে মিষ্টি করে হাসল। তরুণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পিটার ডেমোনিডাস এবার সওয়াল জবাব শুরু করবেন। তিনি বললেন- আপনার নাম কী?

-আলেকটিস মাইনস।

-আপনার পেশা কী?

-আমি একজন অ্যাটর্নি।

-দেখুন তো, এই দুই অভিযুক্তকে আপনি চিনতে পারছেন কি না? আপনি কি কখনও ওদের দেখেছেন? ওদের কাউকে?

-ইয়েস স্যার। একজনকে।

কাকে?

-ওই পুরুষকে।

মিঃ লরেন্স ডগলাস?

-হ্যাঁ।

কীভাবে আপনার সঙ্গে ডগলাসের দেখা হয়েছে?

ছমাস আগে উনি আমার অফিসে এসেছিলেন?

কী জন্য?

-পেশার ব্যাপারে আলোচনা করতে।

কী ধরনের সাহায্য উনি চেয়েছিলেন?

বলব কি?

-হ্যাঁ, ভালো করে বলুন।

-উনি ডিভোর্স কেস করার জন্য আলোচনা করেছিলেন।

-উনি এর জন্য আপনাকে লাগিয়ে ছিলেন কি?

-না, যখন উনি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন, আমি বললাম, উনি গ্রিসে কখনওই ডিভোর্স পাবেন না।

-তখন কী হয়েছিল?

-প্রথমে উনি বলেছিলেন যে, এই ব্যাপারটা জানাজানি হলে অসুবিধা হবে। তারপর উনি বলেছিলেন, ওনার বউ কিছুতেই ডিভোর্স দিতে চাইছেন না।

-তার মানে উনি ডিভোর্সের কথা বলেন আর বউ সেটা অস্বীকার করেন, এই তো?

হ্যাঁ, একথাই উনি বলেছিলেন।

-আপনি ওনাকে সাহায্য করতে পারবেন না, একথা বলেছিলেন কি? যদি ওনার স্ত্রী স্বেচ্ছায় ডিভোর্স না দেন, তাহলে এটা পাওয়া যাবে না, একথাও বলেছিলেন?

-হ্যাঁ, আমি তা বলেছিলাম।

তারপর কী হয়েছে?

-আমি বাধা দিয়েছি।

কথা এগিয়ে চলল।

ছোটাস চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন- আপনি কি একজন অ্যাটর্নি, মিঃ মাইনস?

-হ্যাঁ।

বাঃ, দেখা যাচ্ছে আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ। আমি আইনের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা করি। আপনি কি করপোরেট লিটিকেশন নিয়ে কাজ করেন?

না, আমি এ ব্যাপারটা জানি না।

ট্যাক্সের ব্যাপার?

-আমি ট্যাক্স লইয়ার নই।

মাইনসের মুখ রাগে থমথম করছে। ছোটাস মাথা চুলকোচ্ছেন তাহলে কী ধরনের কাজ আপনি করেন?

-শুধুমাত্র ডিভোর্সের কেস আমি করে থাকি।

ছোটাসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মিঃ ডেমোনিডাস একজন এক্সপার্ট কি এখানে পাঠিয়েছেন।

অ্যালেক্স মাইনস বললেন- হ্যাঁ, ধন্যবাদ।

ছোটাস বললেন- আমি কখনও ডিভোর্সের ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি। আমি এ ব্যাপারে আপনার ওপর নির্ভর করব। আমি জানি, এর জন্য নিশ্চয়ই আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হয়।

-হ্যাঁ, আমার হাতে অনেকগুলি কেস আছে। যতগুলো আমি ব্যবস্থা করতে পারি তত গুলো।

-অনেকগুলো নিশ্চয়ই?

-হ্যাঁ, তা তো বটেই।

পিটার ডেমোনিডাস ছোটাসের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী ঘটনা ঘটবে তিনি বুঝতেই পারছেন না।

ছোটাস বললেন- আমি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইছি না মিঃ মাইনস। কিন্তু আমার পেশাগত কারণে জানতে চাইছি, সারা বছরে আপনার কাছে এধরনের কতজন ক্লায়েন্ট আসেন?

-ঠিক মতো বলতে পারব না।

-মোটামুটি বলুন।

মনে হচ্ছে দুশো। এটা আমার ধারণা এবং অনুমান।

-দুশো জন আসেন ডিভোর্স করতে। অনেক কাজ করতে হয় আপনাকে, কাগজপত্র সামলাতে হয়, তাই তো?

না, ঠিক দুশো হয় না।

ছোটাস অবাক হয়ে গেছেন কেন?

সব কটা তো আর ডিভোর্সের ব্যাপার নয়।

ছোটাসের মুখে ধাঁধাঁ- আপনি যে এইমাত্র বললেন, ডিভোর্স ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে আপনি আলোচনা করেন না।

-হ্যাঁ, মাইনসের গলা বসে গেছে।

বলুন, ভালো করে বলুন। ছোটাস বোধহয় অবাক।

-তারা সকলেই আর শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদে জয়যুক্ত হন না।

-তাহলে তারা কেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আসেন?

-অনেক কারণ থাকে, অনেক সময় তাদের মন পরিবর্তিত হয়ে যায় নানা কারণে।

ছোটাস মাথা নাড়লেন- আহা, আবার মিলন হয়ে যায় তাই তো?

-ঠিকই বলেছেন।

-তা হলে? কতজন শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সে লেগে থাকেন? দশ শতাংশের বেশি হবে কি?

মাইনস চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন- আর একটু বেশি হবে।

কত বেশি? পনেরো শতাংশ? কুড়ি শতাংশ।

-চল্লিশ শতাংশ।

নেপোলিয়ান ছোটাস অবাক হয়ে গেছেন- মিঃ মাইনস, আপনি বলছেন, যতজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তার প্রায় অর্ধেকই শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সটা চায় না?

-হ্যাঁ।

মাইনসের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। তিনি পিটার ডেমোনিডাসের দিকে তাকালেন। ডেমোনিডাস মাটির একটা ফাটলের দিকে চেয়ে আছেন।

তার মানে? ওরা কি আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না?

মাইনস নিজেকে বাঁচানোর জন্য বললেন- কখনওই নয়। তাদের মধ্যে হঠাৎ বিস্ফোভ দেখা দেয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। তারা পরস্পরকে ঘৃণা করতে শুরু করেন। ভাবেন এখনই বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে। পরে আবার শান্তির বাতাবরণ। মন পরিবর্তিত।

তার কথা বলা শেষ হয়ে গেল। ছোটাস শান্তভাবে বললেন- ধন্যবাদ। আপনি আমাকে আরও সাহায্য করবেন ভবিষ্যতে আশা করি। আপনি আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছেন।

পিটার ডেমোনিডাস এবার সান্ধ্যের সাথে কথা বলবেন।

-আপনার নাম প্লিজ?

কাস্টা, আইরিন কাস্টা ।

-মিস অথবা মিসেস?

আমি একজন বিধবা ।

-আপনার পেশা কী শ্রীমতী কাস্টা ।

-আমি হাউসকিপার । বাড়ি দেখাশোনা করি ।

-আপনি কোথায় কাজ করেন?

রাফিনাতে এক ধনীর পরিবারে ।

-সেটা বোধহয় সমুদ্রের ধারে একটা গ্রাম, তাই তো? এথেন্স থেকে একশো কিলোমিটার উত্তরে, তাই তো?

হা ।

-আপনি ওই দুই অভিযুক্তের দিকে তাকান তো । ওদের কোথাও দেখেছেন?

-হ্যাঁ, অনেক বার ।

কী ধরনের অবস্থায়?

-আমি যে ভিলাতে কাজ করি, তার পাশের ভিলাতে ওঁরা এসে থাকতেন। অনেক সময় ওঁদের আমি সমুদ্র সৈকতে বসে থাকতে দেখেছি। একেবারে উলঙ্গ অবস্থায়।

দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।

পিটার ডেমোনিডাস ছোটাসের দিকে তাকালেন। ছোটাস হয়তো বাধা দেবার চেষ্টা করবেন তিনি ভেবেছিলেন। বুড়ো আইনজ্ঞ চুপচাপ বসে আছেন। তার মুখে দুয়ে হাসি। এই হাসিটাই ডেমোনিডাসকে বারবার অকেজো করে দেয়।

তিনি আবার সাক্ষীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

-আপনি ঠিক বলছেন, এই দুজনকে দেখেছেন? আপনি কিন্তু শপথ নিয়েছেন। সত্যি কথা বলছেন তো?

-হ্যাঁ, আমি কোনো মিথ্যে বলছি না।

-যখন তারা সমুদ্র সৈকতে বসে থাকতেন, তখন কী মনে হত? তাদের মধ্যে ভাব ভালোবাসা হয়েছে?

-হ্যাঁ, তারা ভাইবোনের মতো আচরণ করতেন না।

আবার দর্শকদের মধ্যে হাসির হুল্লোড়।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শ্রীমতী কাস্টা। ডেমোনিডাস এবার ছোটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি প্রশ্ন করবেন?

ছোটাস উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ওই ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে গেলেন।

কত দিন ধরে আপনি ওই ভিলাতে কাজ করছেন মিসেস কাস্টা।

সাত বছর ধরে।

-সাত বছর, আপনি নিশ্চয়ই ভালভাবে কাজ করেন। তাই তো?

-হ্যাঁ, আমার কাজে কোনো ত্রুটি পাবেন না।

-আপনি কি আমার জন্য একজন ভালো হাউসকিপারের সন্ধান করবেন? আমি রাফিনাতে সমুদ্রের ধারে একটা বাগানবাড়ি কিনব। আমার সমস্যা কী বলুন তো? এমন একটা গোপন জায়গা দরকার যেখানে আমি ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে পারি। আমার মনে হয় ওখানে অনেকগুলো ভিলা আছে, তাই না? পরস্পর সংলগ্ন?

-না, স্যার। প্রত্যেকটা ভিলার পাশে একটা বিরাট দেওয়াল আছে।

বাঃ, ভালো বলেছেন তো। তাহলে একটা ভিলা থেকে আর একটা ভিলার দূরত্ব কত হবে?

স্যার, অন্তত একশো গজ তো হবেই। আমি জানি, একটা ভিলা বিক্রির জন্য আছে, সেখানে আপনি সবরকম নিরাপত্তা পাবেন। আমার বোনকে আমি দেব, সে দেখাশোনা করতে পারবে। সে রান্নাও জানে।

-অনেক ধন্যবাদ মিসেস কাস্টা। ব্যাপারটা ভালোই শোনাচ্ছে। আজ বিকেলবেলা আমি ওনাকে ডেকে পাঠাব।

-না, আজ সে ব্যস্ত আছে। সে ছটার পরে বাড়িতে ফিরবে।

-এখান কটা বাজে?

-আমি তো সঙ্গে ঘড়ি আনিনি।

-ওই দেওয়াল ঘড়ি ঝুলছে। কী বলছে?

-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা তো ওই দিকে আছে।

-এখন থেকে ঘড়িটা কতদূর হবে?

-পঞ্চাশ ফুট।

তেইশ ফুট দূরে মিসেস কাস্টা। আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করব না।

ট্রায়ালের পঞ্চম দিন। ডঃ ইসরায়েল কাটজের পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। যখন তিনি অপারেশন করেন, তখন তাকে ওই কৃত্রিম পায়ের ওপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতে কোনো অসুবিধা হয় না। বসার সময় কেমন যেন হয়ে যায়। সমস্ত শরীরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। তিনি প্রতিদিন বিচারসভায় গেছেন। নেপোলিয়ান ছোটাসের সঙ্গে কথা বলেছেন। সবকিছু বোঝার চেষ্টা করেছেন। নোয়েলেকে বলেছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। তিনি জানেন, ব্যাপারটা কীভাবে ঘটে চলেছে।

ইসরায়েল কাটজ, নোয়েলেকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। নোয়েলে না থাকলে আজ পৃথিবীটা। অন্যরকম হয়ে যেত। এখন ছোটাসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। শাস্তি অথবা মুক্তি কী হবে? যদি নোয়েলে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে? তাহলে সে স্বাধীন হবে। আর তা না হলে...

—আপনার নাম?

—ক্রিস্টিয়ান বারবেড।

—আপনি কি ফরাসি নাগরিক?

—হ্যাঁ।

—আপনি থাকেন কোথায়?

প্যারিসে ।

-আপনি কি কোর্টকে বলবেন, আপনার কী পেশা?

-আমি একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির মালিক ।

-এই এজেন্সিটা কোথায়?

-এটা প্যারিসে অবস্থিত ।

কী ধরনের কাজ আপনি করেন?

-সব করমের । বাণিজ্যিক কাজকর্ম, কেউ হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজে নিয়ে আসা ।
কারোর ওপর কঠিন নজর রাখা । স্বামী স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ।

-মঁসিয়ে বারবেড, এই কোর্টঘরের চারদিকে তাকান তো, বলুন তো কেউ কোনোদিন
আপনার ক্লায়েন্ট হিসেবে গিয়েছিল কিনা?

তিনি বললেন- হ্যাঁ, স্যার ।

কে?

-ওই ভদ্রমহিলা । মিস নোয়েলে পেজ ।

দর্শকদের মধ্যে আবার গুঞ্জন।

-মিস নোয়েলে পেজ আপনাকে ভাড়া করেছিলেন? কী কারণে?

-তিনি ল্যারি ডগলাস সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। ল্যারি ডগলাসের কার্যকলাপের রিপোর্ট তাকে দিতে হত।

-দেখুন তো ওই ল্যারি ডগলাস এখানে আছেন কিনা?

-হ্যাঁ, স্যার।

-এর জন্য মিস পেজ কি আপনাকে টাকা দিয়েছিলেন?

-হ্যাঁ, স্যার।

-আমার হাতে এই কাগজগুলো আছে। দেখুন তো, এই রেকর্ডগুলোর জন্য আপনাকে টাকা দেওয়া হয়েছিল কিনা?

-হ্যাঁ, স্যার।

-মঁসিয়ে বারবেড, কীভাবে আপনি মিঃ ডগলাস সম্পর্কে এত খবর সংগ্রহ করতেন?

-এটা বলা খুবই শক্ত। আমি ফ্রান্সে থাকতাম। ডগলাস থাকতেন ইংল্যান্ডে। পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। তারপর আবার ফ্রান্সে চলে আসেন। ফ্রান্স তখন জার্মানিদের অধিকৃত।

কী বলছেন? আমি বলছি, ফ্রান্সের বেশ কিছুটা তখন জার্মানিদের দখলে ছিল।

-এক মুহূর্ত, আপনি কী বলছেন মঁসিয়ে বারবেড? এই মাত্র মিস পেজের অ্যাটর্নি জানালেন যে, পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা কয়েক মাস আগে শুরু হয়েছে। আর আপনি বলছেন, অনেক বছর আগে তারা একে অপরকে ভালোবাসতেন? কত বছর আগে?

-অন্তত ছবছর হবে।

আবার জনগণের মধ্যে থেকে নানা মন্তব্য ভেসে এল। ডেমোনিডাস ছোটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি কিছু বলবেন?

নেপোলিয়ান চোখ বন্ধ করলেন। উইটনেস বক্সের দিকে এগিয়ে গেলেন। উনি বললেন, মিঃ বারবেড, আমি আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। আমি জানি, আপনি ফ্রান্সে ফিরতে আগ্রহী। সেখানে আপনার পরিবারের সকলে আছেন, তাই তো?

-হ্যাঁ, আপনি বলুন, আমি কিছু মনে করছি না মঁসিয়ে।

ধন্যবাদ। ব্যাপারটা কিছুটা ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে। এই স্যুটটা পরে আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে মিঃ বারবেড।

আপনাকে আবার ধন্যবাদ মঁসিয়ে।

—এটা কি প্যারিসে তৈরি?

—হ্যাঁ।

—এটা খুব ভালো মানিয়েছে আপনাকে। আমার স্যুটগুলো একদম ভালো হয় না। আপনি কখনও ইংল্যান্ডের দরজিদের কাছে যান না কেন? তারা তো সুন্দর স্যুট বানায়।

—না, মঁসিয়ে।

—আপনি ইংল্যান্ডে অনেক বার গেছেন?

—হ্যাঁ, বা না।

না, স্যার।

—আমেরিকা?

—না, স্যার।

কখনও নয়?

-না, স্যার।

-আপনি কখনও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে গেছেন?

-না, স্যার।

-তাহলে আপনি বলুন, আপনি কেমন ডিটেকটিভ। আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। এই সব রিপোর্টগুলো এসেছে ইংল্যান্ড থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে। আর আপনি বলছেন, আপনি কখনও সেখানে যাননি। আপনি কি পাগল?

-মঁসিয়ে, আমি ঠিক কথা বলছি। আমাকে কোনো জায়গায় যেতে হয় না। সব জায়গাতে আমার প্রতিনিধি আছে। ইংল্যান্ডে আছে, আমেরিকাতে আছে।

-আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি কি জানেন, ওই লোকগুলো মিঃ ডগলাসের সম্পর্কে সত্যি কথা বলেছেন?

-অবশ্যই।

মিঃ ডগলাসের কাজকর্ম সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল না, তাই তো?

-না, স্যার।

-তাহলে এইসব খবরগুলো এসেছে অন্য সূত্র থেকে।

-হ্যাঁ।

ছোটাস এবার বিচারপতিদের দিকে তাকিয়ে বললেন- পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখতে হবে। মাননীয় বিচারপতিরা, সবটাই গুজবের ওপর নির্ভর করছে।

পিটার ডেমোনিডাস বললেন, আমি বাধা দেবার চেষ্টা করছি। নোয়েলে পেজ মিঃ বারবেডকে ভাড়া করেছিলেন। ল্যারি ডগলাস সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করার জন্য। এর মধ্যে গুজব কোথা থেকে আসছে।

আমার মহামান্য আইনজীবী এই ব্যাপারে কতগুলো সাক্ষ্য দাখিল করেছেন। ছোটাস বলতে থাকেন, আমি সেগুলোকে গ্রহণ করব। কিন্তু যে সমস্ত মানুষেরা ডগলাস সম্পর্কে এই খবরগুলো দিয়েছে, তাদের সকলকে আদালত চত্বরে হাজির করতে হবে। যদি তা করা না সম্ভব হয়, তাহলে আমি বলব, এইসব সাক্ষ্য প্রমাণের কোনো দরকারই হবে না। আমি এগুলোকে গ্রহণ করতে পারব না।

কোর্টের প্রেসিডেন্ট ডেমোনিডাসের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি কি ওইসব সাক্ষীদের কোর্টে আনতে পারবেন?

-এটা অসম্ভব? পিটার ডেমোনিডাস বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। মিঃ ছোটাস জানেন যে, অনেক সপ্তাহ লেগে যাবে তাদেরকে ধরতে।

প্রেসিডেন্ট ছোটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন— আপনার আবেদন মঞ্জুর হল ।

.

পিটার ডেমোনিডাস এবার জেরা করবেন ।

—আপনার নাম কী?

—জর্জ মসন ।

—আপনি কী করেন?

—আমি আয়োনিয়ার প্যালেস হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ক ।

—দেখুন তো ওই দুই অভিযুক্তের দিকে তাকিয়ে । ওঁদের কখনও কোথাও আগে দেখেছেন কি?

—ওই ভদ্রলোককে আমি দেখেছি । গত আগস্ট মাসে তিনি আমাদের হোটেলের গেসট ছিলেন ।

উনি কি মিঃ লরেন্স ডগলাস?

—হ্যাঁ, স্যার ।

উনি কি একা ছিলেন? যখন ঢোকেন?

-না, স্যার।

-ওনার সঙ্গে কে ছিলেন?

-ওনার স্ত্রী।

ক্যাথারিন ডগলাস?

-হ্যাঁ, স্যার।

-তারা মিঃ এবং মিসেস ডগলাস, এই নাম লেখেছিলেন?

-হ্যাঁ, স্যার।

-আপনি এবং মিঃ ডগলাস কি কখনও তেরামার গুহা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন?

-হ্যাঁ, স্যার।

-আপনি নিজে থেকে এই ব্যাপারটা বলেন, নাকি মিঃ ডগলাস জানতে চেয়েছেন?

-যত দূর মনে পড়ছে উনি জানতে চেয়েছিলেন। উনি ওই গুহা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ওনার স্ত্রী নাকি ওই গুহায় যাবার জন্য উদগ্রীব। তিনি গুহাতে যেতে ভালোবাসেন। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লেগেছিল।

তারপর কী হল?

সাধারণ মেয়েরা এইসব জায়গায় যেতে চায় না।

শ্রীমতী ডগলাসের সঙ্গে আপনার এবিষয়ে আলোচনা হয়েছিল কি?

না, স্যার। শুধুমাত্র শ্রী ডগলাসের সাথে।

-আপনি কী বলেছিলেন?

-আমি বলেছিলাম, ওখানে যাওয়া উচিত নয়। বিপদ ঘনাতে পারে।

আপনি কি গাইড নেবার কথা বলেছিলেন?

-হ্যাঁ, স্যার। আমি বলেছিলাম যে, একজন গাইডকে সঙ্গে নেওয়া দরকার।

-আর কোনো প্রশ্ন আমি করব না। এবার আপনি কথা বলুন মিঃ ছোটাস।

.

দু আদারসাইড ওফ মিনাট । সিডনি স্বেলডন

-আপনি কতদিন ধরে হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন মিঃ মসন?

-কুড়ি বছরের বেশি।

এর আগে আপনি একজন সাইক্রিয়াটিস্ট ছিলেন, তাই তো?

-আমি, না, স্যার।

একজন মনোস্তত্ত্ববিদ হয়তো?

-না, স্যার।

-তাহলে আপনি কী করে মেয়েদের মন সম্পর্কে এত খবর রাখেন?

-আমি একজন সাইক্রিয়াটিস্ট নই, কিন্তু হোটеле থাকতে গেলে মেয়েদের অনেক খবর জানতে হয়।

-আপনি ওসা জনসনের নাম শুনেছেন?

-ওসা? তিনি কে?

-তিনি এক বিখ্যাত অভিনেত্রী। আপনি অ্যামিলিয়া আর হার্টের নাম শুনেছেন?

না, স্যার।

-মার্গারেট স্মিথ?

-না, স্যার।

-আপনার কি বিয়ে হয়েছে মিঃ মসন?

-এখনও হয়নি, কিন্তু আগে আমার তিনবার বিয়ে হয়েছিল। এইভাবে আমি মেয়েদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছি।

-আমি বলতে চাইছি, মিঃ মসন, সত্যি সত্যি যদি আপনি মেয়েদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে চান, তাহলে একটা বিয়ে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করুন। আমি আপনাকে আর বেশি প্রশ্ন করতে চাইছি না।

আপনার নাম প্লিজ?

ক্রিস্টোফার।

-আপনি কী করেন?

আমি তেরামার গুহার গাইড।

কতদিন ধরে এই কাজ করছেন?

দশ বছর ।

ব্যাপারটা ভালই ।

-খুবই ভালো । হাজার হাজার মানুষ গুহাগুলো দেখতে আসে ।

-দেখুন তো, এই মানুষটিকে আপনি আগে দেখেছেন কিনা? মিঃ ডগলাসকে ।

-হ্যাঁ, স্যার, উনি আগস্ট মাসে গুহা পরিদর্শনে এসেছিলেন ।

-আপনি ঠিক বলছেন?

-হ্যাঁ ।

-এই ব্যাপারটা আমাকে অবাক করছে ক্রিস্টোফার । এত জন গুহা দেখতে আসেন, অথচ আপনি একজনকে চিনলেন কেমন করে?

-কেন আমি ওনাকে ভুলতে পারিনি তা কি বলব?

-হ্যাঁ, বলুন ।

উনি গাইডের সাহায্য চাননি ।

সমস্ত দর্শকরাই কি গাইডের সাহায্য চান?

জার্মান এবং ফরাসিরা এ ব্যাপারে উদাসীন। আমেরিকানরা সকলেই গাইড নিয়ে ঘুরতে ভালোবাসেন।

হাসির হুল্লোড়।

-দেখছি, আর কোনো কারণ আছে কি?

-হ্যাঁ, আর একটা কারণ আছে। যখন গাইডের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, ওনার সঙ্গে যে ভদ্রমহিলা ছিলেন, তিনি কেমন যেন আচরণ করলেন। উনি বললেন, গাইড লাগবে, ভদ্রমহিলা বারবার বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এক ঘণ্টা বাদে আমি দেখলাম, তিনি অত্যন্ত দ্রুত বেরিয়ে আসছেন। উনি একা, কোনো একটা ঘটনাতে ভীষণ ভেঙে পড়েছেন। আমি ভাবলাম ওই মহিলার হয়তো কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমি ওনার কাছে ছুটে যাই। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ওই মহিলা ঠিক আছেন কিনা? তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কোন মহিলা?

...আমি বললাম, যে মহিলাকে নিয়ে আপনি এই গুহার মধ্যে ঢুকেছিলেন। ওনার মুখ। সাদা হয়ে গেল। উনি আমাকে মারতে উঠলেন। তারপর বললেন, আমি তাকে হারিয়ে ফেলেছি, আমার সাহায্য চাই। উনি কাঁদতে শুরু করলেন।

-কিন্তু উনি কি সাহায্য চেয়েছিলেন? আপনি জিজ্ঞাসা করার আগে পর্যন্ত।

-এটা ঠিকই বলেছেন।

তারপর কী হল?

-আমি অন্য গাইডদের ডেকে পাঠালাম। খোঁজাখুঁজি শুরু হল। কেউ কেউ নতুন অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। এই অঞ্চলটা সাধারণের জন্যে ভোলা হয় না। সেখানেই আমরা ওই ভদ্রমহিলাকে পেয়েছিলাম। তিন ঘণ্টা বাদে। তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

-একটা শেষ প্রশ্ন করব, ভালোভাবে উত্তর দেবেন। ডগলাস যখন প্রথম ওই গুহা থেকে বেরিয়ে আসেন, তিনি কি কারও দিকে তাকিয়ে ছিলেন? সাহায্যের জন্য? নাকি তিনি চলে যাবার চেষ্টা করছিলেন?

উনি চলে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

নেপোলিয়ান ছোটাসের গলা অত্যন্ত শান্ত। তিনি বললেন- আপনি কি একজন মনোস্তত্ত্ববিদ?

না, স্যার। আমি একজন গাইড।

আপনি কি মানসিক রোগি?

না।

-আমি একথা কেন জিজ্ঞাসা করছি, বলুন তো? গত সপ্তাহে আমরা হোটেল ক্লার্কের সঙ্গে কথা বললাম, যিনি নিজেকে মানব মনের বিশারদ বলে পরিচয় দিলেন। তারপর আরও একজন মানুষের সঙ্গে কথা বললাম, যার চোখের দৃষ্টি খুবই অস্পষ্ট এবং আবছা।

এবার দেখছি আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন। আপনি একজন পর্যটককে আলাদাভাবে মনে রেখেছেন। আপনি তার মনের ভাষা পড়তে পারছেন। আপনি কী করে জানলেন যে, ওই ভদ্রলোক কারো সাহায্য চাইছিলেন না?

তাকে দেখে মনে হচ্ছিল।

কী মনে হচ্ছিল?

আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না।

-আপনার চোখ খুব ভালো। আপনি এই কোর্ট ঘরের চারদিকে তাকান তো? এখানে এমন কেউ কি আছে যাকে আপনি আগে দেখেছেন?

-ওই অভিযুক্ত।

-আর কেউ? ভালো করে ভেবে বলুন তো।

না।

তার মানে? যদি দেখে থাকতেন, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকত।

অবশ্যই।

-আপনি কি আমাকে আগে দেখেননি?

না, স্যার ।

-এই কাগজের দিকে তাকান তো । বলুন তো এটা কী?

-এটা টিকিট ।

-কীসের টিকিট?

-তেরামার গুহার ছাড়পত্র ।

-কোন্ দিন লেখা আছে?

-সোমবার, তিন সপ্তাহ আগে ।

-হ্যাঁ, এই টিকিটটা আমি কিনেছিলাম এবং আমি ব্যবহার করি । মিঃ গাইড, আমার সঙ্গে আরও পাঁচজন ছিলেন । আপনি আমার গাইড ছিলেন । আমি আর কোনো প্রশ্ন করতে চাইছি না ।

.

-তোমার পেশা কী?

-আমি আয়োনিয়ার প্যালেস হোটেলের একজন বলবয় ।

দু আদারসাইড ওফ মিনার্ট । সিডনি স্বেলডন

-দেখো তো, ওই অভিযুক্তকে তুমি চিনতে পারছ কিনা?

-হ্যাঁ, আমি ছবিতে দেখেছি।

-ওনাকে সামনা-সামনি কি কখনও দেখেছ?

-হ্যাঁ, উনি আমাদের হোটেলে এসেছিলেন। উনি জানতে চেয়েছিলেন, মিঃ ডগলাস কোন্ ঘরে বাস করছেন? আমি ঘরটা বলে দিয়েছিলাম।

-এটা কবে ঘটেছিল?

-আগস্টের প্রথম তারিখে।

-সেই মহিলাই তো ইনি?

-আমি ওনাকে কী করে ভুলে যাব? উনি আমাকে দুশো ডাকমা বকসিস দিয়েছিলেন।

.

দেখতে দেখতে চার সপ্তাহ গড়িয়ে গেল। সকলেই বুঝতে পারছে যে, নেপোলিয়ান ছোটাস অসাধারণ ভাষণ দিচ্ছেন। তা সত্ত্বেও বোধহয় শেষ পর্যন্ত তিনি বাঁচতে পারবেন না।

.

পিটার ডেমোনিডাস দুই প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। একে অন্যকে পাবার জন্য আকুল। তারা বিয়ে করে সুখী হতে চায়। ক্যাথারিন ডগলাস তাদের মাঝে কাঁটা। দিন এগিয়ে যাচ্ছে। ডেমোনিডাস এই পরিকল্পনাটাকে পরিপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন।

ল্যারি ডগলাসের অ্যাটর্নি ফ্রেডারিক স্টাভরস নেপোলিয়ান ছোটাসের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়েছেন। এখন স্টাভরসের মনে হচ্ছে, অলৌকিক কিছু না ঘটলে, এই মামলায়, তার মক্কেল শাস্তি পাবেই। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস যদি কলকাঠি নাড়েন, তা হলে কী হবে? যদি নোয়েলে পেজকে অভিযুক্ত করা হয় তাহলে ওই গ্রিক টাইফুন বোধহয় সামনে আসতে চাইবেন না। এটা তার নিজস্ব পরাজয়। আর যদি মনে হয় যে, নোয়েলের মুক্তি পাবার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে, তাহলে উনি আবার স্বমূর্তি ধারণ করবেন।

শনিবার বিকেলবেলা। এবার শেষ দৃশ্যের উন্মোচন হবে।

-আপনি আপনার নাম বলবেন?

-ডঃ কাজোমিডেস।

মিস্টার অথবা মিসেস ডগলাসের সাথে আপনার দেখা হয়েছে?

দুজনের সাথে।

-কেন?

-আমার কাছে একটা খবর এল, আমাকে এখনই তেরামার গুহাতে যেতে হবে। একজন মহিলা সেখানে হারিয়ে গেছেন। খুঁজতে খুঁজতে তাকে পাওয়া গেছে, অবস্থা খুব একটা ভালো নয়।

-তার শরীরে আঘাত ছিল?

-হ্যাঁ, হাত পা কেটে গেছে। চিবুকে কাটা দাগ। পাথরে আঘাত লেগেছে। তিনি পাথর থেকে পড়ে গেছেন। মাথা ফেটে গেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে মরফিন দিয়েছিলাম, যন্ত্রণা উপশমের জন্য। বলেছিলাম, স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

-তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়?

না, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

আপনি ঠিক করে বলুন তো?

-স্বামী জেদাজেদি করাতে তাকে আবার প্যালেস হোটেলের বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্যাপারটা আপনার কাছে অবাক লাগেনি ডাক্তার?

-হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন, নিজের স্ত্রীর দেখাশোনা উনিই করবেন।

মিসেস ডগলাসকে সোজাসুজি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। আপনি কি সঙ্গে ছিলেন?

-হ্যাঁ, আমি ওনার সাথে বাংলায় যেতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, ওনার যখন ঘুম ভাঙবে, তখন যেন আমাকে দেখেন।

যখন ওনার ঘুম ভাঙে, তখন আপনি ছিলেন?

-হ্যাঁ।

মিসেস ডগলাস আপনাকে কী বলেছিলেন?

-তিনি কিছু কথা বলেছিলেন অত্যন্ত গোপনীয়।

আপনি কি কোর্টের কাছে সেই কথা বলবেন?

-উনি বলেছিলেন যে, স্বামী ওনাকে মারতে চাইছে।

এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কোর্টরুমে দারুণ হৈ-হটগোল শুরু হল। পাঁচ মিনিট ধরে কোনো কথা শোনা গেল না। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বারবার হাতুড়ি ঠুকে জনগণকে শান্ত করলেন।

নেপোলিয়ান ছোটাস এবার এগিয়ে যাচ্ছেন। তাকে নোয়েলে পেজের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। এই প্রথম নোয়েলেকে খুবই ভেঙে পড়া অবস্থায় মনে হল।

ডেমোনিডাস প্রশ্ন করেই চলেছেন- ডাক্তার, আপনি বলছেন শ্রীমতী ডগলাসের মনের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। যখন তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন, তখন কি প্রকৃতস্থ ছিলেন?

-হ্যাঁ, স্যার। আমি তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম। তখন উনি অনেক শান্ত হয়ে গেছেন। আমি আর একটা ঘুমের ওষুধ দেবার চেষ্টা করছিলাম। তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন।

কোর্টের প্রেসিডেন্ট মাথা নীচু করে বললেন- কেন রেগে গিয়েছিলেন তা বলেছিলেন?

-হ্যাঁ, মহামান্য স্যার। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর স্বামী তাকে হত্যা করতে চাইছেন। তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়বেন, তখন স্বামী ওই জঘন্য কাজটি করবেন।

প্রেসিডেন্ট কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করলেন। তিনি পিটার ডেমোনিডাসকে বললেন আপনি আরও কথা বলুন।

-ডঃ কাজোমিডেস, আপনি মিসেস ডগলাসকে দ্বিতীয় ওষুধটা দিয়েছিলেন?

-হ্যাঁ।

-এটা আপনি কী করে দিয়েছিলেন?

হাইপোডারমিকের সাহায্যে পেছন দিকে।

যখন আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন উনি ঘুমিয়ে ছিলেন?

-হ্যাঁ।

-মিসেস ডগলাস কি কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠতে পারতেন? বিছানা ছেড়ে বাইরে যেতে পারতেন? কারও সাহায্য চাইতে পারতেন? পোশাক পরতে পারতেন? বাড়ির বাইরে বেরোতে পারতেন?

-এই অবস্থায়, না, কোনো মতেই সম্ভব নয়। তখন তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন।

ডাক্তার, আপনাকে ধন্যবাদ। আর কিছু আমি বলব না।

জুরিরা নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদের মুখ থমথম করছে। একজন অপরিচিত কেউ হয়তো কোর্টরুমে ঢুকে পড়েছেন, তিনি এই কেসের ব্যাপারে আগ্রহী।

বিল ফ্রেসারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ডাঃ কাজোমিডেসের ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে। এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ল্যারি ডগলাস আর নোয়েলে পেজই ক্যাথারিনকে হত্যা করেছে। নেপোলিয়ান ছোটাস এখন কিছুই করতে পারবেন না। জুরিদের মন পাল্টানো অত সহজ নয়।

ফ্রেডরিক স্টাভরসের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তিনি এতদিন নেপোলিয়ান ছোটাসকে তারিফ করছিলেন। তার ওপর অন্ধবিশ্বাস ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ছোটাস

অলৌকিক উপায়ে এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দেবেন। এবার বোঝা গেল, কিছুতেই তিনি জিততে পারবেন না। স্টাভরস সামনের দিকে তাকালেন। অন্ধকার শুধুই অন্ধকার।

এখন কী হবে? সকলের কাছে তিনি কেমন করে মুখ দেখাবেন? নেপোলিয়ান ছোটাস উঠলেন। তিনি বললেন- মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি ওই সাক্ষীর সাথে কথা বলতে চাইছি। আদালত অনুমতি দিলে আমি কিছু প্রশ্ন করব। আমি ক্যামেরার সাহায্য নেব। পোসিকিউটিং অ্যাটর্নিরও সাহায্য নিতে হবে।

কোর্টের প্রেসিডেন্ট বললেন- মিঃ ডেমোনিডাস?

ডেমোনিডাস বললেন আমার কোনো আপত্তি নেই।

কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল। কেউ কিন্তু চেয়ার থেকে ওঠেননি।

.

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। নেপোলিয়ান ছোটাস আবার কোর্টে ফিরে এসেছে।

সকলে বুঝতে পারছে, এবার সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে।

ছোটাস ধীরে ধীরে সাক্ষ্যদানের বাক্সের কাছে চলে গেলেন। তিনি নোয়েলের দিকে তাকালেন। নোয়েলের মুখে, চোখে উদ্বিগ্নতা। আইন বিশারদের ঠোঁটের কোণে হাসি। তিনি জানেন, এত ভয় পাবার কিছু নেই।

ছোটাস সাধারণ গলায় নোয়েলেকে বললেন- কোর্টের প্রেসিডেন্ট অনুমতি দিয়েছেন, আপনি তার সাথে চেম্বারে কথা বলতে পারবেন।

উনি ফ্রেডরিক স্টাভরসের দিকে তাকালেন। অনিশ্চয়তার আবরণে মুখ ঢেকে স্টাভরস বসে আছেন। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছেন না।

যদি মনে করেন, আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে নিয়ে আসতে পারেন।

স্টাভরস বললেন- অবশ্যই আসব।

তাড়াতাড়িতে চেয়ারটা ফেলে দিচ্ছিলেন।

দুজন বেলিফকে দেখা গেল, তারা প্রেসিডেন্টের ফাঁকা চেম্বারে ঢুকে পড়েছেন। বেলিফরা চলে গেলেন। এখন তারা সেখানে বসে আছেন। ছোটাস ফ্রেডরিক স্টাভরসের দিকে তাকিয়ে বললেন-আমি কী বলব? আমি আমার ক্লায়েন্টকে সাহায্য করতে চাইছি। আপনার ক্লায়েন্টও যাতে একই রকম সুযোগ পায় সেটা আমাকে দেখতে হবে।

নোয়েলে জানতে চাইল- কী বলতে হবে?

ছোটাস নোয়েলের দিকে তাকালেন। আন্তে আন্তে বললেন-আমি এই মাত্র বিচারকদের সাথে একটা কনফারেন্স করেছি। তারা বুঝতে পারছেন, এই ব্যাপারটা আপনার বিরুদ্ধে চলে গেছে। কিন্তু তিনি একটু থামলেন, আমি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আপনাকে শাস্তি দিলেই সুবিচার হবে না।

-তাহলে, কী হবে? স্টারস অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

ছোটাসের মুখে সন্তুষ্টির চিহ্ন- যদি অভিযুক্তরা মত প্রকাশ করেন, তাহলে হয়তো পাঁচ বছরের জেল হতে পারে। উনি হাসলেন, চার বছর তো কেটেই গেছে। তার মানে? ছ মাসের বেশি থাকতে হবে না।

উনি ল্যারির দিকে ফিরলেন- আপনি আমেরিকান। আপনি চলে যেতে পারবেন। আপনি কখনও গ্রিসে ফিরে আসতে পারবেন না।

ল্যারি মাথা নাড়ল, মনে আনন্দ।

ছোটাস এবার নোয়েলের দিকে তাকালেন সেটা খুব একটা সহজ নয়। আমি সব কিছু শুনেই বলছি। খুব শক্ত একটা পরীক্ষা। দেখা যাক কী হয়। শেষে কী আছে আমি বুঝতে পারছি না।

নোয়েলে বলল- আমি বুঝেছি।

নেপোলিয়ান ছোটাস বললেন- একটা শর্ত আছে।

কী?

-আপনার পাশপোর্ট কেড়ে নেওয়া হবে। আপনি কখনও গ্রিস ত্যাগ করতে পারবেন। সব সময় বন্ধুর অধীনে থাকবেন।

তার মানে? ব্যাপারটা তাই হতে চলেছে।

এটা বোধহয় কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের একটা খেলা, নোয়েলে ভাবল, বিচারককে তা হলে কিনে নেওয়া যায়।

ডেমিরিসের কাছে আমাকে থাকতে হবে? ল্যারির সঙ্গে কোনো দিন দেখা হবে না। ল্যারির দিকে নোয়েলে তাকাল। হ্যাঁ, ল্যারির মুখে সন্তুষ্টির ছাপ। সে স্বাধীন হবে। আহা, কত বছর বাদে।

ছোটাসের দিকে তাকিয়ে নোয়েলে বলল ব্যাপারটা আমার ভালো লেগেছে।

ছোটাস নোয়েলের দিকে তাকালেন, ছোটাসের চোখে বিষণ্ণতা। পাশাপাশি সন্তুষ্টি। নোয়েলে আমাকে বুঝতে পেরেছে।

ব্যাপারটা ভাবতেই পারছি না, ফ্রেডরিক বললেন।

সত্যি কথা বলতে কী, স্টাভরসের কাছে এটা অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ল্যারি বলল- একটাই ব্যাপার, আমরা কিন্তু খুনটা করিনি। কে কার কথা শুনবে।

ফ্রেডরিক রেগে গেলেন- এসব কথা বলে কী লাভ? আমরা বাঁচাবার একটা পথ খোঁজার চেষ্টা করছি।

তিনি চট করে ছোটাসের দিকে তাকালেন। আমার কথাটা শুনে ছোটাস আবার রেগে যাবেন না তো?

ছোটাস স্টাভরসকে বললেন- আমি আমার ক্লায়েন্টকে উপদেশ দিচ্ছি। আপনার ক্লায়েন্টকে কিন্তু কিছু বলতে চাইছি না। উনি যা ইচ্ছে করতে পারেন।

ল্যারি বলল- আর কী বা হবে?

এবার জুরিরা আসবেন।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে, দুজন অভিযুক্ত জজের বেঞ্চে বসে আছে। প্রেসিডেন্ট বসে আছেন মধ্যের চেয়ারে। দুপাশে দুজন বিচারক। নেপোলিয়ান ছোটাস নোয়েলে পেজের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ফ্রেডরিক স্টারস দাঁড়িয়ে আছেন ল্যারি ডগলাসের পাশে। টানটান উত্তেজনা। কখন কী হয়।

প্রেসিডেন্ট মাথা নীচু করলেন, ছোটাসের দিকে তাকালেন। তার কাছ থেকেই বোধহয় সংবাদটা প্রথম শুনতে চাইছেন।

নোয়েলে ভাবল ডেমিরিস কীভাবে ব্যাপারটা গুছিয়ে নিয়েছেন? ভাবতে গেলে অবাক লাগে।

-আপনি কি আপনার অপরাধের ভাবধারা পরিবর্তন করবেন?

নোয়েলে বলল- হ্যাঁ, করতে রাজী আছি।

ফ্রেডরিক এবার কথা বলার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন মাননীয় বিচারপতি, আমার ক্লায়েন্টও এই কথা বলতে চাইছেন। তিনি নিজেকে আর অপরাধী নয় একথা বলবেন না, তিনি অপরাধ স্বীকার করবেন।

প্রেসিডেন্ট ল্যারির দিকে তাকালেন- আপনিও কি আপনার এই বক্তব্যের পরিবর্তন করতে চাইছেন?

ল্যারি ফ্রেডরিকের দিকে তাকালেন। বললেন- হ্যাঁ।

প্রেসিডেন্ট দুজন অভিযুক্তের দিকে তাকালেন। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন- আপনারা কি জানেন যে অপরাধ স্বীকার করলে গ্রিক আইন অনুসারে ফাঁসি হতে পারে।

-হ্যাঁ, আমি জানি, নোয়েলের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার।

প্রেসিডেন্ট এবার ল্যারির দিকে তাকালেন।

ল্যারি একই জবাব দিল। জজেরা নিজেদের মধ্যে সামান্য আলোচনা করলেন। প্রেসিডেন্ট ডেমিরিসের দিকে তাকিয়ে বললেন- এই ব্যাপারে আপনার কোনো বক্তব্য আছে?

ডেমিরিস অনেকক্ষণ প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন কোনো বক্তব্য নেই।

নোয়েলের মনে হল, এবার বোধহয় সত্যিই মুক্তি, নাকি আমি আরও গভীর সংকটে পড়ে গেলাম।

প্রেসিডেন্ট বললেন- আমরা এই বক্তব্য গ্রহণ করতে বাধ্য। তিনি জুরীদের দিকে তাকালেন, ভদ্রমহোদয়গণ, এই মামলার ব্যাপারে একটা নতুন ব্যাপার দেখা দিয়েছে। আপনারা এখন আর জুরী হিসাবে থাকতে পারবেন না। বিচারটা শেষ হয়ে গেল। এবার আদালত শাস্তি দেবে। ধন্যবাদ, আপনারা যেভাবে সাহায্য করেছেন। এখন দুঘণ্টার জন্য কোর্ট বন্ধ থাকবে।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ভিড় করতে শুরু করেছেন। টেলিফোন বেজে চলেছে। টেলিপ্রিন্ট মেশিনগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের মামলা এক নতুন বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। দু ঘণ্টা কেটে গেছে। অনেক মানুষের ভিড়। নোয়েলে চারদিকে তাকিয়ে দেখছে। কী ঘটে-কী ঘটে এমন একটা ব্যাপার।

অভিযুক্তরা উঠে দাঁড়াবেন, বেঞ্চের দিকে এগিয়ে চলুন।

নোয়েলে উঠে দাঁড়াল। সে বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। তার পাশে ছোটাস দাঁড়িয়ে আছেন। ল্যারিও এগিয়ে আসছে।

প্রেসিডেন্ট বললেন- এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিচার। এখানে নানা সন্দেহ থাকে। দেখতে হয় অপরাধী যেন কোনো মতেই ছাড়া না পায়। এই বিচারের বেলাতেও এমন অনেক বিষয়

নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। উনি নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি গ্রিক আইনগুলো সম্পর্কে ভালো কথা বলেছেন। যখন কোনো হত্যাকাণ্ড সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় না, তখন আমরা অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি না।

নোয়েলে এই কথা শুনে কেমন যেন হয়ে গেল। বিপদের গন্ধ কি ভাসছে?

প্রেসিডেন্ট বলে চলেছেন- আমি এবং আমার সহযোগী বিচারকেরা অবাক হয়েছি, কেন এই অভিযুক্তরা বক্তব্য পরিবর্তন করতে রাজি হয়েছে? যখন বিচার চলছে সেই অবস্থায়?

এবার নোয়েলের পেটে যন্ত্রণা শুরু হল। সে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছে না। ল্যারিও অবাক চোখে বিচারকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

-কোর্টের সামনে এবং বিচারকের সামনে অভিযুক্তরা তাদের অপরাধ স্বীকার করছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত বিবেকের দংশনে তারা দংশিত হচ্ছিল। এক অসহায়া মহিলাকে কী নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

নোয়েলে বোধহয় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। কী হবে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ছোটাস কি এতবড় একটা সর্বনাশ করতে পারেন? ছোটাস কি এইভাবে নোয়েলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবেন? নোয়েলে ছোটাসের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রেসিডেন্ট তখনও বলে চলেছেন আমাদের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, আমি সেই ক্ষমতা অনুসারে ঘোষণা করছি, নোয়েলে পেজ এবং লরেন্স ডগলাসকে ভয়ংকর শাস্তি

দিতে হবে। গুলি করে তাদের হত্যা করতে হবে। আজ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে যেন এই আদেশ কার্যকরী হয়।

কোটে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। নোয়েলে কিছু শুনতে পাচ্ছে না। সব কটা দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বসে আছেন, দাঁড়ি কামিয়েছেন, চুল কেটেছেন। নীল রঙের সিল্কের স্যুট পরেছেন। সুন্দরভাবে তৈরি করা।

হয়তো দেখতে এসেছেন নোয়েলের ভেঙে পড়া।

দাবা খেলাটা শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল।

.

ল্যারি প্রেসিডেন্টের শেষ কথাগুলো শুনছিল। বিশ্বাস করতে পারছিল না। একজন পুলিশ তার দিকে এগিয়ে গেল। হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। ল্যারি কিছু একটা বলতে চাইছিল। সে বলল, আমি ওকে মারিনি, এভাবে আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হল। আরেকজন বেলিফ এসে তাকে ধরে নিয়েছে।

ল্যারি বলল- আমার কথা শোনার চেষ্টা করুন।

না, কেউ তার কথা শুনছে না।

.

নোয়েলে তার হাতে কার হাতের পরশ পেল। মেট্রন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কোর্টরুম থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। মেট্রন বলল- মিস পেজ, এবার চলুন।

এটা কি থিয়েটারের দল? ওরা সকলে তার জন্য বসে আছে। সময় পালেট গেছে। আর কেউ তাকে সংলাপ উচ্চারণ করতে বলবে না। পরাজয়, শুধুই পরাজয়। অনেকগুলো মুখ সে দেখতে পাচ্ছে। ফিলিপ্পে সোরেল, ইজরায়েল কাটজ, আরও কত কে? আগস্টেস ম্যানটন, একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আমেরিকান ভদ্রলোক দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। হাত নাড়ছেন। মেট্রন আবার বলল চলে আসুন, চলে আসুন মিস পেজ।

চারপাশের অবস্থার বর্ণনা করা যাচ্ছে না। একটা সুচতুর পরিকল্পনা, প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করে কি লাভ? ছোটাস এইভাবে ফাঁসিয়ে দিলেন? কী করে আর কার ওপর বিশ্বাস রাখবেন?

ফ্রেডরিক প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। এখন তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। শেষ অব্দি তিনি বলার চেষ্টা করেছিলেন স্যার, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাইছি।

গ্রিক আইন অনুসারে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা ঘটবে অ্যাজিনা দ্বীপে। পাইরস দ্বীপের কাছে। এর জন্য বিশেষ নৌকোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই নৌকা করে অভিযুক্ত আসামীদের ওই দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হবে। চারিদিকে পুলিশ প্রহরা থাকবে।

সকাল চারটে, শনিবার, আর দুঘণ্টা বাদে নোয়েলের ফাঁসি হবে।

নোয়েলেকে একটা পরিচিত প্রিয় পোশাক পরতে দেওয়া হয়েছে। মদ রঙা, ফুলের তৈরি, তার সঙ্গে লাল জুতো পরেছে সে। নতুন সিক্কের কারুকাজ করা রিংগারি।

বেলিজিয়ান সুন্দরীর মতো তাকে দেখাচ্ছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস নোয়েলের কাছে হেয়ার ড্রেসার পার্টিয়ে দিয়েছেন। এবার মনে হচ্ছে নোয়েলে বোধহয় কোনো একটা পার্টিতে যাবে। এখন আর অনুশোচনা করে কোনো লাভ নেই। তবুও সে ভাবছে, ডেমিরিস হয়তো শেষ পর্যন্ত অলৌকিক খেলা খেলে তাকে বাঁচিয়ে দেবেন। একটা টেলিফোন, একটা শব্দ? সোনালী হাতের একটা পরশ, না, সময় দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে। আর কিছু হবে কি?

আরও দুঘণ্টা সময় আছে।

নোয়েলে তাকিয়ে থাকল, কোনো কিছু ভাবতে পারছে না সে।

ল্যারি ডগলাসকে বন্দীশালার অন্যত্র রাখা হয়েছে। বিচার পর্বে সে খুবই চিন্তিত ছিল। অনেক চিঠি এসেছে তার কাছে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে। মেয়েরা লিখেছে। ওয়ার্ডেনরা, কেউ কেউ ল্যারির আচরণে দুঃখ পেয়েছে।

পেজের সঙ্গে দেখা হলে খুশি হত, কিন্তু দেখা হবে কী করে? প্রথমে সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর শান্ত হয়ে যায়।

পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ওয়ার্ডেন এগিয়ে এল। চারজন গার্ডও এসেছে। তারা ল্যারি ডগলাসের সেলে এসে হাজির হয়েছে। ল্যারি বাংকে বসে আছে। শান্ত এবং সমাহিত। ওয়ার্ডেনরা দুবার তার নাম ধরে ডাকল। ল্যারি চোখ মেলে তাকাল। স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। কি?

করিডোর দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। ছোট্ট একটা শোভাযাত্রা। একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। বাইরে কি ঠান্ডা? আকাশে পূর্ণ চাঁদের জোছনা? আকাশের প্রেক্ষাপটে নক্ষত্রের মেলা? আহা, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সেই দ্বীপপুঞ্জের কথা মনে পড়ে গেল। গ্রিকদের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি। সে যেন সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল। না, এসবই আজ ভগ্ন অতীত হয়ে গেছে।

কারোর ওপর তার কোনো রাগ নেই। ঝিমঝিমে অনুভূতি। একটা অনুশোচনা। এবার তাকে পিস্তলের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, সেই ঘটনাটা ঘটতে চলেছে, সে দেখতে পেল, চারদিকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

এবার কী হবে? তার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল হোত বয়ে গেল।

..নোয়েলের কক্ষ, হেয়ারড্রেসার দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বিদ্যুতের চমক। একবার নয়, পরপর তিনবার। নোয়েলে প্রশ্ন করল বাইরে কি বৃষ্টি পড়ছে? হেয়ার ড্রেসার বলল-না, আকাশটা পরিষ্কার।

নোয়েলে বুঝতে পারল এবার তার পালা।

পাঁচটা ত্রিশ, আর মাত্র ত্রিশ মিনিট বাকি আছে। কার পায়ের শব্দ? হুৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। ডেমিরিস কি এসেছেন? এত সুন্দরী একটি মেয়ে, আহা, শেষ যখন দেখা হয়েছিল। করিডোরটা একেবারে ফাঁকা। গার্ড এসে সেলের দরজা খুলে দিল। নার্স প্রবেশ করল। নোয়েলে তাকাল, বিশ্বাস করতে পারছে না। নোয়েলে প্রশ্ন করল, এই বোধহয় সময় হল আমার।

ওয়ার্ডেন বলল- মিস পেজ, এই নার্স এসেছেন আপনাকে কিছু ওষুধ দেবার জন্য।

নার্স তাকাল, নোয়েলে বলল- আমার ওষুধ চাই না।

তারপর? নোয়েলে বুঝতে পারল, ভয় তাড়ানোর ওষুধ। কিন্তু ভয় পেয়ে কী হবে?

নার্স বলল- এই সুন্দর পোশাকটা নষ্ট করে কী লাভ? এটা খুলে ফেলা যাক। এক মিনিটের তো ব্যাপার।

নার্স কাজ করতে শুরু করেছে। নোয়েলে কিছুই বুঝতে পারছে না।

মনে হচ্ছে, সে বুঝি বাবাকে দেখতে পাচ্ছে। বাবা বলছে- মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখো, কত সুন্দরী হয়ে উঠেছে সে।

একজন যাজক এসে ঘরে প্রবেশ করেছেন, তিনি বললেন- তুমি কি ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি করবে? নোয়েলে মাথা ঝাঁকালো। কে যেন বলেছিল, তুমি এক রাজকুমারী,

এটাই তোমার সাম্রাজ্য। যখন তুমি বড়ো হবে, তখন এক রাজকুমারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তুমি একটা মস্ত বড় প্রাসাদের বাসিন্দা হবে।

নোয়েলে লম্বা করিডোর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কে যেন দরজাটা খুলে দিল। এ সেই দরজা, যেখানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। বাবার মুখ দেখা যাচ্ছে, জানলাতে ঝুলছে।

সব কাজ শেষ হয়ে গেল, এই জাহাজগুলো কার? এই রাজকুমারীর? এসব তো তোমারই। তোমার হাতের স্পর্শে সব কিছু তো সোনা হয়ে উঠবে।

একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা। মূল্যবান কিছু যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। না না, আমার মুখটা ঢেকে দিও না। বাবার মুখটা আমাকে একবার দেখতে দাও।

না, তখন চারপাশে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই।

.

শেষ পর্ব

সিস্টার থেরেসা বলল- আপনি আবার আসবেন। বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বললেন- সিস্টার, শুধু আপনার অনুগ্রহ চাই।

সিস্টার জানেন, এই ভদ্রলোক না থাকলে এই মঠ কবেই বন্ধ হয়ে যেত। সেটা বোধহয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তিনি ডেমিরিসকে ধন্যবাদ জানালেন। ডেমিরিস ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসছেন। এই সমাধিক্ষেত্র, কত মানুষ এখানে শুয়ে আছেন।

সিস্টার থেরেসা বললেন- এখানে ও শুয়ে আছে, ওর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

ডেমিরিস তাকিয়ে থাকলেন, সিস্টার থেরেসার চোখে জল। শান্তভাবে উনি বললেন এবার আমি আসি। কিন্তু, আমি যেটা নিয়ে এসেছি আপনি রাখবেন না।

ছোট্ট একটা জুয়েলারীর বাক্স, সিস্টার তাকিয়ে আছেন।

সেই বাক্সটা নিয়ে ডেমিরিস হেঁটে চলেছেন। ভেতরে কি আছে? সুন্দর একটা সোনার পাখি, রক্ত রুবির চোখ। এঙ্কুনি বুঝি উড়বে। ডেমিরিস তাকিয়ে আছেন, ওই ভদ্রমহিলা বাক্স থেকে পাখিটাকে বের করলেন। সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। রুবির চোখে দ্যুতি, আহা, রামধনুর সাতটি রং।

-আপনার সাথে আবার দেখা হবে। আপনি ভয় পাবেন না। কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বদমায়েশ লোকেরা মারা গেছে। কথাগুলো বলতে বলতে ডেমিরিস কেমন যেন হয়ে গেল, মনে হল কেউ বুঝি তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

তাকে এখন শান্তভাবে পাহাড় পার হতে হবে। অনেক দূরের পথ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তার লিমুজিন এখন যাবে এথেন্সে, এথেন্স থেকে শিকাগো, সেখান থেকে লন্ডন, প্যারিস, ইওনিয়া এবং শেষ পর্যন্ত লস অ্যাঞ্জেলেস।

দু আদরসাইড অফ মিডনাইট । সিডনি স্লেভন

উনি জানেন, পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আর এক মুহূর্ত শান্তি পাবেন না।